বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১৮-১৯

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

১. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে বাংলাদেশ একটি দুর্যোগ প্রবণ দেশ। প্রাকৃতিক পরিবেশ যেমন: ভূমিকম্প, বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি ও জলবায়ু পরিবর্তন ইত্যাদির ঝুঁকি মোকাবিলা ছাড়াও জনসংখ্যার আধিক্য ও দারিদ্র্যের প্রকোপ এ অঞ্চলের জনগোষ্ঠীকে আরো বিপদাপন্ন করে তুলেছে। তাই বর্তমান সরকারের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হল প্রাকৃতিক ও মনুষ্যসৃষ্ট দুর্যোগের ঝুঁকি মোকাবিলায় যুগোপযোগী ও সমন্বিত দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস ও প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করা। এ লক্ষ্যে দুর্যোগ মোকাবিলার পাশাপাশি গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি, জনগণের আয় বৃদ্ধি, খাদ্য সরবরাহের ভারসাম্য আনয়ন এবং দারিদ্র্য বিমোচনে গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা/কাবিটা), গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টিআর) এবং অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান (ইজিপিপি) ইত্যাদি কর্মসূচি গ্রহণ ও তা সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ব্যাপক কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়েছে এবং তা অব্যাহত আছে। ১৬০৬ কোটি টাকা ব্যয়ে ৫৬৪৬টি ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণ করা হয়েছে। বন্যা-প্রবণ ও নদী ভাঙ্গন এলাকায় ১৭৪.৬১ কোটি টাকা ব্যয়ে ১৫৬টি বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে। বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে ১৯৯.৭৯ কোটি টাকা ব্যয়ে ১০০ টি বহুমূখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে। ভূমিকম্প পরবর্তী সময়ে উদ্ধার ও অনুসন্ধান কাজে ব্যবহারের জন্য ১৫৩.৫২ কোটি টাকা ব্যয়ে ৩০৩৫টি বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়েছে। মহাখালিস্থ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ভবন ১৩.৩৩ কোটি টাকা ব্যয়ে ৭ তলা হতে ১০ তলা পর্যন্ত উর্দ্ধমুখী সম্প্রসারণ করা হয়েছে। ৭৮.৮৮ কোটি টাকা ব্যয়ে ১২টি ইমার্জেন্সী পিকআপ ভ্যান, ৬টি মোবাইল এ্যাম্বুলেন্স বোট, ৪টি সী সার্চ এন্ড রেসকিউ বোট, ১২টি স্মল মেরিন রেসকিউ বোট, ৩৫টি মেগা সাইরেন, ১৬টি স্যাটেলাইট ফোন ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়েছে। দুর্গত এলাকায় পানীয় জল দ্রুত সরবরাহের জন্য ১৫০.৯৬ কোটি টাকা ব্যয়ে ৩০টি ট্রাক মাউন্টেড স্যালাইন ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট কিনে প্রস্তুত রাখা হয়েছে।

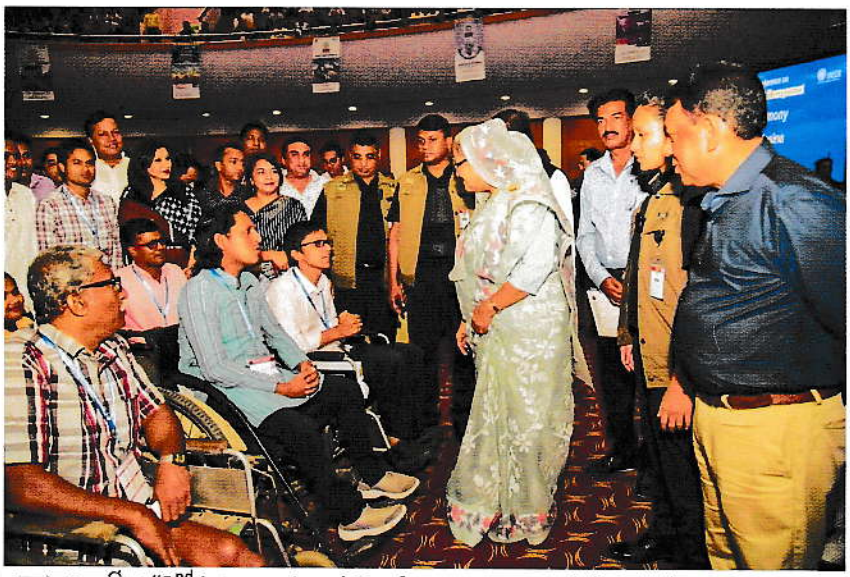

১৫-১৭ মে ২০১৮ মেয়াদে অনুষ্ঠিত "2nd International Conference on Disability and Disaster Risk Management" এ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রতিবন্ধীদের সঙ্গে কথা বলছেন।

২. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতি ও আইনগত কাঠামো উন্নয়ন

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমকে একটি আইনি কাঠামোর মধ্যে আনয়নের লক্ষ্যে নিম্নেবর্ণিত আইন, নীতিমালা, বিধিমালা, নির্দেশমালা প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়:

- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলি (SOD), ২০১০ এর অধিকতর সংশোধন

- জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা, ২০১৬-২০২০
- দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসের লক্ষ্যে সেন্দাই কর্মকাঠামো (২০১৫-২০৩০) এর বঙ্গানুবাদ
- আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন ও প্রস্তুতি দিবস উদযাপন উপলক্ষে স্মরণিকা প্রকাশ
- বার্ষিক প্রতিবেদন (২০১৬-২০১৭)
- বার্ষিক ইনোভেশন প্রতিবেদন

৩.০ মন্ত্রণালয়ের মৌলিক বিষয়াদি

৩.১ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের ভিশন স্টেটমেন্ট

প্রাকৃতিক, জলবায়ু জনিত ও মনুষ্যসৃষ্ট দুর্যোগের ক্ষতিকর প্রভাব জনগোষ্ঠীর সহণীয় পর্যায়ে নামিয়ে আনা; তবে এ কাজে গরীব ও দুঃস্থদেরকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

৩.২ মন্ত্রণালয়ের মিশন স্টেটমেন্ট

প্রাকৃতিক, পরিবেশগত ও মনুষ্যসৃষ্ট সকল প্রকার দুর্যোগের ক্ষতিকর প্রভাব সহনীয় ও গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে এনে জনগণের, বিশেষ করে দরিদ্র ও দুর্দশাগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস করা, জরুরি দুর্যোগ সাড়াদান ও পুনর্গঠন কার্যক্রমকে অধিকতর কার্যকর করা এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

৩.৩ মন্ত্রণালয়ের এলোকেশন্স অব বিজনেস

১. সার্বিক দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস এবং দুর্যোগে সাড়া প্রদান ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পর্কিত আইন, নীতিমালা, আদেশাবলী পরিকল্পনা, নির্দেশনা প্রণয়ন, পুনর্বিবেচনা এবং বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম;

২. Vulnerability Group Feeding (VGF) এবং অন্যান্য সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির ডাটাবেজ সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা ও MIS সংক্রান্ত কার্যাবলি;

৩. ত্রাণ ও দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসকরণ কর্মসূচি, পরিকল্পনা, গবেষণা এবং মনিটরিং সংক্রান্ত কার্যক্রম;

৪. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন অধিদপ্তর ও সংস্থার নন-ক্যাডার ও কারিগরী কর্মচারীদের কর্মী ব্যবস্থাপনা, নিয়ন্ত্রণ, কার্য মূল্যায়ন বিষয়ক কার্যাদি;

৫. দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস এবং জরুরি সাড়া প্রদান ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পর্কিত সব ধরনের কার্যক্রমের সমন্বয়সাধন;

৬. বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, সংস্থা, এনজিও, সর্বস্তরের স্থানীয় সরকার, কমিউনিটি ভিত্তিক সংগঠন (CBO), সুশীল সমাজ, সকল স্বার্থ সংশ্লিষ্ট পক্ষকে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসে মূল ধারায় সম্পৃক্তকরণ;

৭. জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাবের ফলে সৃষ্ট দুর্যোগ মোকাবিলায় গৃহীত প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়ন;

৮. জরুরি ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মসূচির প্রকল্প প্রণয়ন, সম্মতি প্রদান, প্রশাসন, সমন্বয় এবং তত্ত্বাবধান সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম;

৯. সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি যথা- টিআর, ভিজিএফ, কাবিখা, স্কুল ফিডিং কর্মসূচি, গ্রামীণ অবকাঠামো নির্মাণ, ঝুঁকিহ্রাস কর্মসূচি, রাস্তাঘাট রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচি অনুমোদন, প্রশাসন এবং মনিটরিং সংক্রান্ত কার্যাবলি;

১০. দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসকরণে ছোট ছোট সেতু/কালভার্ট, ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র, বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ এবং রক্ষণাবেক্ষণ;

১১. এ মন্ত্রণালয়ের সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প/কর্মসূচি প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন;

১২. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সাহায্য, ঋণ ও মঞ্জুরীর অনুসন্ধান এবং প্রশাসন ও সমন্বয়সাধন;

১৩. এ মন্ত্রণালয়ের জন্য নির্ধারিত বিষয়াবলি সম্পর্কে বিভিন্ন আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং অন্যান্য দেশের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা;

১৪. দুর্যোগকালে দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ এবং জরুরি অবস্থা জারীর ঘোষণা এবং স্থানান্তরের (Evacuation) নির্দেশ প্রদান;

১৫. দুর্যোগে সাড়াপ্রদান কার্যক্রম স্থাপন, শক্তিশালীকরণ এবং উন্নয়ন;

১৬. দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলি হালনাগাদকরণ এবং বাস্তবায়ন;

১৭. জাতীয় এবং স্থানীয় পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তথ্য কেন্দ্র (DMIC) স্থাপন, ব্যবস্থাপনা এবং পরিচালনা;

১৮. ভূমিকম্প, স্থাপনা ভেঙ্গে পড়া, সুনামী, অগ্নিকান্ড এবং যে সকল দুর্যোগে বহু মানুষের প্রাণহানি ঘটে সেক্ষেত্রে প্রতিকারমূলক এবং প্রস্তুতিমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ;

১৯. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান ও সমন্বয়সাধন;

২০. এ মন্ত্রণালয়ের বাজেট, অর্থ সংস্থান সম্পর্কিত সকল বিষয়াবলি;

২১. শরণার্থী সম্পর্কিত কর্মসূচি বাস্তবায়ন;

২২. এ মন্ত্রণালয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সকল আইন এবং বিধি বিধান প্রণয়ন;

২৩. এ মন্ত্রণালয়ের জন্য নির্ধারিত সকল ধরনের তথ্য প্রদান ও অনুসন্ধান কার্যক্রম;

২৪. আদালতের নির্ধারিত ফি ব্যতীত এ মন্ত্রণালয়ের জন্য প্রযোজ্য সকল ধরনের ফি সম্পর্কিত বিষয়াবলি;

২৫. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত অন্যান্য সকল বিষয়।

৩.৪ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের প্রধান কার্যাবলি

১. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত আইন, নীতি ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন;

২. জরুরি মানবিক সহায়তা ও পুনর্বাসন কার্যক্রম সংক্রান্ত নীতি ও পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং সংশ্লিষ্ট সকল সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির ডাটাবেস প্রস্তুত ও সংরক্ষণ;

৩. দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস পরিকল্পনা প্রণয়ন, প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ এবং এর সাথে সম্পৃক্ত স্থানীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগীদের মধ্যে সমন্বয় সাধন, পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ণ;

৪. গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা), গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টেস্ট রিলিফ), দুঃস্থদের খাদ্য সহায়তা (ভিজিএফ), জিআর (খাদ্য), নগদ অর্থ সহায়তা (জিআর), শীত বস্ত্র সহায়তাসহ এ ধরনের অন্যান্য কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে দুর্দশা লাঘবে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা;

৫. অতিদরিদ্রদের ঝুঁকিহ্রাসকল্পে বছরের বিভিন্ন সময়ে কর্মসংস্থান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ৪০ দিনের কর্মসূচি বাস্তবায়ন;

৬. বৈদেশিক উৎস্য হতে প্রাপ্ত খাদ্য এবং অন্যান্য জরুরি মানবিক সহায়তা ব্যবহার ও বিতরণে সমন্বয় সাধন, উন্নয়ন সহযোগী দেশ ও প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পৃক্ত কার্যাবলি বাস্তবায়ন;

৭. শরণার্থী বিষয়ক কর্মসূচি বাস্তবায়ন ও সংশ্লিষ্ট জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে সমন্বয় সাধন;

৮. দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস সহায়ক ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ;

৯. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ঝুঁকিহ্রাস ক্ষমতা বৃদ্ধিকরণে সতর্ক সংকেতসহ মটিভেশন ও প্রশিক্ষণ বিষয়ক কার্যক্রম সম্পাদন।

৩.৫ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মধ্যমেয়াদী কৌশলগত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

কৌশলগত মধ্যমেয়াদি উদ্দেশ্য	প্রধান কার্যক্রমসমূহ	বাস্তবায়নকারী দপ্তর/সংস্থা
১. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ, পেশাদারিত্ব সৃষ্টি ও সক্ষমতা বৃদ্ধি।	• দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে দুর্যোগপ্রবণ এলাকার সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রশিক্ষণ প্রদান	মন্ত্রণালয়
	• দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসকল্পে জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে সংস্থাভিত্তিক আপদকালীন পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং দুর্যোগ প্রবণ ও অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত এলাকা চিহ্নিতকরণ • দুর্যোগ মোকাবিলার জন্য উদ্ধারকারী যানবাহন ও যন্ত্রপাতি সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বিতরণ	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
২. দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসের লক্ষ্যে অবকাঠামো সম্প্রসারণ ও মানোন্নয়ন	• দ্রুত পানি নিষ্কাশনের জন্য ছোট ও মাঝারী আকারের ব্রিজ, কালভার্ট নির্মাণ • উপকূলীয় এলাকায় বহুমূখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ • বন্যা প্রবণ এলাকায় বহুমুখী বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ • ঘূর্ণিঝড় সহনীয় গৃহ নির্মাণ, সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মাঠ উঁচুকরণ ও মাটির কিল্লা নির্মাণ	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
৩. বিপদাপন্ন ও দুর্দশাগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর দুর্দশা লাঘব ও ঝুঁকিহ্রাসকরণ	• চিহ্নিত দুর্যোগপ্রবণ এলাকায় অতি দরিদ্রদের বিশেষত দরিদ্র দুঃস্থ নারীদের কর্মসংস্থান • জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকিহ্রাসের জন্য অভিযোজন কার্যক্রম গ্রহণ • অন্তর্নিহিত ঝুঁকি চিহ্নিতকরণ ও আগাম সংকেতের মাধ্যমে জীবন ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি কমানো	মন্ত্রণালয়
	• কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি বাস্তবায়ন • টি.আর.কর্মসূচি বাস্তবায়ন • ভি.জি.এফ. কর্মসূচি বাস্তবায়ন • জি.আর (খাদ্য) জি.আর (নগদ অর্থ), শাড়ী, লুঙ্গি, কম্বল, ঢেউটিন, গৃহনির্মাণ মুঞ্জুরি ইত্যাদি বিতরণ	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর

৩.৬ সাংগঠনিক কাঠামো ও জনবল

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের নির্বাহী প্রধান হিসেবে রয়েছেন একজন মন্ত্রী। রুলস্ অব বিজনেস অনুযায়ী মাননীয় মন্ত্রী মন্ত্রণালয়ের কর্মকান্ড বাস্তবায়নের সার্বিক দায়িত্ব পালন করছেন। এছাড়া দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ

মন্ত্রণালয়ের সার্বিক কর্মকান্ড বাস্তবায়নে সহায়তা করার জন্য একজন সচিব রয়েছেন। এ মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক ও আর্থিক প্রধান হিসেবে তিনি মন্ত্রণালয়ের এবং নিম্নোক্ত ২ (দুই) টি সংস্থা ও একটি কমিশনার কার্যালয়ের তত্ত্বাবধান করেন। এগুলো হলো :

- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
- ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি
- শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনারের কার্যালয়

ক. সাংগঠনিক কাঠামো

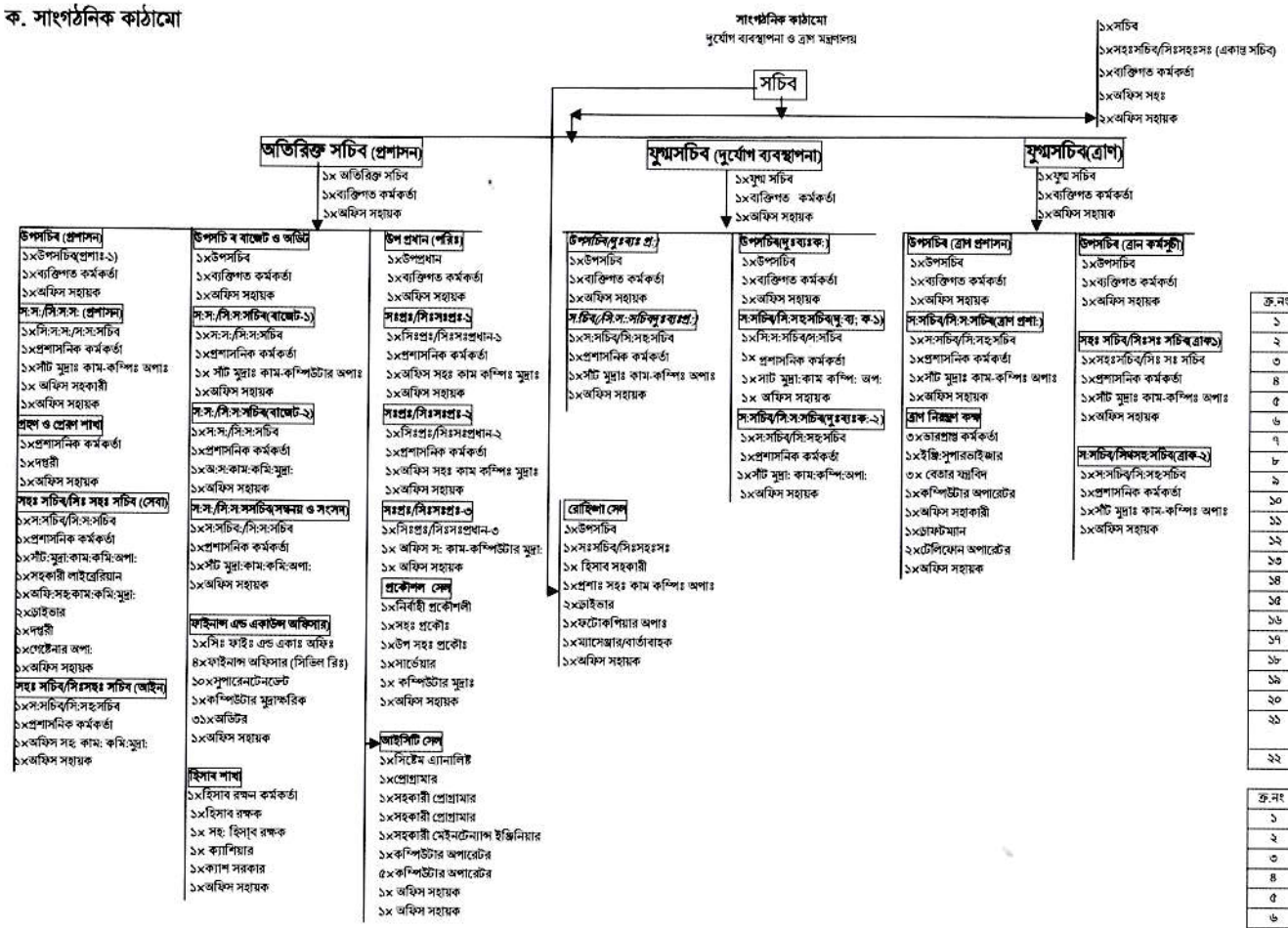

বিদ্যমান যানবাহন ও অফিস সরঞ্জামাদি

ক্র.নং	বিবরণ	সংখ্যা
১	মাইক্রোবাস/জীপ	৫
২	মোটর সাইকেল	১
৩	ডুপ্লিকেটিং মেঃ	১
৪	ফটোকপিয়ার	৬
৫	ফ্যাক্স মেশিন	৪
৬	কম্পিউটার	৫০
৭	প্রিন্টার	৩৫
৮	স্ক্যানার	৮
৯	সার্ভার	১
১০	প্রজেক্টার	১
১১	এয়ার কন্ডিঃ	৯
১২	ইন্টারকম সিঃ	১(৩৫ লাইন)
১৩	ওয়ারলেস সেট	১৬৪
১৪	নোট বুক কম্পিঃ	২
১৫	ব্রডব্যান্ড কানেঃ	১
১৬	ডিজিটাল ক্যাঃ	১
১৭	রাউটার	১
১৮	নেটওয়ার্ক সুইচ	৪
১৯	ইউ.পি.এস	৫১
২০	ওয়্যারলেস ব্রিজ	১
২১	ওয়্যারলেস এক্সেস পয়েন্ট	২
২২	ক্যাবল মডেম	২

জনবলের সারসংক্ষেপ

ক্র.নং	পদের নাম	সংখ্যা
১	সচিব	১
২	অতিরিক্ত সচিব	১
৩	যুগ্মসচিব	২
৪	উপসচিব	৬
৫	উপপ্রধান	১
৬	সিঃসঃসচিব	১৩
৭	সিঃসঃপ্রধান	০৩
৮	অন্যান্য	১৬
৯	মোট ১ম শ্রেণী	৪৩
১০	মোট ২য় শ্রেণী	৩৮
১১	মোট ৩য় শ্রেণী	৭৬
১২	মোট ৪র্থ শ্রেণী	৩৪
	সর্বমোট =	১৯১

* বিদ্যমান অনুমোদিত পদ-১৭৩* সৃজনকৃত নতুন পদ - ২০টি, সিনিয়র সহকারী প্রধান-৩ এর অধীন জনবল প্রদর্শন সম্ভব হয় নি, জনবল প্রাপ্তি সাপেক্ষে সাংগঠনিক কাঠামো পুন: অনুমোদনের উদ্যোগ নেয়া হবে। রোহিঙ্গা সেলঃ জনবল সংস্থাপন মন্ত্রণালয়/উন্নয়ন খাতের আওতাভূক্ত হওয়ায় মন্ত্রণালয়ে কর্মরত জনবলের হিসাবের সাথে তাঁদের অন্তর্ভূক্ত করা হয়নি।

প্রশাসন শাখার কার্যাবলী

১। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ বিভাগে ন্যস্তকৃত ক্যাডারভুক্ত কর্মকর্তাগণের (প্রেষণ/সংযুক্তিসহ) অভ্যন্তরীণ পদায়ন, অবমুক্তিসহ জনপ্রশাসন বিষয়ক যাবতীয় কার্যাদি।

২। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ বিভাগের গেজেটেড, নন-গেজেটেড ও কারিগরী (Technical)কর্মচারীদের নিয়োগ, পদোন্নতি, ছুটি, লিয়েন, অবসর, শৃংঙ্খলাজনিত এবং অন্যান্য জনপ্রশাসন বিষয়ক কার্যাদি ও ব্যক্তিগত নথি সংরক্ষণ।

৩। এ বিভাগের সাংগঠনিক কাঠামোসহ বিভিন্ন পদ সৃজন, সংরক্ষণ ও স্থায়ীকরণ বিষয়াদি।

৪। সিটিজেন চার্টার সংক্রান্ত কার্যাবলী।

৫। তথ্য অধিকার সংক্রান্ত কার্যাদি।

৬। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ বিভাগের বিভিন্ন শাখার কর্মবন্টন।

৭। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ বিভাগ ও এর অধীনস্থ দপ্তরসমূহের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বৈদেশিক/অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ।

৮। সংস্থার কর্মপরিকল্পনা সংক্রান্ত কার্যাবলী ও তথ্য প্রেরণ।

৯। এ বিভাগ ও এর আওতাধীন সংস্থার অনিষ্পন্ন পেনশন কেইস এর তথ্যাদি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রেরণ।

১০। আন্তর্জাতিক কমিশন/কমিটি/বোর্ড/সভা/সেমিনার ইত্যাদিতে প্রতিনিধি মনোনয়ন।

১১। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ বিভাগের গেজেটেড/নন-গেজেটেড কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন সংরক্ষণ।

১২। বাৎসরিক স্বাস্থ্য পরীক্ষা সংক্রান্ত কার্যাবলী।

১৩। স্থায়ী আদেশ দ্বারা বিভাগের কর্মকর্তাদের প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা বন্টন।

১৪। এ বিভাগ ও এর অধীনস্থ দপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিদেশ ভ্রমণ সংক্রান্ত সকল কার্যাদি।

১৫। বিদেশ প্রশিক্ষণ/ ভ্রমণ শেষে প্রতিবেদন সংগ্রহ ও সংরক্ষণ।

১৬। এ বিভাগের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সম্পদের বিবরণী সংক্রান্ত বিষয়াদি (প্রেষণে কর্মরতদেরসহ)।

১৭। কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ব্যক্তিগত বিষয়াবলী যেমন বাসা বরাদ্দ,জমি ক্রয়/গৃহ নির্মাণ বা গৃহ মেরামত/ সাইকেল/মটর সাইকেল অগ্রিম প্রদান/কল্যাণ তহবিলের অর্থ প্রদান ইত্যাদি।

১৮। এ বিভাগের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের অগ্রিম মঞ্জুরী প্রদান বিষয়ক।

১৯। এ বিভাগের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিকট প্রাপ্য সরকারী দাবী মওকুফ সংক্রান্ত বিষয়াদি।

২০। স্বাধীনতা/বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে পুরষ্কারের জন্য মনোনয়ন প্রদান সংক্রান্ত।

২১। সচিবালয়ে প্রবেশের স্থায়ী/অস্থায়ী প্রবেশপত্র প্রদান বিষয়ক কার্যাবলী।

২২। কেন্দ্রীয়ভাবে এ বিভাগের পত্র গ্রহণ ও প্রেরণ সংক্রান্ত কার্যাবলী।

২৩। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে কর্মকর্তাদের তালিকা প্রেরণ, কার্ড বিতরণ ইত্যাদি।

২৪। শাখা সংশ্লিষ্ট মামলার তথ্য সংগ্রহ, সরবরাহ ও জবাব প্রস্তুতকরণ।

২৫। নৈমিত্তিক ও ঐচ্ছিক ছুটি সংক্রান্ত তথ্যাদি সংরক্ষণ।

২৬। শৃঙ্খলা সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক রিপোর্ট জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।

২৭। অফিসের কলাপসিবল গেইট খোলা,বন্ধকরণ এবং অফিস কক্ষসমুহের নিরাপত্তা সংক্রান্ত।

২৮। অনুসন্ধান ও তথ্য (শাখা সংশ্লিষ্ট)সংক্রান্ত বিষয়াবলী।

২৯। কর্মবন্টন তালিকা বহির্ভূত যে কোন বিষয়।

৩০। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য দায়িত্বাবলী।

সমন্বয় ও সংসদ শাখার কার্যাবলী

১। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ বিভাগের মাসিক সমন্বয় সভা সংক্রান্ত বিষয়াবলী।
২। একাধিক শাখা, অধিশাখা ও অনুবিভাগের মধ্যে পারস্পরিক সমস্যা সম্পর্কিত বিষয়াদির সমন্বয় ।
৩। জেলা প্রশাসক সম্মেলন এবং অনুরূপ জাতীয় পর্যায়ের বিষয়াদি, যে ক্ষেত্রে সমন্বয়ের প্রয়োজন।
৪। এ বিভাগের মাসিক/ বার্ষিক/ অন্যান্য প্রতিবেদন প্রণয়ন।
৫। সচিব সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন সংক্রান্ত।
৬। বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ বিভাগ সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান।
৭। বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে উত্থাপিত এ বিভাগ সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর প্রস্তুতকরণ ও প্রেরণ।
৮। মহামান্য রাষ্ট্রপতির জাতীয় সংসদে প্রদেয় ভাষণে এবং অর্থ মন্ত্রীর বাজেট বক্তৃতায় অন্তর্ভুক্তির জন্য তথ্য-উপাত্ত সরবরাহ।
৯। মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন, অগ্রগতি প্রতিবেদন ও প্রাসঙ্গিক বিষয়াবলী।
১০। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়/মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগ যাচিত এ বিভাগের সার্বিক কর্মকান্ড/ অগ্রগতির উপর প্রতিবেদন প্রেরণ প্রেরণ।
১১। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা সংক্রান্ত কার্যাবলী ।
১২। প্রশাসন অনুবিভাগের অভ্যন্তরীণ সমন্বয় কাজে সহায়তা প্রদান।
১৩। শাখা সংশ্লিষ্ট মামলার তথ্য সংগ্রহ, সরবরাহ ও জবাব প্রস্তুতকরণ।
১৪। নৈমিত্তিক ও ঐচ্ছিক ছুটি সংক্রান্ত তথ্যাদি সংরক্ষণ।
১৫। অনুসন্ধান ও তথ্য (শাখা সংশ্লিষ্ট)সংক্রান্ত বিষয়াবলী ।
১৬। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য দায়িত্বাবলী।

সেবা শাখার কার্যাবলী

১। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ বিভাগের অফিসের স্থান সংস্থান।
২। এ বিভাগের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অফিস কক্ষ বরাদ্দ ও সজ্জিতকরণ সংক্রান্ত কাজ।
৩। কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রাধিকার সংক্রান্ত বিষয়াবলী।
৪। এ বিভাগ এবং সংযুক্ত দপ্তরসমূহের দাপ্তরিক ও আবাসিক টেলিফোন সংযোগ প্রদান, খাত পরিবর্তন, বিল পরিশোধ ও আনুসংগিক বিষয়াদি।
৫। এ বিভাগের যানবাহন ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ।
৬। এ বিভাগ এবং সংযুক্ত দপ্তরসমূহের রাজস্ব বাজেটের আওতায় যানবাহন ক্রয়, মেরামত,অকেজো ঘোষণা ও বিক্রয় কার্যক্রম।
৭। প্রোটোকল সংক্রান্ত কার্যাবলী।।
৮। অফিস সরঞ্জামাদি, আইসিটি যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র,মনোহরী দ্রব্যাদি সংগ্রহ/ক্রয়, রক্ষণাবেক্ষণ, হিসাব সংরক্ষণ, অকেজো ঘোষণা এবং এসবের মূল্য পরিশোধের মঞ্জুরী প্রদান সংক্রান্ত কাজ।
৯। TO&E-তে যানবাহন, অফিস সরঞ্জাম ও ICT যন্ত্রপাতি অন্তর্ভুক্তির বিষয়াদি।
১০। বই/ রিপোর্ট সংগ্রহ/ ক্রয়, মূল্য পরিশোধের মঞ্জুরী প্রদান এবং গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা।
১১। মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী/উপমন্ত্রীর স্বেচ্ছাধীন তহবিলের অর্থ মঞ্জুরী।
১২। এ বিভাগের বিভিন্ন সভা, সেমিনার, ডেলিগেট ইত্যাদি বিষয় সংশ্লিষ্ট আপ্যায়ন।
১৩। এ বিভাগের নন-ট্যাক্স রাজস্ব আদায় এবং ট্রেজারীতে জমাকরণ।
১৪। শাখা সংশ্লিষ্ট মামলার তথ্য সংগ্রহ, সরবরাহ ও জবাব প্রস্তুতকরণ।
১৫। এ বিভাগের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের লিভারেজ ব্যবস্থাপনা।
১৬। সভাকক্ষ ও ইন্টারকম এর সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা।
১৭। নৈমিত্তিক ও ঐচ্ছিক ছুটি সংক্রান্ত তথ্যাদি সংরক্ষণ।
১৮। এ বিভাগের সকল স্থান পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ।
১৯। অনুসন্ধান ও তথ্য সরবরাহ সংশ্লিষ্ট কার্যাবলী।
২০। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য দায়িত্বাবলী।

আইসিটি সেল এর কার্যাবলী

১। আইসিটি পলিসি বাস্তবায়ন।
২। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় কর্তৃক নির্দেশিত আইসিটি কার্যক্রম সম্পাদন এবং কম্পিউটার কাউন্সিলের সাথে সমন্বয়।
৩। আইসিটি প্রয়োগে এ বিভাগের কার্যপদ্ধতি আধুনিকায়নে উদ্যোগ গ্রহণ,কার্যকরকরণ ও আইসিটি ক্রয় কার্যক্রমে কারিগরী সহায়তা প্রদান।
৪। জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে DMICসহ NDRCC/EOC স্থাপন ও পরিচালনার ক্ষেত্রে আইসিটি বিষয়ে কারিগরী পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান।
৫। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় স্যাটেলাইট নির্ভর প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিভাগ ও অধীনস্থ সংস্থাকে কারিগরী পরামর্শ, সহায়তা ও প্রশিক্ষণ প্রদান।
৬। দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এমন জনগোষ্ঠীর জন্য আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর দুর্যোগ সতর্কীকরণ পদ্ধতি (যেমনঃ (ক) মোবাইল ফোন নির্ভর CBS,IVR,SMS,(খ) দুর্গম এলাকার জন্য Satellite Communication এবং (গ) কমিউনিটি রেডিও) চালুকরণে বিভাগ ও অধীনস্থ দপ্তরকে কারিগরী পরামর্শ প্রদান।
৭। এ বিভাগের সকল শাখা/দপ্তরকে স্ব স্ব শাখা/দপ্তরের তথ্যাদি ওয়েব-সাইটে প্রকাশের জন্য কারিগরী সহায়তা প্রদান। বিভাগাধীন সংস্থাসমূহের ওয়েব-সাইট মনিটরিং করা।
৮। এ বিভাগের ডোমেইন বেইজ ই-মেইল একাউন্ট এডমিনিষ্ট্রেশন ও মেইনটেইন্যান্স।
৯। এ বিভাগের লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক এডমিনিষ্ট্রেশন ও মেইনটেইন্যান্স।
১০। কম্পিউটার ট্রাবল-স্যুটিং ও সিস্টেম সাপোর্ট।
১১। শাখা সংশিষ্ট মামলার তথ্য সংগ্রহ, সরবরাহ ও জবাব প্রস্তুতকরণ।
১২। বিভিন্ন প্রকার ডাটাবেজ সংরক্ষণ ও হালনাগাদকরণে সংশ্লিষ্ট শাখাকে কারিগরী সহায়তা প্রদান।
১৩। আইসিটি বিষয়ক প্রশিক্ষণ ।
১৪। নৈমিত্তিক ও ঐচ্ছিক ছুটি সংক্রান্ত তথ্যাদি সংরক্ষণ।
১৫। অনুসন্ধান ও তথ্য (শাখা সংশিষ্ট)সংক্রান্ত বিষয়াবলী ।
১৬। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ (এ শাখা সংশিষ্ট) সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়াবলী।
১৭। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য দায়িত্বাবলী।

হিসাব শাখার কার্যাবলী

১। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ বিভাগের কর্মচারীদের বেতন ও ভাতাদি আয়ন ও ব্যয়ন।
২। এ বিভাগের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন নির্ধারণে সহায়তা ও সকল প্রকার বিল প্রণয়ন।
৩। এ বিভাগের হিসাব সংরক্ষণ ও সংকলন, ক্যাশ বই ও অন্যান্য রেজিষ্টার লিখন, প্রত্যয়ন ও সংরক্ষণ।
৪। এ বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের চাকুরী বহি লিখন ও সংরক্ষণ।
৫। এ বিভাগের (মন্ত্রণালয়ের) প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তার কার্যালয়ের সাথে যোগাযোগ রক্ষাকরণ।
৬। এ বিভাগের কর্মচারীদের ছুটির হিসাব সংরক্ষণ।
৭। এ বিভাগের বেসামরিক অডিট/স্থানীয় ও রাজস্ব অডিটসহ অন্যান্য অডিট কার্যে সহায়তা প্রদান।
৮। এ বিভাগের হিসাবের সাথে সম্পর্কযুক্ত অন্যান্য বিষয়াবলী।
৯। এ বিভাগের গেজেটেড/নন-গেজেটেড কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন ভাতা ও চাকুরী সংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ।
১০। শাখা সংশ্লিষ্ট মামলার তথ্য সংগ্রহ, সরবরাহ ও জবাব প্রস্তুতকরণ।
১১। পেনশন সংশ্লিষ্ট কার্যাবলী।
১২। এ বিভাগের সকল ব্যাংক হিসাব সংরক্ষণ ও পরিচালনা করা।
১৩। অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বিল সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ।
১৪। ব্যয় সংক্রান্ত তথ্যাবলী বাজেট শাখায় সরবরাহ।
১৫। নৈমিত্তিক ও ঐচ্ছিক ছুটি সংক্রান্ত তথ্যাদি সংরক্ষণ।
১৬। অনুসন্ধান ও তথ্য (শাখা সংশ্লিষ্ট)সংক্রান্ত বিষয়াবলী।
১৭। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য দায়িত্বাবলী।

বাজেট শাখার কার্যাবলী

১। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ বিভাগের বাজেট ও হিসাব প্রণয়ন।
২। অধিদপ্তর/দপ্তর/সংযুক্ত অফিসসমূহের বাজেট পরীক্ষা ও অর্থ বিভাগে প্রস্তাব প্রেরণ।
৩। আন্তর্জাতিক সংস্থার চাঁদা পরিশোধ সংক্রান্ত।
৪। দপ্তর/সংস্থা/ এ বিভাগের হিসাব শাখার অর্থ অবমুক্তি ও ব্যয় মনিটরিং।
৫। বিভিন্ন শাখার ব্যয় সমন্বয় ও প্রতিবেদনাদি প্রস্তুতকরণ।
৬। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ বিভাগের বাজেটের আনুষাংগিক খাতে মঞ্জুরী প্রদান ।
৭। খাত-ওয়ারী বরাদ্দের উপযোজন।
৮। শাখা সংশ্লিষ্ট মামলার তথ্য সংগ্রহ, সরবরাহ ও জবাব প্রস্তুতকরণ।
৯। ত্রৈমাসিক ব্যয় প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ।
১০। বাজেটে নতুন খাত সৃষ্টির উদ্যোগ গ্রহণ।
১১। নৈমিত্তিক ও ঐচ্ছিক ছুটি সংক্রান্ত তথ্যাদি সংরক্ষণ।
১২। অনুসন্ধান ও তথ্য (শাখা সংশিষ্ট)সংক্রান্ত বিষয়াবলী ।
১৩। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ (এ শাখা সংশিষ্ট) সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়াবলী।
১৪। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য দায়িত্বাবলী ।

অডিট শাখার কার্যাবলী

১। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিসহ বিভিন্ন কর্মসূচি, ত্রাণ কার্যক্রম ও প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য এ বিভাগ কর্তৃক বরাদ্দকৃত অর্থ সম্পদ ও খাদ্যশস্যের হিসাব নিরীক্ষা সংক্রান্ত কার্যক্রম।

২। সংবিধিবদ্ধ ও অভ্যন্তরীণ অডিট আপত্তির ব্রডশীট জবাবসহ পত্র যোগাযোগ সংক্রান্ত কার্যাবলী।

৩। সংবিধিবদ্ধ অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে ত্রি-পক্ষীয় সভা ও অভ্যন্তরীণ অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে দ্বি-পক্ষীয় সভা অনুষ্ঠান।

৪। মাসিক, ত্রৈমাসিক, ষান্মাসিক, বাৎসরিক প্রতিবেদন ও সংকলনভুক্ত নিরীক্ষা আপত্তি সংক্রামন্ত পাবলিক একাউন্টস কমিটির যাবতীয় কার্যাবলী।

৫। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ বিভাগ কর্তৃক বরাদ্দকৃত খাদ্যশস্য/সম্পদ/পুল/সেতু/নগদ অর্থে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/ অধিদপ্তর/বোর্ড/আইন শৃংঙ্খলা বাহিনী- যেমন, পুলিশ, বিডিআর, আনসার, সেনা বাহিনী, নৌ-বাহিনী ইত্যাদি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্পের অভ্যন্তরীণ হিসাব নিরীক্ষা করা।

৬। জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা ও উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তাগণের ব্যক্তিগত দায়-দেনা সংক্রান্ত নিরীক্ষা আপত্তি যাচাই-বাছাই পূর্বক প্রত্যয়ন প্রদান।

৭। শাখা সংশিষ্ট মামলার তথ্য সংগ্রহ, সরবরাহ ও জবাব প্রস্তুতকরণ।

৮। নৈমিত্তিক ও ঐচ্ছিক ছুটি সংক্রান্ত তথ্যাদি সংরক্ষণ।

৯। অনুসন্ধান ও তথ্য (শাখা সংশিষ্ট) সংক্রান্ত বিষয়াবলী।

১০। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ (এ শাখা সংশিষ্ট) সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়াবলী।

১১। অডিট পরিকল্পনা প্রণয়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন।

১২। বাৎসরিক নিরীক্ষা প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রকাশকরণ।

১৩। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য দায়িত্বাবলী ।

পরিকল্পনা-১ শাখার কার্যাবলী

১) ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তরের উন্নয়ন প্রকল্পের (বিনিয়োগ ও কারিগরী) ডিপিপি/টিপিপি/আরডিপিপি/আরটিপিপি প্রণয়নে সহায়তাকরণ, মূল্যায়ন, অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণ, প্রশাসনিক অনুমোদন জারী, অর্থ ছাড়করণ, জনবল নিয়োগ, জনবল রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরকরণ, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন, অডিট, ইত্যাদি বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ ও প্রয়োজনীয় সংশ্লিষ্ট কার্যাবলী।

২) এডিপিভুক্ত প্রকল্পের উপর মাসিক পর্যালোচনা সভা আহ্বান, সভার কার্যপত্র ও কার্যবিবরণী প্রণয়ন।

৩) আইএমইডি-র ছক অনুযায়ী ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তর কর্তৃক সমাপ্তকৃত প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন, এ বিভাগের মাধ্যমে আইএমইডি/পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ।

৪) ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের দেশী ও বিদেশী পরামর্শক নিয়োগ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী সম্পাদন।

৫) এ বিভাগের অধীন ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তরের আওতাধীন নতুন প্রকল্প চিহ্নিতকরণ, প্রক্রিয়াকরণ, প্রতিবেদন/প্রোফাইল তৈরী।

৬) ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের বৈদেশিক সাহায্য প্রাপ্তির বিষয়ে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগসহ বিভিন্ন সহযোগী সংস্থা/দেশ এর সাথে যোগাযোগ রক্ষাকরণ।

৭) পরিকল্পনা শাখার অভ্যন্তরীণ প্রশাসনিক বিষয়াবলী ও প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত কার্যাবলী।

৮) ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তরের উন্নয়ন প্রকল্পে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থা কর্তৃক দাখিলকৃত প্রকল্প প্রস্তাবনা পরীক্ষা-নিরীক্ষাকরণ, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সংক্রান্ত বিষয়াবলী।

৯) মাঠ পর্যায়ে প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি তদারকী, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ।

১০) ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার কর্তৃক দেয় উন্নয়ন প্রকল্পাদি বিষয়ে টকিং পয়েন্ট প্রণয়ন ও মতামত প্রদান।

১১) বন্যাপ্রবণ ও নদীভাঙ্গন এলাকায় বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ।

১২) বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণ।

১৩) গ্রামীণ রাসত্মায় ছোট ছোট (১২মিঃ দীর্ঘ পর্যমত্ম) সেতু/কালভার্ট নির্মাণ।

১৪) পার্বত্য চট্টগ্রামে গ্রামীণ রাস্তায় ছোট ছোট (১২ মি: দৈর্ঘ্য পর্যন্ত) সেতু/কালভার্ট নির্মাণ প্রকল্প।

১৫) জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, মূল্যায়ন, অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণ, অর্থ ছাড়করণ, জনবল নিয়োগ, অগ্রগতি তদারকি, পরীবিক্ষণ ও মূল্যায়ণ।

১৬) বৈদেশিক সাহায্য প্রাপ্তির লক্ষ্যে পিডিপিপি প্রণয়ন, পরিকল্পনা কমিশন হতে নীতিগত অনুমোদন গ্রহন ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগে প্রেরণ।

১৭) প্রকল্প সাহায্য সংক্রান্ত ইআরডি ও পরিকল্পনা কমিশনে অনুষ্ঠিতব্য সভার কার্যপত্রের উপর মতামত প্রণয়ন।

১৮) নৈমিত্তিক ও ঐচ্ছিক ছুটি সংক্রান্ত তথ্যাদি সংরক্ষণ।

১৯) শাখা সংশ্লিষ্ট মামলার তথ্য সংগ্রহ, সরবরাহ ও জবাব প্রস্তুতকরণ।

২০) অনুসন্ধান ও তথ্য (শাখা সংশ্লিষ্ট) সংক্রান্ত বিষয়াবলী।

২১) উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য দায়িত্বাবলী ।

পরিকল্পনা-২ শাখার কার্যাবলী

১) এ বিভাগ কর্তৃক সরাসরি বাস্তবায়িত উন্নয়ন প্রকল্পের ডিপিপি/টিপিপি/ আরডিপিপি/ আরটিপিপি প্রণয়নে সহায়তাকরণ, মূল্যায়ন, অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণ, প্রশাসনিক অনুমোদন জারী, অর্থ ছাড়করণ, জনবল নিয়োগ, জনবল রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরকরণ, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন, অডিট, ইত্যাদি বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ ও প্রয়োজনীয় সংশ্লিষ্ট কার্যাবলী।

২) মাঠ পর্যায়ে প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি তদারকী, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ।

৩) এ বিভাগের সমাপ্ত প্রকল্পের আইএমইডি-র ছক অনুযায়ী প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদন (PCR) আইএমইডি/পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ।

৪) এ বিভাগের নতুন প্রকল্প চিহ্নিতকরণ, প্রতিবেদন/প্রোফাইল তৈরী।

৫) এ বিভাগের অনুকূলে বৈদেশিক সাহায্য প্রাপ্তির বিষয়ে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগসহ বিভিন্ন সহযোগী সংস্থা /দেশ এর সাথে যোগাযোগ রক্ষাকরণ।

৬) উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা/দাতাদেশ কর্তৃক প্রেরিত এ বিভাগ সংশ্লিষ্ট খসড়া চুক্তি, প্রতিবেদন পরীক্ষা, জবাব তৈরী করে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের সাথে সমন্বয়করণ।

৭) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ বিভাগের আওতায় বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার সাথে উন্নয়ন প্রকল্প সংশিস্নষ্ট বিষয়ে টকিং পয়েন্ট প্রণয়ন ও মতামত প্রদান।

৮) উন্নয়ন প্রকল্পের অগ্রগতি সম্পর্কে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরিতব্য প্রতিবেদন প্রণয়ন।

৯) জাপানী সহায়তা স্যালাইন ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট স্থাপন প্রকল্প বিষয়ক কার্যাবলী।

১০) সিডিএমপি প্রকল্পের বাস্তবায়ন সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়াবলী।

১১) উন্নয়ন বাজেট এবং এডিপি ও আরএডিপি প্রণয়ন সংক্রামত্ম সকল কার্যাবলী।

১২) সংসদে উত্থাপিত উন্নয়ন সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তর প্রস্তুতকরণ ও সংসদীয় কমিটি সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ।

১৩) আন্তঃমন্ত্রণালয় বিষয়ক যাবতীয় কার্যাবলী।

১৪) আন্তর্জাতিক বেসরকারী সংস্থা/সেভ দ্যা চিলড্রেন/ACDI/VOCA সম্পর্কিত কার্যাবলী।

১৫) পিআরএসপি, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, SDG, MDG, Perspective Plan প্রনয়ন ও মনিটরিং সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী।

১৬) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত অগ্রাধিকার প্রকল্প/প্রতিশ্রুতি বিষয়ক কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ বিষয়াবলী।

১৭) উন্নয়ন প্রকল্প বিষয়ক মহামান্য রাষ্ট্রপতি/মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর জন্য ভাষণ/ব্রীফ ও বাজেট বক্তৃতা প্রস্তুত এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা কর্তৃক চাহিত বিষয়াবলীর উপর প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ।

১৮) নৈমিত্তিক ও ঐচ্ছিক ছুটি সংক্রান্ত তথ্যাদি সংরক্ষণ।

১৯) অনুসন্ধান ও তথ্য (শাখা সংশ্লিষ্ট) সংক্রান্ত বিষয়াবলী।

২০) উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য দায়িত্বাবলী ।

পরিকল্পনা-৩ শাখার কার্যাবলী

১) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ বিভাগের অধীন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরোর উন্নয়ন প্রকল্পের ডিপিপি/টিপিপি/ আরডিপিপি/আরটিপিপি প্রণয়নে সহায়তাকরণ, মূল্যায়ন, অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণ, প্রশাসনিক অনুমোদন জারী, অর্থ ছাড়করণ, জনবল নিয়োগ, জনবল রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরকরণ, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন, অডিট, ইত্যাদি বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ ও প্রয়োজনীয় সংশ্লিষ্ট কার্যাবলী।

২) আইএমইডি-র ছক অনুযায়ী এ বিভাগের উন্নয়ন প্রকল্পের মাসিক, ত্রৈ-মাসিক ও বার্ষিক প্রতিবেদন সংগ্রহপূর্বক পরীক্ষা-নিরীক্ষাকরণ এবং তা আইএমইডি ও পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ।

৩) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরোর সমাপ্ত প্রকল্পের আইএমইডি-র ছক অনুযায়ী প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদন (PCR) আইএমইডি/ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ।

৪) সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের দেশী ও বিদেশী পরামর্শক নিয়োগ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী সম্পাদন।

৫) নতুন প্রকল্প চিহ্নিতকরণ, প্রতিবেদন/প্রোফাইল তৈরী/প্রক্রিয়াকরণ।

৬) বৈদেশিক সাহায্য প্রাপ্তির বিষয়ে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগসহ বিভিন্ন সহযোগী সংস্থা/দেশ এর সাথে যোগাযোগ রক্ষাকরণ।

৭) সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থার প্রকল্প প্রস্তাবনা পরীক্ষা-নিরীক্ষাকরণ, অনুমোদন, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ইত্যাদি সংক্রান্ত বিষয়াবলী।

৮) মাঠ পর্যায়ে প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি তদারকী, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন।

৯) বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার সাথে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট বিষয়ে টকিং পয়েন্ট প্রণয়ন ও মতামত প্রদান।

১০) বৈদেশিক সাহায্য প্রাপ্তির লক্ষ্যে পিডিপিপি প্রণয়ন, পরিকল্পনা কমিশন হতে নীতিগত অনুমোদন গ্রহন ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগে প্রেরণ।

১১) প্রকল্প সাহায্য সংক্রান্ত ইআরডি ও পরিকল্পনা কমিশনে অনুষ্ঠিতব্য সভার কার্যপত্রের উপর মতামত প্রণয়ন।

১২) ECRRP শীর্ষক প্রকল্পের যাবতীয় কার্যাবলী।

১৩) প্রকিউরমেন্ট অব ইকুইপমেন্ট ফর সার্চ এন্ড রেসকিউ অপারেশন ফর আর্থ কোয়েক এন্ড আদার ডিজাস্টার শীর্ষক প্রকল্পের যাবতীয় কার্যাবলী।

১৪) উপকূলবর্তী বরগুনা পটুয়াখালী জেলার নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর জন্য দুর্যোগ প্রতিরোধমূলক পুনঃনির্মাণ প্রকল্পের যাবতীয় কার্যাবলী।

১৫) অপারেশনাল সাপোর্ট টু দ্যা এমপ্লয়মেন্ট জেনারেশন প্রোগ্রাম ফর দ্যা পোরেস্ট (EGPP) প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত।

১৬) মন্ত্রী সভা, একনেক ও এনইসির প্রকল্প সংশ্লিষ্ট সিদ্ধান্তবলী ফলোআপ ও প্রতিবেদন প্রনয়ন।

১৭) ঘুর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিসি) এর উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন সম্পর্কিত সকল কার্যক্রম সম্পাদন।

১৮) নৈমিত্তিক ও ঐচ্ছিক ছুটি সংক্রান্ত তথ্যাদি সংরক্ষণ।

১৯) শাখা সংশ্লিষ্ট মামলার তথ্য সংগ্রহ, সরবরাহ ও জবাব প্রস্তুতকরণ।

২০) অনুসন্ধান ও তথ্য (শাখা সংশ্লিষ্ট) সংক্রান্ত বিষয়াবলী ।

২১) উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য দায়িত্বাবলী ।

প্রকৌশল সেলের কার্যাবলী

১) এ বিভাগের সকল নির্মাণধর্মী প্রকল্পের Drawing, Design, Estimate প্রণয়ন, মূল্যায়ন এবং মাঠ পর্যায়ের কাজের গুনগতমান যাচাই ও সুপারিশকরণ।

২) ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তরের সকল নির্মাণধর্মী প্রকল্পের Detail, Drowing, Design, Estimate প্রণয়ন।

৩) ঘূর্ণিঝড় সহনীয় ঘর ও আশ্রয় কেন্দ্রের ডিজাইন ও এষ্টিমেট তৈরী মূল্যায়ন ও প্রচার করণ।

৪) নির্মাণধর্মী সকল প্রকল্পের নির্মাণ অঙ্গের ব্যয় LGED/PWD এর রেট সিডিউল অনুযায়ী ঠিক আছে কি না পরীক্ষাকরণ ও মতামত প্রদান।

৫) নতুন নতুন নির্মাণ প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন।

৬) রাজস্ব বাজেটের আওতায় গৃহীত কর্মসূচির প্রাক্কলন, ড্রইং, ডিজাইন পরীক্ষাকরণ ও পর্যালোচনা এবং কর্মসূচি গ্রহণে সুপারিশকরণ এবং রাজস্ব বাজেটের আওতায় মেরামত ও সংরক্ষণ খাতে গৃহীত নির্মাণ, পুনর্বাসন ও মেরামত কর্মসূচি বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণ।

৭) উন্নয়ন প্রকল্প ও রাজস্ব বাজেটের কর্মসূচির আওতায় গৃহীত কার্যক্রমের প্রকৌশলগত দিক হতে পর্যালোচনা এবং সমন্বয় সাধন করা এবং বাস্তবায়িত নির্মাণ কাজের প্রকৌশলগত দিক সুষ্ঠু বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণে মাঠ পর্যায়ে উন্নয়ন প্রকল্প পরিদর্শন, সুষ্ঠু তদারকীসহ সময়ে সময়ে সুপারিশ প্রদান।

৮) সমাপ্তকৃত প্রকল্পসমূহের সার্বিক প্রকৌশলগত দিক মূল্যায়নকরণ।

৯) দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রকল্পের এবং বন্যা ও ঘুর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণ সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যাবলী সংগ্রহ, সরবরাহ এবং সংরক্ষণ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী।

১০) গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচির বিষয়ে পরিকল্পনা অধিশাখাকে কারিগরী সহায়তাকরণ।

১১) অবকাঠামো নির্মাণ যথাঃ বন্যা ও ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণাদির স্থান নির্বাচন, সমীক্ষা পরিচালনা, ডিজাইন, ব্যয় প্রাক্কলন পরীক্ষা ও যাচাইকরণ।

১২) শাখা সংশ্লিষ্ট মামলার তথ্য সংগ্রহ, সরবরাহ ও জবাব প্রস্তুতকরণ।

১৩) নৈমিত্তিক ও ঐচ্ছিক ছুটি সংক্রান্ত তথ্যাদি সংরক্ষণ।

১৪) অনুসন্ধান ও তথ্য (শাখা সংশ্লিষ্ট) সংক্রান্ত বিষয়াবলী।

১৫) উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য দায়িত্বাবলী।

ত্রাণ প্রশাসন শাখার কার্যাবলী

১। ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তর-এর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদেরঃ
   (ক) নিয়োগ, বদলী, পদোন্নতি, সহায়ীকরণ,ছুটি, প্রেষণ ও অবসর সংক্রান্ত বিষয় ;
   (খ) সিলেকশন গ্রেড/টাইম স্কেল মঞ্জুর সংক্রান্ত ;
   (গ) ভবিষ্য তহবিলের ঋণ মঞ্জুর সংক্রান্ত ;
   (ঘ) প্রভৃতি ।

২। ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তরের নিয়োগ বিধি প্রণয়ন ও সংশোধন সংক্রান্ত কার্যক্রম।

৩। ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তরের নন-ক্যাডার ২য় শ্রেণীর কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের বদলী, পদোন্নতি, স্থায়ীকরণ ইত্যাদি বিষয়ে রেফার্ড কেইসসমূহ।

৪। ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তর ২য় শ্রেণীর কর্মকর্তাদের প্রেষণ সংক্রান্ত বিষয়াদি।

৫। ত্রাণ অধিদপ্তর-এর নতুন পদ সৃজন ও অসহায়ী পদ সংরক্ষণ এবং শূন্য পদের ছাড়পত্র সংক্রান্ত বিষয়াদি।

৬। বেতন বৈষম্য ও অন্যান্য চাকুরী সুবিধাদি সংক্রান্ত বিষয়াদি।

৭। ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তর এরঃ-
   (ক) প্রশাসনিক বিষয়াবলী ;
   (খ) আর্থিক সংক্রান্ত বিষয়াবলী।

৮। ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের বিভাগীয় পরীক্ষা সম্পর্কিত যাবতীয় বিষয়াদি।

৯। ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তর-এর উদ্বৃত্ত ও মুজিবনগর কর্মচারীদের আত্মীকরণ সংক্রান্ত বিষয়াবলী।

১০। ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তর-এর সার্ভিস এসোসিয়েশনের স্মারক পরীক্ষা ও প্রক্রিয়াকরণ।

১১। ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তর-এর কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বকেয়া পাওনার বিষয়ে কার্যক্রম।

১২। ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তর-এর কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নিকট সরকারী দাবী মওকুফ সংক্রান্ত বিষয়াবলী ।

১৩। ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তর-এর ১ম শ্রেণীর কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা সংক্রান্ত বিষয়াদি।

১৪। ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তর-এর ২য়/৩য়/৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের বিভাগীয় মামলার আপীল/রিভিউ কেস সংক্রান্ত কার্যাদি।

১৫। বিভাগীয় মামলায় দন্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপীল আবেদন নিষ্পত্তি।

১৬। নন-ট্যাক্স রেভিনিউ আদায় এবং সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান।

১৭। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ বিভাগের আওতাধীন জমি-জমার ব্যবস্থাপনা ও সকল কর পরিশোধ সংক্রান্ত।।

১৯। ত্রাণ কার্য পরিচালনায় উদ্ধারকারী নৌযান বরাদ্দকরণ, রক্ষণাবেক্ষণ এবং উক্ত নৌযানের জ্বালানী/মেরামত বাবদ অর্থ ছাড়করণ।

২০। সম্পত্তির ভূমিকর/পৌরকর পরিশোধ সংক্রান্ত বিষয়াবলী।

২১। শাখা সংশ্লিষ্ট মামলার তথ্য সংগ্রহ, সরবরাহ ও জবাব প্রস্তুতকরণ।

২২। নৈমিত্তিক ও ঐচ্ছিক ছুটি সংক্রান্ত তথ্যাদি সংরক্ষণ।

২৩। বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন সংরক্ষণ।

২৪। অনুসন্ধান ও তথ্য (শাখা সংশ্লিষ্ট) সংক্রান্ত বিষয়াবলী ।

২৫। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য দায়িত্বাবলী।

ত্রাণ কর্মসূচি-১ শাখার কার্যাবলী

১। ঢেউটিন/শিশু খাদ্য ইত্যাদি ত্রাণ সামগ্রী সংগ্রহ/সংরক্ষণ/বরাদ্দ/বিতরণ সংক্রান্ত কার্যক্রম।
২। ত্রাণ কাজে হেলিকপ্টার ব্যবহার সম্পর্কিত যাবতীয় বিষয়াবলী ।
৩। বিদেশ হতে অনুদান হিসেবে প্রাপ্ত ত্রাণ সামগ্রী গ্রহণ,পরিবহন ও বিতরণ সংক্রান্ত।
৪। ত্রাণ কার্যক্রমে বেসামরিক প্রাশাসনকে সহায়তার লক্ষ্যে সামরিক বাহিনী নিয়োগ সংক্রান্ত।
৫। ত্রাণসামগ্রী পরিবহণ ব্যয় সংক্রান্ত বিষয়াবলী ।
৬। কম্বল/শাড়ী/লুঙ্গী/বিস্কুট/শীতবস্ত্র/তাঁবু/ইত্যাদি সংগ্রহ ও বিতরণ সংক্রান্ত বিষয়াবলী।
৭। ত্রাণ সামগ্রী সংগ্রহ, বিতরণ ও সংরক্ষণ ও সংরক্ষণ সম্পর্কিত কাজে অধিদপ্তদেরর সহিত মন্ত্রণালয়ের সমন্বয় সাধন ।
৮। সংগ্রহ, পরিবহণ, বিতরণ ইত্যাদি সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন।
৯। জি.আর.খাদ্যশস্য/জিআর অর্থ (অন্যান্য মঞ্জুরী)/গৃহ নির্মাণ বাবদ মঞ্জুরী খাতের সম্পদ/অর্থ বরাদ্দ, বিতরণ সংক্রান্ত বিষয়াবলী ।
১০। ঘূর্ণিঝড়/অগ্নিকান্ড/ ভূমিকম্প ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগকালীন ক্ষয়ক্ষতির বিস্তারিত প্রতিবেদন প্রণয়ন ও বিভাগ হতে ত্রাণ সামগ্রী বরাদ্দের বিবরণ তৈরীপূর্বক সরকারের উচ্চ পর্যায়ে অবহিতকরণ।
১১। রাষ্ট্রীয় এবং বিদেশী বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনসমুহের ত্রাণ কর্মসূচি পরিবীক্ষণ সম্পর্কিত কার্যাবলী।
১২। বিদেশ হতে প্রাপ্ত ত্রাণ সামগ্রীর শুল্কমুক্ত প্রত্যয়ন সংক্রান্ত বিষয়াবলী।
১৩। বিমান বন্দরের ল্যান্ডিং চার্জ ও পার্কিং চার্জ মওকুফ সংক্রান্ত বিষয়াবলী।
১৪। বিদেশী স্বেচ্চাসেবী সংগঠনসমুহে কর্মরত বিদেশী কনসালটেন্ট/কর্মচারীদের ভিসা মেয়াদ বৃদ্ধি, পরিচয়পত্র এবং নিরাপওv ছাড়পত্র সংক্রান্ত।
১৫। বিভাগের পুনর্বাসন কর্মসূচির পরিকল্পনা ও নীতিমালা প্রণয়ন সংক্রান্ত।
১৬। বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি/অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থার জরুরী ত্রাণ সংক্রান্ত।
১৭। দুর্যোগ উপদ্রুত জেলাসমূহ হতে প্রাপ্ত ক্ষয়ক্ষতির এবং বিভাগ হতে বরাদ্দকৃত ত্রাণ সামগ্রীর বিবরণ সম্বলিত প্রেস বিজ্ঞপ্তি প্রস্তুতকরণ।
১৮। শাখা সংশ্লিষ্ট মামলার তথ্য সংগ্রহ, সরবরাহ ও জবাব প্রস্তুতকরণ।
১৯। দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি বিষয়ক সকল কার্যক্রম ।
২০। ত্রাণ ও দুর্যোগ বাবস্থাপনা সংক্রান্ত কর্মসূচি, পরিকল্পনা গবেষণv এবং মনিটরিং।
২১। জরুরী ত্রাণ এবং পুনর্বাসন কর্মসূচি/ত্রাণ বিতরণ ইত্যাদির পরিকল্পনা অনুমোদন সমন্বয় ও মনিটরিং।
২২। বিভিন্ন ত্রাণ কর্মসূচি সংক্রান্ত আইন, নীতিমালা,বিধি ও পরিপত্র প্রনয়ণ।
২৩। VGF এবং VGD সংশ্লিষ্ট করণীয় কাজ ও অন্যান্য সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির ডাটাবেইজ, ব্যবস্থাপনা (DBM) ও MIS সংক্রান্ত কার্যাবলী ।
২৪। নৈমিত্তিক ও ঐচ্ছিক ছুটি সংক্রান্ত তথ্যাদি সংরক্ষণ।
২৫। অনুসন্ধান ও তথ্য (শাখা সংশ্লিষ্ট)সংক্রান্ত বিষয়াবলী ।
২৬। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা (এ শাখা সংশ্লিষ্ট) সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়াবলী।
২৭। উর্ধ্বতন কতৃপক্ষ কর্তৃক প্রদও অন্যান্য দায়িত্বাবলী ।

ত্রাণ কর্মসূচি-২ শাখার কার্যাবলী

১। বিভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি যথা কাবিখা ও টি.আর ইত্যাদি বাস্তবায়ন ও পরিবহন ব্যয় সংক্রান্ত বিষয়াবলী।

২। কাবিখা ও টি.আর কর্মসূচির নীতি/পরিপত্র প্রণয়ন, বাজেট ও সমন্বয় সংক্রান্ত ।

৩। কাবিখা ও টি.আর সংক্রান্ত সভা আহবান, কার্যবিবরণী প্রস্তুতকরণ ও সংরক্ষণ ।

৪। বিভাগীয় কমিশনারের সাথে সম্মেলন সংক্রান্ত কার্যাদি।

৫। বিভিন্ন বাহিনীর অনুকুলে বরাদ্দ প্রদান সংক্রান্ত ।

৬। শাখা সংশ্লিষ্ট মামলার তথ্য সংগ্রহ, সরবরাহ ও জবাব প্রস্তুতকরণ।

৭। কাবিখা ও টি.আর কর্মসূচির কার্যাদি পরিদর্শন এবং মূল্যায়ন সংক্রান্ত বিষয়াবলী ।

৮। বিভাগ এবং অধীনস্থ দপ্তরসমূহের কার্যাবলী সম্পর্কে সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত/প্রচারিত বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয়াবলী ।

৯। নৈমিত্তিক ও ঐচ্ছিক ছুটি সংক্রান্ত তথ্যাদি সংরক্ষণ।

১০। অনুসন্ধান ও তথ্য (শাখা সংশ্লিষ্ট)সংক্রান্ত বিষয়াবলী ।

১১। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য দায়িত্বাবলী ।

জাতীয় দুর্যোগ সমন্বয় কেন্দ্রের কার্যাবলী

১। ঘূর্ণিঝড়/জলোচ্ছাস/সুনামী/ ভূমিকম্প/অগ্নিকান্ড/খরা/বন্যা প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগ সংক্রান্ত তথ্য/ বেতার/ টেলিফোন/ মোবাইল/ফ্যাক্সের মাধ্যমে সংগ্রহ এবং সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্মকর্তা বরাবরে প্রেরণ সংক্রান্ত কার্যাবলী;

২। বন্যার পূর্বাভাস ও দেশের সকল নদ-নদীর অবস্থা সংক্রান্ত প্রতিবেদন তৈরী এবং বিভিন্ন কর্তৃপক্ষকে অবহিতকরণ;

৩। ভূমিকম্প সংঘটিত হওয়ার সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগপূর্বক উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট অবহিতকরণ;

৪। সুনামী পূর্বাভাস এবং সংক্রান্ত তথ্যাদি গ্রহণ/প্রাপ্তির সাথে সাথে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিতকরণ;

৫। আবহাওয়ার পূর্বাভাস/বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপের সৃষ্টি হলে নিম্নচাপ সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করতঃ তাৎক্ষণিকভাবে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিতকরণ এবং এই বিষয়ে সরকারের উচ্চ পর্যায়ের নির্দেশ/সিদ্ধান্ত সমূহ সংশ্লিষ্ট দপ্তর/জেলাসমূহে প্রেরণ;

৬। ঘূর্ণিঝড়/সুনামী/ভূমিকম্প/বন্যা ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষয়ক্ষতির তথ্য সংগ্রহ পূর্বক জেলাওয়ারী ক্ষয়ক্ষতির বিস্তারিত প্রতিবেদন প্রণয়ন ও এ বিভাগ হতে ত্রাণ সামগ্রী বরাদ্দের বিবরণ তৈরী করাসহ সরকারের উচ্চ পর্যায়ে অবহিতকরণ সংক্রান্ত কার্যাবলী;

৭। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ বিভাগের বিভিন্ন শাখা কর্তৃক জারীকৃত ত্রাণ সামগ্রী/অর্থের বরাদ্দপত্র,বরাদ্দপত্রের নিশ্চয়তাপত্র ও জরুরী বার্তাদি বেতার/টেলিফোন/ ফ্যাক্সের মাধ্যমে জেলা পর্যায়ে প্রেরণ করা;

৮। জেলা/উপজেলায় স্থাপিত বেতার যন্ত্রগুলির রক্ষণাবেক্ষণ/মেরামত করাসহ জাতীয় দুর্যোগ সমন্বয় কেন্দ্রের সাথে সকল জেলা/উপজেলার দ্রুত যোগাযোগ নিশ্চিতকরণ;

৯। ই-মেইল/ফ্যাক্সের মাধ্যমে দেশ বিদেশে দুর্যোগকালীন ও দুর্যোগোত্তর সময়ে দুর্যোগ সংক্রান্ত তথ্য বিনিময় এবং নিয়মিত তথ্যাদি উচ্চ পর্যায়ে অবহিতকরণ;

১০। দুর্যোগকালে উপদ্রুত জেলাসমূহ হতে প্রাপ্ত ক্ষয়ক্ষতি এবং মন্ত্রণালয় হতে ত্রাণ সামগ্রী বরাদ্দের বিবরণ সম্বলিত প্রেস বিজ্ঞপ্তি প্রস্তুতকরণ;

১১। সাপ্তাহিক ও সরকারী ছুটি দিনসহ জাতীয় দুর্যোগ সমন্বয় কেন্দ্র স্বাভাবিক সময়ে সকাল ৮.০০ টা হতে রাত ৮.০০ টা পর্যন্ত এবং দুর্যোগকালীন সময়ে (যেমন-বন্যা/নিম্নচাপ/ঘূর্ণিঝড় ইত্যাদি) সার্বক্ষনিক খোলা রাখা নিশ্চিতকরণ;

১২। জাতীয় দুর্যোগ সমন্বয় কেন্দ্রের সকল ইলেক্ট্রনিক্স যন্ত্রপাতি যেমন ফ্যাক্স,কম্পিউটার, বেতারযন্ত্র,এলসিডি টিভি, টেলিফোন ইত্যাদি সংরক্ষণ, মেরমাত এবং সকল তথ্য ও দলিলপত্রের নিরাপত্তা এবং গোপনীয়তা রক্ষাকরণ;

১৩। NDRCG-National Disaster Response Co-ordination Group কে সাচিবিক সহায়তা প্রদান এবং প্রয়োজনে সভা আহবান করা;

১৪। আবহাওয়া অধিদপ্তর,স্পার্সো, বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র, ডিসাষ্টার ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সেন্টার, ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি, সিডিএমপি, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো, ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তর, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, সিটি কর্পোরেশন প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয় করা;

১৫। সিভিল মিলিটারী Co-ordination এ সহায়তা প্রদান (জরুরী ত্রাণ কার্য সম্পাদনের সময়);

১৬। আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে যোগাযোগপূর্বক বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের তথ্যাদি আঞ্চলিক সংগ্রহ করা;

১৭। কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগ সংঘটনের পর দুর্যোগ কবলিত এলাকার Sattelite Image/High resulation Image সংগ্রহের জন্য আন্তর্জাতিক সংস্থার নিকট Emergency Observation Request পাঠানো;

১৮। নৈমিত্তিক ও ঐচ্ছিক ছুটি সংক্রান্ত তথ্যাদি সংরক্ষণ;

১৯। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য দায়িত্বাবলী।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি-১ শাখার কার্যাবলী

১. কম্প্রিহেনসিভ ডিজেষ্টার ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম-২য় পর্যায় এর কর্মসূচি পরিকল্পনা বাস্তবায়ন মনিটরিং ও মূল্যায়ন সংক্রান্ত (অর্থ ব্যবস্থাপনা ও চুক্তি স্বাক্ষর বা অনুমোদন ব্যতীত) বিষয়াবলী।

২. জলবায়ু পরিবর্তন, ঝুঁকিহ্রাস এবং অভিযোজন বিষয়ে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের সাথে লিয়াজোঁ রক্ষা করা।

৩. জলবায়ু পরিবর্তন সেল এর যাবতীয় কার্যক্রমসহ বিভিন্ন দেশ ও সংস্থার সাথে সমঝোতা স্মারক ও রিপোর্ট সংক্রান্ত মতামত প্রদান।

৪. দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস সংক্রান্ত ন্যাশনাল প্ল্যাটফরম ও আন্তর্জাতিক প্ল্যাটফরমের কার্যাবলী ও HFA -এর বাস্তবায়ন অগ্রগতি।

৫. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত বিভিন্ন আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সাথে যোগাযোগ, সদস্যপদ লাভ ও সদস্য রাষ্ট্র হিসেবে চাঁদা প্রদান সংক্রান্ত বিষয়াবলী।

৬. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ঝুঁকিহ্রাস সংক্রান্ত বিষয়ে অনুদান, ঋণ, অনুসন্ধান ও উদ্ধার এবং কারিগরী সহায়তা ইত্যাদি কার্যক্রমে অন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সহযোগিতা সংক্রান্ত বিষয়াবলী।

৭. বিদেশী উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহের সাথে Local Consultative Group-এর Disaster and Emergency Response শীর্ষক Sub-Group সংক্রান্ত বিষয়াবলী।

৮. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে সভা / সম্মেলনের আয়োজন সংক্রান্ত বিষয়াবলী।

৯. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও মানবিক সহায়তা কার্যক্রমসহ দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস ও জরুরী সতর্ক বার্তা ব্যবস্থাপনায় সার্বিক সমন্বয় সাধন।

১০. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং এ সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ, উন্নয়ন সমন্বয় ও ব্যবস্থাপনা।

১১. সার্ক (SAARC) ডিজেষ্টার ম্যানেজমেন্ট সেন্টার (SDMC) সংক্রান্ত বিষয়াবলী।

১২. ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি'র) পলিসি কমিটি এবং বাস্তবায়ন বোর্ডের কার্যক্রম ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন এবং সিপিপি'র কর্মসূচি (Programme) সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়াবলী।

১৩. এনজিও বিষয়ক ব্যুরো হতে প্রাপ্ত বেসরকারি/স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার (NGO) প্রকল্পের উপর মতামত প্রদান।

১৪. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিভিন্ন আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক মিশন ও ডেলিগেশন এর সভানুষ্ঠান/ Talking Point প্রস্তুতকরণ।

১৫. সচিব মহোদয়ের নির্দেশে অথবা বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/ সংস্থার/ এনজিও আয়োজিত সভা/ সেমিনারে প্রতিনিধি মনোনয়ন প্রদান।

১৬. দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস/ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস উদযাপন।

১৭. সংসদের প্রশ্নোত্তরসহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/ বিভাগের চাহিদা অনুসারে প্রতিবেদন প্রেরণ।

১৮. নৈমিত্তিক ও ঐচ্ছিক ছুটি সংক্রান্ত তথ্যাদি সংরক্ষণ।

১৯. এ শাখা সংক্রান্ত মামলার তথ্য সংগ্রহ, সরবরাহ ও জবাব প্রস্তুতকরণ।

২০. উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য দায়িত্বাবলী।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি-২ শাখার কার্যাবলী

১. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো-এর বিভিন্ন কর্মসূচি সংক্রান্ত বিষয়াদি।

২. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত আইন, বিধি ও নীতিমালা ও পরিকল্পনা সম্পর্কিত সকল কাজ।

৩. দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত স্থানীয়, জাতীয়, আন্তর্জাতিক তথ্য, উপাত্ত, রিপোর্ট, প্রকাশনা ইত্যাদি সংগ্রহ ও গ্রন্থাগারে সংরক্ষণের জন্য প্রেরণ।

৪. ন্যাশনাল ডিজেষ্টার ম্যানেজমেন্ট কাউন্সিল এবং ইন্টারমিনিষ্টিরিয়াল ডিজেষ্টার ম্যানেজমেন্ট কোঅর্ডিনেশন কমিটি ও ন্যাশনাল ডিজেষ্টার ম্যানেজমেন্ট এডভাইজারী কমিটির বিষয়াবলী এবং SOD-র আওতায় গঠিত অন্যান্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি সক্রিয়করণ সংক্রান্ত কার্যাবলী।

৫. দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসকে উন্নয়নের মূল ধারায় যুক্ত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, সংস্থা, এনজিও, সিভিল সোসাইটিসহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাথে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস সংক্রান্ত বিষয়ে সংযোগ স্থাপন কার্যক্রম পরিচালনা।

৬. ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, বন্যা, ভূমিকম্প, সুনামী এবং অন্যান্য দুর্যোগে সতর্কতা সংকেত জারী, পূর্বাভাস মনিটরিং ও প্রত্যাহার সংক্রান্ত।

৭. দুর্যোগ পরিস্থিতি মূল্যায়ণ এবং দুর্যোগ পরিস্থিতিতে জরুরী অবস্থা ঘোষণা সংক্রান্ত সুপারিশ প্রক্রিয়াকরণ, আশ্রয়কেন্দ্র চালুকরণ এবং বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীকে নিরাপদ আশ্রয়ে প্রেরণ সংক্রান্ত কার্যাবলী।

৮. ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, বন্যা, ভূমিকম্প, সুনামি, ভূমিধ্বস, ভবন ধ্বস, অগ্নিকান্ড ইত্যাদি দুর্যোগ প্রশমন এবং দুর্যোগ পরবর্তী অনুসন্ধান ও উদ্ধার কার্যক্রম।

৯. জাতীয় এবং মাঠ পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তথ্য কেন্দ্র ও জরুরী দুর্যোগ নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র স্থাপন ও ব্যবস্থাপনা।

১০. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ বিভাগ এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো সংক্রান্ত কার্যাবলী সম্পর্কে সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত/ প্রচারিত বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ ও অন্যান্য প্রাসংগিক বিষয়াবলী।

১১. এ শাখা সংক্রান্ত মামলার তথ্য সংগ্রহ, সরবরাহ ও জবাব প্রস্তুতকরণ ।

১২. দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্রের নীতিমালা, আশ্রয়কেন্দ্রের তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও সরবরাহ। এতদ্ব্যতীত আশ্রয় কেন্দ্রের মেরামত ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত তথ্যাদি সংগ্রহ ও পরিকল্পনা শাখায় সরবরাহকরণ।

১৩. নৈমিত্তিক ও ঐচ্ছিক ছুটি সংক্রান্ত তথ্যাদি সংরক্ষণ।

১৪. উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য দায়িত্বাবলী।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা (প্রশাসন) শাখার কার্যাবলী

১। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো এবং ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচী সংশ্লিষ্ট নিম্নবর্ণিত কার্যাদি

ক. ১ম শ্রেণীর কর্মকর্তাদের (সংযুক্তি ব্যতীত) নিয়োগ/বদলী/পদোন্নতি/ স্থায়ীকরণ/ছুটি / প্রেষণ/অবসর সংক্রান্ত কার্যক্রম।

খ. নিয়োগ বিধি প্রণয়ন ও সংশোধন সংক্রান্ত কার্যক্রম।

গ. ১ম শ্রেণীর কর্মকর্তাদের ভ্রমণ অনুমোদন (ভ্রমণভাতা ব্যতীত) ও পরিদর্শন বিষয়াদি।

ঘ. ২য় শ্রেণীর কর্মকর্তা এবং ৩য় শ্রেণীর কর্মচারীদের বদলী, পদোন্নতি ও স্থায়ীকরণ ইত্যাদি বিষয়ে রেফার্ড কেইসসমূহ।

ঙ. ১ম শ্রেণীর কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ, সেমিনার, ওয়ার্কশপ, মাঠ মহড়া ইত্যাদি সংক্রান্ত সকল বিষয়।

চ. ২য় শ্রেণীর কর্মকর্তাদের প্রেষণ সংক্রান্ত বিষয়াদি।

ছ. নতুন পদ সৃজন ও অস্থায়ী পদে পুনঃ মঞ্জুরী প্রদান সংক্রান্ত বিষয়াদি।

জ. বেতন বৈষম্য ও চাকুরী সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়াদি।

ঝ. প্রশাসনিক ও আর্থিক বিষয়াদি।

ঞ. কর্মকর্তাদের বিভাগীয় পরীক্ষা সংক্রান্ত বিষয়াদি।

ট. ১ম শ্রেণীর কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা সংক্রান্ত বিষয়াদি।

ঠ. ২য়, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের বিভাগীয় মামলা সংক্রান্ত আপীল/ রিভিউ/ রিভিশন কেস সংক্রান্ত বিষয়াদি।

২। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অনুবিভাগের পেন্ডিং বিষয়াবলী সংক্রান্ত সভা অনুষ্ঠান।

৩। এ শাখা-সংক্রান্ত মামলার তথ্য সংগ্রহ, সরবরাহ ও জবাব প্রস্তুতকরণ ।

৪। অনুসন্ধান ও তথ্য (শাখা সংশ্লিষ্ট) সংক্রান্ত বিষয়াবলী।

৫। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা (এ শাখা সংশ্লিষ্ট) সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়াবলী।

৬। নৈমিত্তিক ও ঐচ্ছিক ছুটি সংক্রান্ত তথ্যাদি সংরক্ষণ।

৭। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য দায়িত্বাবলী।

শরণার্থী বিষয়ক সেল-এর কার্যাবলী

১। বাংলাদেশে অবস্থানরত মায়ানমারের শরণার্থীদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য প্রয়োজনীয় প্রকল্প প্রনয়ন, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সংক্রান্ত বিষয়াবলী।

২। শরণার্থীদের ত্রাণ কার্যক্রমের জন্য UNHCR ও WFP এর সংগে চুক্তি সম্পাদন ও বাস্তবায়ন সংক্রান্ত বিষয়াবলী।

৩। শরণার্থীদের স্বদেশে প্রত্যাবর্তন সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা ও সমন্বয় সাধন সংক্রান্ত বিষয়াবলী।

৪। UNHCR এর সাথে শরণার্থী সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম।

৫। শরণার্থীদের জন্য WFP কর্তৃক আমদানীকৃত মালামালের শুল্ক মওকুফ সংক্রান্ত কার্যাবলী।

৬। দেশী-বিদেশী বিভিন্ন এনজিও কর্তৃক শরণার্থীদের জন্য বিভিন্ন সেবামূলক কার্যক্রম/অনুমতি/ পরিদর্শন/পরিবীক্ষন/মূল্যায়ন।

৭। RRRC অফিসের সাথে শরণার্থীদের সার্বিক বিষয়াবলী সংক্রান্ত কার্যক্রম।

৮। IOM এর সাথে শরণার্থীদের তৃতীয় দেশে পুন:স্থায়ীকরণ (Resettlement) সংক্রান্ত কার্যক্রম।

৯। বিদেশী দূতাবাস, দাতা গোষ্ঠী প্রতিনিধিদের শরণার্থী ক্যাম্প পরিদর্শন এবং শরণার্থীদের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ স্থানীয় জনগণের উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় প্রকল্প প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন।

১০। শরণার্থী বিষয়ক কার্যক্রমে National Audit farm & International Audit farm কর্তৃক অডিট সংক্রান্ত বিষয়াবলী এবং সেলে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অভিযোগ তদন্ত ও নিষ্পত্তিকরণ সংক্রান্ত বিষয়াবলী।

১১। ক্যাম্প পরিদর্শন ও ক্যাম্পে কর্মরত NGO দের বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন সংক্রান্ত বিষয়াবলী।

১২। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, স্ব-রাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও এনজিও বিষয়ক ব্যুরোসহ অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের সাথে শরণার্থী সংক্রান্ত বিভিন্ন কার্যক্রম সংক্রান্ত বিষয়াবলী।

১৩। আবাংগালী (বিহারী) ক্যাম্পসমূহের বিদ্যুৎ বিল এবং পানি/পয়ঃ নিষ্কাশন বিল পরিশোধসহ অন্যান্য কার্যক্রম।

১৪। আটকেপড়া পাকিস্তানীদের মধ্যে ত্রাণ বিতরণ এবং পাকিস্তানে প্রত্যাবর্তন ও অন্যান্য সমস্যা সংক্রান্ত বিষয়াবলী।

১৫। শাখা সংশ্লিষ্ট মামলার তথ্য সংগ্রহ, সরবরাহ ও জবাব প্রস্তুতকরণ ।

১৬। নৈমিত্তিক ও ঐচ্ছিক ছুটি সংক্রান্ত তথ্যাদি সংরক্ষণ।

১৭। অনুসন্ধান ও তথ্য (শাখা সংশ্লিষ্ট) সংক্রান্ত বিষয়াবলী।

১৮। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য দায়িত্বাবলী।

বিষয়ঃ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি-১ অধিশাখার বিগত এক বছরের সম্পাদিত কর্মক্রমসমূহঃ

১. দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলি (SOD) ২০১৯

দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলি (Standing Orders on Disaster) ২০১৯ প্রকাশিত হয়েছে। এ প্রকাশনায় টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG), Sendai Framework for Disaster Risk Reductionও অন্যান্য আন্তর্জাতিক চুক্তি ও সনদে প্রতিশ্রুত অঙ্গীকারসমূহ প্রতিপালন গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনায় আনা হয়েছে। বর্তমান সংস্করণে দুর্যোগ সংক্রান্ত আধুনিক ধারণা, প্রযুক্তিগত জ্ঞান ও কলাকৌশলের প্রতিফলন ঘটেছে। এ আদেশাবলিতে জাতীয় পর্যায় থেকে শুরু করে স্থানীয় সরকারের সকল পর্যায়ের অংশীজনের দায়িত্ব ও কার্যাবলি বর্ণনা করা হয়েছে। 'কাউকে বাদ দিয়ে নয়' সামাজিক অন্তর্ভূক্তিমূলক এ নীতির আলোকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সকল পর্যায়ে অন্যদের পাশাপাশি নারী, শিশু, প্রবীন ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণের বিষয় অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

২. Humanitarian Staging Area

ভৌগলিক অবস্থানগত কারণে বাংলাদেশ অত্যন্ত দুর্যোগঝুঁকি প্রবণ দেশ। ইতোমধ্যে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ বিশ্বে অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপনে সক্ষম হলেও উচ্চমাত্রার ভূমিকম্প বা কোনো বড় ধরনের দুর্যোগের ক্ষেত্রে মানবিক সহায়তার জন্য সহায়ক সামগ্রী মজুদ, নিরাপদ সংরক্ষণ ও প্রয়োজনে দ্রুত সরবরাহ নিশ্চিত করার নিমিত্ত দেশে একটি Humanitarian Staging Area স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বড় ধরনের দুর্যোগ পরবর্তী মানবিক সহায়তা কার্যক্রম সফলভাবে সম্পন্ন করার জন্য Humanitarian Staging Area অত্যন্ত কার্যকরী ভূমিকা রাখবে। দুর্যোগকালীন ও দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে জরুরি মানবিক সহায়তা, উদ্ধার সরঞ্জাম ও অন্যান্য সামগ্রী আনা নেওয়ার সুবিধার্থে বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বিমানবন্দরের সন্নিকটে Humanitarian Staging Area বা ওয়্যারহাউজ স্থাপনের এ উদ্যোগ। এ জন্য গত ১৮ এপ্রিল ২০১৯ তারিখে 'জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল' এর সভায় Humanitarian Staging Area স্থাপনের নিমিত্ত ঢাকার পূর্বাচলে ৫ (পাঁচ) একর জমি বরাদ্দ প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সে প্রেক্ষিতে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক) Humanitarian Staging Area নির্মাণের জন্য সাময়িকভাবে ১৭৮.৩৫ কাটা জমি বরাদ্দ প্রদান করে। রাজউক কর্তৃক বরাদ্দকৃত জমি প্রতীকী মূল্যে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে বরাদ্দ প্রদানের জন্য

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বরাবর সারসংক্ষেপ প্রেরণ করা হয়। সারসংক্ষেপটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হলে উল্লিখিত জমিতে শীঘ্রই Humanitarian Staging Area নির্মাণের কাজ শুরু করা হবে।

৩. National Emergency Operation Center (NEOC)

বাংলাদেশ ভূমিকম্প ঝুঁকিপ্রবণ দেশসমূহের মধ্যে বিশেষভাবে অন্যতম। দেশে মাঝে মাঝে স্বল্প ও মাঝারি মাত্রার ভূকম্পন অনুভূত হচ্ছে। রিখটার স্কেলে ৭ বা তার অধিক মাত্রার ভূমিকম্প সংঘঠিত হলে ঢাকা শহরের চিহ্নিত ঝুঁকিপূর্ণ ৭২ হাজার ভবন ভেঙ্গে পড়বে মর্মে বিশেষজ্ঞগণ আশংকা প্রকাশ করছেন। ভূমিকম্প সংঘটিত হলে ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় টেলিফোন সংযোগ, পানি সরবরাহ, গ্যাস ও বিদ্যুৎ লাইনে বিপর্যয়সহ ব্যাপক আকারে অগ্নিকান্ড সংঘটিত হতে পারে। বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে বিগত ০৬/০৫/২০১৫ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল সভায় দুর্যোগকালীন ও দুর্যোগপরবর্তী অনুসন্ধান ও উদ্ধার কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন এবং কার্যকর তত্ত্বাবধানের জন্য উচ্চ মাত্রার ভূমিকম্প সহনশীল একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ National Emergency Operation Center (NEOC)প্রতিষ্ঠার জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং এর জন্য এক একর জমি প্রয়োজন। NEOC এর সভাপতি হিসেবে এ কেন্দ্রটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষন এবং তত্ত্বাবধানের সুবিধার্থে মহোদয়ের কার্যালয়ের সন্নিকটে NEOC ভবন নির্মিত হলে এর কার্যক্রমে আরও গতিশীলতা আসবে এবং কার্যক্রমও প্রত্যাশিত মানের হবে।

গত ১৮ এপ্রিল ২০১৯ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত 'জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল (NDMC)' এর সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় NEOC এর জন্য মন্ত্রিপরিষদ সচিবের নেতৃত্বে গঠিত কমিটি কর্তৃক চিহ্নিত ঢাকাস্থ তেজগাঁও এলাকায় খাদ্য অধিদপ্তরের সিএসডি এর জমির সাইট নকশা উপস্থাপন করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নকশা পর্যবেক্ষণ করেন এবং তাঁর নির্দেশনা মোতাবেক NEOC প্রতিষ্ঠায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের ঢাকাস্থ তেজগাঁও সিএসডির জমি হতে কমপক্ষে ১ একর জমি দ্রুত বরাদ্দের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

মন্ত্রিপরিষদ সচিবের নেতৃত্বে গঠিত কমিটি কর্তৃক উল্লিখিত জমির প্রস্তুতকৃত সাইট নকশা অনুযায়ী খাদ্য মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী ও সচিব এবং এ মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী ও সিনিয়র সচিব মহোদয়সহ সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ তেজগাঁও সিএসডির জমি সরেজমিনে পরিদর্শন করেন এবং সিএসডির জমি হতে NEOC এর জন্য ১ একর জমি হস্তান্তরের নিমিত্ত যৌথভাবে স্থান নির্বাচন করেন। উল্লেখ্য, বর্ণিত সূত্রগুলোর মাধ্যমে এ মন্ত্রণালয় এবং খাদ্য মন্ত্রণালয়ের মাঝে উক্ত বিষয়ে পত্র আদান প্রদান করা হয়এবং NEOC প্রতিষ্ঠা করার জন্য জমি নির্বাচন চুড়ান্ত করা হয়। NEOC প্রতিষ্ঠার জন্য চীন সরকার সহায়তা করতে সম্মত রয়েছে।

৪. Exercise on Coordinated Response (Ex COORES)

বিভিন্ন কার্যকরী পদক্ষেপের কারণে বাংলাদেশ ইতোমধ্যে বহি:বিশ্বে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় একটি Role Model হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। দুর্যোগ সংক্রান্ত Regional Consultative Group (RCG) ২০১৮ সালের Chair হিসেবেও বাংলাদেশ দায়িত্ব পালন করেছে। উল্লেখ্য ২০১০ সাল হতে বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত Disaster Response and Exchange (DREE) অনুশীলনের মাধ্যমে দুর্যোগ মোকাবিলায় বাংলাদেশে অসামরিক ও সামরিকের সমন্বিত উদ্যোগ (Civil-Military Co-Operation) দুর্যোগঝুঁকি হ্রাসে বিভিন্ন দেশের দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে। সিঙ্গাপুর বাংলাদেশের সাথে যৌথভাবে Ex COORES পরিচালনায় আগ্রহ প্রকাশ করে এবং সিঙ্গাপুর ২০১৭ সাল হতে প্রতি ১ বছর অন্তর Ex COORES আয়োজনের সিদ্ধান্ত নেয়।

২০১৯ সালে সিঙ্গাপুরের সাথে বাংলাদেশের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ যৌথভাবে সিঙ্গাপুরে Ex COORES আয়োজন করা হয়। যৌথভাবে Ex COORES 2019 আয়োজনে বাংলাদেশের অংশগ্রহণ সম্মান ও গৌরবের যা নিঃসন্দেহে বহিঃবিশ্বে দেশের ভাবমূর্তি আরও উজ্জ্বল করেছে।

৫. Regional Consultative Group (RCG)

এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের দেশসমূহে জাতিসংঘের মানবিক সহায়তা সমন্বয়কারী সংস্থা UNOCHA-এর উদ্যোগেসিভিল-মিলিটারি সমন্বয়ের মাধ্যমে বড় ধরনের দুর্যোগ মোকাবিলা কার্যক্রম জোরদারকরণের লক্ষ্যে ২০১৪ সালে মানবিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে একক প্লাটফরম হিসেবে 'রিজিওনাল কনসালটেটিভ গ্রুপ (RCG)' গঠন করা হয়। RCG গঠনের অন্যতম উদ্দেশ্যাবলি হচ্ছে- ক) বড় ধরনের দুর্যোগ মোকাবিলায় আন্তঃদেশীয় সিভিল-মিলিটারি সমন্বয় জোরদারকরণ; খ) সিভিল-মিলিটারি জনবলের সমন্বয়ে কার্যকর অপারেশনাল প্ল্যান তৈরি ও এর অনুশীলন করা এবং গ) দুর্যোগ সাড়াদান কার্যক্রম বাস্তবায়নে অভিজ্ঞতা, শিক্ষণ ও তথ্য বিনিময়।

RCG এর প্রথম সম্মেলন ২০১৫ সালে থাইল্যান্ডের ব্যাংককে, দ্বিতীয় সম্মেলন ২০১৬ সালে ফিলিপাইনে এবং তৃতীয় সম্মেলন ২০১৭ সালে সিংগাপুরে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এর নিকট RCG-২০১৮ এর চেয়ারম্যানশীপ হস্তান্তর করা হয়। RCG-২০১৮ সালের ভিশন ও কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী বাংলাদেশযেসব কার্যক্রম পরিচালনা করছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেঃ আঞ্চলিক পর্যায়ে জরুরি সাড়াদানে মানবিক সহযোগিতা প্রদানে সিভিল-মিলিটারি সমন্বয় জোরদারকরণ, বিভিন্ন প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট দুর্যোগে মানবিক সহায়তা কার্যক্রম পরিচালনা এবং সমন্বয় করা। এরই ধারাবাহিকতায় গত ২৪-২৬ জানুয়ারি ২০১৯ তারিখে ঢাকার হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে সংশ্লিষ্ট দেশ ও সংগঠনের প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণে RCG-২০১৯ এর ৪র্থ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশে ২০১৭ সালে বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মায়ানমার নাগরিকদের কারণে উদ্ভুতসমস্যা সমাধানে সিভিল মিলিটারি কো-অর্ডিনেশন সফলভাবে প্রতিফলিত হচ্ছে। এ কারণে RCGএর চতুর্থ আন্তর্জাতিক সম্মেলনেবলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মায়ানমারের নাগরিকদের জন্য সিভিল-মিলিটারি সাড়াদান সমন্বয় (Civil Military Coordination in Response to ForciblyDisplaced Myanmar Nationals) এর সাফল্যকে অগ্রাধিকার হিসেবে উপস্থাপনের বিষয়টি বিবেচনা করা হয়। এ সম্মেলন আয়োজনের মাধ্যমে দুর্যোগ মোকাবিলায় সফলতা উপস্থাপন করাসহ আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আবারও বাংলাদেশের নেতৃত্ব প্রদানের সক্ষমতা প্রমাণিত হয়েছে।

R C G
H.E Sheikh Hasina
শেখ হাসিনা

৬. ঘূর্ণিঝড় সংক্রান্ত

ফণীঃ

৪ মে ২০১৯ সাতক্ষীরা, যশোর ও খুলনা অঞ্চল, ফরিদপুর, ঢাকা, পাবনা ও ময়মনসিংহ অঞ্চল দিয়ে ঘূর্ণিঝড় 'ফণী' বয়ে যায়। এ ঝড় মোকাবিলায় আশ্রয়কেন্দ্রে জনগণকে স্থানান্তরের প্রস্তুতিগ্রহণ, স্থানীয় প্রতিনিধি ও সিপিপির মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও স্বেচ্ছাসেবকদের ঘূর্ণিঝড়ের সতর্কবার্তা জনগণের নিকট পৌঁছানো, ব্যাপক প্রচারসহ যথাযথ পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণ করায় মৃত্যুর হার ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমান অনেক কম হয়েছে। এ ঝড়ে ০৫ জনের মৃত্যু ঘটে ও ৬৩ জন আহত হয়। ২৩৬৩৯ ঘরবাড়ি সম্পূর্ণ, ১৮৬৭০ আংশিক এবং ১৮০৪ হেক্টর ফসলি জমি সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। বিভিন্ন জেলায় ১৪ হাজার ৫০ মে.টন চাল, ৩ কোটি ৬৩ লক্ষ টাকা, ৪১ হাজার প্যাকেট শুকনা খাবার, ৪ হাজার বান্ডেল ঢেউটিন এবং ০১ কোটি ২০ লক্ষ টাকা গৃহ নির্মাণ মঞ্জুর প্রদান করা হয়েছিল।

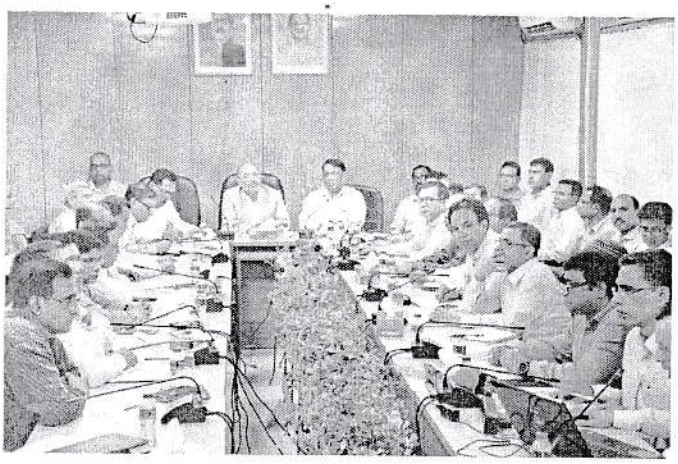

বুলবুলঃ

৫ নভেম্বর ২০১৯ তারিখ উত্তর আন্দামান সাগর ও তৎসংলগ্ন এলাকায় অবস্থানরত সুস্পষ্ট লঘুচাপ ঘণিভূত হয়ে পূর্ব-মধ্য বঙ্গোপসাগর ও তৎসংলগ্ন এলাকায় নিম্নচাপ আকারে অবস্থান করে। নিম্নচাপটি গত ৭ নভেম্বর ২০১৯ তারিখে 'বুলবুল' এ রূপ নেয়।যার কারণে মংলা ও পায়রা সমুদ্র বন্দরের জন্য ১০ নম্বর মহাবিপদ সংকেত চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দরের জন্য ৯ নম্বর মহাবিপদ সংকেত এবং কক্সবাজার সমুদ্র বন্দরের জন্য ৪ নম্বর স্থানীয় হুঁশিয়ারী সংকেত প্রদান করা হয়। এ ঝড় মোকাবিলায় আশ্রয়কেন্দ্রে জনগণকে স্থানান্তরের প্রস্তুতিগ্রহণ, স্থানীয় প্রতিনিধি ও সিপিপির মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও স্বেচ্ছাসেবকদের ঘূর্ণিঝড়ের সতর্কবার্তা জনগণের নিকট পৌছানো, ব্যাপক প্রচারসহ যথাযথ পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণ করায় মৃত্যর হার ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমান অনেক কম হয়েছে। এ ঝড়ে মোট ১৮ জনের মৃত্যু ঘটে ও কিছু সংখ্যক লোক আহত হয়। সংশ্লিষ্ট ১৫ জেলায় চাউল, শুকনা খাবার, ঢেউটিন, গৃহ নির্মাণ এবং নগদ অর্থ বরাদ্দ দেওয়া হয় যা পুনর্বাসন কাজে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে। ব্যাপক পূর্ব প্রস্তুতি থাকার কারণে ঘূর্ণিঝড় 'বুলবুল' এর প্রভাবে ঘর-বাড়ি ও ফসলি জমির ক্ষয়ক্ষতি অনেক কম হয়েছে।

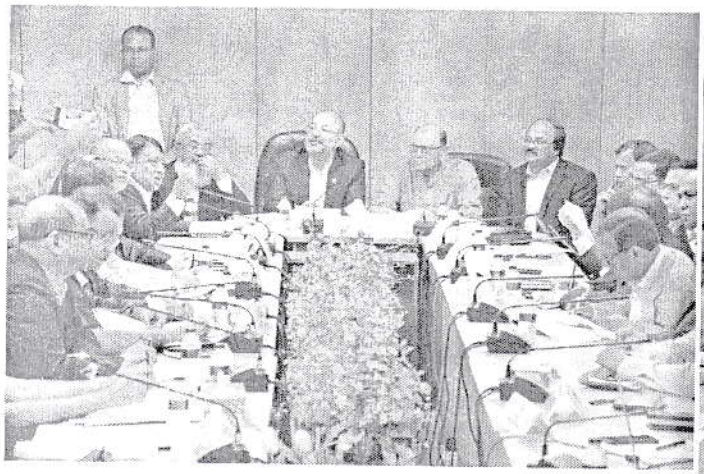

৭. বন্যা সংক্রান্ত

জুলাই ২০১৯ তারিখে অতিবৃষ্টি এবং দেশে উত্তর-পূর্ব বেসিনে অবস্থিত নদীসমূহ বিশেষ করে তিস্তা, ব্রহ্মপুত্র, যমুনা, সুরমা, কুশিয়ারা ইত্যাদিতে পানি বিপদ সীমার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হওয়ায় দেশের ১০টি জেলায় বন্যার আশঙ্কা দেখা দেওয়ায় বন্যা পুনর্বাসন কাযক্রমের অংশ হিসেবে ২৫ টি জেলাতে শুকনো খাবার, ৬৪টি জেলায় জিআর চাল এবং জিআর ক্যাশ বরাদ্দ প্রদান করা হয়। তাছাড়াও আশ্রয়কেন্দ্রের অপ্রতুলতা বিবেচনা করে সাময়িকভাবে বন্যার্তদের মানবিক সহায়তা প্রদানের নিমিত্ত বন্যা কবলিত ১০টি জেলার প্রতিটিতে ৫০০টি করে তাঁবু প্রেরণ করা হয় যাতে মানুষ প্রয়োজন অনুযায়ী আশ্রয় নিতে পেরেছে। আন্তঃমন্ত্রণালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটির সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দেশে বিদ্যমান সকল স্তরের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা আয়োজন করে বন্যা মোকাবিলায় কার্যকরী পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্টদের আহ্বান জানানো হয়। এ বন্যায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি)-সহ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত মাঠ পর্যায়ের সকল সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ছুটি বাতিল ঘোষণা করা হয়, মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তর, জেলা এবং উপজেলায় সার্বক্ষণিক নিয়ন্ত্রণ কক্ষ চালু করা হয় যা বন্যা মোকাবিলা ও পুনর্বাসনে কার্যকরী ভূমিকা রেখেছে।

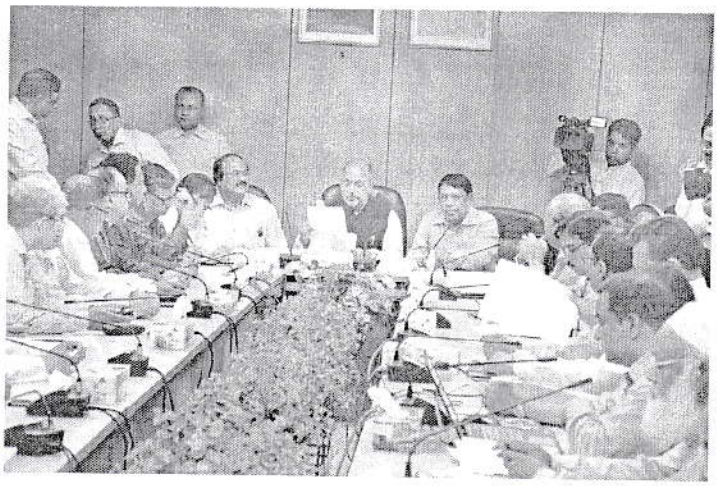

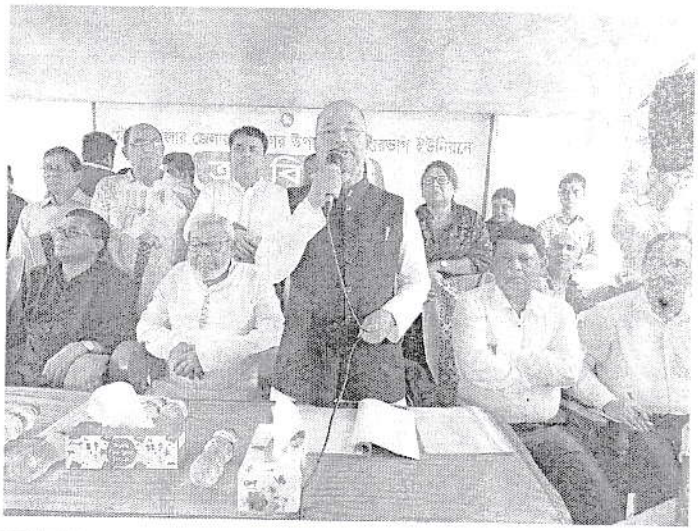

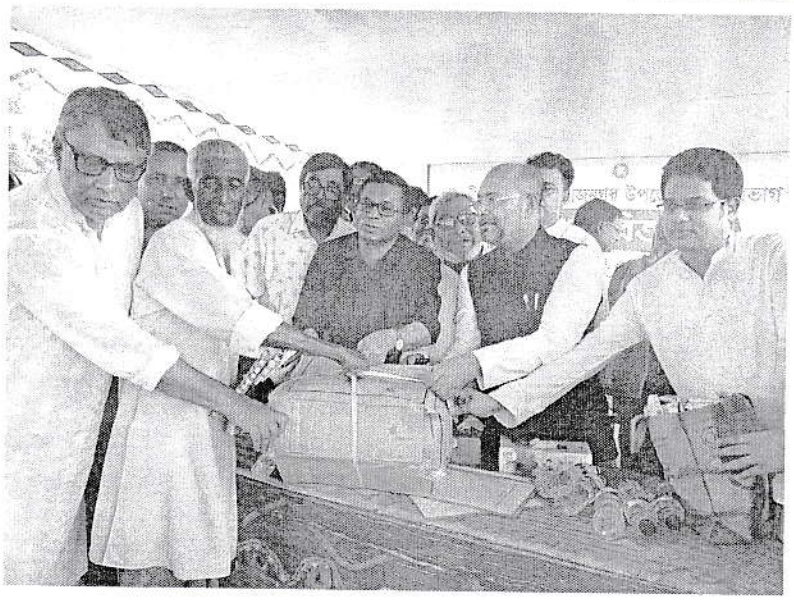

৮. সংকট মোকাবিলায় মনোসামাজিক সেবা

ঘটনার আকস্মিকতায় সৃষ্টি হয় সংকট, মৃত্যু, মারাত্মক জখম এবং ক্ষয়ক্ষতি। তাছাড়া বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক হুমকির সামনে মানুষ হতভম্ব ও দিশাহারা হয়ে যায়। তীব্র মনোঘাত বা ট্রমা আহত ব্যক্তি ও তার নিকট জনদের সাধারণ জীবনযাপনকে বাধাগ্রস্ত করে। ফলে তাঁদের মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে যায়। বিষাদ, দুর্শ্চিন্তা, অসহায়ত্ব, রোগ-ক্ষোভ, লজ্জা, অপরাধবোধ, বিভ্রান্তি, ভয় ও হতাশা তীব্র মনোঘাত বা ট্রমার সৃষ্টি করে। ট্রমা গ্রস্ত মানুষের মধ্যে অস্বাভাবিক আবেগীয় প্রতিক্রিয়ার ফলে এদের মধ্যে অন্তত ১০% পরবর্তী মানসিক সমস্যার ঝুঁকিতে আক্রান্ত হয়। তাদের স্বাস্থ্য ঝুঁকিও বেড়ে যায়। এই মনোঘাত বা ট্রমা আত্মীয় স্বজন, বন্ধু, প্রতিবেশী, প্রত্যক্ষদর্শী এমনকি উদ্ধারকর্মীদেরও জর্জড়িত করে। মানসিক সংকট কাটিয়ে উঠে জীবনের ভারসাম্য ফিরিয়ে আনতে মনোসামাজিক সেবা অত্যন্ত জরুরি। এ সকল ক্ষেত্রে যত দ্রুত মনোসামাজিক সেবা প্রদান করা যায় তত মানসিক সমস্যার ঝুঁকি কমতে থাকে। সংকটের পরে তাৎক্ষণিকভাবে মনোসামাজিক সেবা গ্রহণ করলে তা পরবর্তী মানসিক সমস্যা ও রোগমুক্তিতে সাহায্য করে। দুর্যোগ পরবর্তী টমা মুক্তির লক্ষ্যে মিজ সায়মা হোসেন-এর পরামর্শে আমেরিকান মনোবিজ্ঞানী জোয়ানী বায়রন এর সহায়তায় এখন পর্যন্ত ১৯৪ জনকে মনোসামাজিক বিষয়ে বেসিক ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে। এদের ভিতরে ৫ জন কে ক্রাইসিস রেসপন্ডার ও ৩ জনকে মাস্টার ট্রেইনার নির্বাচন করা হয়েছে। এরা কোন দুর্ঘটনা, অগ্নিকান্ড বা সাইক্লোন পরবর্তী মনোসামাজিক সেবা প্রদান করে থাকে।

৯. **এছাড়াও এ অনুবিভাগ হতে ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে যেসব কার্যাবলি সম্পাদিত হয়েছে তা নিম্নরূপ :**

- ১৩ অক্টোবর ২০১৮ দুর্যোগ প্রশমন দিবস উদযাপন করা হয়েছে;
- ১০ মার্চ ২০১৯ জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস উদযাপন করা হয়েছে;
- Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030 বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ইনপুট প্রদান করা হচ্ছে;
- ভূমিধস প্রতিরোধে করণীয় সম্পর্কিত প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে;
- ভূমিধস/ভূমিকম্প সম্পর্কিত জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জেলাগুলোতে সভা/সেমিনারের আয়োজন করা হয়েছে;
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং জাতিসংঘ বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি-এর যৌথ উদ্যোগে ২-৩ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে 'Symposium on Adaptive Social Protection' আয়োজন করা হয়েছে;
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি-এর যৌথ উদ্যোগে ২৭-২৯ আগস্ট ২০১৯ তারিখে 'Simulation Based Logistics Gap Analysis' শীর্ষক কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে;
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট এন্ড ভালনারেবিলিটি স্টাডিজ (আইডিএমভিএস) এর ৩য় ব্যাচের ৪০ জন ছাত্র-ছাত্রীদের ২ মাস ব্যাপি ইন্টার্নশীপ কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে।

SIMULATION BASED LOGISTICS GAP ANALYSIS WORKSHOP

SIMULATION BASED LOGISTICS GAP ANALYSIS WORKSHOP

Ministry of Disaster Management and Relief (MoDMR)

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি-২ অনুবিভাগ
২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে যেসব কার্যাবলি সম্পাদিত হয়েছে তা নিম্নরূপ:

১. ১৩ অক্টোবর ২০১৮ আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস উদযাপন করা হয়েছে।

২. ১০ মার্চ ২০১৯ জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস উদযাপন করা হয়েছে।

৩. **Sendai Framework For Disaster Risk Reduction 2015-2030** বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা করে কর্মপরিকল্পনা চুড়ান্তকরণের আলোকে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

৪. **Incident Management System (IMS)** এর **Guideline** তৈরির বিষয়ে **USAID** এবং **USFS** এর সহযোগিতায় সেমিনার করা হয়েছে।

৫. ভূমিধস প্রতিরোধে করণীয় সম্পর্কিত প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে।

৬. ভূমিধস/ভূমিকম্প সম্পর্কিত জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জেলাগুলোতে সভা/সেমিনারের আয়োজন করা হয়েছে।

৭. ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশনের সম্মেলন কক্ষে ভূমিকম্পের ওপর একটি ওয়ার্কশপের আয়োজন করা হয়েছে।

৮. মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে SDG Implementation Review (SIR) Conference-2019 এর জন্য Report প্রেরণ করা হয়েছে এবং Power Point এ উপস্থাপনা প্রদান করা হয়েছে।

৯. ১০ মার্চ 'জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস-২০১৯' উদ্‌যাপন উপলক্ষে সারাদেশের সকল মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভূমিকম্প ও অগ্নিকান্ড বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধির মহড়ার আয়োজন করা হয়েছে।

১১. ১৩ অক্টোবর ২০১৮ আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস উদযাপন উপলক্ষে সারাদেশের সকল মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভূমিকম্প ও অগ্নিকান্ড বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধির মহড়ার আয়োজন করা হয়েছে।

১১. পাহাড়ি এলাকায় ভূমিধসজনিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত নির্দেশিকা প্রণয়নের কাজ করা হয়েছে।

১২. "Asian Disaster Preparedness Center" (ADPC)-এর Board of Trustees Meeting-এ প্রতিনিধিত্ব করার জন্য কর্মকর্তা মনোনয়ন।

১৩. মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর জাপান সফর উপলক্ষ্যে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের তথ্যাদি/ইনপুট প্রেরণ।

১৪. Regarding comments/views of Bangladesh on proposal of India to establish a Global Coalition on Disaster Resilient Infrastructure প্রতিবেদন তৈরী।

১৫. সেপ্টেম্বর, ২০১৮ তারিখ যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কস্থ জাতিসংঘ সদর দপ্তরে জাতিসংঘের ৭৩-তম সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে উপস্থাপনের লক্ষ্যে যাচিত ব্রিফে অন্তর্ভূক্তি লক্ষ্যে High-level Event on the Global Compact on Refugees: A Model for Greater Solidarity and Cooperation বিষয়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এর প্রতিবেদন তৈরী।

১৬. সেপ্টেম্বর, ২০১৮ তারিখ যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কস্থ জাতিসংঘ সদর দপ্তরে জাতিসংঘের ৭৩-তম সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে উপস্থাপনের লক্ষ্যে যাচিত ব্রিফে অন্তর্ভূক্তি লক্ষ্যে Disaster Risk Resilience and Bangladesh বিষয়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এর প্রতিবেদন তৈরী।

১৭. ২৩-০৫-২০১৯খ্রিঃ তারিখে কক্সবাজারস্থ বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মায়ানমার নাগরিকদের ক্যাম্প এলাকায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ কর্তৃক যৌথভাবে কক্সবাজারস্থ বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মায়ানমার নাগরিকদের ক্যাম্প এলাকায় ভূমিধস ও দুর্যোগ বিষয়ক মহড়া অনুশীলন আয়োজন করা হয়েছে।

১৮. স্বেচ্ছাসেবার সংস্কৃতি আবহমান বাংলার ঐতিহ্য, যার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশে অনেক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন গড়ে উঠেছে। এছাড়া বৈশ্বিক বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের আলোকে বাংলাদেশেও বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবক সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যেমন- গার্লস গাইড, বাংলাদেশ স্কাউট, রেডক্রিসেন্ট ও ন্যাশনাল ক্যাডেট কোর ইত্যাদি।দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাসেবকদের ভূমিকা অনস্বীকার্য এবং বাংলাদেশে স্বেচ্ছাসেবকদের প্রাতিষ্ঠানিকতার প্রয়োজনীয়তা ১৯৭০ সালের নভেম্বর মাসে প্রলয়ংকারী ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাসের পর অনুভূত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশনায় ১৯৭২ সালে ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি প্রতিষ্ঠিত হয়।

উপকূলীয় জনসাধারণ এর জানমাল রক্ষার্থে ১ জুলাই ১৯৭৩ হতে কর্মসূচিটি চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়, যা আজ পর্যন্ত ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাস মোকাবিলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন-২০১২ এ নগর দুর্যোগ মোকাবিলায় সেচ্ছাসেবকের ভূমিকা ও গুরুত্ব উল্লেখ করা হয়েছে। পরবর্তীতে সরকার ৬২,০০০ নগর স্বেচ্ছাসেবক গড়ে তোলার প্রাথমিক লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে সরকারি এবং বেসরকারি বিভিন্ন উদ্যোগের অংশ হিসেবে নগর স্বেচ্ছাসেবক তৈরী হয়েছে এবং তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। তবে এখন পর্যন্ত এ সকল স্বেচ্ছাসেবকদের সমন্বিতভাবে পরিচালনার জন্য কোন একক নির্দেশনা নেই। স্বেচ্ছাসেবকদের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্বের কথা বিবেচনা করে এর প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের উদ্দেশ্যে নগর স্বেচ্ছাসেবক নির্দেশিকা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ কাজে নগর দুর্যোগ নিয়ে কাজ করেন এমন অংশীজনদের সাথে আলোচনা করা হবে। যা ভবিষ্যতে এটি সময়ানুগ চাহিদা পূরণে সহায়ক হবে।

১৯. জাতিসংঘ কর্তৃক আয়োজিত Climate Summit সংক্রান্ত Input প্রতিবেদন তৈরী।

২০. ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ তারিখ থেকে ০৪ অক্টোবর, ২০১৮ USAID এবং USFS এর যৌথ উদ্যোগে হোটেল আমারী, বাড়ী নং-৪৭, সড়ক নং-৪১, গুলশান-২, ঢাকা-১২১২ এ ৫ (পাঁচ) দিন ব্যাপী Incident Management System (IMS) এর উপর প্রশিক্ষণ কর্মসূচীতে মন্ত্রণালয় এবং অধিনস্থ দপ্তরের নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাদের নির্দেশক্রমে মনোনয়ন প্রদান করা হয়েছে।

২১. Guideline for the First Responders in the Disaster from Chemical and Technological Hazards (Biological, Radiological & Nuclear) প্রণয়ন।

২২. Plan of Action for Sendai Framework For Disaster Risk Reduction 2015-2030 প্রণয়ন।

২৩. Asian and Pacific Center for the Development of Disaster Information Management (APDIM)-এর গভর্ণিং কাউন্সিলর নির্বাচনে অংশগ্রহণ সংক্রান্ত মনোনয়ন ফরম পূরণপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।

২৪. Economic and Social Commission for Asia and Pacific (ESCAP) এর ৭৫তম অধিবেশনে মাননীয় অর্থমন্ত্রী কর্তৃক উপস্থাপনের জন্য প্রতিবেদন প্রেরণ।

গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা-খাদ্যশস্য/নগদ টাকা) কর্মসূচি

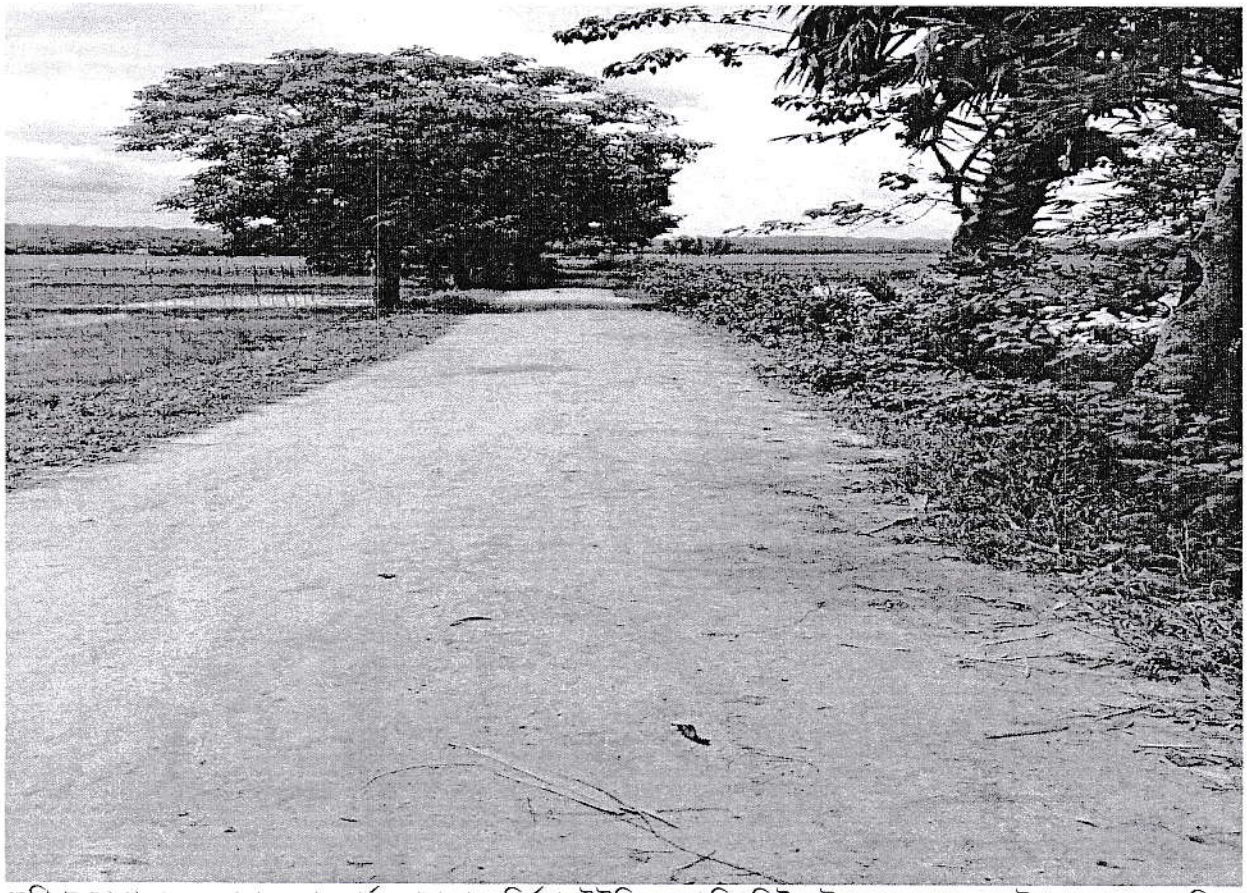

সখিপুর বাজার হতে রাবার ড্যাম পর্যন্ত রাস্তা পুন: নির্মাণ: ইউনিয়ন- গাজিরভিটা, উপজেলা- হালুয়াঘাট, জেলা- ময়মনসিংহ

২. কাবিখা কার্যক্রম

২.১ গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা- খাদ্যশস্য/নগদ টাকা) কর্মসূচির নির্দেশিকা

গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা) কর্মসূচি সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকার নিম্নরূপ নির্দেশিকা জারি করেছেঃ

২.২ কর্মসূচির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

(ক) কর্মসূচির উদ্দেশ্য : সামগ্রিকভাবে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসের জন্য এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানি ও বিদ্যুতের চাহিদা পূরণের জন্য-

১. প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামীণ অবকাঠামো নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ;
২. স্বাভাবিক অবস্থায় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য এই কর্মসূচির আওতায় বিভিন্ন ধরনের প্রকল্প বাস্তবায়ন।
৩. নবায়নযোগ্য জ্বালানি ও বিদ্যুতের চাহিদা পূরণের জন্য সোলার প্যানেল ও বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপন।

(খ) কর্মসূচির মূল লক্ষ্য: গ্রামীণ দরিদ্র জনগণের দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস এবং জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিযোজনে সামাজিক ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করণে সহায়তার জন্য–

১. গ্রামীণ এলাকায় কর্মসংস্থান সৃষ্টি;
২. গ্রামীণ দরিদ্র জনগণের আয় বৃদ্ধি;
৩. দেশের সর্বত্র খাদ্য সরবরাহের ভারসাম্য আনয়ন:
৪. দারিদ্র্য বিমোচনে ইতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি এবং
৫. নবায়নযোগ্য জ্বালানি ও বিদ্যুতের চাহিদা পূরণের মাধ্যমে জৈব জ্বালানির উপর নির্ভরশীলতা কমানো, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং সামগ্রিকভাবে জীবনমানের উন্নয়ন।

(গ) **কর্মসূচির উপকারভোগী বাছাই :** এই কর্মসূচির আওতায় নিম্ন বর্ণিত ব্যক্তিগণকে উপকারভোগী হিসেবে বাছাই করা যাবেঃ

১. সর্বোচ্চ ০.৫০ একর পর্যন্ত জমির মালিকানাসম্পন্ন ব্যক্তি।
২. নদী ভাঙ্গন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত ভূমিহীন ব্যক্তি।

২.৩ খাদ্যশস্য/নগদ অর্থ বরাদ্দ প্রক্রিয়া

(ক) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের বাজেটে বরাদ্দকৃত খাদ্যশস্য/নগদ টাকা এক বা একাধিক কিস্তিতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর বরাবর ন্যস্ত করবে এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর এই খাদ্যশস্য/নগদ টাকা জেলা প্রশাসক বরাবর ৪০% জনসংখ্যা, ৩০% দুঃস্থতা এবং ৩০% আয়তনের ভিত্তিতে থোক বরাদ্দ প্রদান করবে।

(খ) জেলা প্রশাসক উপরের ২ (ক) অনুচ্ছেদে বর্ণিত আপেক্ষিক গুরুত্ব অনুসারে বরাদ্দকৃত খাদ্যশস্য/নগদ টাকা পৌরসভা ও উপজেলাওয়ারি বরাদ্দ করবেন। উপজেলা কমিটি বরাদ্দকৃত খাদ্যশস্য/নগদ অর্থের ২০% রিজার্ভ রেখে অবশিষ্ট খাদ্যশস্য/নগদ অর্থের ৫০% জনসংখ্যা এবং ৫০% আয়তনের ভিত্তিতে পৌরসভা/ইউনিয়ন ভিত্তিক পুনবরাদ্দ করিয়া প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করবে।

(গ) রিজার্ভ ২০% খাদ্যশস্য/নগদ অর্থ দ্বারা উপজেলা কমিটি সরাসরি এমনভাবে পর্যায়ক্রমে প্রকল্প গ্রহণ করবে যেন অব্যাহতভাবে কোন ইউনিয়ন বঞ্চিত না হয়। এ ক্ষেত্রে কমিটি আন্তঃইউনিয়নব্যাপী প্রকল্প গ্রহণে অগ্রাধিকার দিতে পারবে।

(ঘ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় বিশেষ বিবেচনায় মাননীয় সংসদ সদস্য অথবা গণ্যমাণ্য ব্যক্তিদের নিকট হতে জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে প্রাপ্ত বিশেষ প্রকল্পে খাদ্যশস্য/নগদ টাকা বরাদ্দ করতে পারবে।

(ঙ) এই মন্ত্রণালয় হতে প্রতিটি নির্বাচনী এলাকার (সংরক্ষিত মহিলা আসন ব্যতীত) অনুকূলে খাদ্যশস্য/নগদ টাকা বিশেষ/থোক বরাদ্দ প্রদান করা যাবে। তবে সংরক্ষিত মহিলা আসনের সদস্যদের অনুকূলে কেবল মাত্র গ্রামীণ নারী উন্নয়নমূলক প্রকল্পের খাদ্যশস্য/নগদ টাকা বিশেষ/থোক বরাদ্দ প্রদান করা যাবে।

(চ) এই মন্ত্রণালয় হতে বিভিন্ন বাহিনী/ সংস্থার অনুকূলে খাদ্যশস্য/নগদ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা যাবে।

(ছ) উপজেলা এবং সংসদীয় এলাকাভিত্তিক প্রতি বছর আগস্ট মাসের মধ্যে সারা বছরের সম্ভাব্য (Notional Allotment)বরাদ্দ জারী করতে হবে।

(জ) বরাদ্দপ্রদানকারী সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ৪৮ ঘন্টার মধ্যে বরাদ্দ প্রাপকের নিকট বরাদ্দপত্র পৌঁছানো নিশ্চিত করবেন।

(ঝ) ইউনিয়নে প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে কোন ওয়ার্ড যাহাতে অব্যাহতভাবে বঞ্চিত না হয় তাহা নিশ্চিত করতে হবে। সম্ভব হলে ওয়ার্ডের কাঁচা রাস্তার পরিমাণ/শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা/সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করে প্রাপ্তব্য খাদ্যশস্য/নগদ টাকা ওয়ার্ড ভিত্তিক বিভাজন করা যেতে পারে।

২.৪ প্রকল্পের কাজের ধরণ/পরিধি

(ক) এই কর্মসূচিতে পুকুর/খাল খনন/পুনখনন, রাস্তা নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ, রাস্তা-বাঁধ নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ, জলাবদ্ধতা দূরীকরণের জন্য নালা ও সেচ নালা খনন/পুনর্খনন, বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের মাঠে মাটি ভরাট, মাটির কিল্লা নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ কাজ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মসজিদ, মন্দির, উপাসনালয়, ধর্মীয় ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান, হাট-বাজার, ইউনিয়ন পরিষদভবনসহ জনসমাগম হয় এমন প্রতিষ্ঠান/স্থানে ও দু:স্থ পরিবার পর্যায়ে সোলার সিস্টেম হোম সোলার, সোলার স্ট্রিট লাইট ও বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপনের জন্য প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে;

(খ) ব্যক্তি মালিকানাধীন ও বিরোধপূর্ণ জমিতে উপরে উল্লিখিত প্রকল্প গ্রহণ করা যাবে না;

(গ) ব্যক্তি মালিকানাধীন পুকুর যার পানি জনগণ অবাধে ব্যবহার করতে পারে বা পুকুর সংস্কার করার পরও তা অব্যাহত থাকবে এমন নিশ্চয়তা পাওয়া গেলে প্রকল্পটি গ্রহণের বিষয়ে উপজেলা কমিটি বিবেচনা করতে পারে;

(ঘ) সম্পূর্ণ নতুন প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে জমির প্রাপ্যতা সংক্রান্ত সনদপত্র সংশ্লিষ্ট জমির মালিক/ওয়ারিশ, ইউপি চেয়ারম্যানের প্রত্যয়নপত্র এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসারের প্রতিস্বাক্ষরসহ প্রকল্প প্রস্তাবের সাথে আবশ্যিকভাবে দাখিল করতে হবে;

(ঙ) বর্ষণের ফলে নির্মিত রাস্তার মাটি যাতে সরে যেতে না পারে তার জন্য রাস্তার উভয় দিকে পাকা ওয়াল (রাস্তার উচ্চতার সমান অথবা যে উচ্চতা পর্যন্ত নির্মাণ করা হলে রাস্তার মাটি ধরে রাখা সম্ভব হবে সে উচ্চতা পর্যন্ত) নির্মাণের জন্য প্রকল্প গ্রহণ করা যাবে। এরূপ মাটির কাজের প্রকল্পের ক্ষেত্রে ৬০% পর্যন্ত খাদ্যশস্য নগদায়ন করে নগদ টাকা বরাদ্দের ব্যবস্থা করা যাবে;

(চ) মাটির কাজের প্রকল্পের অংশ হিসাবে প্রয়োজনে Herring Bone Bond (HBB) ইটের রাস্তা নির্মাণের জন্য প্রকল্প গ্রহণ করা যাবে;

(ছ) নির্মাণাধীন রাস্তায় ও নির্মাণাধীন/সংস্কারাধীন সরকারি পুকুর/জলাশয়ে অবৈধ দখলরোধে প্রয়োজনীয় সীমানা পিলার স্থাপন করা যাবে;

(জ) নির্মাণাধীন রাস্তার সীমানা এবং খননাধীন পুকুর/জলাশয়ের পাড় বরাবর খাঁচা স্থাপনসহ বৃক্ষ রোপণ করা যাবে;

(ঝ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মসজিদ, মন্দির, উপাসনালয়, ধর্মীয় ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান, হাট-বাজার, ইউনিয়ন পরিষদ ভবনসহ জনসমাগম হয় এমন প্রতিষ্ঠান/স্থানে ও দু:স্থ পরিবার পর্যায়ে সোলার সিস্টেম হোম সোলার, সোলার স্ট্রিট লাইট স্থাপন এবং বায়োগ্যাস প্রকল্প বাস্তবায়ন। এরূপ প্রকল্পের জন্য মোট বরাদ্দের ৫০% খাদ্যশস্য ব্যয় করতে হবে।

২.৫ প্রকল্প গ্রহণ/বাছাই পদ্ধতি

(ক) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়য়ের আওতায় বাস্তবায়নযোগ্য প্রকল্পসমূহ বাছাইপূর্বক এর তালিকা এই মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। উপজেলা, জেলা এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরে এই তালিকা রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ রাখতে হবে। তা ছাড়াও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে আপডেট অবস্থায় আপলোড রাখতে হবে।

(খ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ প্রকল্প বাছাই ও অনুমোদনপূর্বক বরাদ্দ ছাড়ের জন্য ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রকল্প প্রস্তাব প্রেরণ করবে।

(গ) Notional Allotment প্রাপ্তির পর স্ব-স্ব কর্তৃপক্ষ বাস্তবায়নযোগ্য প্রকল্পসমূহের একটি অগ্রাধিকার তালিকা প্রস্তুত করে মন্ত্রণালয়ে ও অধিদপ্তরে প্রেরণ করবে। উক্ত অগ্রাধিকার তালিকার বাইরে কোন প্রকল্প গ্রহণ করা যাবে না উপজেলা কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্পের অগ্রাধিকার তালিকা দাখিলে ব্যর্থ হলে জেলা কর্তৃপক্ষ সম্ভাব্য বরাদ্দ বাতিল করে অন্য উপজেলা/ইউনিয়নে তা বরাদ্দ করতে পারবে;

(ঘ) উপজেলা কর্তৃপক্ষ প্রকল্পের অগ্রাধিকার তালিকা প্রণয়ণের পূর্বে প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাইসহ প্রাক-জরিপ গ্রহণ করবে। কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর প্রভাবে প্রভাবান্বিত না হয়ে রাস্তা প্রকল্পের ক্ষেত্রে উপকারভোগী জনসংখ্যা, আন্তঃগ্রাম/আন্তঃইউনিয়ন যোগাযোগ রক্ষায় তা কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ,সরকারি/বেসরকারি/সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ রক্ষায় তা কতটা অবদান রাখবে ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করে অগ্রাধিকার নির্ধারণ করতে হবে;

(ঙ) সম্ভাব্যতা যাচাইয়ে যদি কোন প্রকল্প কারিগরি ত্রুটিযুক্ত (আনফিজিবল) হয়, তবে বিকল্প প্রস্তাব গ্রহণ করা যাবে। এ ছাড়াও যে সকল প্রকল্পের ক্ষেত্রে খাদ্যশস্য নগদায়ন হবে সে ক্ষেত্রে যুক্তি সহকারে নগদায়নের পরিমাণ উল্লেখ করে প্রয়োজনীয় সুপারিশ করতে হবে। বিশেষ ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমনঃ বন্যা, অতিবর্ষণজনিত কারণে রাস্তার ব্যাপক ক্ষতি হলে সেসব রাস্তা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গ্রহণ করা যাবে;

(চ) উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা ইউনিয়ন কমিটির নিকট হতে প্রাপ্ত প্রকল্পসমূহের প্রাক-জরিপ ও প্রাক্কলন সমাপ্তির পর উপজেলা গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার কমিটিতে অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করবেন। উপজেলা কমিটি তা পর্যালোচনাপূর্বক অনুমোদন করবে এবং সুপারিশসহ জেলা কর্ণধার কমিটি বরাবর প্রেরণ করবে;

(ছ) উপজেলা গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার কমিটির সভায় উপস্থিত অধিকাংশ সদস্যের মতামতের ভিত্তিতে উপস্থাপিত প্রকল্পসমূহ চূড়ান্তভাবে অনুমোদন করতে হবে;

(জ) উপজেলা গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার কমিটি এলাকার গুরুত্ব অনুসারে অগ্রাধিকার তালিকার ভিত্তিতে প্রাপ্তব্য খাদ্যশস্য/নগদ টাকায় প্রকল্প গ্রহণ করবে;

(ঝ) উপজেলা কমিটির সভার কার্যবিবরণীসহ অনুমোদিত প্রকল্প তালিকা সংশ্লিষ্ট জেলা কর্ণধার কমিটির সভায় চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করতে হবে;

(ঞ) এই কর্মসূচির আওতায় এই মন্ত্রণালয় হতে মাননীয় সংসদ সদস্যগণের অনুকূলে নির্বাচনী এলাকায় উন্নয়নের জন্য নির্বাচনী এলাকা ভিত্তিক বিশেষ/থোক বরাদ্দের (খাদ্যশস্য/নগদ টাকা) ক্ষেত্রে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মাননীয় সংসদ সদস্য কর্তৃক অনুমোদিত প্রকল্প তালিকা উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নিকট প্রেরণ করতে হবে। মাননীয় সংসদ সদস্য প্রয়োজনবোধে বিশেষ বিবেচনায় 'খ' ও 'গ' শ্রেণিভূক্ত পৌরসভা এলাকায় এই কর্মসূচির প্রকল্প গ্রহণ করতে পারবেন। এই নির্বাচনী এলাকা ভিত্তিক বরাদ্দের ক্ষেত্রে উপজেলা নির্বাহী অফিসার সংশ্লিষ্ট মাননীয় সংসদ সদস্যের পরামর্শক্রমে অনুমোদিত প্রকল্পসমূহের পিআইসি গঠন ও অনুমোদন করবেন। তবে পিআইসি গঠন প্রক্রিয়ায় ক্ষেত্র বিশেষে স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিকে সভাপতি পদে বিবেচনা করা যাবে;

(ট) সরকার প্রয়োজনবোধে বিশেষ বিবেচনায় 'খ' এবং 'গ' শ্রেণির পৌরসভায় এই কর্মসূচির প্রকল্প গ্রহণ করতে পারবে;

(ঠ) ২ (ঘ), ২ (ঙ) এবং ৪ (ঞ) অনুচ্ছেদে বর্ণিত প্রকল্পসমূহ পিআইসি গঠন ও অনুমোদনসহ উপজেলা নির্বাহী অফিসার উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার সহায়তায় পরিপত্র অনুসারে বাস্তবায়ন করবেন। বিশেষ প্রকল্পসমূহের পিআইসি গঠন ও অনুমোদনের ক্ষেত্রেও সাধারণ প্রকল্পের বিধান প্রযোজ্য হবে;

(ড) জেলা কর্ণধার কমিটি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর হতে বরাদ্দ পাওয়ার পর উপজেলা হতে প্রাপ্ত প্রকল্পসমূহের অগ্রাধিকার তালিকা চূড়ান্ত অনুমোদন প্রদান করবে এবং ইউনিয়ন ভিত্তিক প্রকল্পের বিপরীতে খাদ্যশস্য/নগদ টাকা বরাদ্দ প্রদান করবে;

(ঢ) প্রকল্প প্রণয়নকালে উপজেলা কমিটি গৃহীত প্রকল্পটি অন্য কোন সংস্থা/এজেন্সি কর্তৃক বাস্তবায়নের জন্য গৃহীত হয়নি মর্মে নিশ্চিত হবে;

(ণ) ইউনিয়ন হতে প্রাপ্ত প্রকল্পসমূহ যাচাই-বাছাই ও প্রত্যয়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনবোধে উপজেলা নির্বাহী অফিসার একটি উপ-কমিটি গঠন করতে পারবেন এবং প্রয়োজনে তাহা জেলা কর্ণধার কমিটিতে পেশ করতে হবে;

২.৬ যাচাই-বাছাই উপ কমিটি

উপজেলা নির্বাহী অফিসার	-	সভাপতি
উপজেলা প্রকৌশলী	-	সদস্য
পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রতিনিধি (যদি থাকে)	-	সদস্য
জেলা পরিষদের প্রতিনিধি	-	সদস্য
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রতিনিধি	-	সদস্য
এনজিও প্রতিনিধি (যদি থাকে)	-	সদস্য
সংশ্লিষ্ট ইউপি চেয়ারম্যান	-	সদস্য
ফিল্ড সুপারভাইজার	-	সদস্য
উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা	-	সদস্য সচিব

(ত) প্রস্তাবিত প্রকল্প কারিগরি ত্রুটিমুক্ত, অন্যকোন সংস্থা বা কর্মসূচির আওতায় তা বাস্তবায়নের জন্য গৃহীত হয়নি এবং প্রকল্পের নগদায়ন অংশের (যদি থাকে) প্রাক্কলন যথাযথভাবে করা হয়েছে মর্মে কমিটিকে প্রত্যয়ন করতে হবে;

(থ) চূড়ান্ত অনুমোদিত তালিকা ব্যাপক প্রচারের জন্য সকল ইউপি মেম্বার, সামাজিক প্রতিষ্ঠানের প্রধান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান প্রমুখকে প্রদান করা যেতে পারে এবং ইউপি নোটিশবোর্ডে প্রচার করা যেতে পারে;

(দ) ইউনিয়ন গ্রোথ সেন্টারে সাইনবোর্ডে প্রকল্প তালিকা প্রচার করা যেতে পারে;

(ধ) ইউনিয়ন কমিটির সভায় প্রকল্প বাছাই এবং প্রকল্পের অগ্রগতি মনিটর করতে হবে;

(ন) যে সকল নির্বাচনী এলাকার সংসদ সদস্যের পদ শূন্য বা মাননীয় সংসদ সদস্য বহিঃবাংলাদেশ ছুটি ভোগরত বা মামলায় জড়িত থেকে পলাতক বা জেল হাজতে আছেন, সে সকল নির্বাচনী এলাকার অনুকূলে বরাদ্দকৃত খাদ্যশস্য/নগদ টাকা সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক পরিপত্র অনুসরণে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নিকট হতে প্রকল্প তালিকা সংগ্রহ করে একটি অগ্রাধিকার তালিকা প্রস্তুতক্রমে জেলা কর্ণধার কমিটিতে অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করবেন।

(প) মাটির কাজের প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে আরও যে সকল বিষয় গুরুত্ব প্রদান করতে হবে তা হল,

(১) পানি নিষ্কাশনের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা রেখে প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে;
(২) জলাবদ্ধতা সৃষ্টি করে এমন কোন প্রকল্প গ্রহণ করা যাবে না;
(৩) সরকারি খাস জমি বা রাস্তার পার্শ্বস্থিত খাল খনন/পুর্নখননের বিষয়টি বিবেচনায় রাখতে হবে;
(৪) পুকুর/জলাশয় ভরাটের কোন প্রস্তাব গ্রহণ করা যাবে না; এবং
(৫) বন্যার ঝুঁকি হ্রাসের লক্ষ্যে বাঁধ নির্মাণ/সংস্কারে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

(ফ) সোলার প্যানেল স্থাপন সংক্রান্ত প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে যে সকল বিষয়ে গুরুত্ব প্রদান করতে হবে তা হল,

(১) পর্যাপ্ত ও নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সুবিধা নাই এমন প্রতিষ্ঠানেও ঐ ধরনের প্রকল্প গ্রহণ করা যাবে;
(২) আদর্শ গ্রাম/আশ্রয়ণ প্রকল্পে এই ধরনের প্রকল্প গ্রহণকে অগ্রাধিকার দিতে হবে;

(ব) নিবন্ধিত এতিমখানা, ছাত্রাবাস ইত্যাদি স্থানে প্রয়োজনীয় উপকরণের যোগান থাকলে বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপনের প্রকল্প গ্রহণ করা যাবে।

২.৭ প্রকল্প প্রতি খাদ্যশস্য/নগদ টাকার বরাদ্দসীমা

(ক) মাটির কাজের ক্ষেত্রে একটি প্রকল্পের জন্য সর্বনিম্ন বরাদ্দ হবে ০৮ (আট) মে. টন চাউল অথবা ০৯ (নয়) মে. টন গম অথবা ০৮ (আট) মে. টন চালের অর্থনৈতিক মূল্যের সমপরিমাণ টাকা, গম এবং চাউলের অর্থনৈতিক মূল্য অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারিত হবে। উল্লেখ্য যে, ইউনিয়নওয়ারি বিভাজনে কোন ইউনিয়ন সর্বনিম্ন সিলিং ০৮ (আট) মে. টন চাউল অথবা ০৯ (নয়) মে. টন গম অথবা ০৮ (আট) মে. টন চালের অর্থনৈতিক মূল্যের সমপরিমান টাকা অপেক্ষা কম পরিমাণ খাদ্যশস্য প্রাপ্ত হলেও সর্বনিম্ন হারে অন্তত ১টি প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে;

(খ) মাটির কাজের ক্ষেত্রে খাদ্যশস্য দ্বারা গৃহীত প্রকল্পের মাটির কাজের সাথে অন্যান্য নির্মাণ/মেরামতের কাজের যেখানে নির্মাণ সামগ্রী ব্যবহারের প্রয়োজন হবে সে সকল কাজে যেমন- শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, পাইপ কালভার্ট, ব্রিজ এপ্রোচ মেরামত ইত্যাদির জন্য গম/চাউল নগদায়ন করা যাবে। এক্ষেত্রে ৪(ঙ) অনুচ্ছেদ প্রযোজ্য হবে। তবে এ কাজের জন্য বিক্রিত গম/চালের মূল্য সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অর্থনৈতিক মূল্যের কম হতে পারবে না।

(গ) সোলার সিস্টেম ও বায়োগ্যাস প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বরাদ্দকৃত খাদ্যশস্য সম্পূর্ণ বিক্রয় করে নগদায়ন করতে হবে।

২.৮ প্রকল্পের ডিজাইন/নমুনা

২.৮.১. রাস্তা/রাস্তা-কাম বাঁধের ডিজাইন/নমুনা রাস্তা/রাস্তা-কাম বাঁধের ডিজাইন/নমুনা নিম্নোক্তভাবে অনুসরণ করতে হবে,

ক) উপরিভাগের প্রস্থ : রাস্তার উপরিভাগের প্রস্থ হবে সর্বনিম্ন ২.৫ মিটার;

খ) রাস্তার উচ্চতা : রাস্তার উচ্চতা নির্ধারণের ক্ষেত্রে ঐ অঞ্চলের সর্বোচ্চ বন্যার (Flood Level) স্তরের উপর কমপক্ষে .৭৫ মিটার হতে হবে। স্থানীয় পরিস্থিতি ও ভৌগোলিক অবস্থাভেদে ইহা শিথিলযোগ্য হবে,

গ) সাইড স্লোপ : সর্বোচ্চ সাইড স্লোপ মাটির প্রকারভেদের উপর নির্ভর করবে। নিম্নে মাটির প্রকারভেদ হিসাবে সাইড স্লোপ উল্লেখ করা হল :

১. কাদা মাটি	:	১:৩
২. পলিযুক্ত কাদা মাটি	:	১:১.৫
৩. কাদামুক্ত পলিপাটি	:	১: ১.৫
৪. পলিমাটি	:	১:২
৫. বালিমাটি	:	১:৩

ঘ) বার্ম : প্রয়োজনে রাস্তার প্রকারভেদে রাস্তার তলদেশের উভয় পার্শ্বে ন্যূনতম ৩-৫ ফুট (০.৭৫-১.৫ মিটার) বার্ম রাখত হবে।

ঙ) মাটির ভরাট প্রকল্পের ক্ষেত্রে নিকটবর্তী স্থায়ী সমতলকে Reference Level (RL)ধরে প্রাক ও কর্মোত্তর জরিপ হিসাব করতে হবে;

চ) মাটির প্রাপ্যতা বিবেচনায় লিডের সংখ্যা ১০ টি পর্যন্ত অনুমোদন করা যাবে;

ছ) হাওর, বাওর ও উপকূলবর্তী এলাকার বাঁধ, রাস্তা, খাল ও পুকুর ইত্যাদি প্রকল্পের মাটির কাজের ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় কর্তৃক সরবরাহকৃত ম্যানুয়্যাল অনুসরণ করতে হবে।

২.৮.২. সোলার সিস্টেম এর ডিজাইন/নমুনা

ক) সোলার সিস্টেম স্থাপনের ক্ষেত্রে মানসম্মত প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতে হবে;

খ) বাস্তব অবস্থা বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় ক্ষমতা ও ডিজাইন সম্পন্ন সোলার সিস্টেম হোম সোলার, সোলার স্ট্রিট লাইট স্থাপন করতে হবে।

২.৯ গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য কমিটিসমূহ

২.৯.১ ক) জেলা কর্ণধার কমিটি

১।	জেলার সকল মাননীয় সংসদ সদস্য	উপদেষ্টা
২।	জেলা প্রশাসক	সভাপতি
৩।	পুলিশ সুপার	সদস্য
৪।	উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান (সকল)	সদস্য
৫।	উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল)	সদস্য
৬।	পৌরসভার মেয়র (সকল)	সদস্য
৭।	উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	সদস্য
৮।	নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড	সদস্য
৯।	নির্বাহী প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর	সদস্য
১০।	জেলা দূর্নীতি দমন কর্মকর্তা (উপ পরিচালক/সহকারী পরিচালক পর্যায়)	সদস্য
১১।	জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক	সদস্য
১২।	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	সদস্য
১৩।	বিভাগীয় বন কর্মকর্তা	সদস্য
১৪।	উপপরিচালক, সমাজ সেবা অধিদপ্তর	সদস্য
১৫।	উপপরিচালক, জেলা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর	সদস্য
১৬।	জেলা হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা	সদস্য
১৭।	উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা (সকল)	সদস্য
১৮।	জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা	সদস্য সচিব

২.৯.২ জেলা কর্ণধার কমিটির কর্মপরিধি

(ক) উপজেলা পর্যায়ে প্রণীত সকল গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার কর্মসূচির প্রকল্প পর্যালোচনা ও অনুমোদন;
অনুমোদিত প্রতিটি প্রকল্পের বিপরীতে খাদ্যশস্য/ নগদ টাকার বরাদ্দ আদেশ জারী করণ;
জেলাধীন গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার কর্মসূচির বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা ও উহার সুষ্ঠু বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার ব্যবস্থাকরণ;

(খ) উপজেলা কর্তৃক প্রকল্পের বিপরীতে ছাড়কৃত খাদ্যশস্য/ নগদ টাকার সঠিক ব্যবহার হচ্ছে কিনা এবং শ্রমিকদেরকে তাদের ন্যায্য পারিশ্রমিক প্রদান করা হচ্ছে কিনা এর নিশ্চয়তা বিধান;

(গ) উপরোক্ত কোন প্রতিবন্ধকতা বা ত্রুটি নজরে আসলে প্রতিবিধানের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরকে প্রয়োজনে উপযুক্ত পদক্ষেপ প্রহণের জন্য সুপারিশ প্রদান;

(ঘ) এই কর্মসূচির আওতায় মঞ্জুরীকৃত সম্পদের আত্মসাৎ/অপচয় রোধ করার জন্য সতর্ক থাকা এবং এতদসংক্রান্ত প্রতিটি অভিযোগের তদন্ত করে এর উপর অতিসত্বর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

(ঙ) বিচারাধীন মামলাসমূহের বিচার ত্বরান্বিত করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

(চ) প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি,পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের নিমিত্ত প্রতি মাসে কমপক্ষে একবার বৈঠকে বসা এবং মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরে প্রেরণ;

(ছ) অন্যান্য সভার সাথে একত্রে এই সভা অনুষ্ঠিত না করে যথেষ্ট সময় নিয়ে পৃথকভাবে সভা অনুষ্ঠিত করা;

(জ) সকল প্রকার তালিকা প্রাপ্তির পর সভা অনুষ্ঠানের প্রবণতা পরিহার করে নির্ধারিত তারিখের মধ্যে যেসব প্রকল্প তালিকা পাওয়া যাবে তাহা নিয়ে সভা অনুষ্ঠান করে প্রকল্প অনুমোদন করা;এবং

(ঝ) দুই সভার মধ্যবর্তী সময়ে উপজেলা হতে প্রকল্প তালিকা পেলে পরবর্তী সভার অনুমোদন সাপেক্ষে তা অনুমোদন করা।

খ) গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার সংক্রান্ত উপজেলা কমিটি

১।	স্থানীয় মাননীয় সংসদ সদস্য	উপদেষ্টা
২।	উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান	সভাপতি
৩।	উপজেলা নির্বাহী অফিসার	সহ সভাপতি
৪।	উপজেলা পরিষদ ভাইস চেয়ারম্যান	সদস্য
৫।	উপজেলা প্রকৌশলী	সদস্য
৬।	উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা	সদস্য
৭।	উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা	সদস্য
৮।	উপজেলা সমাজ সেবা কর্মকর্তা	সদস্য
৯।	উপজেলা হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা	সদস্য
১০।	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা	সদস্য
১১।	উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক	সদস্য
১২।	উপ-সহকারী প্রকৌশলী (জ.স্বা.প্র)	সদস্য
১৩।	উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা	সদস্য
১৪।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান	সদস্য
১৫।	উপজেলার ২জন গণ্যমান্য ব্যক্তি,১জন শিক্ষক ও ১জন মহিলাসহ সর্বমোট ৪জন (উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
১৬।	উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা	সদস্য সচিব

২.৯.৩ গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার সংক্রান্ত উপজেলা কমিটির কর্মপরিধি

১. অর্থ বছরের শুরুতে নির্ধারিত সময়ে ইউনিয়ন ভিত্তিক প্রকল্পের অগ্রাধিকার তালিকা প্রস্তুত করে জেলা কর্ণধার কমিটিতে প্রেরণ;

২. প্রাপ্ত খাদ্যশস্য/নগদ টাকা নির্ধারিত অনুপাতে ইউনিয়ন ভিত্তিক বরাদ্দ নিশ্চিত করা;

৩. সম্পদ/নগদ টাকার সুষ্ঠু ব্যবহার, যাবতীয় প্রতিবেদন প্রণয়ন, প্রাপ্ত ও ব্যয়িত খাদ্যশস্য/নগদ টাকার হিসাব সংরক্ষণ নিশ্চিত করা;

৪. নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সকল প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন ও তদারকির মাধ্যমে বরাদ্দকৃত খাদ্যশস্য/নগদ টাকার সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করা;

৫. সরকারি কর্মকর্তাগণের পরিবীক্ষণ ও তদন্ত প্রতিবেদন এবং সুপারিশসমূহ পর্যালোচনা করা এবং যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ;

৬. কাজের মৌসুমে প্রতিমাসে প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির উপর প্রতিবেদন প্রস্তুত করে তা জেলা প্রশাসক এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরে প্রেরণ করা;

৭. কমিটি সভায় মাননীয় উপদেষ্টাসহ সকল সদস্যকে উপস্থিত থাকবার জন্য আমন্ত্রণ পত্র/নোটিশ প্রাপ্তি নিশ্চিত করা;

৮. সকল প্রকল্প তালিকা প্রাপ্তির পর সভা অনুষ্ঠানের প্রবণতা পরিহার করে নির্ধারিত তারিখের মধ্যে যে সকল প্রকল্প তালিকা পাওয়া যাবে তা নিয়ে সভা অনুষ্ঠান করে প্রকল্প অনুমোদন করা;

৯. দুই সভার মধ্যবর্তী সময়ে ইউনিয়ন হতে প্রকল্প তালিকা পেলে পরবর্তী সভার অনুমোদন সাপেক্ষে তা অনুমোদন করা;

১০. ইউনিয়ন কমিটির সভা অনুষ্ঠান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে উপজেলা কমিটির প্রতিনিধি ইউনিয়ন কমিটির সভায় থাকার ব্যবস্থা করা এবং

১১. পরিপত্রের নির্দেশনা অনুসরণ করে পিআইসি গঠিত হয়েছে কিনা তাহা নিশ্চিত হয়ে পিআইসি অনুমোদন করা।

গ) গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার সংক্রান্ত ইউনিয়ন কমিটি

১. চেয়ারম্যান, ইউনিয়ন পরিষদ	সভাপতি
২. ইউনিয়ন পরিষদের সকল সদস্য/সদস্যা	সদস্য
৩. ইউনিয়ন উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা	সদস্য
৪. ইউনিয়ন পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শক	সদস্য
৫. বিআরডিবি মাঠ সহকারী	সদস্য
৬. ইউনিয়নের ১ জন শিক্ষক, ১ জন মহিলা প্রতিনিধি, সংরক্ষিত মহিলা ওয়ার্ডের ৩ জন গণ্যমান্য ব্যক্তি (উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
৭. ইউনিয়ন পরিষদ সচিব	সদস্য সচিব

২.৯.৪ গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার সংক্রান্ত ইউনিয়ন কমিটির কর্মপরিধি

১. ইউপি সদস্য/সদস্যা কর্তৃক দাখিলকৃত প্রকল্পের অগ্রাধিকার তালিকা প্রণয়নপূর্বক সুপারিশসহ তা উপজেলা কমিটিতে অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা। সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রণীত তালিকা ইউনিয়ন পরিষদের নোটিশ বোর্ডে প্রচার করা;
২. প্রকল্পসমূহের বরাদ্দকৃত খাদ্যশস্যের/নগদ টাকার সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করা;
৩. প্রতিমাসে প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির উপর প্রতিবেদন প্রস্তুত করে উপজেলা কমিটির নিকট প্রেরণ করা;
৪. বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের সমাপ্তি প্রতিবেদন উপজেলা কমিটির নিকট প্রেরণ করা;
৫. প্রতিমাসে কমপক্ষে একবার সভায় মিলিত হয়ে কর্মসূচির সুষ্ঠু বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা;
৬. প্রত্যেক সভার নোটিশ উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নিকট প্রেরণ করে উপজেলা কমিটির প্রতিনিধি প্রেরণের অনুরোধ জানানো;
৭. প্রকল্পের কাজ শুরুর পূর্বেই প্রতিটি প্রকল্পের সাইন বোর্ড স্থাপন নিশ্চিত করা এবং
৮. সর্বাধিক জনগণের সমাগম হয় এমন ইউনিয়ন গ্রোথ সেন্টারে সকলের অবগতির জন্য ইউনিয়নের সকল প্রকল্পের তালিকার সাইন বোর্ড স্থাপন।

ঘ) প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি

১. অনুমোদিত প্রকল্পসমূহ প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির মাধ্যমে বাস্তবায়ন করতে হবে;

২. সাধারণ বরাদ্দের ক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি গঠন করতে হবে এবং অনুমোদনের জন্য সভার কার্যবিবরণীসহ উপজেলা গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার কমিটির নিকট দাখিল করতে হবে। উপজেলা কমিটি দাখিলকৃত প্রকল্প কমিটি চূড়ান্তভাবে অনুমোদন করবে। কোন বিষয়ে দ্বিমত সৃষ্টি হলে উপজেলা কমিটির সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে

৩. প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির সকল সদস্যকে অবশ্যই ইউনিয়নের অধিবাসী হতে হবে। প্রত্যেক কমিটিতে অন্তত:পক্ষে একজন মহিলা সদস্য থাকবেন। চেয়ারম্যানসহ কমিটির সদস্য সংখ্যা ০৫ জন হবে। স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান, প্রকল্প সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড মেম্বার, সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের মহিলা মেম্বারগণের মধ্য হতে প্রকল্প চেয়ারম্যান মনোনীত হবেন। তবে কোন কারণে সংশ্লিষ্ট চেয়ারম্যান/মেম্বার অনুপস্থিত থাকলে ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক সিদ্ধান্তের মাধ্যমে অন্য কোন মেম্বারকে প্রকল্প চেয়ারম্যান হিসেবে মনোনয়ন দেওয়া যেতে পারে

৪. কমিটিতে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের নিকটবর্তী কোন ওয়ার্ডের যে কোন একজন নির্বাচিত সদস্য, স্কুল শিক্ষক(বেসরকারি) ও আনসার ভিডিপির সদস্য থাকবেন;

৫. জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ৫ সদস্যের একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি গঠন করতে হবে। এই ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের প্রধানকে বা অন্য কোন সদস্যকে প্রকল্প কমিটির সভাপতি করা যাবে। অন্য ৪ সদস্য পরিচালনা কমিটি নির্বাচন করবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান প্রধানকে সভাপতি করা যাবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানকে সভাপতি করা হলে অন্য কোন শিক্ষককে সদস্য সচিব করা যাবে, তবে উভয় ক্ষেত্রে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে;

৬. প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটিতে সদস্য হিসাবে অন্তর্ভূক্তির বিষয়ে সম্মতি আছে কিনা এর প্রমাণস্বরূপ প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির প্রস্তাব ফরমে (সংলগ্নী-১) সকলের স্বাক্ষর থাকবে। প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির সভাপতি এবং সদস্য সচিবের ছবি এবং ভোটার আইডি কার্ডের ফটোকপি এই ফরমের সাথে সংযুক্ত করতে হবে। উক্ত ফরম একই সাথে সদস্যদের নমুনা স্বাক্ষরের ফরম হিসাবে বিবেচিত হবে।

প্রতিটি প্রকল্পের জন্য একটি করেপ্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি গঠন করতে হবে। কিন্তু কোন একটি প্রকল্প যদি একাধিক ইউনিয়ন অতিক্রম করে তবে একটি প্রকল্পের একাধিক প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি অর্থাৎ প্রতিটি ইউনিয়নের জন্য একটি করে কমিটি গঠন করা যাবে। একাধিক ইউনিয়ন ব্যাপী প্রকল্পের ক্ষেত্রে কোন ইউনিয়নের অংশে খাদ্যশস্যের পরিমাণ ৫০.০০০ মে. টনের বেশি হলে সে ইউনিয়ন অংশের জন্য জেলা কর্ণধার কমিটির অনুমোদনক্রমে একাধিক প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি গঠন করা যাবে। একই ইউয়নাধীন কোন একটি প্রকল্পের ক্ষেত্রে খাদ্যশস্যের বরাদ্দের পরিমাণ ৫০.০০০ মে: টনের বেশি হলে সে প্রকল্পের জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা কর্ণধার কমিটির অনুমোদনক্রমে একাধিক প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি গঠন করা যাবে।

৮. একই অর্থ বছরে কোন ইউনিয়নে ৩ টির অধিক গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার প্রকল্প থাকলে কমপক্ষে একটি প্রকল্পের চেয়ারম্যান মহিলা চেয়ারম্যান বা সদস্যাদের মধ্য হতে হবে।

৯. কোন অবস্থাতেই এক ব্যক্তি ২ (দুই) টির বেশি গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার কর্মসূচির প্রকল্প চেয়ারম্যান হতে পারবেন না এবং কোন সরকারি কর্মচারী প্রকল্প কমিটির অন্তর্ভূক্ত থাকতে পারবেন না। তবে কোন সরকারি প্রতিষ্ঠানে খাদ্যশস্য/নগদ টাকা বরাদ্দ করা হলে ঐ প্রতিষ্ঠানের প্রধান/মনোনীত প্রতিনিধি প্রকল্প কমিটির সদস্য-সচিব হতে পারবে।

১০. ইতোপূর্বে গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার/রক্ষণাবেক্ষণ/ভিজিডি/ভিজিএফ কর্মসূচির, খাদ্যশস্য, ত্রাণ সামগ্রী বা অর্থ ও মালামালসহ কোন প্রকার সরকারি সম্পদ আত্মসাতের অপরাধে যাদের বিরুদ্ধে মামলা চলছে অথবা অভিযুক্ত হিসাবে যাদের বিরুদ্ধে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর কিংবা দূর্নীতি দমন কমিশন কর্তৃক তদন্ত অনুষ্ঠিত হচ্ছে অথবা সরকার কর্তৃক অনুষ্ঠিত তদন্তে জনগণের সম্পত্তি অপব্যবহার বা আত্মসাত করেছে বলে প্রমাণ পাওয়া গেছে তাদেরকে এ কমিটিতে কোনক্রমেই প্রকল্প চেয়ারম্যান/সদস্য হিসাবে মনোনীত করা যাবে না।

১১. যদি কেহ পূর্ববর্তী বৎসরের গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার কর্মসূচির প্রকল্পে ব্যয়িত খাদ্যশস্যের/নগদ টাকার হিসাব অর্থাৎ মাস্টাররোল/বিল ভাউচারসহ অন্যান্য কাগজপত্রাদি দাখিল না করে থাকেন অথবা ব্যয়িত খাদ্যশস্যের/নগদ টাকার সামঞ্জস্যপূর্ণ কাজের হিসাব সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নিকট বুঝাতে অসমর্থ হয়ে থাকেন তবে তাহাকে প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির চেয়ারম্যান/সদস্য হিসাবে মনোনীত করা যাবে না।

১২. যদি কোন প্রকল্পের ক্ষেত্রে প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি গঠন উপরোক্ত নিয়মের পরিপন্থী হয় তাহা হলে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প সাময়িকভাবে স্থগিত বা বাতিল করা যেতে পারে।

১৩. প্রকল্প তালিকা উপজেলায় প্রেরণের সময় পিআইসি গঠন করে প্রেরণ করতে হবে।

১৪. সোলার সিস্টেম/বায়োগ্যাস কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি গঠন করে প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে হবে।

২.৯.৫ সর্দার ও সুপারভাইজারের দায়িত্ব ও কর্তব্য

(১) খাদ্যশস্য/নগদ টাকা প্রকল্পের ক্ষেত্রে সর্দার বলতে কর্মরত শ্রমিক সর্দারকে বুঝাবে। তিনি দলীয় শ্রমিকদের দ্বারা মনোনীত হবেন, প্রকল্প কমিটি কর্তৃক নয়। তিনি শ্রমিকদের সাথে মাটির কাজ করলে মজুরীর অংশ পাবেন। অন্যথায় তিনি শুধুমাত্র সর্দারি প্রাপ্য হবেন।

(২) সুপারভাইজার বলতে প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি কর্তৃক সাময়িকভাবে নিয়োজিত ব্যক্তিকে বুঝাবে। প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির প্রথম সভায় এই সুপারভাইজার নিয়োগ অনুমোদনপূর্বক সুপারভাইজারের নাম ও ঠিকানা কার্যবিবরণীতে লিপিবদ্ধ করতে হবে। সর্দারসহ প্রায় ১০০ জন শ্রমিকের একটি দলের কাজ তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব সাধারণত একজন সুপারভাইজারের উপর ন্যস্ত থাকবে।

২.৯.৬ সুপারভাইজারের দায়িত্ব নিম্নরূপ

১. শ্রমিকদের পরিচালনা করা,
২. প্রকল্প কমিটিকে মাল গ্রহণে সহায়তা করা,
৩. নির্ধারিত ডিজাইন ও নির্দেশ মোতাবেক কাজের নিশ্চয়তা বিধান,
৪. শ্রমিকদের পাওনা পরিশোধের সময় উপস্থিত থাকা,
৫. প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন করা,
৬. সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন না করলে তিনি পারিশ্রমিক পাবেন না।

২.৯.৭ মাটির কাজের ক্ষেত্রে মাপ ও মজুরি

গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার কর্মসূচির অধীনে শ্রমিকদের মজুরির হার প্রতি ৭ (সাত) ঘন্টা কাজের বিনিময়ে ৮ (আ... চাল/গম ধার্য করা হয়েছে।

(ক) মাটির কাজের প্রকল্প প্রণয়নে দর তফশিল গম/চাল/নগদ টাকা দ্বারা গৃহীত মাটির কাজের প্রকল্প প্রণয়নে নিম্নবর্ণিত তফসিল অনুসরণ করতে হবে।

ক্র.নং	আইটেমের বিবরণ	একক	চাল/ সমমূল্যের গম (কেজি)	নগদ টাকার ক্ষেত্রে
০১	মূল মাটির কাজ স্বাভাবিক সব ধরনের রাস্তা, বাঁধ ইত্যাদি (প্রাথমিক লিড ৩০ মিটার এবং লিফট ১.৫০ মিটার) মাটি কাটা, উত্তোলন, বহন এবং ১৫০ মিমি স্তরে বিছানো পার্শ্ব ঢাল ও নির্ধারিত নির্দেশ মত সম্পন্নকরণ।	ঘনমিটার	২.৪৮৯	চালের সমমূল্যের টাকা
০২	অতিরিক্ত লিফট ১.৫০ মিটারের উর্ধ্বে প্রতি ১.০০ মিটার অথবা তার অংশ বিশেষের (০.৩০ মিটারের কম নহে) জন্য।	ঘনমিটার	০.৩৭৩	চালের সমমূল্যের টাকা
০৩	অতিরিক্ত লিডঃ ৩০ মিটারের উর্ধ্বে প্রতি ১৫ মিটার অথবা তার অংশ বিশেষের (৫.০০ মিটারের কম নহে) জন্য। সর্বোচ্চ ১০টি।	ঘনমিটার	০.৪৯৮	চালের সমমূল্যের টাকা
০৪	ম্যানুয়্যাল কম্প্যাকশন (মাটি দৃঢ়করণ) কাঠে হাতুড়ি, বাঁশের গুড়লি অথবা দুরমুজ দ্বারা ১৫০ মিমি স্তরে ঢেলা সরবরাহ ইত্যাদি যাবতীয় কাজ নিয়োজিত কর্মকর্তার নির্দেশমত সম্পন্নকরণ।	ঘনমিটার	০.৮০৯	চালের সমমূল্যের টাকা
০৫	লেভেলিং, ড্রেসিং, ক্যাম্বারিং, পার্শ্ব ঢাল ঠিককরণ ইত্যাদি যাবতীয় কাজ নিয়োজিত কর্মকর্তার নির্দেশ মত সম্পন্নকরণ।	ঘনমিটার	০.৪৩৬	চালের সমমূল্যের টাকা
০৬	টার্ফিং: কমপক্ষে ২২৫ বর্গ মিমি আয়তনের ঘাসের চাপড়া সরবরাহ করিয়া রাস্তা, বাঁধ ইত্যাদির পার্শ্ব ঢাল এবং উপরিভাগে স্থাপন করা এবং গজাইয়া না উঠা পর্যন্ত পানি সেচসহ যাবতীয় কাজ নিয়োজিত কর্মকর্তার নির্দেশ মত সম্পন্নকরণ।	ঘনমিটার	০.৬২২	চালের সমমূল্যের টাকা
০৭	পানি সেচ: প্রয়োজন অনুযায়ী মাটি কাটার স্থান হতে পানি নিস্কাশন এবং নিরাপদ দুরত্বে সরানোসহ যাবতীয় কাজ নিয়োজিত কর্মকর্তার নির্দেশমত সম্পন্নকরণ।	ঘনমিটার	১.২৪৫	চালের সমমূল্যের টাকা
০৮	মূল মাটির কাজ: স্বাভাবিক মাটির পুকুর, নালা ও সেচনালা ইত্যাদি মাটিকাটা প্রয়োজনীয় দুরত্বে সরানো, সরানো মাটি লেভেলিং, ড্রেসিং করা (প্রাথমিক লিড ২০ মিটার এবং লিফট ২.০০ মিটার) ইত্যাদি সকল কাজ নিয়োজিত কর্মকর্তার নির্দেশ মত সম্পন্নকরণ।	ঘনমিটার	৩.১২২	চালের সমমূল্যের টাকা
০৯	অতিরিক্ত লিফট: ২.০০ মিটারের উর্ধ্বে প্রতি ১.০ মিটার অথবা তার অংশ বিশেষের (০.৩০ মিটারের কম নহে) জন্য।	ঘনমিটার	০.৪৯৮	চালের সমমূল্যের টাকা
১০	অতিরিক্ত লিড: ২০ মিটারের উর্ধ্বে প্রতি ১০ মিটার অথবা তার অংশ বিশেষের (৩.০০ মিটারের কম নহে) জন্য।	ঘনমিটার	০.৬২২	চালের সমমূল্যের টাকা
১১	শক্ত, কাদা, বালি মাটির জন্য অতিরিক্ত।	ঘনমিটার	০.২৪৯	
১২	সুপারভিশন (তদারকি) এর জন্য।	ঘনমিটার	১%	১%
১৩	সর্দারের মজুরির জন্য।	ঘনমিটার	১%	১%

২.৯.৮ মাটির সংকোচন/ক্ষয়ক্ষতির হার

প্রকল্প সমাপনান্তে ২ (দুই) মাসের মধ্যে মাপ গ্রহণকালে মোট কর্তিত মাটির ১৫% হারে এবং পরবর্তী বৎসর আরো ১০% হারে হ্রাস যোগ করে মাটির সংকোচন ও ক্ষতির হার বিবেচনা করতে হবে। মাটির কাজের ম্যানুয়াল অনুযায়ী জলাভূমি/হাওর এলাকায় সম্পাদিত প্রকল্পের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত ৫% হ্রাস যোগ হবে। প্রাকৃতিক দুর্যোগের জন্য বর্ণিত হার ক্ষতির মাত্রা অনুযায়ী বৃদ্ধি পাবে। সংশ্লিষ্ট জেলা কর্তৃপক্ষের সুপারিশক্রমে তাহা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর এই মাত্রা নির্ণয় করতে পারবে।

২.৯.৯ প্রকল্পের সাইন বোর্ড

মাটির কাজের ক্ষেত্রে প্রত্যেক প্রকল্প এলাকায় নিম্নোক্ত তথ্যাদি সম্বলিত ১.৫২৪ মিটার×০.৯১৪ মিটার (৫ ফুট×৩ ফুট) আকারের বাংলায় লিখিত একটি সাইনবোর্ড স্থাপন করতে হবে। উপজেলা কমিটি এবং ইউনিয়ন পরিষদকে এর নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে।

২.৯.১০ বাস্তবায়ন সময়সূচি

(ক) এই কর্মসূচির অধীনে গৃহিত প্রকল্পসমুহে মহাপরিচালক,দুর্যোগ ব্যবস্থপনা অধিদপ্তরের বরাদ্দ আদেশ প্রাপ্তির তারিখ হতে ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত করতে হবে;

(খ) জেলা প্রশাসক বরাদ্দ পাওয়ার ১০দিনের মধ্যে জেলা কর্ণধার কমিটির সভায় উপজেলা হতে প্রাপ্ত অগ্রাধিকার তালিকা চুড়ান্ত ও প্রকল্প ভিত্তিক সম্পদ/নগদ টাকা বরাদ্দ করে উপজেলা সমূহে উপ বরাদ্দ নিশ্চিত করবে;

(গ) জেলা কর্ণধার কমিটির অনুমোদন পাওয়ার ৫০ (পঞ্চাশ) দিনের মধ্যে উপজেলা কমিটি/ক্ষেত্র বিশেষ উপজেলা নির্বাহী অফিসার প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত করবে ও সম্পদ/নগদ টাকা উত্তোলন শেষ করবে ;

(ঘ) বাস্তবায়ন সময়সীমা কঠোরভাবে অনুসরণ করতে হবে;

(ঙ) সরকারের ভিন্ন কোন নির্দেশ না থাকলে খাদ্যশস্য এবং নগদ টাকার প্রকল্পের ক্ষেত্রে নগদ টাকা দ্বারা মজুরি প্রদান করতে হবে;

(চ) প্রয়োজনে প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময়সীমা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় বাড়াতে ও কমাতে পারবে এবং

(ছ) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্প বাস্তবয়ন করা না হলে জারিকৃত বরাদ্দ বাতিল বলে গণ্য হবে।

২.১০ বিভাগ ওয়ারী চূড়ান্ত প্রতিবেদনের সারাংশ সিটঃ

২.১০.১ গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা-খাদ্যশস-মেট্রিকটন) কর্মসুচির চুড়ান্ত প্রতিবেদনের সারাংশ সিটঃ

ক্রঃ নং	বিভাগের নাম	জেলার সংখ্যা	প্রকল্পের ধরণ	মোট বাস্তবায়িত প্রকল্পের সংখ্যা	বরাদ্দ (খাদ্যশস্য/ নগদ টাকা)	উত্তোলিত (খাদ্যশস্য/ নগদ টাকা)	ব্যয়িত (খাদ্যশস্য/ নগদ টাকা)	অব্যয়িত (খাদ্যশস্য/ নগদ টাকা)	সুফল ভোগীর সংখ্যা	অগ্রগতির হার (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১.	ঢাকা	১৩	উন্নয়ন খাদ্যশস্য	৪১৩৫	১৭২১৮.৯১৩৫	১৭২০৪.৫৭৬	১৭২০০.১৭৪	৪.৪০২	৭৯৩১৪২	৯৯
২.	ময়মনসিংহ	৪	উন্নয়ন খাদ্যশস্য	১৬২৮	৩৭৬৯৯.৬৮৮	৩৭৬৯৯.৬৮৮	৩৭৬৯৯.৬৮৮	০	৪৯৩৩৫৩৪	১০০
৩.	খুলনা	১০	উন্নয়ন খাদ্যশস্য	২৭০৮	২৩০৫০.৬৪৫৭	২৩০০৭.৫৫০১	২৩০০৫.৫৫	২.০০০	৩০৭১৫১২	৯৯.৯৯
৪.	চট্টগ্রাম	১১	উন্নয়ন খাদ্যশস্য	২৫৫১	৩৮৫৬৪.০৩৩৮	৩৮৪০২.২১১৭	৩৮৩৬৮.২১১৭	৩৪.০০০	৪৯৪৬৬২৫	৯৯.৬৬
৫.	রাজশাহী	৮	উন্নয়ন খাদ্যশস্য	২৫৫১	২৪৪৯৭.৩৪৯২	২৪৪৩৯.৮০১৭	২৪৪৩৯.৮০১৭	০	৩৬৭১৮২২	৯৯.৬৯
৬.	রংপুর	৮	উন্নয়ন খাদ্যশস্য	১৭৮২১	২৩৯৫৮.৯৫৫৮	২৩৯৪০.৩০৫৮	২৩৯৪০.৩০৫৮	২৫৯২	৩০৬৪৫৮৬	৯৯.৯২
৭.	বরিশাল	৬	উন্নয়ন খাদ্যশস্য	১৪৪৭	১৩৫৯৪.৮৬৯৯	১৩৩৪৪.৩৬৯২	১৩৩৪৪.৩৬৯২	০	১১৭৮৪২৭	৯৭.৩৩
৮.	সিলেট	৪	উন্নয়ন খাদ্যশস্য	১৫৩৪	১৩১৯৪.৬৩৮৪	১২৮৯৫.৬২৪৪	১২৮৮৩.৪২৪৪	১৩.৯৫	৭৭১৪৬৭	৯৬.৯৭
		৬৪		৩৪৩৭৫	১৯১৭৭৯.০৯৪৩	১৯০৯৩৪.১২৬৯	১৯০৮৮১.৫২৪৮	২৬৪৬.৩৫২	২২৪৩১১১৫	৯৭.৯৯

২.১০.২ গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিটা উন্নয়ন-সোলার) কর্মসুচির চূড়ান্ত প্রতিবেদনের সারাংশ সিটঃ

ক্রঃ নং	বিভাগের নাম	জেলার সংখ্যা	প্রকল্পের ধরণ	মোটবাস্তবায়িত প্রকল্পের সংখ্যা	বরাদ্দ (খাদ্যশস্য/ নগদ টাকা)	উত্তোলিত (খাদ্যশস্য/ নগদ টাকা)	ব্যয়িত (খাদ্যশস্য/ নগদ টাকা)	অব্যয়িত (খাদ্যশস্য/ নগদ টাকা)	সুফল ভোগীর সংখ্যা	অগ্রগতির হার (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১.	ঢাকা	১৩	উন্নয়ন	৫	৫৫৪১৮০৬৫.১৩	৫৫৪১৮০৬৫.১৩	৫৫৪১৮০৬৫.১৩	০	৩১২৮৮	৯৯
			সোলার	৪৭৮৯৬	১১১৬৯০৬০৬৪	১১১৬৯০০৯৫০.৫	১১১৬৯০০৮৩২.২৪	১১৮.২৬	৩২৭৭২৭৩	৯৮.৬৬
২.	ময়মনসিংহ	৪	উন্নয়ন	৮	৮১৩৩৭০৪	৮১৩৩৭০৪	৮১৩৩৭০৪	০	৩৬২৩	১০০
			সোলার	২৭২৪৫	৪৯৫০৭২৪৬৯.২	৪৯৪৯২৬০৪৫.২	৪৯৪৭১০০০২.২	২১৬০৪৩.০০	৩৮৪৪৭৪	৯৭.০০
৩.	চট্টগ্রাম	১১	উন্নয়ন	১৭	১৪১৮৪৫১৯.১৩	১৪১৮৪৫১৯.১৩	১৪১৮৪৫১৯.১৩	০	২৬৬৭০	১০০
			সোলার	৩৩৭৬০	১১৭০০২৬২০৮.০০	১১৪৯১৫৬০৩৯.০০	১১৪৯১৫১২০১.০০	৪৮৩৮.০০	২৯৯২৭৪৮	৯৮.২২
৪.	খুলনা	১০	উন্নয়ন	১২	১৪৫৩৬৫৯২.৩১	১৪৫৩৬৫৯২.৩১	১৪৫৩৬৫৯২.৩১	০	১১১৬৩	১০০
			সোলার	১২৫৫৭৪	৮৬১৯৫১৫৩৩.৭০	৮৫৮৪৫৮৭৭৫.০০	৮৫৬৯৩৫৪৪৯.০০	১৫২৩৩২৬.০০	১১৮৩৬৮৭	৯৯.৯৮
৫.	রাজশাহী	৮	সোলার	১৪৬৫৮	৭৩৯৫৭১৬৫৫.৬৯	৭৩৯৫৭১৬৫৫.৬৯	৭৩৯৫৭১৬৫৫.৬৯	০	২০৭৯৩৮৩	১০০
৬.	রংপুর	৮	উন্নয়ন	৩	৫২০০৭২৫.৬	৫২০০৭২৫.৬	৫২০০৭২৫.৬	০	১০৫২২	১০০
			সোলার	৪৭১০৭	৭৩৭৮০৮২৭৫.৬৯	৭৩৭৩৪৬৫৮৪.৪২	৭৩৭৩৪৬৫৮৪.৪২	০	১৯৪৫৪০৫	৯৯.৯০
৭.	বরিশাল	৬	উন্নয়ন	০১	৪০০০০০.০০	৪০০০০০.০০	৪০০০০০.০০	০	১০৫০	১০০
			সোলার	৪২৫৫২	১৬৫৮৪০৩৭৮৫.৭	১৬৫৬২৭২৬৪১.২	১৬৫৬২৭২৬৪১.২	০	১৫৮৩৬৬৭	১০০
৮.	সিলেট	৪	সোলার	২৫৪০৬	৪১৪৯৬৪০০২.৭৯	৪১৪৯৬৪০০২.৭৯	৪১৪৯৬৪০০২.৭৯	০	৫৬৭২০৯	১০০
	সর্বমোট=	৬৪	উন্নয়ন	৪৬	৯৭৮৭৩৬০৬.১৭	৯৭৮৭৩৬০৬.১৭	৯৭৮৭৩৬০৬.১৭	০	৮৪৩১৬	৯৯.৮৩
			সোলার	৩৪৬১৯৮	৭১৯৪৭০৩৯৯৪.৭৭	৭১৬৭৫৯৬৬৯৩.৮০	৭১৬৫৮৫২৩৬৮.৫৪	১৭৪৪৩২৫.২৬	১৪০১৩৮৪৬	৯৯.২২

২.১১ জেলাওয়ারী চূড়ান্ত প্রতিবেদনের সারাংশ সিট:

২.১১.১ জেলাওয়ারী গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা-খাদ্যশস্য) কর্মসূচির আওতায় বাস্তবায়িত উন্নয়ন প্রকল্পের চূড়ান্ত প্রতিবেদনের সারাংশ সিট:

ক্রম নং	জেলার নাম	উন্নয়ন প্রকল্পের মোট খাদ্যশস্যের পরিমাণ	বাস্তবায়িত উন্নয়ন প্রকল্প সংখ্যা	উত্তোলিত খাদ্যশস্য	ব্যয়িত খাদ্যশস্য	অব্যয়িত খাদ্যশস্য	গুফল ভোগীর সংখ্যা		রাস্তার পরিমাণ কিঃমিঃ		কাজের অগ্রগতির হার (%)
							পুরুষ	মহিলা	নতুন	পুরাতন	
১	ঢাকা	৩৯৩৫.৪৬২৫	৪০০	৩৯৩৫.৪৬২৫	৩৯৩৫.৪৬২৫	০	৬৪৯৭৫	৩১৮৮৪	৪৫.২৯৩	১৫৩.৪২৬	১০০
২	গোপালগঞ্জ	২৩৭৭.৪০৬৬	২৯৪	২৩৭৭.৪০৬৬	২৩৭৭.৪০৬৬	০	১৮৯.৩০৩	৩৯০৬৪	৫৪.৯৯৫	৭০.৪৯৯	১০০
৩	মুন্সিগঞ্জ	২০৮২.৩৮৬৩	২৮৭	২০৭৪.৩৮৬৩	২০৭৪.৩৮৬৩	০	১৯৩৬৫৫	২৪৭৫৫৭	২৩.২১৬৭	২৭.১৫৯	১০০
৪	নরসিংদী	২৮৮১.১২১২	২৯২	২৮৮১.১২১২	২৮৮১.১২১২	০	৬৫৬৪২২	৩৯০৫২৩	০.৭০০	১৭১.৭৯১	১০০
৫	রাজবাড়ী	১৬৬৭.৯৭১৭	১৯৭	১৬৬৭.৯৭১৭	১৬৬৭.৯৭১৭	০	৭৩৬৩৩	৫০৪৫০	৭৩০.৩৭৩	৫৩৬৫.২২৭	১০০
৬	ফরিদপুর	৩৩২৬.৮৮২১	৩৭৬	৩৩২৬.৮৮২১	৩৩২৬.৮৮২১	০	১৯৯৯৯০	৪৬৫৭০৩	২৫.০০	১২৯.১৭	১০০
৭	টাংগাইল	৫৩৩৪.৬১৬৫	৫৮৮	৫৩১৬.০২৫৮	৫৩১৬.০২৫৮	০	৩৭০৬৫২	১৯৯৫৮৫	৭২	৩৪৫	৯৯.৬৭
৮	কিশোরগঞ্জ	৪১৮৫.৩৯৯৬	৪৫২	৪১৮৫.৩৯৯৬	৪১৮৫.৩৯৯৬	০	১৪৫৭৫	৪৩৭২৫	৫০০.০০	২২.১০০	১০০
৯	নারায়নগঞ্জ	২৭০৫.৯১৫৪	২০৪	২৭০৫.৯১৬৪	২৭০৫.৯১৬৪	০	৩৭৯৫৫৯	৩৩৫২৩২	৩৫.৪১২	৩১৫১৪.০০	১০০
১০	মানিকগঞ্জ	২১০৬.১১৪৫	২৭৪	২০৯২.১১৪৫	২০৯২.১১৪৫	০	৮৪২৫৩	৫২৫২০	২৫.০৩৫	৩৯.৮৭	৯৯.৯০
১১	শরিয়তপুর	২৯৪৭.৪০৩৪	৩০৬	২৯৪৭.৪০৩৪	২৯৪৭.৪০৩৪	০	২২৮৮৮৫	৯২৮২৬	৭.৯০২	৮৯.৩৯০	১০০
১২	মাদারীপুর	১৯৭৭.৬০৬৯	২২০	১৯৭৭.৬০৬৯	১৯৭৭.৬০৬৯	০	১২৮০৪৮	৬০৬৪৫	৩৬.৯৬	৬২.৮২৭	১০০
১৩	গাজীপুর	২২১১.৯৯১	২৪৫	২২১১.৯৯১	২২১১.৯৯১	০	১৮৬৯৩৫	১৫২৯৩৫	৮.১১	৫৭.৯৬৩	১০০
১৪	ময়মনসিংহ	৭৫৩৮.৪৫৭৭	৭৭৭	৭৫৩৮.৪৫৭৭	৭৫৩৬.০৫৫৭	২.৪০২	৭৯৩০৪	৩৪৯৭৬	৬.২০০	৪১১.২২৪	১০০
১৫	নেত্রকোনা	৩৯৮২.০৪৫	৪০১	৩৯৭১.৮৫৭৫	৩৯৬৯.৮৫৭৫	১৩.০৪৭	১৯৮৫৮৮	১৩৬১০৭	৪.২১০	১৭৮.০৭১	৯৯.৭৪৬
১৬	শেরপুর	২০৯৭.৬০৩৯	১৭৯	২০৯৩.৪৫৩৯	২০৯৩.৪৫৩৯	৪.১৫০	৭০৭২৪	৪৬১১৪	২৪	১১৮.৪৭৮	৯৭.৯০
১৭	জামালপুর	৩৬০০.৮০৬৯	২৭১	৩৬০০.৮০৬৯	৩৬০০.৮০৬৯	১৬.৪৯৪	১৫৬৭৬৮	৭০৫৬১	১.১	২৫৫.৬৫৭	৯৮.৪৮৮
১৮	রাজশাহী	৩২৯৬.৯২৯৮	৩২০	৩২৯৬.৯২৯৮	৩২৯৬.৯২৯৮	০	৩৫৩০৮৪	২১৭৮৫২	১৪.৩	১৪১.৮৮৩	১০০
১৯	চাঁপাই নবাবগঞ্জ	২০০৪.৭৪৩৭	২৩১	২০০৪.৭৪৩৭	২০০৪.৭৪৩৭	০	১৬৩০৫০	১১১৮০০	০০	১৬৬.৪৫৪	১০০
২০	নওগাঁ	৩৭১১.৯৭১৬	৪৩৫	৩৭১১.৯৭১৬	৩৭১১.৯৭১৬	০	৩২৩৪০২	২২৩৬৭৬	১০৮৪	১৭১.৫২	১০০
২১	নাটোর	২৬৯৭.৮২৯৫	২৩৬	২৬৯৭.৮২৯৫	২৬৯৭.৮২৯৫	০	৭৭৫১০	১৫৬২৯৪	৩৭.৮০৩	৯২.৭০৮	১০০
২২	পাবনা	৩৩১২.০২৬৫	৩৬৩	৩৩১২.০২৬৫	৩৩১২.০২৬৫	০	১০৮৭১৩	৮২৮৮৪	২৯০.১৭৭	১৩২.১৭৭	১০০
২৩	বগুড়া	৪১৮৯.১৪৫৯	৪৫১	৪১৮৯.১৪৫৯	৪১৮৯.১৪৫৯	০	৪৪৯৪৭৪	২০৪২৯০	১৫	১৭৪.১১৫	১০০
২৪	জয়পুরহাট	১৩৪৯.৯৩৪৮	১৪৭	১৩৪৯.৯৩৪৮	১৩৪৯.৯৩৪৮	০	১০৪৩০০	৯০৯০০	০০	৮৩.৮৫৯	১০০
২৫	সিরাজগঞ্জ	৩৯৩৪.৭৬৭৪	৩৬৮	৩৮৭৭.২১৯৯	৩৮৭৭.২১৯৯	০	৬৭৯৯৭০	৩২৪৬২৩	৮.৫৩৭	৭৭.৭১৮	৯৭.৫০
২৬	রংপুর	৩৮৫৫.১১৭৮	৪০৯	৩৮৫৫.১১৭৮	৩৮৫৫.১১৭৮	০	৩০৮০৮০	১৩৫৭৫১	০০	২২৬.০১২	১০০
২৭	দিনাজপুর	৪৩৯৩.৮৯১২	৪৪১	৪৩৮৭.৬৯১২	৪৩৮৭.৬৯১২	০	৪০৩৭১৪	২২২৬০০	০.২৩০	৩৩২.১৫৪	১০০
২৮	ঠাকুরগাঁও	২০২৯.৪৬৯৮	২৬৯	২০২৯.৪৬৯৮	২০২৯.৪৬৯৮	০	১২২৯৭৫	৭১৫৫০	০	৭৬.৩৪০	১০০
২৯	পঞ্চগড়	১৪২৯.৪৮৭৫	১৭৩	১৪২৯.৪৮৭৫	১৪২৯.৪৮৭৫	০	১১৯১৯২	৫৯৫৯৩	০০	১২৬	১০০
৩০	লালমনিরহাট	১৯৯০.৮২৭৫	২২৮	১৯৮৪.৬২৭৫	১৯৮৪.৬২৭৫	০	৫১৮৭৩	৮২৭৯৯	০০	১৪১.১১২	৯৯.৭৯
৩১	গাইবান্ধা	৩৪৮০.৯৭৫৫	৩৭৪	৩৪৮০.৯৭৫৫	৩৪৭২.৪৭৫৫	৮.৫০০	৫২২২৭৯	২৯৫৬৮৫	০০	২০০.৩৭১	৯৯.৫৭
৩২	কুড়িগ্রাম	৩৫৯৫.৮২৯৫	৩৪৬	৩৫৮৯.৫৭৯৫	৩৫৮৯.৫৭৯৫	০০	৩৩০৯৬০	১৩৯১৪৬	৪.০০	১৫৫.৬০	১০০
৩৩	নীলফামারী	৩১৮৩.৩৫৭০	৩৫২	৩১৮৩.৩৫৭০	৩১৬৭.৩৫৭০	১৬.০০০	৯৯৪৫০	৯৮৯৩৯	০০	২১৫.৪৮১	১০০
৩৪	চট্টগ্রাম	৬৬৫৯.৯১১১	৮৮০	৬৬৫৯.৯১১১	৬৬৫৯.৯১১১	০	৭১৬৯৫৫	৫৭০৬৬৭	৫৮.৬৯	২০৫.৬৩	১০০
৩৫	কক্সবাজার	২৬৯১.৯৭৫	২৬৮	২৬৯১.৯৭৫	২৬৬১.৯৭৫	৩০.০০০	১৮১৭৮৯	১০১৫৮৭	১.২৮৬	১০৫.৭৪৬	১০০
৩৬	রাঙ্গামাটি	২২৩৫.২২৪০	১৯৬	২২৩৫.২২৪০	২২৩৫.২২৪০	০	৩৭৪৭০	২৪০৪২	১৬.০০	১৪২.১২	১০০
৩৭	খাগড়াছড়ি	১৪০৪.৩০৫৪	১৪৮	১৪০৪.৩০৫৪	১৪০৪.৩০৫৪	০	৫৬৮৪০	৩৪১২৫	২৮.০৭	১০৩.৬২	১০০
৩৮	বান্দরবান	১২৭৬.০৮৩	১৬৬	১২৭৬.০৮৩	১২৭৬.০৮৩	০	৬৪৭৬৫	৪৮৭৩৫	৯.০০	১৪৪.১৪৮	১০০
৩৯	কুমিল্লা	৭২৭৮.৫৩৭২	১০৫৬	৭২২৯.২৭৭৯	৭২২৯.২৭৭৯	০	৭১০৪০০	৪০১১৬৫	১৬.৮৬৯	৪০৪.৭১৯	৯৯.৬৫
৪০	চাঁদপুর	৩৯১৬.২১৮০	৪১৪	৩৯০২.৪১৮০	৩৯০২.৪১৮০	০	১৫৩৭২৯	১১২৮৯৫	৩.০৪৩	১১৪.০৩৫	৯৯.৮৮
৪১	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া	৪৩২২.৪০১৩	৪৩১	৪২৬৯.৯১৯৫	৪২৬৯.৯১৯৫	০	২২৩৩০২	১৪৩১৩৭	২৫.২৫২	১১৩.৩৭৪৭	৯৮.২০
৪২	নোয়াখালী	৪০১৭.৮৪৫৭	৪৫৬	৪০১৭.৮৪৫৭	৪০১৭.৮৪৫৭	০	৪৫১৬৬৮	১৫০৫৫৪	১১.৫	১৬৪.৩৩	১০০
৪৩	লক্ষ্মীপুর	২৪৯০.৭৩১২	২৯১	২৪৯০.৭৩১২	২৪৯০.৭৩১২	০	৩১২৯০০	১৫৬৪০০	১৪.৫৫	৬৭.৭১২৪	৯৯.৫
৪৪	ফেনী	২২৭০.৮০১৯	২২৫	২২২৪.৫২০৯	২২২০.৫২০৯	৪.০০০	২২৭৯০০	৬৫৬০০	১.১১০	৫০.৯৮৩৬	৯৯.০৬
৪৫	খুলনা	৩৪৮২.৫২৬৩	৩৭৩	৩৪৬৮.৯১১৭	৩৪৬৬.৯১১৬	২.০০০	৩৮২৫৭৬	২৬৩৯৩৮	৩৬.৩১১	১০৮.৩৩৪	৯৯.৪০
৪৬	বাগেরহাট	৩২৫৫.৬২৪৬	৩৭৫	৩২৩৯.৬২৪৬	৩২৩৯.৬২৪৬	০	৩১৮৩০৭	১৮০৮৯৪	৪.৭৯৬	৬৬.৬৫৬৫	১০০
৪৭	সাতক্ষীরা	৩৫৭৯.৭৮১৪	৩৯২	৩৫৭৪.৭৮১৪	৩৫৭৪.৭৮১৪	০	৪৩৯৮১	২২১৯৩	৫.০	১০১.৯৪৮	১০০

২.১১ জেলাওয়ারী চূড়ান্ত প্রতিবেদনের সারাংশ সিট:

২.১১.১ জেলাওয়ারী গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা-খাদ্যশস্য) কর্মসূচির আওতায় বাস্তবায়িত উন্নয়ন প্রকল্পের চূড়ান্ত প্রতিবেদনের সারাংশ সিট:

ক্রঃ নং	জেলার নাম	উন্নয়ন প্রকল্পের মোট খাদ্যশস্যের পরিমাণ	বাস্তবায়িত উন্নয়ন প্রকল্প সংখ্যা	উত্তোলিত খাদ্যশস্য	ব্যয়িত খাদ্যশস্য	অব্যয়িত খাদ্যশস্য	গুফল ভোগীর সংখ্যা		রাস্তার পরিমাণ কিঃমিঃ		কাজের অগ্রগতির হার (%)
							পুরুষ	মহিলা	নতুন	পুরাতন	
১	ঢাকা	৩৯৩৫.৪৬২৫	৪০০	৩৯৩৫.৪৬২৫	৩৯৩৫.৪৬২৫	০	৬৪৯৭৫	৩১৮৮৪	৪৫.২৯৩	১৫৩.৪২৬	১০০
২	গোপালগঞ্জ	২৩৭৭.৪০৬৬	২৯৪	২৩৭৭.৪০৬৬	২৩৭৭.৪০৬৬	০	১৮৯.৩০৩	৩৯০৬৪	৫৪.৯৯৫	৭০.৪৯৯	১০০
৩	মুন্সিগঞ্জ	২০৮২.৩৮৬৩	২৮৭	২০৭৪.৩৮৬৩	২০৭৪.৩৮৬৩	০	১৯৩৬৫৫	২৪৭৫৫৭	২৩.২১৬৭	২৭.১৫৯	১০০
৪	নরসিংদী	২৮৮১.১২১২	২৯২	২৮৮১.১২১২	২৮৮১.১২১২	০	৬৫৬৪২২	৩৯০৫২৩	০.৭০০	১৭১.৭৯১	১০০
৫	রাজবাড়ী	১৬৬৭.৯৭১৭	১৯৭	১৬৬৭.৯৭১৭	১৬৬৭.৯৭১৭	০	৭৩৬৩৩	৫০৪৫০	৭৩০.৩৭৩	৫৩৬৫.২২৭	১০০
৬	ফরিদপুর	৩৩২৬.৮৮২১	৩৭৬	৩৩২৬.৮৮২১	৩৩২৬.৮৮২১	০	১৯৯৯৯০	৪৬৫৭০৩	২৫.০০	১২৯.১৭	১০০
৭	টাংগাইল	৫৩৩৪.৬১৬৫	৫৮৮	৫৩১৬.০২৫৮	৫৩১৬.০২৫৮	০	৩৭০৬৫২	১৯৯৫৮৫	৭২	৩৪৫	৯৯.৬৭
৮	কিশোরগঞ্জ	৪১৮৫.৩৯৯৬	৪৫২	৪১৮৫.৩৯৯৬	৪১৮৫.৩৯৯৬	০	১৪৫৭৫	৪৩৭২৫	৫০০.০০	২২.১০০	১০০
৯	নারায়নগঞ্জ	২৭০৫.৯১৫৪	২০৪	২৭০৫.৯১৬৪	২৭০৫.৯১৬৪	০	৩৭৯৫৫৯	৩৩৫২৩২	৩৫.৪১২	৩১৫১৪.০০	১০০
১০	মানিকগঞ্জ	২১০৬.১১৪৫	২৭৪	২০৯২.১১৪৫	২০৯২.১১৪৫	০	৮৪২৫৩	৫২৫২০	২৫.০৩৫	৩৯.৮৭	৯৯.৯০
১১	শরিয়তপুর	২৯৪৭.৪০৩৪	৩০৬	২৯৪৭.৪০৩৪	২৯৪৭.৪০৩৪	০	২২৮৮৮৫	৯২৮২৬	৭.৯০২	৮৯.৩৯০	১০০
১২	মাদারীপুর	১৯৭৭.৬০৬৯	২২০	১৯৭৭.৬০৬৯	১৯৭৭.৬০৬৯	০	১২৮০৪৮	৬০৬৪৫	৩৬.৯৬	৬২.৮২৭	১০০
১৩	গাজীপুর	২২১১.৯৯১	২৪৫	২২১১.৯৯১	২২১১.৯৯১	০	১৮৬৯৩৫	১৫২৯৩৫	৮.১১	৫৭.৯৬৩	১০০
১৪	ময়মনসিংহ	৭৫৩৮.৪৫৭৭	৭৭৭	৭৫৩৬.০৫৫৭	৭৫৩৬.০৫৫৭	২.৪০২	৭৯৩০৪	৩৪৯৭৬	৬.২০০	৪১১.২২৪	১০০
১৫	নেত্রকোনা	৩৯৮২.০৪৫	৪০১	৩৯৭১.৮৫৭৫	৩৯৬৯.৮৫৭৫	১৩.০৪৭	১৯৮৫৮৮	১৩৬১০৭	৪.২১০	১৭৮.০৭১	৯৯.৭৪৬
১৬	শেরপুর	২০৯৭.৬০৩৯	১৭৯	২০৯৩.৪৫৩৯	২০৯৩.৪৫৩৯	৪.১৫০	৭০৭২৪	৪৬১১৪	২৪	১১৮.৪৭৮	৯৭.৯০
১৭	জামালপুর	৩৬০০.৮০৬৯	২৭১	৩৬০০.৮০৬৯	৩৬০০.৮০৬৯	১৬.৪৯৪	১৫৬৭৬৮	৭০৫৬১	১.১	২৫৫.৬৫৭	৯৮.৪৮৮
১৮	রাজশাহী	৩২৯৬.৯২৯৮	৩২০	৩২৯৬.৯২৯৮	৩২৯৬.৯২৯৮	০	৩৫৩০৮৪	২১৭৮৫২	১৪.৩	১৪১.৮৮৩	১০০
১৯	চাঁপাই নবাবগঞ্জ	২০০৪.৭৪৩৭	২৩১	২০০৪.৭৪৩৭	২০০৪.৭৪৩৭	০	১৬৩০৫০	১১১৮০০	০০	১৬৬.৪৫৪	১০০
২০	নওগাঁ	৩৭১১.৯৭১৬	৪৩৫	৩৭১১.৯৭১৬	৩৭১১.৯৭১৬	০	৩২৩৪০২	২২৩৬৭৬	১০৮৪	১৭১.৫২	১০০
২১	নাটোর	২৬৯৭.৮২৯৫	২৩৬	২৬৯৭.৮২৯৫	২৬৯৭.৮২৯৫	০	৭৭৫১০	১৫৬২৯৪	৩৭.৮০৩	৯২.৭০৮	১০০
২২	পাবনা	৩৩১২.০২৬৫	৩৬৩	৩৩১২.০২৬৫	৩৩১২.০২৬৫	০	১০৮৭১৩	৮২৮৮৪	২৯০.১৭৭	১৩২.১৭৭	১০০
২৩	বগুড়া	৪১৮৯.১৪৫৯	৪৫১	৪১৮৯.১৪৫৯	৪১৮৯.১৪৫৯	০	৪৪৯৪৭৪	২০৪২৯০	১৫	১৭৪.১১৫	১০০
২৪	জয়পুরহাট	১৩৪৯.৯৩৪৮	১৪৭	১৩৪৯.৯৩৪৮	১৩৪৯.৯৩৪৮	০	১০৪৩০০	৯০৯০০	০০	৮৩.৮৫৯	১০০
২৫	সিরাজগঞ্জ	৩৯৩৪.৭৬৭৪	৩৬৮	৩৮৭৭.২১৯৯	৩৮৭৭.২১৯৯	০	৬৭৯৯৭০	৩২৪৬২৩	৮.৫৩৭	৭৭.৭১৮	৯৭.৫০
২৬	রংপুর	৩৮৫৫.১১৭৮	৪০৯	৩৮৫৫.১১৭৮	৩৮৫৫.১১৭৮	০	৩০৮০৮০	১৩৫৭৫১	০০	২২৬.০১২	১০০
২৭	দিনাজপুর	৪৩৯৩.৮৯১২	৪৪১	৪৩৮৭.৬৯১২	৪৩৮৭.৬৯১২	০	৪০৩৭১৪	২২২৬০০	০.২৩০	৩৩২.১৫৪	১০০
২৮	ঠাকুরগাঁও	২০২৯.৪৬৯৮	২৬৯	২০২৯.৪৬৯৮	২০২৯.৪৬৯৮	০	১২২৯৭৫	৭১৫৫০	০	৭৬.৩৪০	১০০
২৯	পঞ্চগড়	১৪২৯.৪৮৭৫	১৭৩	১৪২৯.৪৮৭৫	১৪২৯.৪৮৭৫	০	১১৯১৯২	৫৯৫৯৩	০০	১২৬	১০০
৩০	লালমনিরহাট	১৯৯০.৮২৭৫	২২৮	১৯৮৪.৬২৭৫	১৯৮৪.৬২৭৫	০	৫১৮৭৩	৮২৭৯৯	০০	১৪১.১১২	৯৯.৭৯
৩১	গাইবান্ধা	৩৪৮০.৯৭৫৫	৩৭৪	৩৪৮০.৯৭৫৫	৩৪৭২.৪৭৫৫	৮.৫০০	৫২২২৭৯	২৯৫৬৮৫	০০	২০০.৩৭১	৯৯.৫৭
৩২	কুড়িগ্রাম	৩৫৯৫.৮২৯৫	৩৪৬	৩৫৮৯.৫৭৯৫	৩৫৮৯.৫৭৯৫	০০	৩৩০৯৬০	১৩৯১৪৬	৪.০০	১৫৫.৬০	১০০
৩৩	নীলফামারী	৩১৮৩.৩৫৭০	৩৫২	৩১৮৩.৩৫৭০	৩১৬৭.৩৫৭০	১৬.০০০	৯৯৪৫০	৯৮৯৩৯	০০	২১৫.৪৮১	১০০
৩৪	চট্টগ্রাম	৬৬৫৯.৯১১১	৮৮০	৬৬৫৯.৯১১১	৬৬৫৯.৯১১১	০	৭১৬৯৫৫	৫৭০৬৬৭	৫৮.৬৯	২০৫.৬৩	১০০
৩৫	কক্সবাজার	২৬৯১.৯৭৫	২৬৮	২৬৯১.৯৭৫	২৬৬১.৯৭৫	৩০.০০০	১৮১৭৮৯	১০১৫৮৭	১.২৮৬	১০৫.৭৪৬	১০০
৩৬	রাঙ্গামাটি	২২৩৫.২২৪০	১৯৬	২২৩৫.২২৪০	২২৩৫.২২৪০	০	৩৭৪৭০	২৪০৪২	১৬.০০	১৪২.১২	১০০
৩৭	খাগড়াছড়ি	১৪০৪.৩০৫৪	১৪৮	১৪০৪.৩০৫৪	১৪০৪.৩০৫৪	০	৫৬৮৪০	৩৪১২৫	২৮.০৭	১০৩.৬২	১০০
৩৮	বান্দরবান	১২৭৬.০৮৩	১৬৬	১২৭৬.০৮৩	১২৭৬.০৮৩	০	৬৪৭৬৫	৪৮৭৩৫	৯.০০	১৪৪.১৪৮	১০০
৩৯	কুমিল্লা	৭২৭৮.৫৩৭২	১০৫৬	৭২২৯.২৭৭৯	৭২২৯.২৭৭৯	০	৭১০৪০০	৪০১১৬৫	১৬.৮৬৯	৪০৪.৭১৯	৯৯.৬৫
৪০	চাঁদপুর	৩৯১৬.২১৮০	৪১৪	৩৯০২.৪১৮০	৩৯০২.৪১৮০	০	১৫৩৭২৯	১১২৮৯৫	৩.০৪৩	১১৪.০৩৫	৯৯.৮৮
৪১	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া	৪৩২২.৪০১৩	৪৩১	৪২৬৯.৯১৯৫	৪২৬৯.৯১৯৫	০	২২৩৩০২	১৪৩১৩৭	২৫.২৫২	১১৩.৩৭৪৭	৯৮.২০
৪২	নোয়াখালী	৪০১৭.৮৪৫৭	৪৫৬	৪০১৭.৮৪৫৭	৪০১৭.৮৪৫৭	০	৪৫১৬৬৮	১৫০৫৫৪	১১.৫	১৬৪.৩৩	১০০
৪৩	লক্ষ্মীপুর	২৪৯০.৭৩১২	২৯১	২৪৯০.৭৩১২	২৪৯০.৭৩১২	০	৩১২৯০০	১৫৬৪০০	১৪.৫৫	৬৭.৭১২৪	৯৯.৫
৪৪	ফেনী	২২৭০.৮০১৯	২২৫	২২২৪.৫২০৯	২২২০.৫২০৯	৪.০০০	২২৭৯০০	৬৫৬০০	১.১১০	৫০.৯৮৩৬	৯৯.০৬
৪৫	খুলনা	৩৪৮২.৫২৬৩	৩৭৩	৩৪৬৮.৯১১৭	৩৪৬৬.৯১১৬	২.০০০	৩৮২৫৭৬	২৬৩৯৩৮	৩৬.৩১১	১০৮.৩৩৪	৯৯.৪০
৪৬	বাগেরহাট	৩২৫৫.৬২৪৬	৩৭৫	৩২৩৯.৬২৪৬	৩২৩৯.৬২৪৬	০	৩১৮৩০৭	১৮০৮৯৪	৪.৭৯৬	৬৬.৬৫৬৫	১০০
৪৭	সাতক্ষীরা	৩৫৭৯.৭৮১৪	৩৯২	৩৫৭৪.৭৮১৪	৩৫৭৪.৭৮১৪	০	৪৩৯৮১	২২১৯৩	৫.০	১০১.৯৪৮	১০০

ক্র নং	জেলার নাম	উন্নয়ন প্রকল্পের মোট খাদ্যশস্যের পরিমাণ	বাস্তবায়িত উন্নয়ন প্রকল্প সংখ্যা	উত্তোলিত খাদ্যশস্য	ব্যয়িত খাদ্যশস্য	অব্যয়িত খাদ্যশস্য	গুফল ভোগীর সংখ্যা		রাস্তার পরিমাণ কিঃমিঃ		কাজের অগ্রগতির হার (%)
							পুরুষ	মহিলা	নতুন	পুরাতন	
৪৮	যশোর	১৮৫২.১৫২৩	৩৫২	১৮৫২.১৫২৩	১৮৫২.১৫২৩	০	১০০০০০	৫০০০	২.০৬০	১৩১.৮১৭	১০০
৪৯	ঝিনাইদহ	২৭২১.৮৫৩২	৩০৩	২৭১৩.৩৭৩২	২৭১৩.৩৭৩২	০	১৪৪৯৩৮	৬১৫৬৫৯	-	১১৮.৯৬৪	১০০
৫০	নড়াইল	১৩৫১.৫৮৮	১৭৪	১৩৫১.৫৮৮	১৩৫১.৫৮৮	০	১৭৪০৪	১১৫৭৩	-	৩৫.৭৩৭	১০০
৫১	মাগুরা	১৫২২.২৭	১৮০	১৫২২.২৭	১৫২২.২৭	০	৫৩০৪০	৩৪০৬০	৬.৯২	৪৪.৯৯	১০০
৫২	চুয়াডাংগা	১৭২৮.৯৮৯	১৫১	১৭২৮.৯৮৮	১৭২৮.৯৮৮	০	১৪৮০৬৬	৫২২০০	-	১২৪.০৬	১০০
৫৩	কুষ্টিয়া	২৪৪৪.৩০৪	২৯৩	২৪৪৪.৩০৪	২৪৪৪.৩০৪	০	৩১৬৯৩৪	১৯৩৫২৯	-	৬১.০৩১	১০০
৫৪	মেহেরপুর	১১১১.৫৫৬৯	১১৫	১১১১.৫৫৬৯	১১১১.৫৫৬৯	০	৭৮৮৩৫	৮৮৩৮৫	১৯.৭১১	৯.৬৬৭	১০০
৫৫	সিলেট	৩৯৭৬.০৮৯	৪৭৮	৩৮৪০.৭১৫৮	৩৮৩১.৭১৫৮	৯.০০০	১৫০৯৫৭	৭৩৫০৭	৪৩.৪৯০	১০৮.৫৫৮	৯৪.৫১
৫৬	মৌলভীবাজার	২৭৩৭.৪৬৭২	৩১৩	২৬৯৭.৪৬৭২	২৬৯৭.৪৬৭২	০০	১৬৭৬৪৯	৭৫৬৪১	৩.৯৯	১৪২.০৯৮	৯৯.৩৭
৫৭	হবিগঞ্জ	২৮১৪.১৮১৪	৩২৯	২৮১২.৪৩১৪	২৮০৯.২৩১৪	৪.৯৫০	১৭৪০১৯	১১৪৯২৪	২৪.৬২২	৭৩.৩৯৩	৯৯.৯৭
৫৮	সুনামগঞ্জ	৩৬৬৬.৯০০৮	৪১৪	৩৫৪৫.০১০	৩৫৪৫.০১০	০	১১০৭৫	৩৬৯৫	২৮.০০	৩০৫.০০	৯৬.৬৭
৫৯	বরিশাল	৪১৪৫.০৮৩৪	৪৬৪	৪১৪৫.০৮৩৪	৪১৪৫.০৮৩৪	০	২৭৮২২০	১৯০৯৬০	০০	৪২৪	১০০
৬০	ঝালকাঠি	১৪০০.৭০৫৬	১৪২	১৩০৪.০২৫৭	১৩০৪.০২৫৭	০	২৮২৪৯	২২৬৯৬	২৪	৭৪.৩৯১	৯৩.০৯
৬১	ভোলা	৩০০৬.০০৫৫	২৪০	৩০০৬.০০৫৫	৩০০৬.০০৫৫	০	১৬৮০০০	৭২০০০	০০	৯৮.২১৫	১০০
৬২	পিরোজপুর	২২৯০.৯৮৪৯	২৬১	২২৪৭.০৮৭৪	২২৪৭.০৮৭৪	০	১৪৬৮০০	১৪৮৭০০	০০	১১২.২০০	৯৮
৬৩	পটুয়াখালী	১১৮১.৭৬৬৩	১৪৫	১১৮১.৭৬৬৩	১১৮১.৭৬৬৩	০	৭০২৫৮	৩৪৬০৫	০০	০০	১০০
৬৪	বরগুনা	১৫৭০.৩২৪২	১৯৫	১৪৬০.৪০০৯	১৪৬০.৪০০৯	০	১২৫৪৭	৫৩৯২	৩.৯০৬	৬৫.৪৯	৯৪.৭৪
	সর্বমোট=	১৮৭৮৮৪.২২১৫	২০৭২৬	১৬২৪৬৩.৫৫৪৭	১৯০৮৫৭.০২৪৮	১৩৭.১৩৩৭	১৩১৮৯৭৭৯ .৩০৩	৮৯৫৫৩৬৩	১৪৭.৭১৯	৪৫১৯৪.৮৯ ৮২	৯৬.৪৫

২.১১.২ গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা-টাকা) (বিশেষ) কর্মসূচির আওতায় বাস্তবায়িত উন্নয়ন প্রকল্পের চূড়ান্ত প্রতিবেদনের সারাংশ সিটঃ

ক্র নং	জেলার নাম	উন্নয়ন প্রকল্পের মোট টাকার পরিমাণ	বাস্তবায়িত উন্নয়ন প্রকল্প সংখ্যা	উত্তোলিত টাকার পরিমাণ	ব্যয়িত টাকার পরিমাণ	অব্যয়িত টাকার পরিমাণ	সুফলভোগীর সংখ্যা		রাস্তার পরিমাণ কিঃমিঃ		কাজের অগ্রগতির হার (%)
							পুরুষ	মহিলা	নতুন	পুরাতন	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১	ঢাকা	৫৪৮১৮০৬৫.১৩	৩	৫৪৮১৮০৬৫.১৩	৫৪৮১৮০৬৫.১৩	০	২০৪৫৮	১০২৩০	০.৪৪০	০	১০০
২	মানিকগঞ্জ	৬০০০০০.০০	২	৬০০০০০.০০	৬০০০০০.০০	০	৪০০	০.৫২০	০	০	১০০
৩	ময়মনসিংহ	৭৫৩৩৭০৪.০০	৭	৭৫৩৩৭০৪.০০	৭৫৩৩৭০৪.০০	০	১৮৩০	৭৮৫	০	১০.০০	১০০
৪	নেত্রকোনা	৬০০০০০.০০	১	৬০০০০০.০০	৬০০০০০.০০	০	৬০৫	৪০৩	০.৩	০	১০০
৫	কুড়িগ্রাম	৫২০০৭২৫.৬০০	৩	৫২০০৭২৫.৬০০	৫২০০৭২৫.৬০০	০	১০৫২২	৪৫০৯	০	৩.৩০	১০০
৬	চাঁদপুর	৭২৯০৫৪৪.৮৫	০২	৭২৯০৫৪৪.৮৫	৭২৯০৫৪৪.৮৫	০	৪০০০	৩০০০	০	০০	১০০
৭	নোয়াখালী	৬৮৯৩৯৭৪.২৮	১৫	৬৮৯৩৯৭৪.২৮	৬৮৯৩৯৭৪.২৮	০	১৪৭৩৩	৪৯৩৭	০	১০.৬০	১০০
৮	ঝিনাইদহ	২১৬৬৯৬৯.০০	১	২১৬৬৯৬৯.০০	২১৬৬৯৬৯.০০	০	৪০৬২	২১৮৮	০	০.৯৩০	১০০
৯	নড়াইল	১২৩৬৯৬২৩.৩১	১১	১২৩৬৯৬২৩.৩১	১২৩৬৯৬২৩.৩১	০	২৭৯২	২১২১	০	৭.২২০	১০০
১০	ভোলা	৪০০০০০.০০	০১	৪০০০০০.০০	৪০০০০০.০০	০	৭০০	৩৫০	০	০০	১০০
	সর্বমোট=	৪৩০৫৫৫৪১.০৪	৪৩	৪৩০৫৫৫৪১.০৪	৪৩০৫৫৫৪১.০৪	০	৩৯৬৪৪	১৮২৯ ৩.৫২	০.৩	৩২.০৫	১০০

২.১১.৩ গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা-টাকা) কর্মসূচির আওতায় বাস্তবায়িত সোলার প্রকল্পের চূড়ান্ত প্রতিবেদনের সারাংশ সিট:

ক্র নং	জেলার নাম	সোলার প্রকল্পের মোট টাকার পরিমাণ	বাস্তবায়িত সোলারপ্রকল্পসংখ্যা					উত্তোলিত টাকার পরিমাণ	ব্যয়িত টাকার পরিমাণ	অব্যয়িত টাকার পরিমাণ	সুফলভোগীরসংখ্যা		অগ্রগতির হার (%)
			স্ট্রীট সোলার	হোম সিস্টেম	wp (৪+৫)	বায়ো গ্যাস	উন্নত চুলা				পুরুষ	মহিলা	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
১	ঢাকা	১১১৯৯১৪৩৫.৫৯	১১২৫	৮৪০	২১০১৫৭	০	০	১১১৯৯১৪৩৫.৫৯	১১১৯৯১৪৩৫.৫৯	০	৮২৩৭১	৪২৬৬	১০০
২	গোপালগঞ্জ	৬৬৯২১৭৬৬.৫০	৬৯৮	৩৯০	৮৯৩৪	০	০	৬৬৯২১৭৬৬.৫০	৬৬৯২১৭৬৬.৫০	০	৮৪.৩৩	৪৬.৬৫০	১০০
৩	মুন্সিগঞ্জ	৬৩৭৯৫৮৯৫.৯৫	৭৪২	৪৪৭	৭২৯১৫	০	০	৬৩৭৯৫৮৯৫.৯৫	৬৩৭৯৫৮৯৫.৯৫	০	৩০৪২৫৮	৬২৮০০	১০০
৪	নরসিংদী	৮৬৬১৩৮৭৮.০০	৯১৪	৫৭১	১০৯৫০৩	০	০	৮৬৬১৩৮৭৮.০০	৮৬৬১৩৮৭৮.০০	০	৩৮৫৮৩৭	২৪৩৩০৯	১০০
৫	রাজবাড়ী	৫৩৫৫৪১৯৮.৪৮	৫৮৭	১১০৭	৯৫৯২৫	০	০	৫৩৫৫০৪৭০.০০	৫৩৫৫০৪৭০.০০	০	৪২৪০২	২৮৪০০	১০০
৬	ফরিদপুর	৯৫৩২২৫৫৮.৫৮	৮১৯	২৫৪৩	৩৩৬২	০	০	৯৫৩২২৫৫৮.৫৮	৯৫৩২২৫৫৮.৫৮	০	৬১০৮৬	১৩৩৪৪৭	১০০
৭	টাংগাইল	১৬৪৯৩৯৬২৩.৮২	১২১১	৫৩১৭	৬৫২৮	০	০	১৬৪৯৩৯৬২৩.৮২	১৬৪৯৩৯৬২৩.৮২	০	৩১৯০৫৪	১৭০৬৯৬	১০০
৮	কিশোরগঞ্জ	১৩০৪৫৫৯৩২.৯২	১০০	৩৭৪	১৫৭৯৫০	০	০	১৩০৪৫৫৯৩২.৯২	১৩০৪৫৫৯৩২.৯২	০	১৭০০	১৩০০	১০০
৯	নারায়নগঞ্জ	৮১৯১৯৩১১.৯৭	১২০৬	৪৬	৩৬৩৯৫	০	০	৮১৯১৯৩১১.৯৭	৮১৯১৯৩১১.৯৭	০	২৬৯৯৮৫	২২২৫৬৭	১০০
১০	মানিকগঞ্জ	৫৯২৬৯৭৩১.১৫	৭১৪	১৪০০	৮২৮৪০	০	০	৫৯২৬৮৩৪৫.৯৪	৫৯২৬৮৩৪৫.৯৪	০	৬৭৭৫৭	৬৪১৫৪	১০০
১১	শরিয়তপুর	৭২৫৭৭১০০.০০	১১৪৮	৮৬৩	৯৮৯৬৭	০	০	৭২৫৭৭১০০.০০	৭২৫৭৭১০০.০০	০	৯৬৭৭৭	৮৫৬১৭	১০০
১২	মাদারীপুর	৬২১৮৫৭৯৮.৩৭	১৭৩২৩	৭২০৯	৭৮৫০৫	০	০	৬২১৮৫৭৯৮.৩৭	৬২১৮৫৭৯৮.৩৭	০	১২৯৬৮৫	৫৬৭৫৭	১০০
১৩	গাজীপুর	৬৭৩৫৮৮৩২.৮৬	৬২৫	২৯১	৭৬৮৩১	০	০	৬৭৩৫৮৮৩২.৮৬	৬৭৩৫৮৮৩২.৮৬	০	২০১৫১০	১৮৮৪৪০	১০০
১৪	ময়মনসিংহ	২২১৬০৪৬৩৭.০৮	৯৮১	৯০৩৮	৪৩০৮২০	০	০	২২১৬০৪৬৩৭.০৮	২২১৬০৪৬৩৭.০৮	০	৫৩২৮৬	২২৩৮৪	১০০
১৫	নেত্রকোনা	৯৫০৪৫৩০২.০৭	৩৪৬	৫৩৪১	১৮১৯৭২	০	০	৯৫০৪৫৩০২.০৭	৯৪৮২৯২৫৯.০৭	২১৬০৪৩	৯০৫৫০	৪৩০৬৫	১০০
১৬	শেরপুর	৬৭৩০০৯৪২.০০	১৭৫	৭১৬৬	৯৯০৮৮	০	০	৬৭১৫৪৫১৮.০০	৬৭১৫৪৫১৮.০০	০	১২৭২৮	৮৬১৮	১০০
১৭	জামালপুর	১১১১২১৫৮৮.০৪	৩৪০	৩৮৫৮	২৬৯১২০	০	০	১১১১২১৫৮৮.০৪	১১১১২১৫৮৮.০৪	০	৮১০৭৫	৭২৭৬৮	১০০
১৮	রাজশাহী	১০৩২১৬৪৬৯.৮১	৩৮৮	৯২৮	১১৩৩৭৫	০	০	১০৩২১৬৪৬৯.৮১	১০৩২১৬৪৬৯.৮১	০	১৯৪২৪৩	১৯০২১৯	১০০
১৯	চাঁপাই নবাবগঞ্জ	৬২৭৫০৩৭৫.৮৬	৭৪৪	৯২৮	১১৩৩৭৫	০	০	৬২৭৫০৩৭৫.৮৬	৬২৭৫০৩৭৫.৮৬	০	৬৪৯০০	৪৮৬০০	১০০
২০	নওগাঁ	১১৬৯৩৬৮৪৩.৪৯	১৪৭৮	১০৯৮	১২১১২০	০	০	১১৬৯৩৬৮৪৩.৪৯	১১৬৯৩৬৮৪৩.৪৯	০	২৪০১১৬	১৪৫২৪৯	১০০
২১	নাটোর	৮৩৮৯৪৭৪৩.১৩	১১০	১৭২	১৪৫২৪৫	০	০	৮৩৮৯৪৭৪৩.১৩	৮৩৮৯৪৭৪৩.১৩	০	৯৪৯৫৪	৫০৮৬২	১০০
২২	পাবনা	১০০৬১৯১৪৮.৭	১৩৬৯	৮৩৭	১৩৫৯৩৫	০	০	১০০৬১৯১৪৮.৭	১০০৬১৯১৪৮.৭	০	১৪৬৪৬৮	১১০২৩৪	১০০
২৩	বগুড়া	১২৪৭৭৫৭৫৭.১৮	৩৪৬	২০০	৭৩৩১৫	০	০	১২৪৭৭৫৭৫৭.১৮	১২৪৭৭৫৭৫৭.১৮	০	২১৪৮৯৯	১৬২৫১৯	১০০
২৪	জয়পুরহাট	৪২৩৩৩৭৭৪.৪৪	৬৪২	৫২৮	৭৩৩১৫	০	০	৪২৩৩৩৭৭৪.৪৪	৪২৩৩৩৭৭৪.৪৪	০	১৫৬৬০০	১০০৯৫০	১০০
২৫	সিরাজগঞ্জ	২৩৫৫৪৪৫৪৩.০৮	৮২৯	৪০৬১	১৫৮৪৩৫	০	০	২৩৫৫৪৪৫৪৩.০৮	২৩৫৫৪৪৫৪৩.০৮	০	১০৭৭১৪	৫০৮৫৬	১০০
২৬	রংপুর	১২০৪৫৪১৬০.২৫	১৪৭২	২১১৪	১৮২৯১৫	০	০	১২০৪৫৪১৬০.২৫	১২০৪৫৪১৬০.২৫	০	২৩২৬৭৮	৭২০৮২	১০০
২৭	দিনাজপুর	১৩৯৬৬৯৯১৭.২১	৪৬৮৮	৭১১১	১১৭৯৯	০	০	১৩৯৪৩৩১৭১.২১	১৩৯৪৩৩১৭১.২১	০	৩০৬৪৯২	২০০৬৯০	১০০
২৮	ঠাকুরগাঁও	৬৩২১০৪১২.৬৪	১৭৮৭	১১১৮৯	৯৬২২৬	০	০	৬৩২১০৪১২.৬৪	৬৩২১০৪১২.৬৪	০	৮১০৬৭	৫৪১৩৬	১০০
২৯	পঞ্চগড়	৪৫১৩৬৮৭১.৪৭	৩০২	১৮৩১	৮০০৪১	০	০	৪৫১৩৬৮৭১.৪৭	৪৫১৩৬৮৭১.৪৭	০	১০০৩০০	৫০১৪৯	১০০
৩০	লালমনিরহাট	৬২২৯৮০৮১.৯৪	১৭৯	৩৭১১	১৩২৬৮০	০	০	৬২০৭৭২৫৫.১৯	৬২০৭৭২৫৫.১৯	০	২৮৩৮৩	১৫৪২৭	৯৯
৩১	গাইবান্ধা	১০৯৫৭৯০১৭.৭	৯৩৫	৩৩১৬	৯৭৪৬৫	০	০	১০৯৫৭৭৫৮৩.১৫	১০৯৫৭৭৫৮৩.১৫	০	১২৮৩৫৬	৫১১৮১	১০০
৩২	কুড়িগ্রাম	১১১০৫০০৩৬.০২	৪০০	৫৬৩৭	২২৯৭৫৫	০	০	১১১০৪৭৩৫২.০৫	১১১০৪৭৩৫২.০৫	০	১৯৫২২৮	৯৪১৬৪	১০০
৩৩	নীলফামারী	৮৬৪০৯৭৭৮.৪৬	৬৫৬	১৭৭৯	১২৯২৩৫	০	০	৮৬৪০৯৭৭৮.৪৬	৮৬৪০৯৭৭৮.৪৬	০	১২৪৫৫৬	২১০৫১৬	১০০
৩৪	চট্টগ্রাম	২০৮২৫৮০৯৯.০০	১৪৯৪	২০১৪	৩৮৩৯১৯	০	০	২০৮২৫৮০৯৯.০০	২০৮২৫৮০৯৯.০০	০	৪৭৬১০১	৩২২৪০৬	১০০
৩৫	কক্সবাজার	৭৭৬১৯৮৩৫.০০	৭৩৫	১২৪৭	১৫৪০১২	০	০	৭৬৫৫১০১২.০০	৭৬৫৫১০১২.০০	০	১১৮৯৫৬	৫২৩২৯	১০০
৩৬	রাঙ্গামাটি	৫২৪৯৭৮৭৪.৭৯	১৩২	২৬৪৮	৩৪৪১৬	০	০	৫২৪৯৭৮৭৪.৭৯	৫২৪৯৭৮৭৪.৭৯	০	২৩০৫	১৭৫৪	১০০
৩৭	খাগড়াছড়ি	৪৬৮৯৭৯৫৯.৩৯	১২৩	২৫১৮	৯৭৮২৫	০	০	৪৬৮৯৭৯৫৯.৩৯	৪৬৮৯৩১২১.৩৯	৪৮৩৮	২৯৭২০	২০৪৬০	১০০
৩৮	বান্দরবান	৫৭৮৯৭৫৮১.৩৯	১৮৯	৩৮৭১	১১৬১৭৫	০	০	৫৭৮৯৭৫৮১.৩৯	৫৭৮৯৭৫৮১.৩৯	০	২২০৫৩	১৫৮১৮	১০০
৩৯	কুমিল্লা	২২৮১৭৫১০৫.৮	২৮৩৩	২৮৪৬	৩৪০৬৮৫	০	০	২২৮১৭৩৭৬০.৮	২২৮১৭৩৭৬০.৮	০	৪৫০৪৪৩	৩১০২৫০	১০০
৪০	চাঁদপুর	১০৮২৪৬৯২৮.৭৮	৬১৬	১৫৮০	২৯১৮৪	০	০	১০৮২৪৬৯২৮.৭৮	১০৮২৪৬৯২৮.৭৮	০	১৩৫০২০	৯৭৯৬৩	১০০
৪১	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া	১৩৭২১৬১৯১.১৮	১১৭৭	১৩৩৮	১৫৭৭১৫	০	০	১১৭৪১৬১৯০.০০	১১৭৪১৬১৯০.০০	০	১৯৭৮৮২	১৩৭০৯৫	১০০
৪২	নোয়াখালী	১১৭৪৫৩৮৩৩.৩০	১০১০	২০৬৭	১৭২৮৬১	০	০	১১৭৪৫৩৮৩৩.৩০	১১৭৪৫৩৮৩৩.৩০	০	২২৮৬৫৯	৭৬২১৮	১০০
৪৩	লক্ষ্মীপুর	৭৫৪৯২৫১৩.৯৩	৩৫২	৪০৩০	১২৮৩০০	০	০	৭৫৪৯২৫১৩.৯৩	৭৫৪৯২৫১৩.৯৩	০	৫৩৭৫৫	২৪১৬১	১০০
৪৪	ফেনী	৬০২৭০২৮৫.১৯	৬৭৫	২৬৫	১০৯৩৫৫	০	০	৬০২৭০২৮৫.১৯	৬০২৭০২৮৫.১৯	০	১৫৮১৩০	৬১২৭০	১০০
৪৫	খুলনা	১০৯৭৭৭৩৯১.৯৯	১৯৮০	২০৭৯	১০৭১০০	০	০	১০৬২৮৪৬৩২.৮	১০৪৭৬১৩০৭.২৪	১৫২৩৩২৫.৮	২০৯৫১০	১৫১৮১	১০০
৪৬	বাগেরহাট	১০৬৩৩৬৯৭৪.২৫	১৭৫০	২০৭৭	১২২৬১০	০	০	১০৬৩৩৬৯৭৪.২৫	১০৬৩৩৬৯৭৪.২৫	০	২১২৮৬০	১২৯০৯৮	১০০
৪৭	সাতক্ষীরা	৪৬০৫৯৯০৩৮.৭৫	১৬৮০	২০৪৮	১১২০২৯	০	০	১০৪২৪৮৮১১.৩১	১০৪২৪৮৮১১.৩১	০	৭২৪৫৬	৪২৩১৩	১০০

ক্র নং	জেলার নাম	সোলার প্রকল্পের মোট টাকার পরিমাণ	বাস্তবায়িত সোলারপ্রকল্পসংখ্যা					উত্তোলিত টাকার পরিমাণ	ব্যয়িত টাকার পরিমাণ	অব্যয়িত টাকার পরিমাণ	সুফলভোগীরসংখ্যা		অগ্রগতির হার (%)
			স্ট্রীট সোলার	হোম সিস্টেম	wp (৪+৫)	বায়ো গ্যাস	উন্নত চুলা				পুরুষ	মহিলা	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
৪৮	যশোর	১২০০২৮১৬৮.২৬	১৬২	১৮০	১৮৫০৩৩	০	০	১২০০২৮১৬৮.২৬	১২০০২৮১৬৮.২৬	০	৪০০০	৪৪০	১০০
৪৯	ঝিনাইদহ	৬৪৮৪৩১৭৭.৬৩	১৮৬২	১১৮২৫	১৩১২৮৯	০	০	৬৪৮৪৩১৭৭.৬৩	৬৪৮৪৩১৭৭.৬৩	০	৫৪২২৫	১৯৮৬৭	১০০
৫০	নড়াইল	৩৭৯৮২১০৩.০৬	২৬০	৫৭৩	৫৮২৭৫	০	০	৩৭৯৮২১০৩.০৬	৩৭৯৮২১০৩.০৬	০	৮৫৮৭	৬৫০৯	১০০
৫১	মাগুরা	১৬৮২৫৭৯০৭.১৫	২১৪	২০০৫	৪৮৫৩৪	০	০	১৬৮২৫৭৯০৭.১৫	১৬৮২৫৭৯০৭.১৫	০	৫১৮৯	৩২৩৬	১০০
৫২	চুয়াডাংগা	৪২৮২৯৭০১.০৪	৬৯৫	৭৪	৩৬০৬০	০	০	৪২৮২৯৭০১.০৪	৪২৮২৯৭০১.০৪	০	৭২০০০	৩০৮০	১০০
৫৩	কুষ্টিয়া	৭২৩১৫৯৩১.৬২	৮৬৩	৯৬১৮০	০	০	০	৭২৩১৫৯৩১.৬২	৭২৩১৫৯৩১.৬২	০	৭৮২৯৮	১৩৫২১৯	১০০
৫৪	মেহেরপুর	৩৫৩৩১৩৬৭.৪২	১৯২	৬৮৩	৪৯২৩০	০	২০০	৩৫৩৩১৩৬৭.৪২	৩৫৩৩১৩৬৭.৪২	০	৭২৬৯৮	৩৮৯২১	১০০
৫৫	সিলেট	১২৩৩৭৭১৩৬.০০	১৬৫৬	৪৪৬৭	২৩০৭৭৫	০	০	১২৩৩৭৭১৩৬	১২৩৩৭৭১৩৬	০	১০৪৫০৩	৮২৬৬৬	১০০
৫৬	মৌলভী বাজার	৮৭০৯৬১৯২.৭৪	২৩৯	৬৩৫৪	১৬৭৪৪০	০	০	৮৭০৯৬১৯২.৭৪	৮৭০৯৬১৯২.৭৪	০	৭৫১১৪	৪৩৩৬৫	১০০
৫৭	হবিগঞ্জ	৮৮৪০৬২৮৭.১০	৭০১	২৯৫০	১৬৪৭৭৬	০	০	৮৮৪০৬২৮৭.১০	৮৮৪০৬২৮৭.১০	০	১৫১২২৬	১৪১৩৯৫	১০০
৫৮	সুনামগঞ্জ	১১৬০৮৪৩৮৬.৯৫	৯৫	৮৯৪০	২৭০২৫৫	০	০	১১৬০৮৪৩৮৬.৯৫	১১৬০৮৪৩৮৬.৯৫	০	৬৮০০	২১৪০	১০০
৫৯	বরিশাল	১৩৫৮১৮২১১৫.৮০	২১৪৭	৪৫৮২	০	০	০	১৩৫৮১৮২১১৫.৮০	১৩৫৮১৮২১১৫.৮০	০	২৫১৪৫৬	৬৫৫৬৫	১০০
৬০	ঝালকাঠি	৪২২৮৮১৩৩.৩১	৫৫৭	৩৮২	৬৫৪৯০	০	০	৪২০৫৮০৪১.০০	৪২০৫৮০৪১.০০	০	২৮৪৬০	১৩০৫১	৯৯.৪১
৬১	ভোলা	৯৫৪৩২১২২.০০	৯০৫	২১২৯	১৬১৪৫০	০	০	৯৫৪৩২১২২.০০	৯৫৪৩২১২২.০০	০	১০১০৫০	৯০৫৬৫	১০০
৬২	পিরোজপুর	৭২৬৩৫৬১৯.৮১	৫৭২	২৩৪২	১০৩০৮০	০	০	৭২৬৩৫৬১৯.৮১	৭২৬৩৫৬১৯.৮১	০	১৭৭৮১৫	৩৪৮৫৫	১০০
৬৩	পটুয়াখালী	৪১৬৯৪০৬৫.০০	৪৮৪	১৩৭০	০	০	০	৪১৬৯৪০৬৫.০০	৪১৬৯৪০৬৫.০০	০	৭৬৭৪৬৫	৩৭৮০১	১০০
৬৪	বরগুনা	৪৮১৭১৭২৯.৭৮	৫১৩	১৭৬৬	৮২২০৩	০	০	৪৬২৭০৬৭৭.৫৯	৪৬২৭০৬৭৭.৫৯	০	৯৬৮৪	৫৯০০	১০০
	সর্বমোট=	**৭৩২৫২০৩৯৯৭.৭৩**	**৬৪১২৬**	**২৬৯৬৭৬**	**৭৭৩৪১২৫**	**০**	**০**	**৭২৯৮০৯৬৭০১.৯**	**৭২৯৬৩৫২৩৭৮.০৮**	**৬৮৬৬৬১ ০২.৫৬**	**৮৯৫৩৫৩১ .৩৩**	**৫০৮৭৩৭২. ৬৫**	**৯৯**

মানিকতলা হতে হেলাচি বাজার পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার পরিদর্শন

গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টিআর-খাদ্যসশ্য/নগদ টাকা) কর্মসূচি

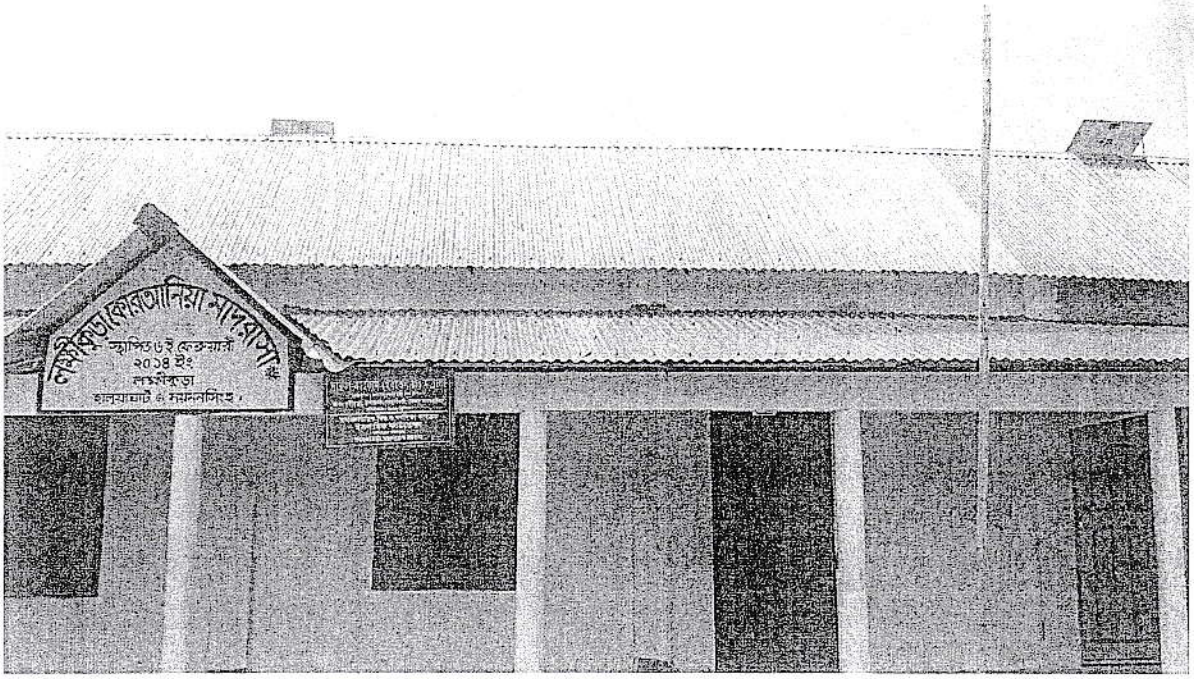

লক্ষীকুড়া কোরআনিয়া মাদরাসায় সোলার প্যানেল স্থাপনঃ উপজেলা-হালুয়াঘাট, জেলা-ময়মনসিংহ।

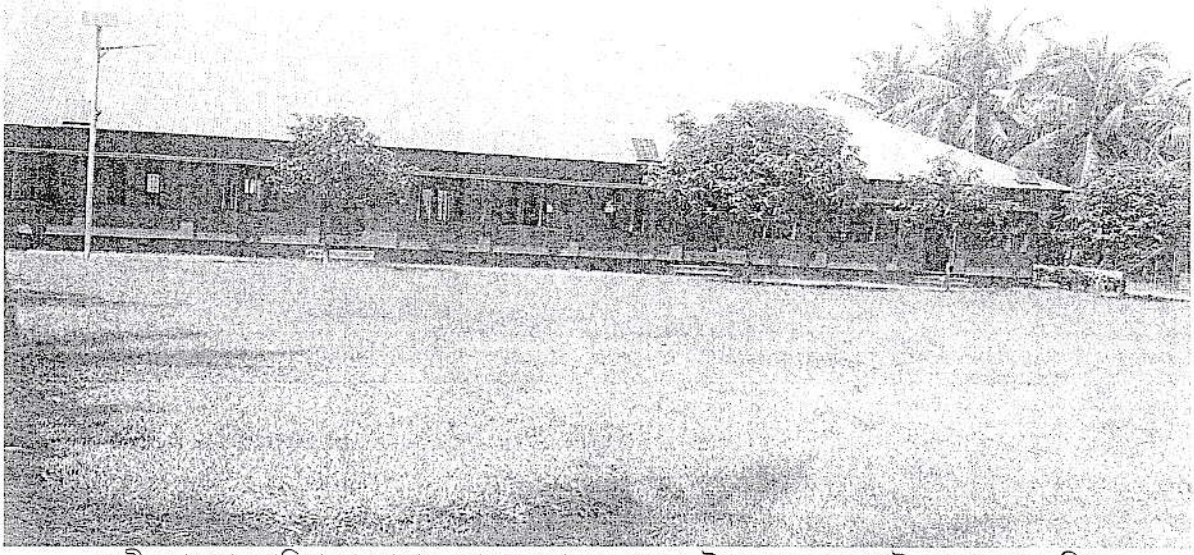

লক্ষীকুড়া কোরআনিয়া মাদরাসায় সোলার প্যানেল স্থাপনঃ উপজেলা-হালুয়াঘাট, জেলা-ময়মনসিংহ।

২.১২.১ গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টি আর-খাদ্যশস্য/ নগদ টাকা) কর্মসূচি নির্দেশিকা

গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচি সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকার নিম্নরূপ নির্দেশিকা জারি করেছে-

২.১২.২ কর্মসূচির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

(ক) সামগ্রিকভাবে দুর্যোগ ঝুঁকি-হ্রাসের জন্য গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং বিদ্যুৎ ও নবায়নযোগ্য জ্বালানির চাহিদা পূরণ।

(খ) গ্রামীণ দরিদ্র জনগণের দুর্যোগ-ঝুঁকিহ্রাস এবং জলবায়ু পরিবর্তন জনিত অভিযোজনে সামাজিক নিরাপত্তা ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে সহায়তার জন্য-

(১) গ্রামীণ এলাকায় অপেক্ষাকৃত দুর্বল ও দরিদ্র জনগণের কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও আর্থসামাজিক উন্নয়ন;

(২) গ্রামীণ এলাকায় খাদ্যশস্য সরবরাহ ও জনগণের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা;

(৩) দারিদ্র্য বিমোচনে ইতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি;

(৪) বিদ্যুৎ ও নবায়যোগ্য জ্বালানির চাহিদা পূরণের মাধ্যমে জৈব জ্বালানির উপর নির্ভরশীলতা কমানো, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং সামগ্রিকভাবে জীবনমানের উন্নয়ন।

(গ) কর্মসূচির উপকারভোগি বাছাই-এই কর্মসূচির আওতায় নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিগণকে উপকারভোগী হিসেবে বাছাই করা যাবেঃ

(১) সর্বোচ্চ ০.৫০ একর পর্যন্ত জমির মালিকানা সম্পন্ন ব্যক্তি;

(২) নদী ভাঙ্গণ ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত ভূমিহীন ব্যক্তি।

২.১২.৩. খাদ্যশস্য/ নগদ অর্থ বরাদ্দ প্রক্রিয়া

(ক) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় বাজেটে বরাদ্দকৃত খাদ্যশস্য/নগদ টাকা এক বা একাধিক কিস্তিতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর বরাবর ন্যস্ত করবে এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর এই সম্পদ জেলা প্রশাসক বরাবর ৪০% জনসংখ্যা, ৪০% দুঃস্থতা এবং ২০% আয়তনের ভিত্তিতে থোক বরাদ্দ প্রদান করবে।

(খ) জেলা প্রশাসক উপরে বর্ণিত ২(ক) অনুসারে বরাদ্দকৃত খাদ্যশস্য/নগদ টাকা পৌরসভা ও উপজেলা ওয়ারি বরাদ্দ করবেন। পৌরসভা/উপজেলা কমিটি বরাদ্দকৃত খাদ্যশস্য/নগদ অর্থেও ২০% রিজার্ভ রেখে অবশিষ্ট খাদ্যশস্য/নগদ অর্থের ৫০% জনসংখ্যা এবং ৫০% আয়তনের ভিত্তিতে পৌরওয়ার্ড/ ইউনিয়ন ভিত্তিক পূনঃবরাদ্দ করে প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করবে।

(গ) উক্ত রিজার্ভ ২০% খাদ্যশস্য/নগদ অর্থ দ্বারা উপজেলা/পৌরসভা কমিটি সরাসরি এমনভাবে পর্যায়ক্রমে প্রকল্প গ্রহণ করবে যেন অব্যাহতভাবে কোন ইউনিয়ন/পৌর ওয়ার্ড বঞ্চিত না হয়। এক্ষেত্রে কমিটি আন্তঃইউনিয়নব্যাপী/ আন্তঃপৌরসভাব্যাপী প্রকল্প গ্রহণে অগ্রাধিকার দিতে পারবে।

(ঘ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় বিশেষ বিবেচনায় মাননীয় সংসদ সদস্য অথবা গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিকট হতে জেলাপ্রশাসকের মাধ্যমে প্রাপ্ত বিশেষ প্রকল্পে খাদ্যশস্য/নগদ টাকা বরাদ্দ করতে পারবে। ক্ষেত্র বিশেষ সরাসরি আবেদনপত্র/আধাসরকারি পত্রের মাধ্যমে প্রাপ্ত বিশেষ প্রকল্পে খাদ্যশস্য/নগদ টাকা বরাদ্দ দেয়া যাবে।

(ঙ) এই মন্ত্রণালয় হতে প্রতিটি নির্বাচনী এলাকার (সংরক্ষিত মহিলা আসন ব্যতীত) অনুকূলে খাদ্যশস্য/নগদ টাকা বিশেষ/থোক বরাদ্দ প্রদান করা যাবে। তবে সংরক্ষিত মহিলা আসনের সদস্যদের অনুকূলে কেবলমাত্র গ্রামীণ নারী উন্নয়নমূলক প্রকল্পে খাদ্যশস্য/নগদ টাকা বিশেষ/থোক বরাদ্দ প্রদান করা যাবে।

(চ) উপজেলা এবং সংসদীয় এলাকা ভিত্তিক প্রতি বছর আগস্ট মাসের মধ্যে সারা বছরের সম্ভাব্য (Notional Allotment)বরাদ্দ জারী করতে হবে।

(ছ) বরাদ্দ প্রদানকারী সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ৪৮ ঘন্টার মধ্যে বরাদ্দ প্রাপকের নিকট বরাদ্দপত্র পৌঁছানো নিশ্চিত করবেন।ইউনিয়নে প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে কোন ওয়ার্ড যাতে অব্যাহতভাবে বঞ্চিত না হয় তাহা নিশ্চিত করতে হবে। সম্ভব হলে ওয়ার্ডের কাঁচা রাস্তার পরিমাণ/শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা/সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করে প্রাপ্তব্য খাদ্যশস্য/ নগদ টাকা ওয়ার্ড ভিত্তিক বিভাজন করতে হবে।

(ঝ) প্রাকৃতিক দুর্যোগ বিশেষ করে জলোচ্ছ্বাস, বন্যা, ঘূর্ণিঝড় ইত্যাদিতে ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তা, বাঁধ, সর্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য জলাশয়, সরকারি প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি তাৎক্ষণিক সংস্কার/মেরামতের প্রয়োজন হলে দ্রুত প্রকল্প গ্রহণের জন্য জেলা প্রশাসক বরাবর বছরের শুরুতেই একটি থোক বরাদ্দ প্রদান করা হবে। দুর্যোগের অব্যবহিত পরেই জেলা প্রশাসক তাঁর অধিক্ষেত্রে বিশেষ বিবেচনায় প্রয়োজন অনুযায়ী এই পরিপত্র অনুসরণ করে এই থোক বরাদ্দ হতে প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করবেন এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের মাধ্যমে বাস্তবায়িত প্রকল্প সম্পর্কে প্রতিবেদন প্রেরণ করবেন।

(ঞ) গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ খাতে প্রকল্প গ্রহণের সময় স্বল্পতা ও বিলম্ব পরিহারের লক্ষ্যে নির্ধারিত কর্মপদ্ধতি অনুযায়ী প্রকল্প বাছাইয়ের সুবিধার্থে নির্ধারিত নিয়মে পৌরসভা, উপজেলা ও নির্বাচনী এলাকা ভিত্তিক একটি সম্ভাব্য প্রদান করা হবে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বাছাইকৃত প্রকল্প তালিকা পাওয়ার পর তা বাস্তায়নের জন্য তালিকা অনু খাদ্যশস্য/নগদ টাকার মূল বরাদ্দ প্রদান করা হবে। কোন পৌরসভা/উপজেলা/নির্বাচনী এলাকা হতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্প তালিকা পাওয়া না গেলে উক্ত বরাদ্দ বাতিল করা যাবে।

(ট) সরকার প্রয়োজনবোধে এই কর্মসূচির অধীনে সমুদয় বরাদ্দ ধর্মীয়/শিক্ষা/জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহের সংস্কার/ উন্নয়নের জন্য ব্যয় করতে পারবে। তবে এসব শিক্ষা/জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান অবশ্যই সরকারের কোন না কোন বিভাগের আওতায় নিবন্ধিত হতে হবে। তবে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে নিবন্ধনের বিষয় শিথিলযোগ্য হবে।

২.১২.৪ প্রকল্পের কাজের ধরন/পরিধি

(ক) গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচির আওতায় নিম্নবর্ণিত কার্যাবলী সম্পাদন করা যাবে-

(১) বিগত বছরে বাস্তবায়িত কাবিখা প্রকল্পের রক্ষণাবেক্ষণ কাজ;

(২) বাঁধ ও রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণ;

(৩) নালা নির্মাণ/ সংস্কার, নর্দমা খনন এবং সংরক্ষণ;

(৪) ধর্মীয়/শিক্ষা/জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানমূহ মেরামত/ উন্নয়ন;

(৫) সেনিটারি ল্যাট্রিন নির্মাণসহ জনস্বাস্থ্য এবং পরিবেশ উন্নয়নকল্পে জনহিতকর কার্য সম্পাদন;

(৬) গ্রামীণ যাতায়াত ব্যবস্থার সুবিধার্থে বাঁশ/কাঠের সাঁকো নির্মাণ;

(৭) বিশুদ্ধ খাবার পানি প্রাপ্তির জন্য এলাকা ভিত্তিক গভীর নলকূপ প্রতিষ্ঠা;

(৮) ব্যক্তি মালিকানাধীন ও বিরোধপূর্ণ জমিতে উপরে উল্লিখিত প্রকল্প গহণ করা যাবে না;

(৯) ব্যক্তি মালিকানাধীন পুকুর যার পানি জনগণ অবাধে ব্যবহার করতে পারে বা পুকুর সংস্কার করবার পরও তাহা অব্যাহত থাকবে এমন নিশ্চয়তা পেলে প্রকল্পটি গ্রহণের বিষয়ে উপজেলা কমিটি বিবেচনা করতে পারে।

(১০) সম্পূর্ণ নতুন প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে জমির প্রাপ্যতা সংক্রান্ত সনদপত্র সংশ্লিষ্ট জমির মালিক/ওয়ারিশ, ইউপি চেয়ারম্যানের প্রত্যয়নপত্র এবং উপজেলা নিবাহী অফিসারের প্রতিস্বাক্ষরসহ প্রকল্প প্রস্তাবের সাথে আব্যশ্যিকভাবে দাখিল করতে হবে।

(১১) বর্ষণের ফলে নির্মিত রাস্তার মাটি যাতে ধূয়ে সরে যেতে না পারে তার জন্য রাস্তার উভয় সাইডে পাকা ওয়াল (রাস্তার উচ্চতার সমান অথবা রাস্তার মাটি রক্ষা করতে পারে এমন উচ্চতা পর্যন্ত) নির্মাণের জন্য প্রকল্প গহণ করা যাবে।এরূপ প্রকল্পের ক্ষেত্রে ৭৫% পর্যন্ত খাদ্যশস্য বিক্রয়লব্ধ অর্থ বা বরাদ্দকৃত নগদ অর্থ ওয়াল নির্মাণ কাজে ব্যয় করা যাবে।

(১২) পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনার্শীপ চুক্তির আওতায় স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বেসরকারি সংস্থা (এনজিও), বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি বিশেষের সহিত আর্থিক ও বাস্তবায়ন উভয় ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ সহযোগে জনকল্যাণমূলক প্রকল্প গ্রহণ করা যাবে।

(১৩) স্বল্প খরচে দরিদ্রতম পরিবারের জন্য জলোচ্ছ্বাস/ বন্যা সীমার উর্ধ্বে ঝড়/ঘূর্ণিঝড়/সাইক্লোন সহনীয় গৃহ নির্মাণ।

(১৪) কাবিখা নির্মিত ব্রিজ কালভার্ট মেরামত।

(১৫) আধুনিক ও উন্নত শিক্ষা সম্প্রসারণে সহায়তার জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা উপকরণ হিসেবে ল্যাপটপ ও মাল্টি-মিডিয়া প্রজেক্টর সরবরাহ।

(১৬) মেরামতাধীন রাস্তায় ও মেরামতাধীন/সংস্কারাধীন সরকারি পুকুর/জলাশয়ে অবৈধ দখল রোধে প্রয়োজনীয় সীমানা পিলার স্থাপন।

(১৭) মেরামতাধীন রাস্তার সীমানা এবং সংস্কারাধীন পুকুর/ জলাশয়ের পাড় বরাবর খাঁচা স্থাপনসহ বৃক্ষ রোপণ।

(১৮) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মসজিদ, মন্দিও, উপাসনালয়, ধর্মীয় ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান, হাট-বাজার, ইউপি ভবনসহ জনসমাগম হয় এমন প্রতিষ্ঠান, স্থানে সোলার সিস্টেম স্থাপন এবং বায়োগ্যাস প্রকল্প বাস্তবায়ন।

(১৯) দুঃস্থ পরিবার পর্যায়ে সোলার সিস্টেম এবং বায়োগ্যাস স্থাপন সংক্রান্ত প্রকল্প বাস্তবায়ন। ক্রমিক নং (১৮) এবং (১৯) এর জন্য মোট বরাদ্দের ৫০% খাদ্যশস্য ব্যয় করতে হবে।

২.১২.৫. প্রকল্প গ্রহণ/বাছাই পদ্ধতি

(ক) গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচির আওতায় নির্মিতব্য সকল রাস্তা বাছাইপূর্বক সীমানা চিহ্নিত করে রাস্তার তালিকা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। এই তালিকার বাইরে কোন রাস্তার প্রকল্প গ্রহণ করতে হলে উপজেলা পর্যায়ের কমিটির পূর্বানুমোদন লাগবে। উপজেলা, জেলা এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরে এই তালিকা রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ রাখতে হবে। তাহা ছাড়াও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের এবং অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে আপডেট অবস্থায় আপলোড রাখতে হবে।

(খ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ প্রকল্প বাছাই ও অনুমোদনপূর্বক বরাদ্দ ছাড়ের জন্য উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রকল্প প্রস্তাব প্রেরণ করবে।

(গ) উপজেলা কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্পের অগ্রাধিকার তালিকা দাখিলে ব্যর্থ হলে জেলা কর্তৃপক্ষ সম্ভাব্য বরাদ্দ বাতিল করে অন্য উপজেলা/ইউনিয়নে উপ বরাদ্দ করতে পারবে। উপজেলা কর্তৃপক্ষের নিকট হতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্প তালিকা না পাইলে উক্ত বরাদ্দ বাতিল করা যাবে।

(ঘ) উপজেলা কর্তৃপক্ষ প্রকল্পের অগ্রাধিকার তালিকা প্রণয়নের পূর্বে প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাইসহ প্রাক জরিপ/ প্রাক্কলন কেবলমাত্র মাটির কাজের জন্য) গ্রহণ করবে। কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর প্রভাবে প্রভাবান্বিত না হয়ে রাস্তা প্রকল্পের ক্ষেত্রে উপকারভোগী জনসংখ্যা, আন্তঃগ্রাম/আন্তঃ ইউনিয়ন যোগাযোগের প্রয়োজনীয়তা, সরকারি/ বেসরকারি/সামাজিক/ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগের প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করে অগ্রাধিকার নির্ধারণ করতে হবে। শিক্ষা/সামাজিক ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সংস্কার/মেরামত/উন্নয়ন জাতীয় প্রকল্পের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানটির গুরুত্ব এবং উহার দ্বারা উপকৃত জনগণের সংখ্যা/প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থা ইত্যাদি বিবেচনা করে অগ্রাধিকার নির্ধারণ করতে হবে।

(ঙ) সম্ভাব্যতা যাচাইয়ে যদি কোন প্রকল্প কারিগরি ত্রুটিযুক্ত (আনফিজিবল) হয়, তবে বিকল্প প্রস্তাব গ্রহণ করা যাবে। ইহা ছাড়াও যেই সকল প্রকল্পের ক্ষেত্রে খাদ্যশস্য নগদায়ন হবে সেক্ষেত্রে যুক্তিসহকারে নগদায়নের পরিমাণ উল্লেখ করে প্রয়োজনীয় সুপারিশ করতে হবে। বিশেষ ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন-বন্যা, অতিবর্ষণজনিত কারণে রাস্তার ব্যাপক ক্ষতি হলে সেসব রাস্তা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গ্রহণ করা যাবে।

(চ) উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা ইউনিয়ন কমিটির নিকট হতে প্রাপ্ত প্রকল্পসমূহের প্রাক জরিপ ও প্রাক্কলন (কেবলমাত্র মাটির কাজের জন্য) সমাপ্তির পর উপজেলা গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ কমিটিতে অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করবেন। উপজেলা কমিটি তাহা পর্যালোচনাপূর্বক অনুমোদন করবে এবং সুপারিশসহ জেলা কর্ণধার কমিটি বরাবর প্রেরণ করবে।

(ছ) পৌরসভা/উপজেলা গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষাণাবেক্ষণ কমিটির সাভায় উপস্থিত অধিকাংশ সদস্যের সম্মতির ভিত্তিতে উপস্থাপিত প্রকল্পসমূহ অনুমোদন করতে হবে।

(জ) পৌরসভা/উপজেলা কমিটির সভার কার্যবিবরণীসহ অনুমোদিত প্রকল্প তালিকা সংশ্লিষ্ট জেলা কমিটির সভায় চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করতে হবে।

(ঝ) অর্থ বৎসরের শুরুতেই পৌরসভার ওয়ার্ড কাউন্সিলর প্রকল্প বাছাই পূর্বক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্প প্রস্তাব পৌরসভায় প্রেরণ করবেন। উক্ত প্রকল্প প্রস্তাব পাওয়ার পর পৌরসভার নির্বাহী/সহকারীপ্রকৌশলী প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাইসহ প্রাক জরিপ গ্রহণ করবেন এবং পৌরসভা এলাকা অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ কমিটির সভায় বিবেচনার জন্য উপস্থাপন করবেন। উপস্থাপিত প্রকল্পসমূহ পৌরসভা কমিটির সভায় চূড়ান্তক্রমে অগ্রাধিকার নির্ধারণ করে জেলা কর্ণধার কমিটির নিকট চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করতে হবে। কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর প্রভাবে প্রভাবান্বিত না হয়ে রাস্তা প্রকল্পের ক্ষেত্রে উপকারভোগী জনসংখ্যা, আন্তঃগ্রাম/আন্তঃইউনিয়ন যোগাযোগতা, সরকারি/ বেসরকারি/ সামাজিক/ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগতা ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করে অগ্রাধিকার নিধারণ করতে হবে। শিক্ষা/সামাজিক/ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সংস্কার/মেরামত/উন্নয়ন জাতীয় প্রকল্পের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানটির গুরুত্ব এবং এর দ্বারা উপকৃত জনগণের সংখ্যা/প্রতিষ্ঠানের অর্থিক অবস্থা ইত্যাদি বিবেচনা করে অগ্রাধিকার নির্ধারণ করতে হবে।

(ঞ) জেলা কর্ণধার কমিটি প্রাপ্ত প্রকল্পসমূহের অগ্রাধিকার তালিকা চূড়ান্ত অনুমোদন প্রদান করবে এবং জেলা প্রশাসক অনুমোদিত প্রকল্প অনুযায়ী খাদ্যশস্য/নগদ টাকা ছাড় করবার জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরকে অনুরোধ করবেন। খাদ্যশস্য/নগদ টাকার মূল বরাদ্দ পাওয়ার পর জেলা প্রশাসক ইউনিয়নভিত্তিক প্রকল্পের বিপরীতে খাদ্যশস্য/ নগদ টাকা পূনঃবরাদ্দ প্রদান করবেন।

(ট) (১) পৌরসভা হতে প্রাপ্ত প্রকল্প নিম্নরূপ উপ-কমিটির মাধ্যমে যাচাই বাছাই প্রত্যয়নসহ জেলা কর্ণধার কমিটিতে পেশ করতে হবে।

যাচাই- বাছাই উপ কমিটি

পৌরসভার নির্বাহী কর্মকর্তা

(নির্বাহী কর্মকর্তা না থাকিলে পৌরসভারমেয়র কর্তৃক মনোনীত প্যানেল চেয়ারম্যান)	সভাপতি
জেলা পরিষদের প্রতিনিধি	সদস্য
জনস্বাস্থ্ প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রতিনিধি	সদস্য
এনজিও প্রতিনিধি (যদি থাকে)	সদস্য
সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড কাউন্সিলর	সদস্য
সংশ্লিষ্ট উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা	সদস্য
সচিব, পৌরসভা	সদস্য
পৌরসভার নির্বাহী/ সহকারী প্রকৌশলী	সদস্য সচিব

(২) ইউনিয়ন হতে প্রাপ্ত প্রকল্প নিম্নরূপ উপ কমিটির মাধ্যমে যাচাই বাছাই করিয়া প্রত্যয়নসহ জেলা কর্ণধার কমিটিতে পেশ করতে হবে।

যাচাইবাছাই উপকমিটি

উপজেলা নির্বাহী অফিসার	সভাপতি
উপজেলা প্রকৌশলী	সদস্য
পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রতিনিধি (যদি থাকে)	সদস্য
জেলা পরিষদের প্রতিনিধি	সদস্য
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রতিনিধি	সদস্য
এনজিও প্রতিনিধি (যদি থাকে)	সদস্য
সংশ্লিষ্ট ইউপি চেয়ারম্যান	সদস্য
ফিল্ড সুপারভাইজার	সদস্য
উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা	সদস্য সচিব

২.১২.৬. গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য কমিটিসমূহ

(ক) **জেলা কর্ণধার কমিটি**

১।	জেলার সকল মাননীয় সংসদ সদস্য	উপদেষ্টা
২।	জেলাপ্রশাসক	সভাপতি
৩।	পুলিশ সুপার	সদস্য
৪।	উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান (সকল)	সদস্য
৫।	উপ-পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ	সদস্য
৬।	উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল)	সদস্য
৭।	পৌরসভার মেয়র (সকল)	সদস্য
৮।	নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড	সদস্য
৯।	নির্বাহী প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর	সদস্য
১০।	জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক	সদস্য
১১।	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	সদস্য
১২।	জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা	সদস্য
১৩।	বিভাগীয় বন কর্মকর্তা	সদস্য
১৪।	উপ-পরিচালক, সমাজ সেবা অধিদপ্তর	সদস্য
১৫।	জেলা হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা	সদস্য
১৬।	উপ-পরিচালক, জেলা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর	সদস্য
১৭।	উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা (সকল)	সদস্য
১৮।	জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা	সদস্য সচিব

(খ) জেলা কর্ণধার কমিটির কর্মপরিধি

(১) উপজেলা পর্যায়ে প্রণীত সকল গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচির প্রকল্প পর্যালোচনা ও অনুমোদন।

(২) অনুমোদিত প্রতিটি প্রকল্পের বিপরীতে খাদ্যশস্যে/নগদ টাকার বরাদ্দ আদেশ জারীকরণ।

(৩) জেলাধীন গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচির বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা ও উহার সুষ্ঠু বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণ।

(৪) উপজেলা কর্তৃক প্রকল্পের বিপরীতে ছাড়কৃত খাদ্যশস্য/ নগদ টাকার সঠিক ব্যবহার হচ্ছে কি না এবং শ্রমিকদিগকে তাহাদের ন্যায্য পারিশ্রমিক প্রদান করা হচ্ছে কি না উহার নিশ্চয়তা বিধান।

(৫) উপরন্তু কোন প্রতিবন্ধকতা বা ত্রুটি নজরে আসলে প্রতিবিধানের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরকে প্রয়োজনে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সুপারিশ প্রদান।

(৬) এই কর্মসূচির আওতায় মঞ্জুরিকৃত খাদ্যশস্য/ নগদ টাকার আত্মসাৎ/অপচয় রোধ করিবার জন্য সতর্ক থাকা এবং এতদসংক্রান্ত প্রতিটি অভিযোগের তদন্ত করে উহার উপর যথাসত্তর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

(৭) বিচারাধীন মামলাসমূহের বিচার ত্বরান্বিত করিবার জন্যপ্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।

(৮) প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি , পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের নিমিত্ত প্রতি মাসে কমপক্ষে একবার বৈঠকে বসা এবং মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরে প্রেরণ।

(৯) অন্যান্য সভার সাথে একত্রে এই সভা অনুষ্ঠান না করে যথেষ্ট সময় নিয়ে পৃথকভাবে এ সভা অনুষ্ঠান করা।

(১০) সকল প্রকল্প তালিকা প্রাপ্তির পর সভা অনুষ্ঠানের প্রবণতা পরিহার করে নির্ধারিত তারিখের মধ্যে যেসব প্রকল্প তালিকা পাওয়া যাবে তা নিয়ে সভা অনুষ্ঠান করে প্রকল্প অনুমোদন করা।

(১১) দুই সভার মধ্যবর্তী সময়ে উপজেলা হতে প্রকল্প তালিকা পেলে পরবর্তী সভার অনুমোদন সাপেক্ষে তা অনুমোদন করা।

(গ) গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত উপজেলা কমিটি

১।	স্থানীয় মাননীয় সংসদ সদস্য	উপদেষ্টা
২।	উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান	সভাপতি
৩।	উপজেলা নির্বাহী অফিসার	সহ সভাপতি
৪।	উপজেলা পরিষদ ভাইসচেয়ারম্যানদ্বয়	সদস্য
৫।	উপজেলা প্রকৌশলী	সদস্য
৬।	উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা	সদস্য
৭।	উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা	সদস্য
৮।	উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা	সদস্য
৯।	উপজেলা হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা	সদস্য
১০।	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা	সদস্য
১১।	উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক	সদস্য
১২।	উপ-সহকারী প্রকৌশলী (জ.স্বা. প্র)	সদস্য
১৩।	উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা	সদস্য
১৪।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান	সদস্য
১৫।	উপজেলার ৪জন গণ্যমান্য ব্যক্তি, ১ জন শিক্ষক ও ১ জন মহিলাসহ সর্বমোট ৬ জন (উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
১৬।	উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা	সদস্য সচিব

(ঘ) গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত উপজেলা কমিটির কর্মপরিধি

(১) অর্থ বছরের শুরুতেই ইউনিয়ন ভিত্তিক প্রকল্পের অগ্রাধিকার তালিকা প্রস্তুত করে জেলা কর্ণধার কমিটিতে প্রেরণ।

(২) প্রাপ্ত খাদ্যশস্য/নগদ টাকা নির্ধারিত অনুপাতে ইউনিয়ন ভিত্তিক বরাদ্দ নিশ্চিত করা।

(৩) উপজেলা গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ কমিটি সম্পদ /নগদ টাকার সুষ্ঠু ব্যবহার, যাবতীয় প্রতিবেদন প্রণয়ন, প্রাপ্ত ও ব্যয়িত খাদ্যশস্য/নগদ টাকার হিসাব সংরক্ষণ নিশ্চিত করা।

(৪) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সকল প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন ও তদারকির মাধ্যমে বরাদ্দকৃত খাদ্যশস্য/নগদ টাকার সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করা।

(৫) সরকারি কর্মকর্তাগণের পরিবীক্ষণ ও তদন্ত প্রতিবেদন এবং সুপারিশসমূহ পর্যালোচনা করা এবং যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

(৬) কাজের মৌসুমে প্রতিমাসে প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির উপর প্রতিবেদন প্রস্তুত করে তা জেলা প্রশাসক এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরে প্রেরণ করা।

(৭) কমিটির সভায় মাননীয় উপদেষ্টাসহ সকল সদস্যকে উপস্থিত থাকবার জন্য আমন্ত্রণ পত্র/ নোটিশ প্রাপ্তি নিশ্চিত করা।

(৮) সকল প্রকল্প তালিকা প্রাপ্তির পর সভা অনুষ্ঠানের প্রবণতা পরিহার করে নির্ধারিত তারিখের মধ্যে যে সকল প্রকল্প তালিকা পাওয়া যাবে তা নিয়েই সভা অনুষ্ঠান করে প্রকল্প অনুমোদন করা।

(৯) দুই সভার মধ্যবর্তী সময়ে উপজেলা হতে প্রকল্প তালিকা পেলে পরবর্তী সভার অনুমোদন সাপেক্ষে অনুমোদন করা।

(১০) ইউনিয়ন কমিটির সভা অনুষ্ঠান নিশ্চিত করবার লক্ষ্যে উপজেলা কমিটির প্রতিনিধি ইউনিয়ন কমিটির সভায় উপস্থিত থাকবার ব্যবস্থা করা।

(১১) পরিপত্রের নির্দেশনা অনুসরণ করে পিআইসি গঠিত হয়েছে কিনা তা নিশ্চিত হয়ে উপজেলা কমিটি কর্তৃক পিআইসি অনুমোদন করা।

২.১২.৭ বরাদ্দ আদেশ জারী, অবমুক্তি আদেশ, খাদ্যশস্য/নগদ টাকা উত্তোলন, বন্টন এবং হিসাব সংরক্ষণ

(ক)খাদ্যশস্য/নগদ টাকা ছাড়ের সাধারণ শর্ত

উপজেলা নির্বাহী অফিসার কেবলমাত্র নিম্নবর্ণিত শর্তাবলী পূরণ হলেই সাধারণ বরাদ্দক্ষেত্রে নথিতে উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যানের অনুমোদন নিয়ে এবং বিশেষ বরাদ্দের ক্ষেত্রে তিনি নিজে উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক/উপজেলা হিসাব রক্ষণ অফিসারের নিকট প্রথম কিস্তি ও খাদ্যশস্যের/নগদ টাকার জন্য অধিযাচন পত্র দাখিল করবেন।

১. প্রকল্প বাবায়ন কমিটি গঠন এবং তাহা পরিপত্র অনযায়ী অনুমোদন।

২. প্রকল্প এলাকায় সাইনবোর্ড স্থাপন (সোলার প্যানেল স্থাপনের ক্ষেত্রে সাইন বোর্ড প্রযোজ্য হবে না)।

৩. প্রকল্প কমিটি কর্তৃক চুক্তিনামা সম্পাদন।

৪. প্রিওয়ার্ক মেজারমেন্ট সম্পাদন ও মেজারমেন্ট রিপোর্ট নথিতে সংযোজন।

৫. সোলার সিস্টেম ও বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপনের ক্ষেত্রে পিআইও কর্তৃক সম্ভাব্যতা যাচাই প্রতিবেদন নথিতে সংযোজন।

৬. সোলার সিস্টেম ও বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপনের ক্ষেত্রে পিআইও কর্তৃক প্রাক্কলন প্রস্তুত ও অনুমোদিত প্রাক্কলন নথিতে সংযোজন।

(খ) বিশেষ বরাদ্দের ক্ষেত্রে

(১) জেলা কর্ণধার কমিটির সভাপতি জেলা প্রশাসক গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচির বিশেষ বরাদ্দের সকল অনুমোদিত প্রকল্পের জন্য উপজেলা নির্বাহী অফিসারের অথবা ক্ষেত্রমতে পৌরসভা মেয়রের বা সার্কেল অফিসার, তেজগাঁও এর অনুকূলে প্রতিটি অনুমোদিত প্রকল্পের নাম এবং প্রকল্পওয়ারি খাদ্যশস্যের পরিমাণ/নগদ টাকা উল্লেখ করে বরাদ্দ আদেশ (A.O.) জারি করবেন। একইসাথে দুর্যোগব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর হতে প্রাপ্ত খাদ্যশস্যেও পরিবহণ ও আনুসঙ্গিক খরচের থোক বরাদ্দ উত্তোলনপূর্বক উপজেলা নির্বাহী অফিসারের অথবা ক্ষেত্রমতে পৌরসভা মেয়রের বা সার্কেল অফিসার, তেজগাঁও এর অনুকূলে প্রেরণ করবেন। প্রাপ্ত বরাদ্দের অতিরিক্ত পরিবহণ ও আনুষঙ্গিক খরচের জন্য অর্থের প্রয়োজন হলে জেলা প্রশাসকগণ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের নিকট পরবর্তী পর্যায়ে যৌক্তিকতাসহ চাহিদা পত্র প্রেরণ করতে পারবেন।

(২) অনুমোদিত প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির চেয়ারম্যান/সদস্য-সচিব পণ্য অধিযাচন ফরম(সংলগ্নী-৩) এর মাধ্যমে গম/চাল/নগদ টাকা এর জন্য উপজেলা/পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে (ঢাকা সিটি কর্পোরেশন ব্যতীত) উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা/জেলাপ্রশাসক এর নিকট চাহিদা পত্র দাখিল করবেন। উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা চাহিদার যথার্থতা যাচাই পূর্বক গম/চাল/নগদ টাকা প্রদানের সুপারিশসহ উপজেলা ও পৌরসভার ক্ষেত্রে উপজেলা নির্বাহী অফিসার এবং সিটি কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে (ঢাকা সিটি কর্পোরেশন ব্যতীত) জেলাপ্রশাসক এর নিকট প্রস্তাব পেশ করবেন। সে মোতাবেক উপজেলা ও পৌরসভার ক্ষেত্রে উপজেলা নির্বাহী অফিসার এবং সিটি কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে (ঢাকা সিটি কর্পোরেশন ব্যতীত) জেলাপ্রশাসক খাদ্যশস্য/নগদ টাকা ছাড় করবেন (ডি,ও প্রদান করবেন)। উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন বাস্তবায়ন কর্মকর্তা/ডিআরআরও/উপজেলা/ পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশনের (ঢাকা সিটি কর্পোরেশন ব্যতীত) প্রকল্পসমূহ প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, তদারকী এবং এর প্রতিবেদন দাখিল ও হিসাব সংরক্ষণ করবেন।

সার্কেলের নিকট প্রস্তাব পেশ করবেন। সার্কেল অফিসার(উন্নয়ন) তেজগাঁও সার্কেল অনুমোদিত প্রকল্পের বিপরীতে গম/চাউল/নগদ টাকা এর অর্পণাদেশ জারী করবেন।

(৪) প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির চেয়ারম্যান/তাহার মনোনীত প্রতিনিধি অর্পণাদেশ বলে খাদ্যশস্য/নগদ টাকা উত্তোলন করতে পারবেন।

(৫) ২(ঘ) ও ৪(থ) অনুচ্ছেদের আওতায় গৃহীত প্রকল্পসমূহ জেলাপ্রশাসক খাদ্যশস্য/নগদ টাকা উপজেলা নির্বাহী অফিসারের অনুকূলে বরাদ্দ করবেন। উপজেলা নির্বাহী অফিসার/ জেলাপ্রশাসক ক্ষেত্রমতে পিআইসি গঠন ও অনুমোদনসহ পরিপত্র অনুসারে প্রকল্প বাস্তবায়ন করবেন।

(৬) অনুমোদিত প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দকৃত খাদ্যশস্য সংশ্লিষ্ট প্রকল্প এলাকায় খাদ্য গুদাম হতে উত্তোলন করতে হবে।

(৭) কোন প্রকল্পের বরাদ্দ ৩.০০০ মে.টন/সমমূল্যের টাকা বা ততোধিক হলে তা একাধিক কিস্তিতে ছাড় করতে হবে। একাধিক কিস্তির ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী কিস্তির খাদ্যশস্য/নগদ টাকার মাস্টার রোল সমন্বয় করা ব্যতীত পরবর্তী কিস্তির খাদ্যশস্য/নগদ টাকা ছাড় করা যাবে না।

(গ) সাধারণ বরাদ্দের ক্ষেত্রে খাদ্য/নগদ টাকা উত্তোলন আদেশ প্রদান

(১) জেলা কর্ণধার কমিটির সভাপতি জেলাপ্রশাসক গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচির সাধারণ বরাদ্দের সকল অনুমোদিত প্রকল্পের জন্য উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যানের অনুকূলে প্রতিটি অনুমোদিত প্রকল্পের নাম এবং প্রকল্পওয়ারি খাদ্যশস্যের পরিমাণ/নগদ টাকা উল্লেখ করিয়া বরাদ্দ (G.O.) জারী করবেন। একই সাথে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর হতে প্রাপ্ত খাদ্যশস্যের পরিবহণ ও আনুষংগিক খরচের থোক বরাদ্দ উত্তোলনপূর্বক উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যানের অনুকূলে প্রেরণ করবেন। প্রাপ্ত বরাদ্দের অতিরিক্ত পরিবহণ ও আনুষংগিক খরচের জন্য অর্থের প্রয়োজন হলে জেলা প্রশাসকগণ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের নিকট পরবর্তী পর্যায়ে যৌক্তিকতাসহ চাহিদাপত্র প্রেরণ করতে পারবনে।

(২) অনুমোদিত প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির চেয়ারম্যান পণ্য অধিযাচন ফরম (সংলগ্নি-৩) এর মাধ্যমে গম/চাল/নগদ টাকার জন্য উপজেলা/পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে (ঢাকা সিটি কর্পোরেশন ব্যতিত) উপজেলাপ্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার নিকট চাহিদা পত্র দাখিল করবেন। উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার চাহিদার যথার্থতা যাচাইপূর্বক গম/চাল/নগদ টাকা প্রদানের সুপারিশসহ উপজেলা নির্বাহী অফিসার এবং সিটি কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে (ঢাকা সিটি কর্পোরেশন ব্যতীত) জেলাপ্রশাসক এর নিকট প্রস্তাব পেশ করবেন। উপজেলার অনুকূলে সাধারণ বরাদ্দের ক্ষেত্রে উপজেলা নির্বাহী অফিসার নথিতে উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যানের অনুমোদন নিয়েপ্রকল্প চেয়ারম্যান বরাবরে খাদ্যশস্য/নগদ টাকা ছাড় করবেন।অন্যান্য বরাদ্দ ও পৌরসভার ক্ষেত্রে উপজেলা নির্বাহী অফিসার এবং সিটি কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে (ঢাকা সিটি কর্পোরেশন ব্যতীত) জেলাপ্রশাসক প্রকল্প চেয়ারম্যান বরাবরে খাদ্যশস্য/নগদ টাকা ছাড় করবেন (D.O)। উপজেলা নির্বাহী অফিসার/ জেলাপ্রশাসক এর অনুপস্থিতিতে বা অক্ষমতাজনিত কারণে সম্পদ বা নগদ টাকা উত্তোলনের আদেশ জারি করা সম্ভব না হলে উপজেলা নির্বাহী অফিসার/ভারপ্রাপ্ত জেলাপ্রশাসক ডি,ও স্বাক্ষর করবেন। উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা উপজেলা/ পৌরসভা/ সিটি কর্পোরেশনের (ঢাকা সিটি কর্পোরেশন ব্যতীত) প্রকল্পসমূহ প্রণয়ন,বাস্তবায়ন এবং ইহা তদারকি প্রতিবেদন দাখিল ও হিসাব সংরক্ষণ করবেন। গৃহিত প্রকল্পসমূহ সঠিক বাস্তবায়নের জন্য উপজেলা/পৌরসভা কমিটি দায়ী থাকবেন।

(৩) ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে অনুমোদিত প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির চেয়ারম্যানগণ অধিযাচন ফরম (সংলগ্নি-৩) এর মাধ্যমে গম/চাল/নগদ টাকা এর জন্য পিআইও, তেজগাঁও সার্কেল এর নিকট চাহিদা পত্র দাখিল করবেন। পিআইও,তেজগাঁও সার্কেল উহার যথার্থতা যাচাই পূর্বক অর্পণাদেশ জারি করবার জন্য সুপারিশসহ সার্কেল অফিসার (উন্নয়ন), তেজগাঁও সার্কেলের নিকট প্রস্তাব পেশ করবেন। সার্কেল অফিসার (উন্নয়ন), তেজগাঁও সার্কেল অনুমোদিত প্রকল্পের বিপরীতে গম/চাল/নগদ টাকার অর্পণাদেশ জারি করবেন।

(৪) প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির চেয়ারম্যান/তাহাঁর মনোনীত প্রতিনিধি অর্পণাদেশ বলে খাদ্যশস্য/নগদ টাকা উত্তোলন করতে পারবেন।

(৫) ২(ঘ) ও ৪(থ) অনুচ্ছেদের আওতায় গৃহীত প্রকল্পসমূহ জেলাপ্রশাসক খাদ্যশস্য/নগদ টাকা উপজেলা নির্বাহী অফিসারের অনুকূলে বরাদ্দ করবেন। উপজেলা নির্বাহী অফিসার/জেলাপ্রশাসক ক্ষেত্রমতে পিআইসি গঠন ও অনুমোদনসহ পরিপত্র অনুসারে প্রকল্প বাস্তবায়ন করবেন।

(৬) অনুমোদিত প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দকৃত খাদ্যশস্য সংশ্লিষ্ট প্রকল্প এলাকায় খাদ্য গুদাম ঘরে উত্তোলন করতে হবে।

(৭) কোন প্রকল্পের বরাদ্দ ৩.০০০ মে: টন/সমমূল্যেও টাকা বা ততোধিক হলে তা একাধিক কিস্তিতে ছাড় করতে হবে। একাধিক কিস্তির ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী কিস্তির খাদ্যশস্য/নগদ টাকার মাস্টার রোল সমন্বয় করা ব্যতীত পরবর্তী কিস্তির খাদ্যশস্য/নগদ টাকা ছাড় করা যাবে না।

২.১২.৮. অব্যায়িত খাদ্যশস্য/ নগদ টাকা

(ক) প্রকল্প সমাপ্তির পর অব্যয়িত খাদ্যশস্য/নগদ টাকা অবশিষ্ট থাকবার কথা নহে। বিশেষত খাদ্যশস্য/নগদ টাকা উত্তোলনের সময়ই উহার প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করে উত্তোলনের কথা। ইহা সত্ত্বেও যদি কোন প্রকল্পের কোন কারণে খাদ্যশস্য/নগদ টাকা উত্তোলনের পর অব্যয়িত থেকে যায় তা সাথে সাথেই নিষ্পত্তি করা প্রয়োজন। সেজন্য খাদ্যশস্য দ্বারা বাস্তবায়িত প্রকল্প সমাপ্তির ৪৫ দিনের মধ্যে অব্যয়িত খাদ্যশস্যের প্রচলিত একক মূল্য (সরকারের নির্ধারিত মূল্যে)/উত্তোলনকৃত নগদ টাকা সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার/উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির নিকট হতে আদায় করে সরকারি কোষাগারে নির্ধারিত খাতে জমা দিয়ে, জমা নিশ্চিত হবার পর উহার চালানের কপি রেজিস্ট্রি ডাকযোগে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরে প্রেরণ করবেন। নির্ধারিত সময় সীমার মধ্যে খাদ্যশস্যের মূল্য/নগদ টাকা প্রদান করতে ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট দায়ি প্রকল্প চেয়ারম্যানের নিকট হতে দ্বিগুণ হারে উহার মূল্য (সরকার নির্ধারিত মূল্য)/ নগদ টাকা আদায় করা হবে। প্রকল্প সমাপ্তির ৪৫ দিনের মধ্যে একক মূল্য/ নগদ টাকা এবং অনাদায়ী ৯০ দিনের মধ্যে দ্বিগুণ মূল্য/দ্বিগুণ টাকা সংশ্লিষ্ট প্রকল্প চেয়ারম্যান জমা দানে ব্যর্থ হলে দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে, সার্টিফিকেট/ফৌজদারি মামলার মাধ্যমে উক্ত মূল্য আদায় করা হবে।

(খ) কোন প্রকল্পে খাদ্যশস্য/নগদ টাকা অব্যয়িত থাকলে তাহা অবশ্যই স্থায়ী রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধ করতে হবে।

(গ) কোন প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির চেয়ারম্যান একক মূল্য/নগদ টাকা জমা করে দ্বিগুণ মূল্যের/দ্বিগুণ টাকার দায় হতে অব্যাহতি প্রার্থনায় এই বিভাগের সচিব বরাবরে আবেদন করতে পারবেন এবং তিনি বিষয়টি বিবেচনা করতে পারবেন।

২.১২.৯. সোলার সিস্টেম স্থাপন/বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপন

গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ/সংস্কার(টিআর/কাবিখা/খাদ্যশস্য/নগদ টাকা) কর্মসূচির আওতায় সোলার হোম সিস্টেম, সোলার মিনি/মাইক্রো/ন্যানো গ্রিড,সৌর সেচ পাম্প,বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট ও উন্নত চুলা প্রকল্প বাস্তবায়ন নির্দেশিকা।

২.১২.১০. ভূমিকা

গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টিআর-খাদ্যশস্য/নগদ টাকা)/গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা-খাদ্যশস্য/নগদ টাকা) কর্মসূচির আওতায় ৫০% খাদ্যশস্য এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ৫০% নগদ টাকা স্কুল কলেজ, মসজিদ, মাদ্রাসা, এতিমখানা, কমিউনিটি ক্লিনিক, হাট-বাজার ইউনিয়ন পরিষদ ভবনসহ জনসমাগম হয় এমন স্থানে সোলারপ্যানেল স্থাপন এবং পরিবার, প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে বায়োগ্যাস প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীয় কার্যালয়ের ২১.০৭.২০১৪ খ্রি. তারিখের ১৬৯(৪) নং স্মারকে নির্দেশনা জারী করা হয়। এ প্রেক্ষিতে ইতোমধ্যে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় হতে০৯/১২/২০১৪ খ্রি. তারিখে গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ(টিআর) এবং গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা) বিষয়ে জারীকৃত ৫১.০০.০০০০.৪২২.২২.০০২.১৩-২২৭ ও ৫১.০০.০০০০.৪২২.২২.০০২.১৩-২২৮ নং নির্দেশিকায় উক্ত বিষয়কে অন্তর্ভূক্ত করা হয়।কিন্তু সোলারপ্যানেল ও বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপন প্রকল্পগ্রহণ ও এর বাস্তবায়ন পদ্ধতি টিআর/কাবিখার প্রচলিত প্রকল্প হতে ভিন্ন। তাই গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ(টিআর-খাদ্যশস্য/নগদ টাকা) এবং গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা-খাদ্যশস্য/নগদ টাকা) কর্মসূচির আওতায় প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বাস্তবায়ন পদ্ধতি অনুসৃত হবে।

২.১২.১১. প্রকল্পের প্রকারভেদ

গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ(টিআর-খাদ্যশস্য/নগদ টাকা) এবং গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা-খাদ্যশস্য/নগদ টাকা) কর্মসূচির আওতায় নিম্নোক্ত প্রকারের প্রকল্প গ্রহণ করা যাবে-

ক) সোলার হোম সিস্টেম
খ) সোলার মিনি/মাইক্রো/ন্যানো গ্রিড
গ) সোলার সেচ পাম্প
ঘ) বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট
ঙ) উন্নত চুলা

২.১২.১২. এ কর্মসূচির আওতায় সোলার হোম সিস্টেম, সোলার মিনি/মাইক্রো/ন্যানো গ্রীড, সোলার সেচ পাম্প, বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট ও উন্নত চুলা স্থাপন

ক) শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, কমিউনিটি ক্লিনিক,ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, এতিমখানা, হাট-বাজার ইউনিয়ন পরিষদ ভবনসহ জনসমাগম হয় এমন স্থানসমুহ এবং দু:স্থ পরিবার পর্যায়ে প্রকল্প নির্বাচনের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেয়া যেতে পারে।

খ) সোলারহোম সিস্টেম স্থাপন সংক্রান্ত প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত ও নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সুবিধা নেই এমন অঞ্চল এবং আদর্শ গ্রাম/আশ্রয়ণ প্রকল্প সমূহ অগ্রাধিকার প্রাপ্ত হবে।

২.১২.১৩. প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা

দেশব্যাপী উন্নত মানের সোলার হোম সিস্টেম,সোলার মিনি/মাইক্রো/ন্যানো গ্রীড, সোলার সেচ পাম্প,বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট ও উন্নত চুলা স্থাপন করাসহ এর বিক্রয়োত্তর সেবা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড (ইডকল) এর নবায়নযোগ্য শক্তি সময়সূচির অধীনে কর্মরত সহযোগী সংস্থাসমূহের মধ্য হতে সক্ষমতা বিবেচনায় ইডকলকর্তৃক উপজেলা/পৌরসভা ভিত্তিক একটি করে সহযোগী সংস্থাকে মনোনয়ন দেয়া হবে। ইডকল মনোনীত উক্ত সংস্থার ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি উপজেলা/পৌরসভা ইউনিয়ন হতে প্রাপ্ত প্রকল্প যাচাই বাছাই করার নিমিত্তে গঠিত কমিটির সদস্য হবে এবং উক্ত প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় সামগ্রী সরবরাহসহ কারিগরি সহযোগিতা প্রদান করবে। প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি ও ইডকল কর্তৃক মনোনীত সংস্থার মধ্যে প্রকল্প বাস্তবায়ন বিষয়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত খসড়া অনুযায়ী একটি সমঝোতা চুক্তি/অঙ্গীকার নামা স্বাক্ষরিত হবে (পরিশিষ্ট-১)। যে সকল উপজেলা, পৌরসভা এবং জেলায় অদ্যাবধি ইডকলের সহযোগী সংস্থা মনোয়ন দেয়া হয় নি সে সকল উপজেলা, জেলা এবং পৌরসভার সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক সরবরাহকারী সংস্থা মনোনয়ন প্রদান করবেন।

২.১২.১৪. অর্থায়ন পদ্ধতি

প্রকল্প প্রণয়নের সময় ৫ বছরের ফ্রি সার্ভিসসহ প্রকল্প ব্যয় নিরুপণ করা হবে। এ ধরনের প্রকল্প টিআর/ কাবিখা কর্মসূচির অর্থায়নে বাস্তবায়িত হবে। প্রকল্প বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ প্রকল্প ব্যয় পরিশোধের ক্ষেত্রে নিম্নরুপ পদ্ধতিঅনুসরণ করবে-

ক) প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি কর্তৃক প্রকল্প বাস্তবায়নের পূর্বেই উপজেলা নির্বাহী অফিসার ইডকল কর্তৃক মনোনীত সংস্থার অনুকুলে মোট প্রকল্প ব্যয়ের ৫০% অগ্রিম হিসেবে প্রদান করবে;

খ) প্রকল্পের সন্তোষজনক বাস্তবায়নক্রমে প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থার অনুকুলে মোট প্রকল্প ব্যয়ের ৩০% (ত্রিশ)পরিশোধ করবে;

গ) অবশিষ্ট ২০% (বিশ) অর্থ পরবর্তী ৫ (পাঁচ) বৎসর পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাএবং প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা কর্তৃক যৌথভাবে পরিচালিত একটি ব্যাংক হিসাবে সংরক্ষিত থাকবে। সিটি কর্পোরেশন এলাকায় জামানতের টাকা অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) ও জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তার যৌথভাবে পরিচালিত ব্যাংক হিসাবে থাকবে। সন্তোষজনক বিক্রয়োত্তর সেবা নিশ্চিত করা সাপেক্ষে উক্ত সংরক্ষিত অর্থ প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্পন্নের তারিখ হতে প্রতি ১ (এক) বছর পর পর মোট সংরক্ষিত অর্থের ২০% (বিশ) হারে ছাড় করা হবে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের এস,আর,ও নং-০৮.০১.০০০০.০৬৮. ২৫.০৪০.১৪/২১৫(৪),তারিখঃ ০৯/০৫/২০১৫ খ্রিঃ মোতাবেক কাবিখা ও টিআর কর্মসূচির অধীনে গৃহীত প্রকল্পের ক্ষেত্রে ভ্যাট বা কোন উৎসে মূল্য সংযোজন কর প্রযোজ্য হবে না। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ০৯/১২/২০১৪ খ্রি. তারিখে জারিকৃত নির্দেশিকার নির্দেশিত পদ্ধতিতে এ ধরনের প্রকল্প গ্রহণ, বাছাই ও অনুমোদন করা হবে।

২.১২.১৫. প্রকল্প বাস্তবায়ন পদ্ধতি

যে সকল প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তি/পরিবারকে এ কর্মসূচির আওতায় সোলার হোম সিস্টেম, সোলার প্যানেল/মিনি/মাইক্রো/ন্যানো গ্রিড, সোলার সেচ পাম্প, বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট ও উন্নত চুলা স্থাপনের জন্য নির্বাচন করা হবে সে সকল ক্ষেত্রে উপযোগী সিস্টেম ডিজাইন ও প্রকল্প ব্যয় নির্ধারণের ক্ষেত্রে ইডকল মনোনীত সংস্থা প্রকল্প যাচাই বাছাই উপ কমিটিকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবে।

ক) **সোলার হোম সিস্টেম ঃ** শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, কমিউনিটি ক্লিনিক,ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, এতিমখানা, হাট-বাজার, ইউনিয়ন পরিষদ ভবনসহ জনসমাগম হয় এমন স্থানে এবং দু:স্থ পরিবার পর্যায়ে এধরনের সিস্টেম স্থাপন করা যেতে পারে। এছাড়া গ্রামীণ নিম্ন আয়ের মানুষের জন্য সোলার হোম সিস্টেম কর্মসূচি গ্রহণ করা যেতে পারে। একশটি পরিবারের জন্য এধরনের একটি সিস্টেম ১০-৩০ ওয়াট পিক পর্যন্ত হতে পারে। মসজিদ/ধর্মীয় উপাসনালয়, এতিমখানার-এর জন্য ৫০-১০০ ওয়াট পিক এবং মাদ্রাসা,ইউনিয়ন পরিষদ,কমিউনিটি ক্লিনিক, স্কুল, কলেজের জন্য ১০০-১০০০ ওয়াট পিক পর্যন্ত সিস্টেম হতে পারে। প্রকল্পের জন্য প্রযোজ্য টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন (ইডকলের টেকনিক্যাল স্ট্যান্ডার্ড কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত) পরিশিষ্ট-২ অনুযায়ী হবে। এ প্রকল্পের অধীনে স্থাপিত প্রতিটি সোলারহোম সিস্টেমের দর্শনীয় স্থানে "মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদ্যোগ, ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ" শ্লোগানটি প্রদর্শন করতে হবে।

খ) সোলার মিনি/মাইক্রো/ন্যানো গ্রিডসিস্টেম স্থাপনঃ এ কর্মসূচির আওতায় কয়েকটি বাসা-বাড়ি,ছোট গ্রাম,হাট বাজার ইত্যাদি স্থানে এ ধরনের সিস্টেম স্থাপন করা হবে। এ ধরনের সিস্টেম সাধারণত ১ কিলোওয়াট হতে ১০ কিলোওয়াট রেঞ্জের মধ্যে হতে পারে। কাবিখা কর্মসূচির আওতায় বিদ্যুৎহীন এলাকা/গ্রামে এ ধরনের সিস্টেম স্থাপনের কথা বিবেচনা করা যেতে পারে। একটি সিস্টেমের সমুদয় মূল্য টিআর/কাবিখা কর্মসূচি হতে প্রদেয় হবে। এরূপে বাস্তবায়িত প্রকল্পের মালিকানা ও ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট কমিউনিটির নিকট হস্তান্তরিত হবে। সহযোগী প্রতিষ্ঠান (পিও) এ ধরনের সিস্টেম স্থাপনের পর ৫ বছরের জন্য প্রকল্প ব্যবস্থাপনায় কারিগরি সহায়তা ও বিক্রয়োত্তর সেবা প্রদান করবে।

গ) সোলার সেচ পাম্প স্থাপনঃকাবিখা কর্মসূচির আওতায় ডিজেল চালিত সেচ পাম্পের স্থলে সোলার সেচ পাম্প স্থাপন করা যেতে পারে। কমিউনিটি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সৌর চালিত সেচ পাম্প স্থাপন ও পরিচালন করা যেতে পারে। প্রকল্প সমূদয় মুল্যেও অর্থ টিআর/কাবিখা কর্মসূচি হতে প্রদান করা হবে। স্থাপন সম্পন্ন হওয়ার পর এরুপে বাস্তবায়িত প্রকল্পের মালিকানা ও ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট কমিউনিটির নিকট হস্তান্তরিত হবে। সহযোগী প্রতিষ্ঠান (পিও) এ ধরনের সিস্টেম স্থাপনের পর ৫ বছর পর্যন্ত প্রকল্প ব্যবস্থাপনায় কারিগরী সহায়তা ও বিক্রয়োত্তর সেবা প্রদান করবে। প্রকল্পের জন্য প্রযোজ্য টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন (ইডকলের টেকনিক্যাল স্ট্যান্ডার্ড কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত) পরিশিষ্ট-৪ অনুযায়ী হবে।

ঘ) বায়োগ্যাস ও জৈবসার উৎপাদন প্ল্যান্ট স্থাপনঃ টিআর/কাবিখা কর্মসূচির আওতায় যে সকল পরিবারের ৪/৫টি বা এর অধিক সংখ্যক গবাদিপশু অথবা ২০০ বা তার অধিক লেয়ার মুরগি রয়েছে সে সকল পরিবারকে পারিবারিক পর্যায়ে রান্নার কাজে ব্যবহারসহ জৈবসার উৎপাদনের জন্য বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপনে সহায়তা প্রদান করা যেতে পারে। এছাড়া কমিউনিটি পর্যায়েও বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপন করা যাবে। প্ল্যান্টের সমূদয় মূল্যেও অর্থ টিআর/কাবিখা প্রকল্পের মাধ্যমে পরিশোধ করা যাবে। মাদ্রাসা/এতিমখানা/স্কুল/কলেজ এর ছাত্রনিবাস থাকলে, উক্ত ছাত্র নিবাসের মনুষ্য বর্জ্য হতে বায়োগ্যাস উৎপাদন প্রকল্প গ্রহণকে উৎসাহিত করা হবে। এরূপে বাস্তবায়িত প্রকল্পের মালিকানা ও ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট পরিবার বা প্রতিষ্ঠানের নিকট হস্তান্তরিত হবে। সহযোগী প্রতিষ্ঠান (পিও) এ ধরনের সিস্টেম স্থাপনের পর ৫ বছরের জন্য প্রকল্প ব্যবস্থাপনায় কারিগরি সহায়তা ও বিক্রয়োত্তর সেবা প্রদান করবে। প্রকল্পের জন্য প্রযোজ্য টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন (ইডকলের টেকনিক্যাল স্ট্যান্ডার্ড কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত) পরিশিষ্ট-৫ অনুযায়ী হবে।

ঙ) উন্নত চুলা স্থাপন ঃ গ্রামীণ মহিলা ও শিশুদের স্বাস্থ্যঝুঁকি কমানো এবং বনজ সম্পদ সংরক্ষণের লক্ষ্যে নিম্ন বিত্তের পরিবারকে টিআর কর্মসূচি হতে উন্নত চুলা সরবরাহ করা যেতে পারে। স্থাপিত চুলার সমূদয় মূল্য টিআর প্রকল্প হতে প্রদান করা হবে। ইডকল কর্তৃক মনোনীত সংস্থা এ সকল চুলা স্থাপন ও বিক্রয়োত্তর সেবা প্রদান করবে। প্রকল্পের জন্য প্রযোজ্য টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন (ইডকলের টেকনিক্যাল স্ট্যান্ডার্ড কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত) পরিশিষ্ট -৬ অনুযায়ী হবে।

চ) টিআর/কাবিখা প্রকল্পের অধীনে বাস্তবায়িতব্য বিভিন্ন প্রযুক্তির আনুমানিক মূল্য (সার্ভিস চার্জসহ) : পরিশিষ্ট-৭ এ সংযুক্ত করা হল। এ মূল্য সময়ে সময়ে পরিবর্তনশীল।দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর,টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (স্রেডা)এবং ইডকল সমন্বয়ে গঠিত কমিটির মাধ্যমে সময়ে সময়ে এ মূল্য সংশোধন পূর্বক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক তা মাঠ পর্যায়ের সংশ্লিষ্টগণকে অবহিত করা হবে।

২.১২.১৬. ইডকল-এর সহযোগী প্রতিষ্ঠান (পিও) কে কমিটিতে অন্তর্ভূক্তকরণ

টিআর/কাবিখা কর্মসূচির আওতায় নবায়নযোগ্য জ্বালানি ও বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপন প্রকল্প সুষ্ঠুভাবে গ্রহণ ও বাস্তবায়নের নিমিত্তে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ০৯/১২/২০১৪ তারিখে জারীকৃত নির্দেশিকার ০৮ (ক), ০৮ (ঙ), (ছ) নং অনুচ্ছেদ মোতাবেক জেলা কর্ণধার কমিটি, উপজেলা গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ কমিটি, পৌরসভা এলাকা অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ কমিটি ও গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ ইউনিয়ন কমিটি গুলিতে সংশ্লিষ্ট এলাকার সোলার প্ল্যানেল, বায়োগ্যাস ও উন্নত চুলা বিষয়ক ইডকল মনোনীত সহযোগী প্রতিষ্ঠান (পিও) এর প্রতিনিধি সদস্য হিসাবে থাকবেন। ইডকল তার মনোনীত সহযোগী প্রতিষ্ঠান (পিও) এর তালিকা জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের নিকট সরবরাহ করবে। সংশ্লিষ্ট কমিটির সভাসমূহে ইডকল মনোনীত সদস্যের উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে।

২.১২.১৭ পরিবীক্ষণ ও প্রতিবেদন

সোলার হোম সিস্টেম, সোলার মিনি/মাইক্রো/ন্যানো গ্রিড, সোলার সেচ পাম্প, বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট ও উন্নত চুলা প্রকল্প গ্রহণ ও এর বাস্তবায়ন সঠিকভাবে সম্পন্নকরণের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়,অধিদপ্তর,জেলা,উপজেলা ,পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক পরিবীক্ষণের প্রচলিত পদ্ধতির পাশাপাশি ইডকল-এর মাধ্যমেও এধরনের প্রকল্পগুলি পরিবীক্ষণের ব্যবস্থা থাকবে। প্রয়োজনে ইডকল যে কোন প্রকল্প পরিদর্শনসহ সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন ও উপজেলা প্রশাসনকে অবহিতকরণ পূর্বক প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। উপজেলা কাবিখা/টিআর কমিটির পাশাপাশি ইডকল নিজস্ব তদারকি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সোলার,বায়োগ্যাস ও উন্নত চুলা স্থাপন কার্যক্রম, মান সম্পন্ন যন্ত্রপাতি ব্যবহার এবং বিক্রয়োত্তর সেবা কার্যক্রম নিশ্চিত করবে।

২.১২.১৮. উপজেলা তদারকি কমিটি

উপজেলা পর্যায়ে নিয়োজিত বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তাগণের সহযোগিতা নিয়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণ এই সার্কুলারের আওতায় স্থাপিত সোলার হোম সিস্টেম, সোলার মিনি/মাইক্রো/ন্যানো গ্রিড, সৌর সেচ পাম্প, বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট ও উন্নত চুলাস্থাপন বিষয়ক অতিরিক্ত তদারকির ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারবেন। সে লক্ষ্যে উপজেলা পর্যায়ে নিম্নরূপ একটি তদারকি কমিটি গঠণ করা হয়।

উপজেলা তদারকি কমিটি

১। উপজেলা নির্বাহী অফিসার	-	আহবায়ক
২। উপজেলা প্রকৌশলী	-	সদস্য
৩। উপজেলা কৃষি অফিসার	-	সদস্য
৪। উপজেলা প্রাণি সম্পদ অফিসার	-	সদস্য
৫। উপজেলা পল্লী উন্নয়ন অফিসার	-	সদস্য
৬। উপজেলা উপ-সহকারী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল	-	সদস্য
৭। উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিসার	-	সদস্য সচিব

২.১২.১৯. তদারকি কমিটির কার্যপরিধি

১) কমিটি প্রতি মাসে কমপক্ষে একবার সভায় মিলিত হয়ে প্রকল্পের তদারকি পর্যালোচনা করবে এবং সুষ্ঠু বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবে;

২) প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটিকে কারিগরি সহায়তা ও পরামর্শ প্রদান করবে;

৩) গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার/রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত উপজেলা কমিটিকে কাজের অগ্রগতি তদারকি বিষয়ে অবহিত করবে এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করবে।

২.১৪ বিভাগওয়ারি টিআর চূড়ান্ত প্রতিবেদনের সারাংশ সিট

২.১৪.১ বিভাগ ওয়ারী গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টিআর-উন্নয়ন ও সোলার) কর্মসুচির চুড়ান্ত প্রতিবেদনের সারাংশ সিটঃ

ক্রঃ নং	বিভাগের নাম	জেলার সংখ্যা	প্রকল্পের ধরণ	মোট বাস্তবায়িত প্রকল্পের সংখ্যা	বরাদ্দ (খাদ্যশস্য/ নগদ টাকা)	উত্তোলিত (খাদ্যশস্য/ নগদ টাকা)	ব্যয়িত (খাদ্যশস্য/ নগদ টাকা)	অব্যয়িত (খাদ্যশস্য/ নগদ টাকা)	সুফল ভোগীর সংখ্যা	অগ্রগতির হার (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১.	ঢাকা	১৩	উন্নয়ন টাকা	১৩৮২৯	১২৫৯২৫৫৮৬৯	১২৫৮৯৪১৮৬৯	১২৫৮৮৬৪৬০৫	২২৭২৬৪.২৮	২৯২১১৭৪	৯৯.৯৯
			সোলার	১৭৯৬৩	১১২০৮৯২৯৯১	১২০৬০১৯৭৯৪	১১৫০০২৬৬৪২	১৮৬৩	৩২২০৪২২	১০০
২.	ময়মনসিংহ	৪	উন্নয়ন টাকা	৬৫৪২	৬৭৪৪৯৪৮৪৯.৫	৬৭৪১৩১৯৫৭.৫	৬৭৩৯৩১৯৫৭.৫	৫৬২৮৯২	১০০২২৮৪	৯৯.৮২
			সোলার	১০৩৬০৮	২৩৩৫৮১৮৯০৮	২৩৩৫৮১৮৯০৮	২৩৩৫৮১৮৯০৮	০	১০৪৯৬৩৪	৯৮.৬
৩.	চট্টগ্রাম	১১	উন্নয়নটাকা	১৫৯৯৬	১৩৮৮৮২৭৬৫৫.০০	১৩৭৯২৬১৯৯০.০	১৩৭৭৭১৬৬৫৭.০	১৫৪৫৩৩৩.০	৪৯৩২১৬৬	৯৯.৯৬
			সোলার	৩৫৩১৪	১০৯৩৩৬৪৬০০.০০	১০৯৩৩৬৪৬০০.০	১০৯২৫৩৯৬৫১.০	৮২৪৯৪৯.০	৩৮১৩৭৪৯	৯৯.৯৮
৪.	খুলনা	১০	উন্নয়নটাকা	১০৭৪৭	৩৮০৬৩৪৬৮৮৫	৩৮০১৬৮৬০১২	৩৮০১৬৪৫০১২	৪১০০০	২১৭১২১০	৯৯.৯৯
			সোলার	২৮৬৩০	৬১৫৩৫৫২৫৪.৫	৬৯২৫৭৩৩২০	৬৯২৫৭৩৩২০	০	১৫৮৭৮৬৮	১০০
৫.	রাজশাহী	৮	উন্নয়ন	৮৭৭২	৬৮১৩৭৭২৯৭.২৮	৬৮০৫৯১৮৮৫.২৮	৬৮০৫৯১৮৮৫.২৮	০	৩০৯০৩৪৬	৯৯.৯২
			সোলার	১৪৪১৬	৬৪৬৫৯০০৮১. ০২	৬৪৬৫৮৪৯৩৩.২৭	৬৪৬৫৮৪৯৩৩.২৭	০	২৫৯৩১৪২	১০০
৬.	রংপুর	৮	উন্নয়ন	৯২৫৪	৮৬১৫৭১২৭২.১৩	৮৬০৩৫৮৬৩৮.৪৮	৮৬০১০৯৬৩৮.৪৮	০	২৮৪০৩৮৫	৯৯.৯৩
			সোলার	১৪০৭২	৭৭৩৩৬১৯০৮.৭৮	৭৭২৯৭০১৬৪.৭১	৭৭২৯৭০১৬৪.৭১	০	২৯৫৬৫৯৯	১০০
৭	বরিশাল	৬	উন্নয়ন	৫৭৯৭	১৮৯৮৩৯৯৯১২.০৯	১৮৯৭৮৪২৫৫৪.৩৩	১৮৯৭৮৪২৫৫৪.৩৩	০	৩৯৮১২৩	১০০
			সোলার	৪৬৫০	৪০৯৭৩২৭২৭.৬৬	৪০৯৫১৯১২২.২২	৪০৯৫১৯১২২.২২	০	৪১২২৩৯	১০০
৮.	সিলেট	৪	উন্নয়ন	৪৬০৬	৩০৬১৫৪৩৪৯.৬৮	৩০৪৫৫১৬৩৮.৯৯	৩০৪৫৫১৬৩৮.৯৯	০	৪৯৯৭৮৫	১০০
			সোলার	২৬৬৪০	৩৭৪৩৩২৯২৩.৯৯	৩৭৪৩৩২৯২৩.৯৯	৩৭৪৩৩২৯২৩.৯৯	০	৪৭৪১২২	১০০
	সর্বমোট=	৬৪	উন্নয়ন	৭৫৫৪৩	১০৯৭৬৪২৮০৮৯.৬৮	১০৮৫৭৩৬৬৫৪৫.৫৮	১০৮৫৫২৫৩৯৪৮.৫৮	২৩৭৬৪৮৯.২৮	১৭৮৪৯১৭৩	১০০
			সোলার	২৪৫২৯৩	১৫৫৭৪২৭৫৬২.৪৩	৭৫৩১১৮৩৭৬৬.১৯	৭৪৭৪৩৬৫৬৬৫.১৯	৮২৬৮১২	১৬০৯৩৬৫৯	১০০

২.১৪.৩ জেলাওয়ারী গ্রামীণ অবকাঠামোর ক্ষণাবেক্ষণ (টিআর-টাকা) কর্মসূচির আওতায় বাস্তবায়িত উন্নয়ন প্রকল্পের চুড়ান্ত প্রতিবেদনের সারাংশ সিট

ক্র নং	জেলার নাম	উন্নয়ন প্রকল্পের মোট টাকার পরিমাণ	বাস্তবায়িত উন্নয়ন প্রকল্প সংখ্যা	উত্তোলিত টাকার পরিমাণ	ব্যয়িত টাকার পরিমাণ	অব্যয়িত টাকার পরিমাণ	সুফলভোগীর সংখ্যা		রাস্তার পরিমাণ কিঃমিঃ		কাজের অগ্রগতির হার (%)
							পুরুষ	মহিলা	নতুন	পুরাতন	
১	ঢাকা	২৬৭৯৪৬৬৪৯.৮০	২৩৮৬	২৬৭৮৯৬৬৪৯.৮০	২৬৭৮৯৬৬৪৯.৮০	০	১৩৫০০০	১০০৩০৫	২৮.০০	৯১৫.৯৬৭	১০০
২	গোপালগঞ্জ	৭৭২১০৭৩৯.৭৬	১০৪৫	৭৭২১০৭৩৯.৭৬	৭৭২১০৭৩৯.৭৬	০	১৪২.৮৪০	৪৫.৫৭৪	২.৫১৭	৭.৭২১	১০০
	মুন্সিগঞ্জ	৫৯৮৪৯০২৬.৪১	৬২৬	৫৯৮৪৯০২৬.৪১	৫৯৮১৪০৬২.১৪	৩৪৯৬৪.২৮	১৩২২৬৫	৫৪৭২০	১৫.৫৬	২৫.৭৪১	১০০
৪	নরসিংদী	৭৪৯১৭৮০২.০০	১১২৬	৭৪৯১৭৮০২.০০	৭৪৯১৭৮০২.০০	০	৩৪১৪৩২	১৯৪৭০৫	০	১৮৯.২৮৬	১০০
৫	রাজবাড়ী	৫২৩৬১৪০৪.৬৭	৮১৪	৫২৩৬১৪০৪.৬৭	৫২৩৬১৪০৪.৬৭	০	৫১৪৯৬	১৮৪৭৭	৪২.০০	১৬১.১১	১০০
৬	ফরিদপুর	৯০৯১০০৩৯.১৯	১১৩৮	৯০৯১০০৩৯.১৯	৯০৯১০০৩৯.১৯	০	৫৫৩৮৭	১২৬৮৪৯	৩৫.০০	২৬১.৮	১০০
৭	টাংগাইল	১৫৮২২৯৭৬৭.৩৪	১৪৪	১৫৮২২৯৭৬৭.৩৪	১৫৮২২৯৭৬৭.৩৪	১৫০০০০	১৩৪৭৭৩	৭২৫৮৮	১০৬	৩৫৬	৯৯.৯৯
৮	কিশোরগঞ্জ	১২২৬৬০০৬৭.৭৪	১২২৪	১২২৬৬০০৬৭.৭৪	১২২৬৬০০৬৭.৭৪	০	৪০৪৭৭	১৭৬৪৮	১০.০০০	৬১০	১০০
৯	নারায়নগঞ্জ	৭৯৯১৩৭৮৭.৮৭	৮১৫	৭৯৯১৩৭৮৭.৮৭	৭৯৯১৩৭৮৭.৮৭	০	৪৮৮৫১৬	৩২৫৮৫	৩১৭৮৬	২৭.৫৬৫৭	১০০
১০	মানিকগঞ্জ	৫৬৯৯৯৯৭৫.১৭	৯৪৯	৫৬৯২৯৯৭৫.১৭	৫৬৯২৯৯৭৫.১৭	০	৫৫০৮২	৪৮১২৯	৩৬.২	১০৭.৫৮২	১০০
১১	শরিয়তপুর	৬৯১০৪১৯৬.০০	১০৮৩	৬৮৯১০১৯৬.০০	৬৮৯১০১৯৬.০০	১৯৪.০০০	১৪৩৬৬৭	৫৯৮৬৯	৫.৫৭০	৩২.৩৮৩	১০০
১২	মাদারীপুর	৬৯৭৩৪৫০৫.২১	১১৭২	৬৯৭৩৪৫০৫.২১	৬৯৭৩৪৫০৫.২১	০	১১৮২৮৬	৫৪৪৭২	৮৩.০০০	১৩৯.৮১০	১০০
১৩	গাজীপুর	৭৯৪১৭৯০৮.১৫	১৩০৭	৭৯৪১৭৯০৮.১৫	৭৯৩৭৫৬০৮.১৫	৪২৩০০.০০	২২৬৫৩২	১৫৮০৫৬	৩.৮৬	১৯.৪৫৬	১০০
১৪	ময়মনসিংহ	৩২৬১৯৫১৪১.৬৮	২৫৪১	৩২৬১৯৫১৪১.৬৮	৩২৬১৯৫১৪১.৬৮	০	১৪৭০৫৩	১০১২৮৬	-	৪৭৯.৭৪	১০০
১৫	নেত্রকোনা	১১৭২০০০২৮.৩৭	১৫৮৯	১১৭২০০০২৮.৩৭	১১৭০০০০২৮.৩৭	২০০০০০.০০	২১৯৭১৩	১৩৯২৭৬	৮.৩০০	২০২.৩০০	৯৯.৯৯৩
১৬	শেরপুর	১১৮২১৫২৩৭.০০	৭৭৭	১১৭৮৫২৩৪৫.০০	১১৭৮৫২৩৪৫.০০	৩৬২৮৯২.০০	৮৪৫৯২	৫০৭৩৪	৪৭	৯৯.২৭৪	৯৯.৩৮
১৭	জামালপুর	১১২৮৮৪৪৪২.৪০	১৬৩৫	১১২৮৮৪৪৪২.৪০	১১২৮৮৪৪৪২.৪০	০	১৭৮০৭৩	৮১৫৫৭	০	২৪০.৮৬৮	১০০
১৮	রাজশাহী	১২২৭৬৫১৪৫.২১	১৫৪৫	১২২৭৬৫১৪৫.২১	১২২৭৬৫১৪৫.২১	০০	৪৫৬২৪১	৩০০৩৯৫	৩.৯৫	৭০.৫৪৬	১০০
১৯	চাঁপাই নবাবগঞ্জ	৬১৭৮৪৩২৫.৬৩	৬৮৮	৬১৭৮৪৩২৫.৬৩	৬১৭৮৪৩২৫.৬৩	০০	১৯৭৪১৯	১২৮০০৪	০০	১২৮.১০	১০০
২০	নওগাঁ	১০৬৩১১৮২২.৭	১৪৫১	১০৬৩১১৮২২.৭	১০৬৩১১৮২২.৭	০০	২৮৬০৬৯	১৭২৬৪৬	১৪	১৪৫	১০০
২১	নাটোর	৮০৬২৭৯০৮.৩৫	১০৪৪	৮০৫৮০৯০৮.৩৫	৮০৫৮০৯০৮.৩৫	০০	৪৮৬৯৩	৯৭০৫৫	১২.০৫	৫৬.৩৫	৯৯.৯৪
২২	পাবনা	৭৮৬১৮৪১.৭৬	৯৫	৭৮৬১৮৪১.৭৬	৭৮৬১৮৪১.৭৬	০০	৩০৮৭৬	২২২৯৬	০০	২১.৪৪০৯	১০০
২৩	বগুড়া	১২৮১৯৭৫১৭.৬৩	১৭২৬	১২৮১৯৭৫১৭.৬৩	১২৮১৯৭৫১৭.৬৩	০০	৩৫৫৯১৭	২৩৭১৯৩	০.৫	৯৮.৬৫	১০০
২৪	জয়পুরহাট	৪৩১৫৫৬৮২.৯০	৬৭৫	৪৩১৫৫৬৮২.৯০	৪৩১৫৫৬৮২.৯০	০০	১৭৪৩৪০	১৪৫৩৫০	০০	৫১.৯৫	১০০
২৫	সিরাজগঞ্জ	১৩০৬৭৩০৫৩.১	১৫৪৮	১২৯৯৩৪৬৪১.১০	১২৯৯৩৪৬৪১.১০	০০	২৯১৮৫৫	১৪৫৯৯৭	২০৪৫.২৫	১৬৫.৫০৮৬	৯৯.৪৪
২৬	রংপুর	১১৯১৮৯২১১.৭৬	১৮৩১	১১৮৯১৭৭৪১.০৮	১১৮৯১৭৭৪১.০৮	০০	৩০৭৬৬৬	১৫০৪২১	০	৬৫.০৮	১০০
২৭	দিনাজপুর	১৩২৬৫৫৫৩.৮২	১৯৪৯	১৩২৪৮১৫৫৩.৮২	১৩২২৫৭৫৫৩.৮২	২১৪০০০	২৯১৯২৮	১৮২৭৪৯	০০	১২৫.১২৬	১০০

ক্র নং	[illegible]র নাম	উন্নয়ন প্রকল্পের মোট টাকার পরিমাণ	বাস্তবায়িত উন্নয়ন প্রকল্প সংখ্যা	উত্তোলিত টাকার পরিমাণ	ব্যয়িত টাকার পরিমাণ	অব্যয়িত টাকার পরিমাণ	সুফলভোগীর সংখ্যা		রাস্তার পরিমাণ কিঃমিঃ		কাজের অগ্রগতির হার (%)
							পুরুষ	মহিলা	নতুন	পুরাতন	
২৮	ঠাকুরগাঁও	১৫০৩৭৬০৭৮.২২	৯৭০	১৫০৩৭৬০৭৮.২২	১৫০৩৭৬০৭৮.২২	০	১৪০০১৬	৭৯১৪৬	৫৭.৯০০	২০৯	১০০
২৯	পঞ্চগড়	৪৩৯১৪৭৮৮.৪৭	৬৫৭	৪৩৯১৪৭৮৮.৪৭	৪৩৯১৪৭৮৮.৪৭	০	৯৭৫৭৭	৪৮৭৯১	০	৫৪৯	১০০
৩০	লালমনিরহাট	১১৫৪২৬৮২২.১৭	১০০৬	১১৫২৫৪৫২২.১৭	১১৫২৫৪৫২২.১৭	০	৪৪১৩০	৭৫১৭৯	০	১৯৬.৭০১	৯৯.৯৫
৩১	গাইবান্ধা	৯৯৯৪৫২০৮.৬৪	১৫০৬	৯৯৭২৮৩০৮.৬৪	৯৯৭০৩৩০৮.৬৪	২৫০০০.০	৩২৬৯১১	১৫১৪৯২	০	৪৭৮৪০৩	৯৯.৫৬
৩২	কুড়িগ্রাম	১০৮৪৬৫৯৬৯.৬২	৭০	১০৮৪৬৫৯৬৯.৬২	১০৮৪৬৫৯৬৯.৬২	০	৩৬২৯৪০	২৬৭০০৯	১৪.৭৮	৫৮.৭৮	১০০
৩৩	নীলফামারী	৯১৫৯৭৬৩৯.৪৩	১২৬৫	৯১২১৯৬৭৬.৪৬	৯১২১৯৬৭৬.৪৬	০	১৮৩৮১০	১৩০৬২০	০	৫১.৭১	৯৯.৮৯
৩৪	চট্টগ্রাম	২৪২০৩০৮৭৯.০০	৩৩৪০	২৪২০৩০৮৭৯.০০	২৪১৭৩০৮৭৯.০০	৩০০০০০.০০	৭৭৮৩৬৮	৯০৬৭৮৭	১২৬.৩৬	১৫২.১৪	১০০
৩৫	কক্সবাজার	৮২৩৪৯০৪৪.০০	৯৫৬	৮২৩৪৯০৪৪.০০	৮১৫১৮৭১১.০০	৮৩০৩৩৩.০০	১২৩৫৫৮	৫১৭৫৭	২০.০০	১১.১৫৮	১০০
৩৬	রাঙ্গামাটি	৫৬০৫৩১৮১.২৭	৫৩৬	৫৬০৫৩১৮১.২৭	৫৬০৫৩১৮১.২৭	০	২৫১৬১	১৭৯২৪	০	০	১০০
৩৭	খাগড়াছড়ি	৪৩০৬৭৯৮১.১১	৫৯০	৪৩০৬৭৯৮১.১১	৪৩০৬৭৯৮১.১১	০	৫৫৯৪১	৩৯৮৯৭	১৯.৫০	৫৪.৩০	১০০
৩৮	বান্দরবান	৬৮৯৬০৫৯০.০৫	৫০২	৫৯৩৯৪৯২৫.০৫	৫৯৩৯৪৯২৫.০৫	০	৮৩৮৮৭	৬৩১১৫	৫.০০	১৭.৫	১০০
৩৯	কুমিল্লা	৪১২৩২২১০৬.৮	৩৭২৬	৪১২৩২২১০৬.৮	৪১২০৭৭১০৬.৮	২৪৫০০০.০০	৬০০৭৩৯	৪১৬৪৬৮	২৪.২০৮	১৫১৩৪.৯৭	৯৯.৯১
৪০	চাঁদপুর	১১১৩৮৯৬৫৮.৮৩	১৫৫৫	১১১৩৮৯৬৫৮.৮৩	১১১২১৯৬৫৮.৮৩	১৭০০০০.০০	১৫২০৫৫	১৪১৪৪২	১.০	১১১.৮৬	৯৯.৯২
৪১	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া	১০৮২৬০৩৫৯.৭৮	১৫২৮	১০৮২৬০৩৫৯.৭৮	১০৮২৬০৩৫৯.৭৮	০	২১৪৭৯৪	১৬৫০০১	৯.০২৮	২৫৮.৫৪৩	৯৯.৭৮
৪২	নোয়াখালী	১২৩৮০৬১৮২.৩৮	১৫৪১	১২৩৮০৬১৮২.৩৮	১২৩৮০৬১৮২.৩৮	০	৩২১৩৭৪	১০৭১২১	২.৫	১৪০.১৬	১০০
৪৩	লক্ষীপুর	৭৭৩৪৬৩০১.৫৯	৯০৯	৭৭৩৪৬৩০১.৫৯	৭৭৩৪৬৩০১.৫৯	০	২০৮০৩১	১৩৬৫২১	০	৮৫.৩৭৪	১০০
৪৪	ফেনী	৬৩২৪১৩৬৯.৬৯	৮১৩	৬৩২৪১৩৬৯.৬৯	৬৩২৪১৩৬৯.৬৯	০	২৪২০৬৫	৮০১৬০	০	৩১.৪৮১৪	১০০
৪৫	খুলনা	১৩৬৯০৩৪৯১.১২	১৯১৯	১৩৬৮৬৩০৪৮.১২	১৩৬৮২২০৪৮.১২	৪১০০০.০০	৩৮০৭৮০	২২১৮৩৮	৮৫০.৭৫	১৯.৬১	১০০
৪৬	বাগেরহাট	১১২৭১০৭৭৮.৪২	১৬০৪	১১২৫৮০৯৬৫.৪২	১১২৫৮০৯৬৫.৪২	০	২৯০৬৯০	১৬৭২৩৬	৪.৩২৪	৫৭.৭৫৪	১০০
৪৭	সাতক্ষীরা	৯২২২৬৩৮৪.৭১	১৩০৭	৯২২২৬৩৮৪.৭১	৯২২২৬৩৮৪.৭১	০	৫৩৪৮৭	২৪২৪৪	৩.০০	৮৫.৪১	১০০
৪৮	যশোর	১১৬৩৩৮৭৮৫.৯৯	১৫৭৮	১১৬২৬৮৭৮৫.৯৯	১১৬২৬৮৭৮৫.৯৯	০	১০৫০০০	২০৯৩০	০	৬১.২০	১০০
৪৯	ঝিনাইদহ	৬৯৫৪৭৬৬৪.০৩	৮২৮	৬৯৫৪৭৬৬৪.০৩	৬৯৫৪৭৬৬৪.০৩	০	৮৫১৯৮	৩৫১০০	১.৩০০	৫৭.৯৬৯	১০০
৫০	নড়াইল	৩৮৪৯৯৮৪৯.১২	৬২৫	৩৮৪৯৯৮৪৯.১২	৩৮৪৯৯৮৪৯.১২	০	১৬৯১৭	১২৮৯০	০	৩০.০০০	১০০
৫১	মাগুরা	৪৫১৬৬৪১৬.০৪	৯০৯	৪৫১৬৬৪১৬.০৪	৪৫১৬৬৪১৬.০৪	০	৩৮৮৬৯	১৯৪৫৬	০	১১১.১৬	১০০
৫২	চুয়াডাংগা	৩৮২৯০২২৩.৭৬	৫৩৬	৩৮২৯০২২৩.৭৬	৩৮২৯০২২৩.৭৬	০	৮৪২০০	২২৬০০	০	৭.২	১০০
৫৩	কুষ্টিয়া	৭৩১২৪০৫৪.৭২	৯৭২	৬৮৭০৩৪৩৭.৯৬	৬৮৭০৩৪৩৭.৯৬	০	২৩৪৫৬৫	১৪৬০০৩	০	৪৮.৯৪	৯৩.৯৫
৫৪	মেহেরপুর	৩০৮৩৫৩৯২৩৭	৪৬৯	৩০৮৩৫৩৯২৩৭	৩০৮৩৫৩৯২৩৭	০	১০৫২৬৮	১০৫৯৩৯	২৭.৫৫	০.৫০০	১০০
৫৫	সিলেট	১১৯৪৯৫৯৫৯.৯১	১৮৬৮	১১৭৯৪৩৫০৫.২২	১১৭৯৪৩৫০৫.২২	০	২১৯১২৭	৮৮৫২৭	৬.৭২০	৮৩.৬১৭	১০০
৫৬	মৌলভীবাজার	২৮৯৬০৫৬.৩৪	২৯	২৮৯৬০৫৬.৩৪	২৮৯৬০৫৬.৩৪	০	৭১৪২	৩৬৬৩	০	৭.৯১	১০০
৫৭	হবিগঞ্জ	৮০৩১০২৭৬.০৯	১২৭৫	৮০৩১০২৭৬.০৯	৮০৩১০২৭৬.০৯	০	৭৮০১৮	৬৫৩৭০	৩০.৩০০	৬৫.০২৭	১০০
৫৮	সুনামগঞ্জ	১০৩৪৫২০৫৭.৩৪	১৪৩৪	১০৩৪০১৮০১.৩৪	১০৩৪০১৮০১.৩৪	০	৩০২৪৫	৭৬৯৩	২২.২০	২৫১.৮০	৯৯.৯৫
৫৯	বরিশাল	১২৫৭০৫২৮৮.৬০	১৮৩৮	১২৫৭০৫২৮৮.৬০	১২৫৭০৫২৮৮.৬০	০	৮২৭৭৩০	৪২৬৯৫০	০	১৭১.৫	১০০
৬০	ঝালকাঠি	৪১৮৪০৫৬৫.৯৪	৭৮০	৪১২৮৩২০৮.১৮	৪১২৮৩২০৮.১৮	০	৪৭০৬১	২১৮৬৮	৪০.৬০	১১৭.৮৮	৯৯.১১
৬১	ভোলা	৮৫৩৪০৫৪৩.০০	৮৫৮	৮৫৩৪০৫৪৩.০০	৮৫৩৪০৫৪৩.০০	০	৮৫৭৭৫	৮৫৪২৫	২০৫.১৫	১৯৮১৫	১০০
৬২	পিরোজপুর	৬৯৫৩৩৬১৫.১৫	১১৭৭	৬৯৫৩৩৬১৫.১৫	৬৯৫৩৩৬১৫.১৫	০	৮১২৯০	৮৩৪২০	৮২.২৬৫	২৫২	১০০
৬৩	পটুয়াখালী	১৫২৯৭৪৯৪৬২.০০	৪৬১	১৫২৯৭৪৯৪৬২.০০	১৫২৯৭৪৯৪৬২.০০	০	৭৬২৩৯	৩৭৫৫০	০	০	১০০
৬৪	বরগুনা	৪৬২৩০৪৩৭.৪০	৬৮৩	৪৫৩১৮৬৮৯.৫৩	৪৫৩১৮৬৮৯.৫৩	০	৬৬৪৫	১৭২০	২১.২০	৫১.৪৩	৯৯.৬৭
	সর্বমোট=	১০৮৭৬৪২৮০৮৯.৩৫	৭৫৫৪৩	১০৮৫৬৪৫৪৭৯৭.৬২	**১০৮৫৪৩৪২২০০.৩৫**	**২৬২৫৬৯০.২৮**	১১৮০৯১০১.৮৪	৭৩৭০২৬৮.৫৭৪	৩৭০৬.৬৮৫	৫২১৫৭৬.৯৩৯৬	৯৯.৮৫

২.১৪.৪ গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টিআর-টাকা) কর্মসূচির আওতায় বাস্তবায়িত সোলার প্রকল্পের চূড়ান্ত প্রতিবেদনের সারাংশ সিট

ক্র নং	জেলার নাম	সোলার প্রকল্পের মোট টাকার পরিমাণ	বাস্তবায়িত সোলারপ্রকল্পসংখ্যা					উত্তোলিত টাকার পরিমাণ	ব্যয়িতটাকার পরিমাণ	অব্যয়িত টাকার পরিমাণ	সুফলভোগীরসংখ্যা		অগ্রগতির হার (%)
			স্ট্রীট সোলার	হোম সিস্টেম	WP (৪+৫	বায়ো গ্যাস	উন্নত চুলা				পুরুষ	মহিলা	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
১	ঢাকা	২৫৫৮১৮৮৯৮.৯০	১৫৫০	১৫৫৩	৬৩৯২৮৩	০	০	২৪৫৯৪৪৬৮.০৪	২৪৫৯৪৪৬৮.০৪	০	২০৩৪০০	১৮০০৫৮	১০০
২	গোপালগঞ্জ	৬৬৪০৪৭৫৮.৭৩	৬২৬	৫০৭	১০০৩৩০	০	০	৬৬৪০৪৭৫৮.৭৩	৬৬৪০৪৭৫৮.৭৩	০	৭৮.৫১৬	৪৪.৬৪৪	১০০
৩	মুন্সিগঞ্জ	৫৯৪১১৩০৯.২৩	৭০৬	৬১৫	৮৫৬৫৫	০	০	৫৯৪১১৩০৯.২৩	৫৯৪১১৩০৯.২৩	০	১২৫৭৭৯	৫৬১৭৫	১০০
৪	নরসিংদী	৭২৫৮৮৫৩১.০০	৭৪০	৯৭৭	১১৭৯০৫	০	০	৭২৫৮৮৫৩১.০০	৭২৫৮৮৫৩১.০০	০	৩০০৭১৭	২০৩৯৬৩	১০০
৫	রাজবাড়ী	৫০৮৭৫০৬৫.১১	৫১৫	৬১৪	৮৯৯৩০	০	০	৫০৮৩৮৭৪.০০	৫০৮৩৮৭৪.০০	০	৩৮৩৮৬	২৪৭১৪	১০০
৬	ফরিদপুর	৮৮৭৬৩৭১৩.২০	৭৮৬	১৮৯৮	২৬৮৪	০	০	৮৮৭৬৩৭১৩.২০	৮৮৭৬৩৭১৩.২০	০	৫২৫৬১	১২৪২৬৯	১০০
৭	টাংগাইল	১৫৫৫৬৮৩১৯.৭৬	৭৬২	৫৫৭২	৬৩৩৪	০	০	১৫৫৫৬৮৩১৯.৭৬	১৫৫৫৬৮৩১৯.৭৬	০	১৩২৩৫২	৭১২৭৮	১০০
৮	কিশোরগঞ্জ	১১৯৭৫৮০৫১.১২	৩৪০	১০৪৮	২১১০০০	০	০	১১৯৭৫৮০৫১.১২	১১৯৭৫৮০৫১.১২	০	২৬০০	৫৩০০	১০০
৯	নারায়নগঞ্জ	৭৮৪০০২০৯.২৭	১০৭০	১২৬	১১৮০৭২	০	০	৭৮৪০০২০৯.২৭	৭৮৪০০২০৯.২৭	০	৩০৪৯১০	২৬০৬০৩	১০০
১০	মানিকগঞ্জ	৫৫৯৯৫০৯৪.০৯	৬২৮	১২৮৩	৭৪৯৭০	০	০	৫৫৯৯৩১৫১.৮১	৫৫৯৯১২৮৮.৮১	১৮৬৩	৬৫৫৩২	৬১২১৪	১০০
১১	শরিয়তপুর	৬৭১৮৮৯৪৩.০০	৪২৮	২৫১৭	১০৮০২৩	০	০	৬৭১৮৮৯৩৪.০০	৬৭১৮৮৯৩৪.০০	০	১০৩০১০	৮৮৩৩০	১০০
১২	মাদারীপুর	৬০৬১৫১৮৯.০৪	৯০৮২	২২৯৯১	৯০৫৫০০	০	০	৬০৬১৫১৮৯.০৪	৬০৬১৫১৮৯.০৪	০	২১৯১৬৫	৬৪০০১	১০০
১৩	গাজীপুর	৭৮২৬৮৬২২.২৪	৭৩০	৫৪১	১১৩৭৩১	১	০	৭৪৬৭০২৫৪.২৫	৭৪৬৭০২৫৪.২২	০	৩০২৮৮৪	২২৯০৯৮	১০০
১৪	ময়মনসিংহ	১৯৮৮৯০১৭৪৭.৬৬	৭১৬	৮৬৪৫	৪৩২৫৮৫	০	০	১৯৮৮৯০১৭৪৭.৬৬	১৯৮৮৯০১৭৪৭.৬৬	০	৪৫২৯৫	১৯৪১১	১০০
১৫	নেত্রকোনা	৯৮৭০৫২০১.৫৯	২৮১	৬১৬০	২২১০২৫	০১	০	৯৮৭০৫২০১.৫৯২	৯৮৭০৫২০১.৫৯	০	৭৭৮১৯১	৩৫৬২২	১০০
১৬	শেরপুর	৬৩৩২৫২৬৪.০০	৪১৬	৮৩৪৫২	১৩২১৭৫	০	০	৬৩৩২৫২৬৪.০০	৬৩৩২৫২৬৪.০০	০	১২৭২৮	৮৬১৮	৯৮.৬০
১৭	জামালপুর	১৮৪৮৮৬৬৯৪.৫৯	৫৯৫	৩৩৪৩	১৫৩৭৩২	০	০	১৮৪৮৮৬৬৯৪.৫৯	১৮৪৮৮৬৬৯৪.৫৯	০	৮৭১৫১	৬২৬১৮	১০০
১৮	রাজশাহী	১১৭০৫০৪১৮.৬	৯৫৮	১৩০৬	১০৭০৭৫	০	০	১১৭০৫০৪১৮.৬	১১৭০৫০৪১৮.৬	০	৩২০৮৩০	২২১৪৬০	১০০
১৯	চাঁপাই নবাবগঞ্জ	৫৯৭৯০০০৪.০৮	৫৭২	১২০৬	১০৭০৬৫	০	০	৫৯৭৯০০০৪.০৮	৫৯৭৯০০০৪.০৮	০	১৫১৯৮০	১১১৩১০	১০০

ক্রম নং	জেলার নাম	সোলার প্রকল্পের মোট টাকার পরিমাণ	বাস্তবায়িত সোলারপ্রকল্পসংখ্যা					উত্তোলিত টাকার পরিমাণ	ব্যয়িতটাকার পরিমাণ	অব্যয়িত টাকার পরিমাণ	সুফলভোগীরসংখ্যা		অগ্রগতির হার (%)
			স্ট্রীট সোলার	হোম সিস্টেম	WP (৪+৫	বায়ো গ্যাস	উন্নত চুলা				পুরুষ	মহিলা	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
২০	নওগাঁ	১০০৫৩৯৭৭৫.৫	১০৮৭	১২৪২	১৩০৭১৫	০	৪০৩	১০০৫৩৯৭৭৫.৫	১০০৫৩৯৭৭৫.৫	০	২২৫০৪৯	১২০৯৯৬	১০০
২১	নাটোর	৭৮৬৭৪০৫৫.৬৮	১৮৮	২৯০	১২৮৩৪০	০	০	৭৮৬৭৪০৫৫.৬৮	৭৮৬৭৪০৫৫.৬৮	০	১৪৭৫৮৭	৫২৮০৩০	১০০
২২	পাবনা	৭৭০৪৬০৪.২	৯৩	১২০	৯৯৭০	০	০	৭৭০৪৬০৪.২	৭৭০৪৬০৪.২	০	৩০১৪৫	২২৯৮৩	১০০
২৩	বগুড়া	১২২৭৩৪২৪৭.৬৩	৫৯৭	২৭৩	৮৮৬৯১	০	০	১২২৭৩৪২৪৭.৬৩	১২২৭৩৪২৪৭.৬৩	০	৩৭১০	১৫৭৩৭৩	১০০
২৪	জয়পুরহাট	৪১৮৭০৩৩০.০৪	৫৪৪	২৭২	৫৭৮৬৫	০	০	৪১৮৬৫১৮১.৫৫	৪১৮৬৫১৮১.৫৫	০	১৯৫৮০০	১৫১৫২০	১০০
২৫	সিরাজগঞ্জ	১১৮২২৬৬৪৬.০৩	১৭০৮	৩৯৬০	১৬৭৭৯০	১০৮০	০	১১৮২২৬৬৪৬.০৩	১১৮২২৬৬৪৬.০৩	০	১২৬২৮৬	৭৮০৮৩	১০০
২৬	রংপুর	১১৫০২৬৬৬৭.০২	৮০৯	১৫১৯	১৮০০৯০	০	৪	১১৫০২৬৬৬৭.০২	১১৫০২৬৬৬৭.০২	০	২২৯১৮১	৯৬১৬৫	১০০
২৭	দিনাজপুর	১২৬৭২৬০৪১.৫৭	৪১৯৪	৬৯৮৭	১১১৮১	০	০	১২৬৫৫০০৪১.৫৭	১২৬৫৫০০৪১.৫৭	০	২৮১৭৮০	১৯০৪৪৪	১০০
২৮	ঠাকুরগাঁও	৫২৬৪৯৬৬৩.৭৪	৪৬০৫	৫৩৬৫	৭৪৮৩৫	০	০	৫২৬৪৯৬৬৩.৭৪	৫২৬৪৯৬৬৩.৭৪	০	৮১৯৪৫	৩৭৫৮৪	১০০
২৯	পঞ্চগড়	৪৩২৭৩১৭৭.১০	২৯১	১৫৬৯	৭৪১১২	০	০	৪৩২৭৩১৭৭.১০	৪৩২৭৩১৭৭.১০	০	৯৫৫২৫	৪১৮০০	১০০
৩০	লালমনির হাট	৫৬৯৫৬৫৫৪.২৩	১৯৯২	১৯২৬	১৩১৩৩৮	০	০	৫৬৭৮৫১৯৩.২৩	৫৬৭৮৫১৯৩.২৩	০	১৯৩৮২	৩২১২১২	৯৯.৯৮
৩১	গাইবান্ধা	১৯৬৫৫১১২৬.৮৬	১২৮৪	৬৮২৬	১৫৯২০২	০	০	১৯৬৫০৮২২৫.৯৪	১৯৬৫০৮২২৫.৯৪	০	১০৫৪৪৩২	১১৯১৫৪	১০০
৩২	কুড়িগ্রাম	১০০৪০৪২৬৮.৭৯	৩৪৬	৫২১০	২০৬১২৬	০	০	১০০৪০২৭৮৬.৬৪	১০০৪০২৭৮৬.৬৪	০	১৪৮২	১২৭১৬৭	১০০
৩৩	নীলফামারী	৮১৭৭৪৪০৯.৪৭	৫৫১	৩২৫৩	১৪১২২৫	০	০	৮১৭৭৪৪০৯.৪৭	৮১৭৭৪৪০৯.৪৭	০	১৬৭০৬৪	৯২২৮২	১০০
৩৪	চট্টগ্রাম	২২৪৭১৫৫৮৪.০০	১৪৯৮	২৮৬৬	৫৪৫৮৭১	০	৫০০	২২৪৭১৫৫৮৪.০০	২২৪৭১৫৫৮৪.০০	০	৬৪৮১৭৩	৪৬৬৭৫৮	১০০
৩৫	কক্সবাজার	৬৩৯৩২৮৮৫.০০	৪২৯	১১৫৬	১২৯২০৮	০	০	৬৩৯৩২৮৮৫.০০	৬৩১১৮৩৩.০০	৮১৪০৫২.০০	১০০৮২৯	৬৪৫৪৩	১০০
৩৬	রাঙ্গামাটি	৭০৪৮৮১৬৭.১৩	১৩৯	৩০৫৬	৩৯৪৫২	০	০	৭০৪৮৮১৬৭.১৩	৭০৪৮৮১৬৭.১৩	০	২৯০৯	২০১৯	১০০
৩৭	খাগড়াছড়ি	৪২৩৩০৬২১.৪৭	৯৫	২৫১২	৮০৫৬৫	০	০	৪২৩৩০৬২১.৪৭	৪২৩২৪০৮৭.৪৭	৬৫৩৪.০০	৩৩৭৪৩	২১৮৯৫	১০০
৩৮	বান্দরবান	৪৭৭৩৫২৩২.৯৭	১৪৯	৩২৫৪	৯৫৭৯০	০	০	৪৭৭৩৫২৩২.৯৭	৪৭৭৩৫২৩২.৯৭	০	২২৬৪৮	১৪৮৭০	১০০
৩৯	কুমিল্লা	২০৬৩৩৭৮৯১.২৯	২৩০৮	২৭৫৮	৩৩৫৭৬৯	০	০	২০৬৩৩৭৮৯১.২৯	২০৬৩৩৩৫২৮.৩৪	৪৩৬২.৯৫	৪৬৫৯৪৪	৬১৮৪০৩	১০০
৪০	চাঁদপুর	১০৬২৭৬২৬৭.৪৪	২১৮	২৮৬৮	৩১৮৪৬	০	০	১০৬২৭৬২৬৭.৪৪	১০৬২৭৬২৬৭.৪৪	০	২০১৮৮০	১১৯৪৬০	৯৯.৯৮
৪১	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া	৯৯২৪১৫৩৬.৬৯	৭৬৮	১৯৪৮	১৭২৬০৬	০	০	৯৯২৪১৫৩৬.৬৯	৯৯২৪১৫৩৬.৬৯	০	১৪১০৯৬	১৫২৭৬২	১০০
৪২	নোয়াখালী	১০৩৫২৭৮২৫.২৩	১১২৮	২৪২১	১৫০২৬০	০	০	১০৩৫২৭৮২৫.২৩	১০৩৫২৭৮২৫.২৩	০	২০১৫৪৪	৬৭১৮০	১০০
৪৩	লক্ষীপুর	৬৮৫০৯৬১৪.৩৪	২৫৬	৪৩৩৬	১৩৩৩৮০	০	০	৬৮৫০৯৬১৪.৩৪	৬৮৫০৯৬১৪.৩৪	০	৫০৩৩১	৪০৫৭২	৯৯.৮
৪৪	ফেনী	৬০২৬৮৯৭৪.৮৪	৬৭৫	৪৭৬	১২৪৪২০	০	০	৬০২৬৮৯৭৪.৮৪	৬০২৬৮৯৭৪.৮৪	০	২৬৮৫৮৫	১০৭৬০৫	১০০
৪৫	খুলনা	১১০৭৫৯৭৮৬.৫১	৬৬০	৩৪৯৫	১৮০৫২৫	০	০	১১০৭৫৯৭৮৬.৫১	১১০৭৫৯৭৮৬.৫১	০	২৩৯৪৯৬	১৮৫৮৬৪	১০০
৪৬	বাগেরহাট	১৩১৬৬৬১৮.২৬	৮০০	১৭৩৯	১৫৬৪০০	০	০	৯০৩৮৪৬৮৩.৯১	৯০৩৮৪৬৮৩.৯১	০	৩০৮০৭৮	১৭৭৩৯২	১০০
৪৭	সাতক্ষীরা	৯০৭১৭৭৫২.৭৭	১২৪৪	২৩০৪	১০৬৭৯৪	০	০	৯০৭১৭৭৫২.৭৭	৯০৭১৭৭৫২.৭৭	০	৫৭৮৯৮	৩০৩১২	১০০
৪৮	যশোর	১১২৪৯৬৭২৯.৫৩	৩৬৭	২৪৮	১৯০২৭৫	০	০	১১২৪৯৬৭২৯.৫৩	১১২৪৯৬৭২৯.৫৩	০	৯০০০	১৭৩০	১০০
৪৯	ঝিনাইদহ	৬৪৯৬১৮০৩.২৫	১৮৯৮	১০৩৯৪	১০৮৪৪৫	০	০	৬৪৯৬১৮০৩.২৫	৬৪৯৬১৮০৩.২৫	০	৪২০৮৫	১৫৪১৬	১০০
৫০	নড়াইল	৩৭০৪৯৫৬৮.৯৫	২১৫	৫৭৮	৬৬২৫০০	০	০	৩৭০৪৯৫৬৮.৯৫	৩৭০৪৯৫৬৮.৯৫	০	৮৪১৫	৬৩৩৫	১০০
৫১	মাগুরা	৪৬১২০৫৯৬.৯২	১৩৫	২০৩৫	৪০১৪৫	০	০	৪৬১২০৫৯৬.৯২	৪৬১২০৫৯৬.৯২	০	৫৪১৫	৩১২৬	১০০
৫২	চুয়াডাংগা	৪০৭২৫১২৮.৬৮	৬৬১	৬০	৫৭৩৬৫	০	০	৪০৭২৫১২৮.৬৮	৪০৭২৫১২৮.৬৮	০	৬৪২৫০	২৭১৫০	১০০
৫৩	কুষ্টিয়া	৬৫০৬২০১৯.৬৬	৪০০	৪২৯	৯৩৯৪১	০	০	৬৫০৬২০১৯.৬৬	৬৫০৬২০১৯.৬৬	০	১৭৬২৭৯	১০৯৯৮০	১০০
৫৪	মেহের পুর	৩৪২৯৫২৫০	১৮৩	৭৮৫	৫১৯৭৫	০	০	৩৪২৯৫২৫০	৩৪২৯৫২৫০	০	৬৯৫৫৭	৫০০৯০	১০০
৫৫	সিলেট	১১৫২৮৪৯৬৫.৪	১৫০১	৬১৮৪	২৮২৪৬০	০	০	১১৫২৮৪৯৬৫.৪	১১৫২৮৪৯৬৫.৪	০	১০৫৫৯৮	৮৬৮৭৯	১০০
৫৬	মৌলভী বাজার	৭৮৪০০১৬০.১৭	৩০৪	৭১৮১	১৬২২১০	০	০	৭৮৪০০১৬০.১৭	৭৮৪০০১৬০.১৭	০	৮০০৩৯	৪৫৬৬৫	১০০
৫৭	হবিগঞ্জ	৭৯২৩৪০৩৪.২২	৬৪৩	২৯৫৭	১৩১৯৮৫	০	০	৭৯২৩৪০৩৪.২২	৭৯২৩৪০৩৪.২২	০	৮২৮৩৫	৬৫২৩৭	১০০
৫৮	সুনামগঞ্জ	১০১৪১৩৭৬৪.২০	৬৫	৭৮০৫	২৩৮০৫০	০	০	১০১৩৫৮৩১৪.২০	১০১৩৫৮৩১৪.২০	০	৬৩৩৯	১৫৩০	৯৯.৯৯
৫৯	বরিশাল	১২৭২৬৭৮৭০.৩০	৮৯৫	৪৭৩৭		০	০	১২৭২৬৭৮৭০.৩০	১২৭২৬৭৮৭০.৩০	০	৩৯৪০৭	২৪৮৩৫	১০০
৬০	ঝালকাঠি	৪১১৩৩৭৩৪.৫০	৫৬৮	২৩৪	৬২৪৪০	০	০	৪০৯২০১২৯.০৬	৪০৯২০১২৯.০৬	০	২৪৪১৩	১৫৮৩৬	৯৯.২৯
৬১	ভোলা	৮২১৬৩৯৬৩.০০	৭২৮	১৮৩১	১৪৮২৫০	০	০	৮২১৬৩৯৬৩.০০	৮২১৬৩৯৬৩.০০	০	৬০২৯০	৫৯১৩৫	১০০
৬২	পিরোজপুর	৬৭৩৬৬৫২০.৩৬	৩৩৫	২৪০৯	৩৪৭০	০	০	৬৭৩৬৬৫২০.৩৬	৬৭৩৬৬৫২০.৩৬	০	১২৮৪০	১৩২১	১০০
৬৩	পটুয়াখালী	৪৬০৭১৮৬৭.০০	৭৮৫	১০১২	৪৬০৬০	০	০	৪৬০৭১৮৬৭.০০	৪৬০৭১৮৬৭.০০	০	৯৯৫৭৩	৪৯৪৪৪	১০০
৬৪	বরগুনা	৪৫৭২৮৭৭২.৫০	২৮৫	১৭৫৩	৮১৪১৫	০	০	৪৫৭২৮৭৭২.৫০	৪৫৭২৮৭৭২.৫০	০	১৭৯৩০	৭২১৫	১০০
	সর্বমোট=	৭৪৫৮২১৩১১২.৬৫	৬০১২৯	২৬৮৯৯২	৩৪১৬৩৫	১০৮৯	৯১৫	৪২৩৭৫০১৫৭৩.৩৬	৭৫১৯৯৭৭০৮৪.০৮	৮২৬৮২২.৯৫	৯৫৫৪৩৪৮.৫১৬	৬৫৫৩৪৫১.৬৪৪	৯৯.৯৬

গৃহহীনদের জন্য নগদ টাকায় দুর্যোগ সহনীয় বাসগৃহ

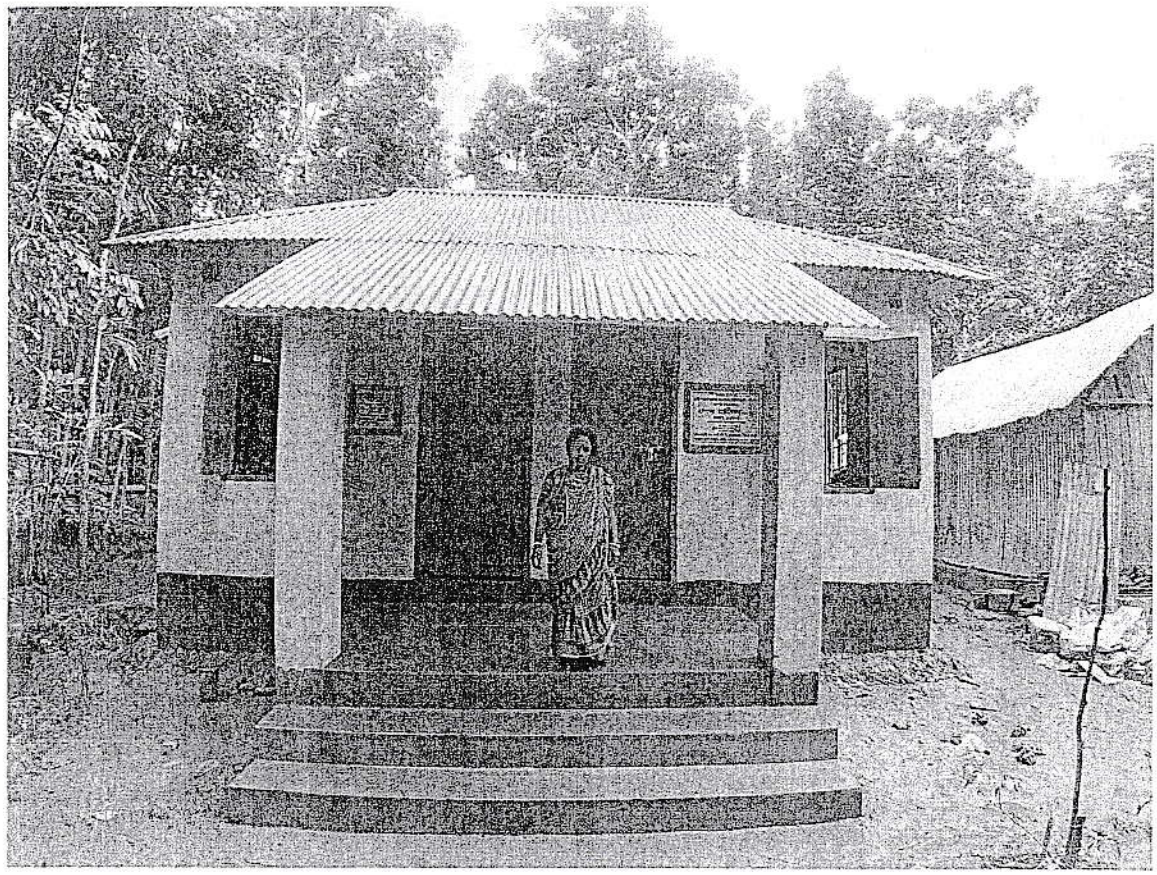

দুর্যোগ সহনীয় বাসগৃহ প্রাপ্ত ব্যক্তিঃ শেফালী রাণী শীল, গ্রামঃ উত্তর বলতলা, ইউনিয়নঃ শৌল জালিয়া, উপজেলাঃ কাঠালিয়া, জেলাঃ ঝালকাঠি

২.১৩.১ গৃহহীনদের জন্য নগদ টাকায় দুর্যোগ সহনীয় বাসগৃহ নির্মাণ

ভুমিকা: ভৌগলিক অবস্থানগত কারণে প্রতিনিয়তই বাংলাদেশকে ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছাস, বন্যা,কালবৈশাখী ঝড়, বজ্রপাত,ভুমিধ্বস, খরা শৈত্য প্রবাহ ইত্যাদি দুর্যোগমোকাবেলা করতে হয়। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে দুর্যোগের মাত্রা প্রতি বছর আরো তীব্রতর হচ্ছে। পাশাপাশি অগ্নিকান্ডসহ মানবসৃষ্ট দুর্যোগও বেড়ে যাচ্ছে। এ সকল দুর্যোগ মোকাবেলার জন্য একটি দুর্যোগ সহনশীল জাতি গঠনের লক্ষ্যে বর্তমান সরকার সমন্বিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের মাধ্যমে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছে।প্রায় প্রতি বছরই কোন না কোন দুর্যোগে অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠী গৃহহীন হয়ে মানবেতর জীবন যাপন করে। এক্ষেত্রে ঢেউটিন বরাদ্দ করা হলেও বরাদ্দ প্রাপকদের অনেকেরই বাস উপযোগী ঘর নির্মাণের সামর্থ্য থাকেনা। গ্রামীণ এলাকায় এখনো অতিদরিদ্র (Hardcore poor) জনগোষ্ঠী রয়েছে, যাদের সামান্য জমি বা ভিটা আছে কিন্তু টেকসই গৃহ নেই। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন সামাজিক নিরাপত্তাবেষ্টনীর আওতাভুক্ত টি,আর/কাবিটা কর্মসূচির বিশেষখাতের অর্থ দ্বারা গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন ও দুর্যোগে ঝুঁকিহ্রাসকল্পে গৃহহীন পরিবারের জন্য দুর্যোগ সহনীয় ঘর নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা সবার জন্য বাসস্থান নির্মাণের ঘোষনা দিয়েছেন, এ লক্ষ্যে "গৃহহীনদের গৃহদান" কর্মসূচির অগ্রাধিকার প্রদান, দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস এবং বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার "আমার গ্রাম, আমার শহর" অনুযায়ী গ্রামীণ এলাকায় যে সকল দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সামান্য জমি বা ভিটা আছে; কিন্তু টেকসই ঘর নেই তাদের জন্য ৮০০ বর্গফুট জায়গায় (প্রায় দুই শতাংশ জমি) রান্নাঘর ও টয়লেটসহ একটি সেমিপাকা টিনশেড গৃহ (দুই কক্ষবিশিষ্ট) নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ ছাড়া এ কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে আর্ন্তজাতিক চুক্তিসমূহ যেমন সেন্দাই ফ্রেমওয়ার্ক ফর ডিজাষ্টার রিস্ক রিডাকশন (SFDRR) এবং এসডিজি (SDG) অর্জন সহজতর হবে। এ সকল গৃহে ভবিষ্যতে বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ, সোলার প্যানেল সংযোজন ও গৃহ সংলগ্ন টয়লেট থাকার ফলে রাত্রিকালে নারী-শিশুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টি.আর) ও গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিটা) কর্মসূচির বিশেষ বরাদ্দ দ্বারা গ্রামীণ দরিদ্র গৃহহীন জনগোষ্ঠির জন্য দুর্যোগ সহনীয় গৃহ নির্মাণের লক্ষ্যে সরকার এ নির্দেশিকা জারীর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

২.১৩.২ কর্মসুচির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ

(ক) দারিদ্র বিমোচনে ইতিবাচক প্রভাব সৃষ্টিঃ
(খ) সামগ্রিকভাবে দুর্যোগে ঝুঁকিহ্রাসকল্পে গৃহহীন পরিবারের জন্য টেকসই গৃহ নির্মাণঃ
(গ) দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন;
(ঘ) সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কার্যক্রমের সম্প্রসারণ;
(ঙ) নারী, শিশু ও প্রতিবন্ধীব্যক্তিদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ;
(চ) গ্রামীণ এলাকায় শহরের সুবিধা প্রদান;
(ছ) এসডিজি এর ১৩ নং লক্ষ্যে বাস্তবায়ন ও সেন্দাই ফ্রেমওয়ার্ক অনুযায়ী দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস।

২.১৩.৩ কর্মসুচির উপকারভোগীঃ

গৃহ নির্মাণের জন্য অনুদান পাওয়ার যোগ্য সুবিধাভোগী নির্বাচন ও তাদের অনুকুলে গৃহ বরাদ্দের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত নিয়মাবলী অনুসরণ করতে হবে।

(ক) দরিদ্র গৃহহীন পরিবার যাদের কমপক্ষে ৮০০ বর্গফুট (প্রায় দুই শতাংশ জমি) পরিমাণ জমি রয়েছে অথবা উক্ত পরিমাণ জমি দান/ লীজ অথবা স্থানীয় প্রশাসন কর্তৃক প্রাপ্ত হয়ে থাকলে সে সকল পরিবার উক্ত কর্মসুচির আওতাভুক্ত হবেন।

(খ) জমির সংস্থান সাপেক্ষে গৃহহীন হিজড়া, বেদে, বাউল, আদিবাসী/ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী প্রভৃতি সম্প্রদায় এ কর্মসুচির আওতায় আসবে।

(গ) গৃহহীন অস্বচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা পরিবার, নদীভাঙ্গনসহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে গৃহহীন পরিবার, বিধবা/ তালাকপ্রাপ্ত মহিলা, প্রতিবন্ধীব্যক্তি ও পরিবারে উপার্জনক্ষম সদস্য নেই এমন পরিবার অগ্রাধিকার প্রাপ্ত হবে।

২.১৩.৪ কর্মসূচির বাস্তবায়ন পদ্ধতিঃ

(ক) ইউনিয়ন পরিষদ এ নির্দেশিকার ১০ নং ক্রমিকে বর্ণিত ছক মোতাবেক সুবিধাভোগী/উপকারভোগীদের তথ্য সংগ্রহপূর্বক অগ্রাধিকার তালিকা প্রস্তুত করে অনুমোদনের জন্য উপজেলা কমিটির নিকট প্রেরণ করবে। এক্ষেত্রে নির্দেশিকার ২নং ক্রমিকে বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে।

(খ) উপজেলা কমিটি সরেজমিনে ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত তালিকাটির যথার্থতা যাচাই করে অনুমোদন দেবে।

(গ) উপজেলা নির্বাহী অফিসার উপকারভোগীদের অনুমোদিত তালিকার কপি জেলা প্রশাসকের নিকট প্রেরণ করবেন।

(ঘ) পিআইসি গঠনের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে অনুমোদিত নকশা ও প্রাক্কলন অনুযায়ী নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করতে হবে।

(ঙ) সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার কাজ সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত প্রতি সপ্তাহে কাজের অগ্রগতি প্রতিবেদন এবং কাজ সমাপনান্তে জেলা প্রশাসকের নিকট সমাপ্তি প্রতিবেদন দাখিল করবেন।

(চ) কাজ সম্পাদনান্তে জেলা প্রশাসকগণ বিস্তারিত পরিদর্শন করে সমাপ্তির ১৫ দিনের মধ্যে নির্মাণ কাজের সন্তোষজনক প্রতিবেদন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর ও বিভাগীয় কমিশনার অফিসে প্রেরণ করবেন এবং প্রতিবেদনের অনুলিপি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবেন।

(ছ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের টি,আর/কাবিখা-কাবিটা কর্মসূচির বিশেষ খাতের বরাদ্দকৃত নগদ টাকায় এ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হবে।

জ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক এক বা একাধিক কিস্তিতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের মাধ্যমে জেলা প্রশাসকের অনুকুলে অর্থ ছাড় করা হবে। জেলা প্রশাসক এ অর্থ চাহিদা অনুযায়ী উপজেলাওয়ারী উপ বরাদ্দ প্রদান করবেন।

(ঝ) উপকারভোগী নির্বাচনের পর উপজেলা কমিটি ২০১৪ সালের টি,আর/কাবিটা নির্দেশিকা অনুসরণপুর্বক গৃহ নির্মাণের জন্য প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি (পিআইসি) গঠন করবে। উক্ত নির্দেশিকা অনুযায়ী বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয়/হিসাব সমন্বয় ও নিরীক্ষার জন্য বিল ভাউচার সংরক্ষণ করতে হবে।

(ঞ) নির্মাণ কাজে নিয়োজিত শ্রমিক হিসেবে উপকারভোগী পরিবারের সদস্যদের গৃহ নির্মাণ কাজে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

(ট) ১৯৯৮ সালের বন্যার বিপদ সীমার উপর পর্যন্ত মাটি ভরাট করে নকশা মোতাবেক ঘরের ভিটি প্রস্তুত নিশ্চিত করতে হবে।

২.১৩.৫ উপজেলা কমিটিঃ

(১) উপজেলা নির্বাহী অফিসার-	সভাপতি
(২)সহকারী কমিশনার (ভূমি)-	সদস্য
(৩) উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা-	সদস্য
(৪) উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি-	সদস্য
(৫) উপজেলা পল্লী উন্নয়নকর্মকর্তা-	সদস্য
(৬) উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা-	সদস্য
(৭) উপজেলা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলী-	সদস্য
(৮) সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান-	সদস্য
(৯) উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা-	সদস্য সচিব।

সভাপতি প্রয়োজনে কমিটিতি সদস্য অর্ন্তভুক্ত (কোঅপ্ট) করতে পারবেন। তবে কমিটিতে কোন মহিলা সদস্য না থাকলে মহিলা কর্মকর্তাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে ।

কমিটির কর্মপরিধি

(ক) উপজেলা কমিটিতে সরেজমিনে যাচাই করে ইউনিয়নভিত্তিক উপকারভোগীদের তালিকা চুড়ান্তভাবে অনুমোদন ও কমিটির নিকট প্রেরণ করবে।
(খ) অনুমোদিত নকশা ও প্রাক্কলন অনুযায়ী মানসম্মত নির্মাণ সামগ্রী ব্যবহারের মাধ্যমে গৃহ নির্মাণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবে।
(গ) কমিটি প্রতিমাসে কমপক্ষে ০২(দুই)টি সভা অনুষ্ঠান করবে। কার্যক্রম চলাকালে প্রয়োজন অনুযায়ী সভা করবে।

২.১৩.৬ জেলা তত্ত্বাবধান ও মূল্যায়ন কমিটি: জেলা কর্ণধার কমিটি জেলা তত্ত্বাবধানও মূল্যায়ন কমিটি হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে।

কমিটির কর্মপরিধি:

(ক) কর্মসূচির সার্বিক তত্বাবধান ও সমন্বয় সাধন করবে।
(খ) কার্যক্রমের পরিদর্শন, বাস্তবায়ন, মনিটরিং ও মূল্যায়নপূর্বক প্রতিবেদন দাখিল করবে।
(গ) কর্মসূচি বাস্তবায়নে কোন ত্রুটি/প্রতিবন্ধকতা পরিলক্ষিত হলে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়কে অবহিতপূর্বক প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদান করবে।
(ঘ) সরেজমিনে পরিদর্শনে কোন অনিয়ম পরিলক্ষিত হলে দায়ী ব্যক্তি চিহ্নিত করে তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণে সুপারিশ প্রদান করবে।
(ঙ) কমিটি প্রতিমাসে অন্তত ০১ (এক)টি সভা করবে। কার্যক্রম চলাকালে প্রয়োজন অনুযায়ী সভা করবে।

২.১৩.৭ বিভাগীয় মূল্যায়ন কমিটি:

(১)	বিভাগীয় কমিশনার	-	সভাপতি
(২)	পরিচালক, স্থানীয় সরকার বিভাগ	-	সদস্য
(৩)	উপ-ভূমি সংস্কার কমশিনার	-	সদস্য
(৪)	সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক	-	সদস্য
(৫)	অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার	-	সদস্য সচিব ।

কমিটির কর্মপরিধি:

(ক) কর্মসূচির অগ্রগতির মূল্যায়নও মাঠ পর্যায়ে কাজের তদারকি।
(খ) জাতীয় কমিটির সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নে সমন্বয় সাধন।
(গ) কমিটি প্রতি ২(দুই) মাস অন্তর ০১(এক)টি সভা করবে ।

২.১৩.৮ জাতীয় কমিটি:

(১)	মাননীয় মন্ত্রী / প্রতিমন্ত্রী, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	-	উপদেষ্টা
(২)	সিনিয়র সচিব/সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	-	সভাপতি
(৩)	মহাপরিচালক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর	-	সদস্য
(৪)	মহাপরিচালক, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	-	সদস্য
(৫)	প্রতিনিধি, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	-	সদস্য
(৬)	প্রতিনিধি,জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
(৭)	প্রতিনিধি, অর্থ বিভাগ	-	সদস্য
(৮)	প্রতিনিধি, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	-	সদস্য
(৯)	অতিরিক্ত সচিব (ত্রাণ), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	-	সদস্য সচিব।

কমিটির কর্মপরিধি:

(ক) জাতীয় কমিটি গৃহ নির্মাণ সংক্রান্ত সামগ্রিক কর্মসূচির বাস্তবায়ন, অগ্রগতি পর্যালোচনা ও বাস্তবায়নজনিত সমস্যা সমাধানে সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান।

(খ) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নির্দেশিকা অনুসারে প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ।

(গ) প্রতি ৩(তিন) মাস অন্তর কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হবে ।

২.১৩.৯ ঘরের নকশা/ নমুনা :

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তক অনুমোদিত নকশা ও প্রাক্কলন অনুযায়ী গৃহ নির্মাণ করতে হবে।

দুই কক্ষবিশিষ্ট বেডরুম (প্রতি রুম-১০X ১০ ফুট)
রান্নাঘর ১টি- (৭ X ৬ ফুট)
টয়লেট ১টি- (৬ X ৬ ফুট)

২.১৩.১০ বাসগৃহ নির্মাণে ব্যবহার্য উপকরণের বর্ণনা:

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের প্রাক্কলন ও স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত নির্মাণ সামগ্রী ব্যবহার করতে হবে:

(১) ঘরের চালের ফ্রেমে মানসম্মত কাঠ ব্যবহার করতে হবে;
(২) ঘরের চালে গাঢ় নীল রংয়ের উন্নতমানের ঢেউটিন (কমপক্ষে ০.৪৬ মিমি পুরু) ব্যবহার করতে হবে;
(৩) ১ নং ইট ও উন্নতমানের বালি (এফএম ১.২)ব্যবহার করতে হবে;
(৪) নকশা অনুসারে ঘরের ২' (দুই ফুট) উঁচু পাকা ভিটি করতে হবে।
(৫) ভালো ব্যান্ডের সিমেন্ট ব্যবহার করতে হবে;
(৬) সংযুক্ত প্রাক্কলন অনুযায়ী দরজা,জানালা ও বারান্দায় উন্নতমানের নির্মাণ সামগ্রী ব্যবহার করতে হবে।

২.১০.৩ গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা-টাকা) কর্মসূচির আওতায় বাস্তবায়িত গৃহহীনদের জন্য দুর্যোগসহনীয় বাসগৃহ নির্মাণ প্রকল্পের চূড়ান্ত প্রতিবেদনের সারাংশ সীট:

ক্র নং	বিভাগের নাম	জেলার সংখ্যা	গৃহহীনদের জন্য দুর্যোগ গহনীয় বাসগৃহ নির্মাণ প্রকল্পের মোট টাকার পরিমাণ	বাস্তবায়িত গৃহহীনদের জন্য দুর্যোগ সহনীয় বাসগৃহ নির্মাণ প্রকল্প সংখ্যা	উত্তোলিত টাকার পরিমাণ	ব্যয়িত টাকার পরিমাণ	অব্যয়িত টাকার পরিমাণ	সুফলভোগীর সংখ্যা	অগ্রগতির হার (%)
১	ঢাকা	৯	১৩৩৪০১৯৯৬	৫১৬	১৩৩৪০১৯৯৬	১৩৩৪০১৯৯৬	০	২৭০৪	১০০
২	ময়মনসিংহ	১	৩৭২২৮৪৬৪	১৪৪	৩৭২২৮৪৬৪	৩৭২২৮৪৬৪	০	১২১০	১০০
৩	রাজশাহী	৪	১৫৬৮৮৮৩১৭	৬০৭	১৫৬৮৮৮৩১৭	১৫৬৮৮৮৩১৭	০	৪৯০৬	১০০
৪	রংপুর	২	৮৪০২২৫৭৫	৩২৫	৮৪০২২৫৭৫	৮৪০২২৫৭৫	০	৬৯৭	১০০
৫	চট্টগ্রাম	৭	১৪৮৬৫৫৩৭৯	৫৭৫	১৪৮৬৫৫৩৭৯	১৪৮৬৫৫৩৭৯	০	৩২৫৯	১০০
৬	খুলনা	৫	১৭৯৯৩৭৫৭৬	৬৯৬	১৭৯৯৩৭৫৭৬	১৭৯৯৩৭৫৭৬	০	২৫৮৫	১০০
৭	সিলেট	৪	১০৭২৯০৩৬৫	৪১৫	১০৭২৯০৩৬৫	১০৭২৯০৩৬৫	০	৪৮৭৮	১০০
৮	বরিশাল	৪	১৫২৫৩৩২৩৬	৫৯০	১৫২৫৩৩২৩৬	১৫২৫৩৩২৩৬	০	২০৪২	১০০
	সর্বমোট	৩৬	৯৯৯৯৫৭৯০৮	৩৮৬৮	৯৯৯৯৫৭৯০৮	৯৯৯৯৫৭৯০৮	০	১৯৬৯৬	১০০

২.১৪.২ গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টিআর টাকা) কর্মসূচির আওতায় বাস্তবায়িত গৃহহীনদের জন্য দুর্যোগসহনীয় বাসগৃহ প্রকল্পের চূড়ান্ত প্রতিবেদনের সারাংশ সীট

ক্রঃ নং	বিভাগের নাম	জেলার সংখ্যা	গৃহহীনদের জন্য দুর্যোগ গহনীয় বাসগৃহ নির্মাণ প্রকল্পের মোট টাকার পরিমাণ	বাস্তবায়িত গৃহহীনদের জন্য দুর্যোগ সহনীয় বাসগৃহ নির্মাণ প্রকল্প সংখ্যা	উত্তোলিত টাকার পরিমাণ	ব্যয়িত টাকার পরিমাণ	অব্যয়িত টাকার পরিমাণ	সুফলভোগীর সংখ্যা	অগ্রগতির হার (%)
১.	ঢাকা	৬	২৭৪০৪২৮৬০	১০৬০	২৭৪০৪২৮৬০	২৭৪০৪২৮৬০	০	১৮৭০৬	১০০
২.	ময়মনসিংহ	৩	২১৬৬৪৮৯৭৮	৮৩৮	২১৬৬৪৮৯৭৮	২১৬৬৪৮৯৭৮	০	২৪৬৩	১০০
৩.	রাজশাহী	৬	২২৯৩১৭০২৭	৮৮৭	২২৯৩১৭০২৭	২২৯৩১৭০২৭	০	৪৯০৬	১০০
৪.	রংপুর	৪	৫০৮৫৩০৪৭৭	১৯৬৭	৫০৮৫৩০৪৭৭	৫০৮৫৩০৪৭৭	০	৯২৫১	১০০
৫.	চট্টগ্রাম	৫	৩৪৫৬৫৫৯৪৭	১৩৩৭	২৬০০৮২১৮৬	২৬০০৮২১৮৬	০	২১৩২৭	১০০
৬.	খুলনা	৫	৩০৮১৬৮৯২২	১১৯২	২৬৮৬৫২৪৮৭	২৬১৪১৩৬১৯	০	৪৭৬১	১০০
৭.	বরিশাল	২	১১৭৬৩১৬০৫	৪৫৫	১১৭৬৩১৬০৫	১১৭৬৩১৬০৫	০	২১৬৭	১০০
	সর্বমোট	৩১	১৯৯৯৯৯৫৮১৬	৭৭৩৬	১৮৭৪৯০৫৬২০	১৮৬৭৬৬৬৭৫২	০	৬৩৫৮১	১০০

২.১১.৪ গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা-টাকা) কর্মসূচির আওতায় বাস্তবায়িত গৃহহীনদের জন্য দুর্যোগ সহনীয় বাসগৃহ নির্মাণ প্রকল্পের চূড়ান্ত প্রতিবেদনের সারাংশ সীট:

ক্র নং	জেলার নাম	গৃহহীনদের জন্য দুর্যোগ সহনীয় বাসগৃহ নির্মাণ প্রকল্পের মোট টাকার পরিমাণ	বাস্তবায়িত গৃহহীনদের জন্য দুর্যোগ সহনীয় বাসগৃহ নির্মাণ প্রকল্প সংখ্যা	উত্তোলিত টাকার পরিমাণ	ব্যয়িত টাকার পরিমাণ	অব্যয়িত টাকার পরিমাণ	সুফলভোগীর সংখ্যা		কাজের অগ্রগতির হার (%)
							পুরুষ	মহিলা	
১	ঢাকা	১৬৮০৪৫১৫.০০	৬৫	১৬৮০৪৫১৫.০০	১৬৮০৪৫১৫.০০	০	১৯৪	১৫০	১০০
২	মুন্সিগঞ্জ	৫১৭০৬২০.০০	২০	৫১৭০৬২০.০০	৫১৭০৬২০.০০	০	৭৪	৫৩	১০০
৩	নরসিংদী	১৭৫৮০১০৮.০০	৬৮	১৭৫৮০১০৮.০০	১৭৫৮০১০৮.০০	০	২১৫	১৭৫	১০০
৪	ফরিদপুর	১২৯২৬৫৫০.০০	৫০	১২৯২৬৫৫০.০০	১২৯২৬৫৫০.০০	০	১২৩	১২৯	১০০
৫	টাংগাইল	৩২০৫৭৮৪৪.০০	১২৪	৩২০৫৭৮৪৪.০০	৩২০৫৭৮৪৪.০০	০	৩০৪	২৫৩	১০০
৬	নারায়নগঞ্জ	৪৩৯৫০২৭.০০	১৭	৪৩৯৫০২৭.০০	৪৩৯৫০২৭.০০	০	৪৫	৪৩	১০০
৭	শরিয়তপুর	২৬৬২৮৬৯৩.০০	১০৩	২৬৬২৮৬৯৩.০০	২৬৬২৮৬৯৩.০০	০	৩১৯	২৮৯	১০০
৮	মাদারীপুর	৬২০৪৭৪৪.০০	২৪	৬২০৪৭৪৪.০০	৬২০৪৭৪৪.০০	০	৬৭	৪৮	১০০
৯	গাজীপুর	১১৬৩৩৮৯৫.০০	৪৫	১১৬৩৩৮৯৫.০০	১১৬৩৩৮৯৫.০০	০	১১৮	১০৫	১০০
১০	ময়মনসিংহ	৩৭২২৮৪৬৪.০০	১৪৪	৩৭২২৮৪৬৪.০০	৩৭২২৮৪৬৪.০০	০	৪৯৯	২২১	১০০
১১	রাজশাহী	৩৪১২৬০৯২.০০	১৩২	৩৪১২৬০৯২.০০	৩৪১২৬০৯২.০০	০	৩৯৪	৩৫৯	১০০
১২	নাটোর	৪০৫৮৯৩৬৭.০০	১৫৭	৪০৫৮৯৩৬৭.০০	৪০৫৮৯৩৬৭.০০	০	২৬১৪	২২৫১	১০০
১৩	বগুড়া	৪৫৯৭৮৫১৮.০০	১৭৮	৪৫৯৭৮৫১৮.০০	৪৫৯৭৮৫১৮.০০	০	৪৫১	৩৮৩	১০০
১৪	জয়পুরহাট	৩৬১৯৪৩৪০.০০	১৪০	৩৬১৯৪৩৪০.০০	৩৬১৯৪৩৪০.০০	০	২৯৭	৩১০	১০০
১৫	ঠাকুরগাঁও	৩৯৫৫৫২৪৩.০০	১৫৩	৩৯৫৫৫২৪৩.০০	৩৯৫৫৫২৪৩.০০	০	৪১৬	২৮১	১০০
১৬	পঞ্চগড়	৪৪৪৬৭৩৩২.০০	১৭২	৪৪৪৬৭৩৩২.০০	৪৪৪৬৭৩৩২.০০	০	৩৪৯	৩১০	১০০
১৭	চট্টগ্রাম	২৩০০৯২৫৯.০০	৮৯	২৩০০৯২৫৯.০০	২৩০০৯২৫৯.০০	০	২৯৬	২২৭	১০০
১৮	কক্সবাজার	২৮১৭৯৮৭৯.০০	১০৯	২৮১৭৯৮৭৯.০০	২৮১৭৯৮৭৯.০০	০	১৯৬	৬৬৭	১০০
১৯	রাঙ্গামাটি	৪১৩৬৪৯৬.০০	১৬	৪১৩৬৪৯৬.০০	৪১৩৬৪৯৬.০০	০	৪৮	৩২	১০০
২০	কুমিল্লা	২২৭৫০৭২৮.০০	৮৮	২২৭৫০৭২৮.০০	২২৭৫০৭২৮.০০	০	২৪৮	১৯৬	১০০
২১	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া	১৭৩২১৫৭৭	৬৭	১৭৩২১৫৭৭	১৭৩২১৫৭৭	০	১৪২	১৪৫	১০০
২২	নোয়াখালী	৩৯৫৫৫২৪৩.০০	১৫৩	৩৯৫৫৫২৪৩.০০	৩৯৫৫৫২৪৩.০০	০	৫৪৫	২৪১	১০০
২৩	ফেনী	১৩৭০২১৪৩.০০	৫৩	১৩৭০২১৪৩.০০	১৩৭০২১৪৩.০০	০	১৬২	১৫০	১০০
২৪	সাতক্ষীরা	৩১৫৪০৭৮২.০০	১২২	৩১৫৪০৭৮২.০০	৩১৫৪০৭৮২.০০	০	৩০২	২০৬	১০০
২৫	যশোর	৪৫৫০১৪৫৬.০০	১৭৬	৪৫৫০১৪৫৬.০০	৪৫৫০১৪৫৬.০০	০	৪৫০	৪১৭	১০০
২৬	ঝিনাইদহ	৪৪৯৮৪৩৯৪.০০	১৭৪	৪৪৯৮৪৩৯৪.০০	৪৪৯৮৪৩৯৪.০০	০	১০২০০০	৩৩৫০০	১০০
২৭	নড়াইল	২৮৪৩৮৪১০.০০	১১০	২৮৪৩৮৪১০.০০	২৮৪৩৮৪১০.০০	০	২১০	২০০	১০০
২৮	কুষ্টিয়া	২৯৪৭২৫৩৪.০০	১১৪	২৯৪৭২৫৩৪.০০	২৯৪৭২৫৩৪.০০	০	৩২৯	১৬৫	১০০
২৯	সিলেট	২১৯৭৫১৩৫.০০	৮৫	২১৯৭৫১৩৫.০০	২১৯৭৫১৩৫.০০	০	২৭৭	১৭৬	১০০

২.১১.৪ গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা-টাকা) কর্মসূচির আওতায় বাস্তবায়িত গৃহহীনদের জন্য দুর্যোগ সহনীয় বাসগৃহ নির্মাণ প্রকল্পের চূড়ান্ত প্রতিবেদনের সারাংশ সীটঃ

ক্র নং	জেলার নাম	গৃহহীনদের জন্য দুর্যেগ সহনীয় বাসগৃহ নির্মাণ প্রকল্পের মোট টাকার পরিমাণ	বাস্তবায়িত গৃহহীনদের জন্য দুর্যোগ সহনীয় বাসগৃহ নির্মাণ প্রকল্প সংখ্যা	উত্তোলিত টাকার পরিমাণ	ব্যয়িত টাকার পরিমাণ	অব্যয়িত টাকার পরিমাণ	সুফলভোগীর সংখ্যা		কাজের অগ্রগতির হার (%)
							পুরুষ	মহিলা	
১	ঢাকা	১৬৮০৪৫১৫.০০	৬৫	১৬৮০৪৫১৫.০০	১৬৮০৪৫১৫.০০	০	১৯৪	১৫০	১০০
২	মুন্সিগঞ্জ	৫১৭০৬২০.০০	২০	৫১৭০৬২০.০০	৫১৭০৬২০.০০	০	৭৪	৫৩	১০০
৩	নরসিংদী	১৭৫৮০১০৮.০০	৬৮	১৭৫৮০১০৮.০০	১৭৫৮০১০৮.০০	০	২১৫	১৭৫	১০০
৪	ফরিদপুর	১২৯২৬৫৫০.০০	৫০	১২৯২৬৫৫০.০০	১২৯২৬৫৫০.০০	০	১২৩	১২৯	১০০
৫	টাংগাইল	৩২০৫৭৮৪৪.০০	১২৪	৩২০৫৭৮৪৪.০০	৩২০৫৭৮৪৪.০০	০	৩০৪	২৫৩	১০০
৬	নারায়নগঞ্জ	৪৩৯৫০২৭.০০	১৭	৪৩৯৫০২৭.০০	৪৩৯৫০২৭.০০	০	৪৫	৪৩	১০০
৭	শরিয়তপুর	২৬৬২৮৬৯৩.০০	১০৩	২৬৬২৮৬৯৩.০০	২৬৬২৮৬৯৩.০০	০	৩১৯	২৮৯	১০০
৮	মাদারীপুর	৬২০৪৭৪৪.০০	২৪	৬২০৪৭৪৪.০০	৬২০৪৭৪৪.০০	০	৬৭	৪৮	১০০
৯	গাজীপুর	১১৬৩৩৮৯৫.০০	৪৫	১১৬৩৩৮৯৫.০০	১১৬৩৩৮৯৫.০০	০	১১৮	১০৫	১০০
১০	ময়মনসিংহ	৩৭২২৮৪৬৪.০০	১৪৪	৩৭২২৮৪৬৪.০০	৩৭২২৮৪৬৪.০০	০	৪৯৯	২২১	১০০
১১	রাজশাহী	৩৪১২৬০৯২.০০	১৩২	৩৪১২৬০৯২.০০	৩৪১২৬০৯২.০০	০	৩৯৪	৩৫৯	১০০
১২	নাটোর	৪০৫৮৯৩৬৭.০০	১৫৭	৪০৫৮৯৩৬৭.০০	৪০৫৮৯৩৬৭.০০	০	২৬১৪	২২৫১	১০০
১৩	বগুড়া	৪৫৯৭৮৫১৮.০০	১৭৮	৪৫৯৭৮৫১৮.০০	৪৫৯৭৮৫১৮.০০	০	৪৫১	৩৮৩	১০০
১৪	জয়পুরহাট	৩৬১৯৪৩৪০.০০	১৪০	৩৬১৯৪৩৪০.০০	৩৬১৯৪৩৪০.০০	০	২৯৭	৩১০	১০০
১৫	ঠাকুরগাঁও	৩৯৫৫৫২৪৩.০০	১৫৩	৩৯৫৫৫২৪৩.০০	৩৯৫৫৫২৪৩.০০	০	৪১৬	২৮১	১০০
১৬	পঞ্চগড়	৪৪৪৬৭৩৩২.০০	১৭২	৪৪৪৬৭৩৩২.০০	৪৪৪৬৭৩৩২.০০	০	৩৪৯	৩১০	১০০
১৭	চট্টগ্রাম	২৩০০৯২৫৯.০০	৮৯	২৩০০৯২৫৯.০০	২৩০০৯২৫৯.০০	০	২৯৬	২২৭	১০০
১৮	কক্সবাজার	২৮১৭৯৮৭৯.০০	১০৯	২৮১৭৯৮৭৯.০০	২৮১৭৯৮৭৯.০০	০	১৯৬	৬৬৭	১০০
১৯	রাঙ্গামাটি	৪১৩৬৪৯৬.০০	১৬	৪১৩৬৪৯৬.০০	৪১৩৬৪৯৬.০০	০	৪৮	৩২	১০০
২০	কুমিল্লা	২২৭৫০৭২৮.০০	৮৮	২২৭৫০৭২৮.০০	২২৭৫০৭২৮.০০	০	২৪৮	১৯৬	১০০
২১	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া	১৭৩২১৫৭৭	৬৭	১৭৩২১৫৭৭	১৭৩২১৫৭৭	০	১৪২	১৪৫	১০০
২২	নোয়াখালী	৩৯৫৫৫২৪৩.০০	১৫৩	৩৯৫৫৫২৪৩.০০	৩৯৫৫৫২৪৩.০০	০	৫৪৫	২৪১	১০০
২৩	ফেনী	১৩৭০২১৪৩.০০	৫৩	১৩৭০২১৪৩.০০	১৩৭০২১৪৩.০০	০	১৬২	১৫০	১০০
২৪	সাতক্ষীরা	৩১৫৪০৭৮২.০০	১২২	৩১৫৪০৭৮২.০০	৩১৫৪০৭৮২.০০	০	৩০২	২০৬	১০০
২৫	যশোর	৪৫৫০১৪৫৬.০০	১৭৬	৪৫৫০১৪৫৬.০০	৪৫৫০১৪৫৬.০০	০	৪৫০	৪১৭	১০০
২৬	ঝিনাইদহ	৪৪৯৮৪৩৯৪.০০	১৭৪	৪৪৯৮৪৩৯৪.০০	৪৪৯৮৪৩৯৪.০০	০	১০২০০০	৩৩৫০০	১০০
২৭	নড়াইল	২৮৪৩৮৪১০.০০	১১০	২৮৪৩৮৪১০.০০	২৮৪৩৮৪১০.০০	০	২১০	২০০	১০০
২৮	কুষ্টিয়া	২৯৪৭২৫৩৪.০০	১১৪	২৯৪৭২৫৩৪.০০	২৯৪৭২৫৩৪.০০	০	৩২৯	১৬৫	১০০
২৯	সিলেট	২১৯৭৫১৩৫.০০	৮৫	২১৯৭৫১৩৫.০০	২১৯৭৫১৩৫.০০	০	২৭৭	১৫৬	১০০
৩০	মৌলভীবাজার	১৮৬১৪২৩২.০০	৭২	১৮৬১৪২৩২.০০	১৮৬১৪২৩২.০০	০	২৭২	১৮০	১০০
৩১	হবিগঞ্জ	২২৭৫০৭২৮.০০	৮৮	২২৭৫০৭২৮.০০	২২৭৫০৭২৮.০০	০	৬২	২৬	১০০
৩২	সুনামগঞ্জ	৪৩৯৫০২৭০.০০	১৭০	৪৩৯৫০২৭০.০০	৪৩৯৫০২৭০.০০	০	১১৭	৫৩	১০০
৩৩	বরিশাল	৪৬৫৩৫৫৮০.০০	১৮০	৪৬৫৩৫৫৮০.০০	৪৬৫৩৫৫৮০.০০	০	৫৭৬	২৫১	১০০
৩৪	ঝালকাঠি	৩৬৪৫২৮৭১.০০	১৪১	৩৬৪৫২৮৭১.০০	৩৬৪৫২৮৭১.০০	০	৪৭১	২৩৪	১০০
৩৫	ভোলা	২৬১১১৬৩১.০০	১০১	২৬১১১৬৩১.০০	২৬১১১৬৩১.০০	০	২৫৭	২৫৩	১০০
৩৬	বরগুনা	৪৩৪৩৩২০৮.০০	১৬৮	৪৩৪৩৩২০৮.০০	৪৩৪৩৩২০৮.০০	০	৩৮৯	২৪৭	১০০
	সর্বমোট	৯৯৯৯৫৭৯০৮.০০	৩৮৬৮	৯৯৯৯৫৭৯০৮	৯৯৯৯৫৭৯০৮	০	১১৩০৯৮	৪২৩৫৮	১০০

২.১৪.৫ গ্রামীণ অবকাঠামোর ক্ষণাবেক্ষণ (টিআর-টাকা) কর্মসূচির আওতায় বাস্তবায়িত গৃহহীনদের জন্য দুর্যোগ সহনীয় বাসগৃহ নির্মাণ প্রকল্পের চূড়ান্ত প্রতিবেদনের সারাংশ সীট:

ক্র নং	জেলার নাম	গৃহহীনদের জন্য দুর্যোগ সহনীয় বাসগৃহ নির্মাণ প্রকল্পের মোট টাকার পরিমাণ	বাস্তবায়িত গৃহহীনদের জন্য দুর্যোগ সহনীয় বাসগৃহ নির্মাণ প্রকল্প সংখ্যা	উত্তোলিত টাকার পরিমাণ	ব্যয়িত টাকার পরিমাণ	অব্যয়িত টাকার পরিমাণ	সুফলভোগীর সংখ্যা		কাজের অগ্রগতির হার (%)	মন্তব্য
							পুরুষ	মহিলা		
১	ঢাকা	১২৯২৬৫৫০.০০	৫০	১২৯২৬৫৫০.০০	১২৯২৬৫৫০.০০	০	১৩০	১২০	১০০	
২	গোপালগঞ্জ	৪৯৮৯৬৪৮৩.০০	১৯৩	৪৯৮৯৬৪৮৩.০০	৪৯৮৯৬৪৮৩.০০	০	৩৭৬	৪৮০	১০০	
৩	রাজবাড়ী	৫৭৩৯৩৮৮২.০০	২২২	৫৭৩৯৩৮৮২.০০	৫৭৩৯৩৮৮২.০০	০	৫৩৮	৩৯১	১০০	
৪	কিশোরগঞ্জ	৯০৭৪৪৩৮১.০০	৩৫১	৯০৭৪৪৩৮১.০০	৯০৭৪৪৩৮১.০০	০	৮৭০০	৬৯৪৫	১০০	
৫	মানিকগঞ্জ	৫১৯৬৪৭৩১.০০	২০১	৫১৯৬৪৭৩১.০০	৫১৯৬৪৭৩১.০০	০	৪২৯	৩৮২	১০০	
৬	শরিয়তপুর	১১১১৬৮৩৩.০০	৪৩	১১১১৬৮৩৩.০০	১১১১৬৮৩৩.০০	০	১১০	১০৫	১০০	
৭	নেত্রকোনা	৫৭৬৫২৪১৩.০০	২২৩	৫৭৬৫২৪১৩.০০	৫৭৬৫২৪১৩.০০	০	৫৫০	৫৬০	১০০	
৮	শেরপুর	৭০০৬১৯০১.০০	২৭১	৭০০৬১৯০১.০০	৭০০৬১৯০১.০০	০	৬৫০	৩৭৫	১০০	
৯	জামালপুর	৮৮৯৩৪৬৬৪.০০	৩৪৪	৮৮৯৩৪৬৬৪.০০	৮৮৯৩৪৬৬৪.০০	০	২৩০	৯৮	১০০	
১০	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	৬৭২১৮০৬০.০০	২৬০	৬৭২১৮০৬০.০০	৬৭২১৮০৬০.০০	০	১০০০	৩৫০	১০০	
১১	নওগাঁ	৫৪৫৫০০৭১.০০	২১১	৫৪৫৫০০৭১.০০	৫৪৫৫০০৭১.০০	০	৮৪৮	৫৭২	১০০	
১২	পাবনা	৫৫৮৪২৬৯৬.০০	২১৬	৫৫৮৪২৬৯৬.০০	৫৫৮৪২৬৯৬.০০	০	৫৫১	৫৫২	১০০	
১৩	সিরাজগঞ্জ	৫১৭০৬২০০.০০	২০০	৫১৭০৬২০০.০০	৫১৭০৬২০০.০০	০	৬৪৪	৩৮৯	১০০	
১৪	রংপুর	৭৪১৯৮৩৯৭.০০	২৮৭	৭৪১৯৮৩৯৭.০০	৭৪১৯৮৩৯৭.০০	০	৭১৫	৫৮৭	১০০	
১৫	দিনাজপুর	১০৯১০০০৮২.০০	৪২২	১০৯১০০০৮২.০০	১০৯১০০০৮২.০০	০	১০৬৬	৯৮৬	১০০	
১৬	লালমনিরহাট	৭১০৯৬০২৫.০০	২৭৫	৭১০৯৬০২৫.০০	৭১০৯৬০২৫.০০	০	৬০৮	৫৫৮	১০০	
১৭	গাইবান্ধা	৭৯১১০৪৮৬.০০	৩০৬	৭৯১১০৪৮৬.০০	৭৯১১০৪৮৬.০০	০	১০৯৬	৩৬৫	১০০	
১৮	কুড়িগ্রাম	১২০২১৬৯১৫.০০	৪৬৫	১২০২১৬৯১৫.০০	১২০২১৬৯১৫.০০	০	১০১২	৭০০	১০০	
১৯	নীলফামারী	৫৪৮০৮৫৭২.০০	২১২	৫৪৮০৮৫৭২.০০	৫৪৮০৮৫৭২.০০	০	৫৫৮	৩৪১	১০০	
২০	রাঙ্গামাটি	৪৪২০৮৮০১.০০	১৭১	৪৪২০৮৮০১.০০	৪৪২০৮৮০১.০০	০	৫১৩	৩৪২	১০০	
২১	খাগড়াছড়ি	৮৯৪৫১৭২৬.০০	৩৪৬	৮৯৪৫১৭২৬.০০	৮৯৪৫১৭২৬.০০	০	১১২৩	৭৬৪	১০০	
২২	বান্দরবান	১০৭২৯০৩৬৫.০০	৪১৫	২১৭১৬৬০৪.০০	২১৭১৬৬০৪.০০	০	২৮৪	১৩৬	১০০	৩৩১ টি ঘর বাস্তবায়ন হয়নি
২৩	চাঁদপুর	৪৯৬৩৭৯৫২.০০	১৯২	৪৯৬৩৭৯৫২.০০	৪৯৬৩৭৯৫২.০০	০	৫৭৬	৩৮৪	১০০	
২৪	লক্ষ্মীপুর	৫৫০৬৭১০৩.০০	২১৩	৫৫০৬৭১০৩.০০	৫৫০৬৭১০৩.০০	০	১০৫০০	৬৭০৫	১০০	
২৫	খুলনা	৫২২২৩২৬২.০০	২০২	৫২২২৩২৬২.০০	৫২২২৩২৬২.০০	০	৩০০	৩৫০	১০০	
২৬	বাগেরহাট	৫২৪৮১৭৯৩.০০	২০৩	৫২৪৮১৭৯৩.০০	৫২৪৮১৭৯৩.০০	০	৪২০	৪৮০	১০০	
২৭	মাগুরা	৯৬১৭৩৫০২.০০	৩৭২	৯৬১৭৩৫০২.০০	৯৬১৭৩৫০২.০০	০	৪৭৩	২৯২	১০০	
২৮	চুয়াডাংগা	৫৪০৩২৯৭৯.০০	২০৯	৫৪০৩২৯৭৯.০০	৫৪০৩২৯৭৯.০০	০	৪৮৩	৪৩১	১০০	
২৯	মেহেরপুর	৫৩২৫৭৩৮৬.০০	২০৬	৫৩২৫৭৩৮৬.০০	৫৩২৫৭৩৮৬.০০	০	৭০৪	৮২৮	১০০	
৩০	পিরোজপুর	৫৪৫৫০০৪১.০০	২১১	৫৪৫৫০০৪১.০০	৫৪৫৫০০৪১.০০	০	৪২২	৪২২	১০০	
৩১	পটুয়াখালী	৬৩০৮১৫৬৪.০০	২৪৪	৬৩০৮১৫৬৪.০০	৬৩০৮১৫৬৪.০০	০	৮৯০	৪৩৩	১০০	
	সর্বমোট	১৯৯৯৯৯৫৮১৬	৭৭৩৬	১৯১৪৪২২০৫৫	১৯১৪৪২২০৫৫	০	৩৬৪৯৯	২৬৪২৩	১০০	

ভালনারেবল গ্রুপ ফিডিং (ভিজিএফ) কার্যক্রম

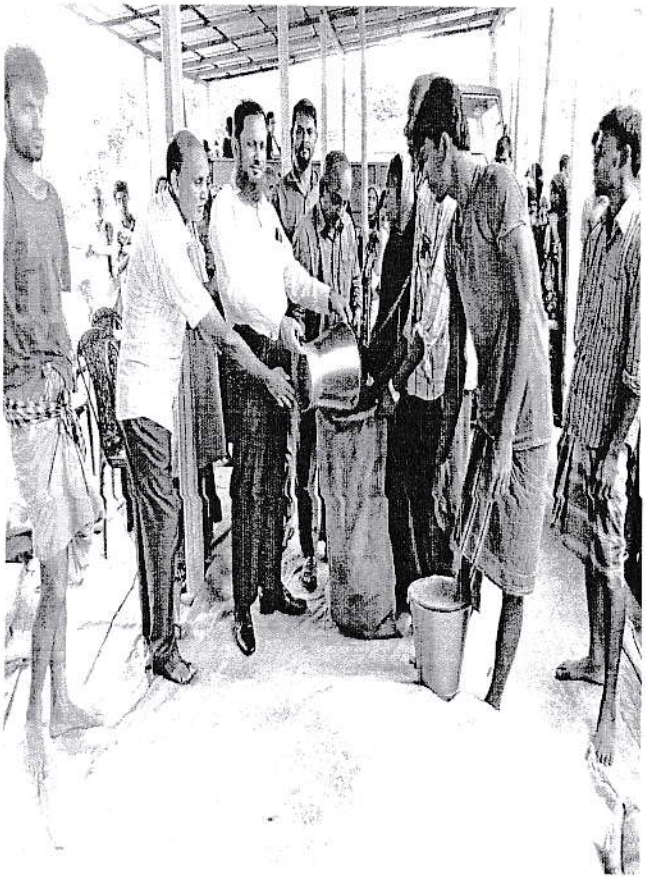

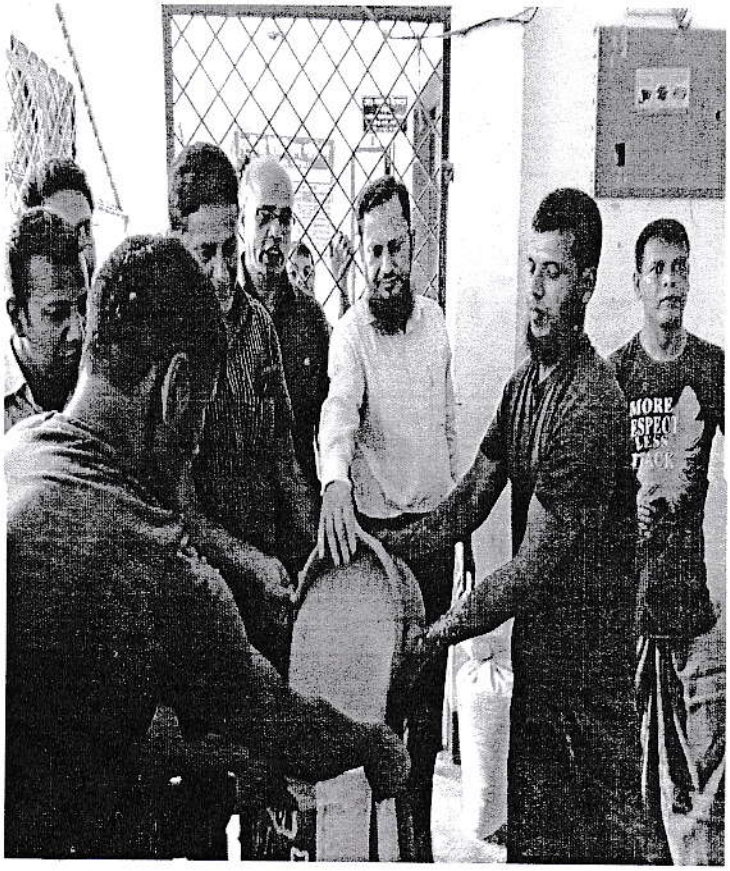

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের পরিচালক (ভিজিডি) জনাব গিয়াসউদ্দিন আহমেদ কর্তৃক গাজীপুর জেলার কালিগঞ্জ ও শ্রীপুর পৌরসভায় ভিজিএফ চাল বিতরণ পরিদর্শন।

২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ভিজিএফ কর্মসূচির আওতায় খাদ্যশস্য বরাদ্দ ও উপকারভোগীর বিবরণঃ

ক্রঃ/ নং	উপলক্ষ্য	মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং ও তারিখ	জেলার সংখ্যা	অধিদপ্তরের স্মারক নং ও তারিখ	কার্ড প্রতি খাদ্যশস্য বরাদ্দের পরিমাণ	মোট বরাদ্দকৃত খাদ্যসশ্য (মেঃটন)	উপকারভোগীর সংখ্যা (পরিবার)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
১	ঈদ-উল-আযহা উপলক্ষ্যে ভিজিএফ চাল বরাদ্দ	৩৬৫, তারিখঃ ২২/০৭/২০১৮	৬৪টি জেলা, ৩২৮ পৌরসভা	১৫১,তাং-২৬/০৭/২০১৮	২০ কেজি	২০০৩০৬.৮৮	১০০১৫৩৪৪	
২	শরিয়তপুর জেলায় নদী ভাংগন এলাকায় ভিজিএফ বরাদ্দ	৪০৮, তারিখ ১৮/০৯/২০১৮	০১টি	১৭৪, তারিখ ১৮/০৯/২০১৮	৩০ কেজি	৬০৯.৭২০	৫০৮১	
৩	মা ইলিশ আহরণ নিষিদ্ধ সময়ে বিরত থাকা জেলেদের জন্য বিশেষ ভিজিএফ খাদ্যশস্য বরাদ্দ	৪০৫, তারিখঃ ১৩/০৯/২০১৮খ্রিঃ।	২৫টি	১৭৬, তারিখ ১৮/০৯/২০১৮	২০ কেজি	৭৯১৪.১৮০	৩৯৫৭০৯	
৪	আশ্রয়ন প্রকল্পে পুনর্বাসিত উপকারভোগী পরিবারের জন্য ভিজিএফ চাল বরাদ্দ।	৪০৪, তারিখঃ ১৩/০৯/২০১৮খ্রিঃ।	১৯টি	১৭৭ তারিখ ২৬/০৯/২০১৮	৩০ কেজি	৮১.০০০	২৭০০	
৫	কক্সবাজার জেলার উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলায় দরিদ্র জনগোষ্টির নিরাপত্তা বেষ্টনী নিশ্চিতকরনের লক্ষ্যে ভিজিএফ চাল বরাদ্দ	৯১, তারিখঃ ১৫/০৪/২০১৯খ্রিঃ।	০১টি	২০৫ তারিখ ১৭/০৪/২০১৯	২০ কেজি	১২০০.০০০	২০,০০০	
৬	ঈদ-উল-ফিতর উপলক্ষ্যে ভিজিএফ চাল বরাদ্দ	১২৭, তারিখঃ ০৯/০৫/২০১৯খ্রিঃ।	৬৪টি জেলা ৩২৯ পৌরসভা	২১০ তারিখ ১৪/০৫/২০১৯খ্রিঃ।	১৫ কেজি	১,৫০,২৯৯.৪৭৫	১০০১৯৯৬৫	
৭	সমুদ্রে মৎস্য আহরণে বিরত থাকা জেলেদের জন্য বিশেষ ভিজিএফ চাল বরাদ্দ	১৪১, তারিখঃ ২৭/০৫/২০১৯খ্রিঃ।	১২টি জেলা	১১৬ তারিখ ২৭/০৫/২০১৯খ্রিঃ।	৪০ কেজি ০১মাস	১৬,৫৯১.৩৬০	৪,১৪,৭৮৪	
৮	আশ্রয়ন-২ প্রকল্পে পুনর্বাসিত উপকারভোগী পরিবারের জন্য ভিজিএফ চাল বরাদ্দ।	১৪৮, তারিখঃ ২৯/০৫/২০১৯খ্রিঃ।	১৩টি জেলা (মে-জুন/২০১৯) ২ মাস	১১৯ তারিখ ৩০/০৫/২০১৯খ্রিঃ।	১০ কেজি ০২মাস	৪৪.৬০০	২২৩০	
৯.	কক্সবাজার জেলার উখিয়া ও টেকনাফ	৩৯১, তারিখঃ ১৯/০৮/২০১৮খ্রিঃ।	০১টি	১১৭ তারিখ ২০/০৮/২০১৯খ্রিঃ।	২০ কেজি	১৬০০.০০০	২০,০০০	
১০	শরিয়তপুর জেলায় নদী ভাংগন এলাকায় ভিজিএফ বরাদ্দ	১৩৪, তারিখঃ ১৩/০৫/২০১৯খ্রিঃ।	উপজেলা- নড়িয়া	২০৯ তারিখ ১৪/০৫/২০১৯খ্রিঃ।	৩০ কেজি	৩০৪.৮৬	৫০৮১	
১১	শরিয়তপুর জেলায় নদী ভাংগন এলাকায় ভিজিএফ বরাদ্দ	১৪৬, তারিখঃ ২৮/০৫/২০১৯খ্রিঃ।	উপজেল- ভেদরগঞ্জ	১১৭ তারিখ ২৯/০৫/২০১৯খ্রিঃ।	৩০ কেজি	১২০.০০০	৪০০০	
১২	ঈদ-উল-ফিতর উপলক্ষ্যে বিশেষ ভিজিএফ চাল বরাদ্দ	১৪৭, তারিখঃ ২৯/০৫/২০১৯খ্রিঃ।	সাভার পৌরসভা	১১৮ তারিখ ২৯/০৫/২০১৯খ্রিঃ।	-	১০০.০০০	-	
১৩.	জাটকা ইলিশ ধরা থেকে বিরত থাকা	১৪৭, তারিখঃ ২৮/০১/২০১৯খ্রিঃ।	১৭টি জেলা	২০০ তারিখ ৩/০২/২০১৯খ্রিঃ।	৪০ কেজি	৩৯,৭৮৭.৮৪	২,৪৮,৬৭৪	
					মোট==	৪,১৮,৯৫৯.৯১৫	২,১১,৫৩,৫৬৮	

ভিজিএফ কর্মসূচির আওতায় ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ২,১১,৫৩,৫৬৮ টি পরিবারের অনুকূলে ৪,১৮,৯৫৯.৯১৫ মে:টন খাদ্যশস্য বিতরণ করা হয়েছে।

(গিয়াসউদ্দিন আহমেদ)
পরিচালক (ভিজিডি)
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর,ঢাকা

৪.৩ ভিজিএফ কর্মসূচির আওতায় খাদ্যশস্য বরাদ্দের বিবরণঃ

ক্রঃ নং	উপলক্ষ্যে	মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং ও তারিখ	জেলার সংখ্যা	অধিদপ্তরের স্মারক নং ও তারিখ	কার্ড প্রতি খাদ্যশস্য বরাদ্দের পরিমাণ	মোট বরাদ্দকৃত খাদ্যশস্য (মেঃটন)	উপকারভোগীর সংখ্যা (পরিবার)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১	ঈদ-উল-আযহা উপলক্ষ্যে ভিজিএফ চাল বরাদ্দ	৩৬৫, তারিখঃ ২২/০৭/২০১৮	৬৪টি জেলা ৩২৮ পৌরসভা	১৫১, তাং-২৬/০৭/২০১৮	২০ কেজি	২০০৩০৬.৮৮	১০০১৫৩৪৪
২	শরিয়তপযুর জেলায় নদী ভাংগন এলাকায় ভিজিএফ বরাদ্দ	৪০৮, তারিখঃ ১৮/০৯/২০১৮	০১টি	১৭৪, তাং-১৮/০৯/২০১৮	৩০ কেজি	৬০৯.৭২	৫০৮১
৩	মা ইলিশ আহরণ নিষিদ্ধ সময়ে বিরত থাকা জেলেদের জন্য বিশেষ ভিজিএফ খাদ্যশস্য বরাদ্দ	৪০৫, তারিখ ঃ ১৩/০৯/২০১৮	২৯টি	১৭৬, তাং-১৮/০৯/২০১৮	২০ কেজি	৭৯১৪.১৮	৩৯৫৭০৯
৪	আশ্রায়ন প্রকল্পে পুনর্বাসিত উপকারভোগী পরিবারের জন্য ভিজিএফ চাল বরাদ্দ	৪০৪, তারিখ ঃ ১৩/০৯/২০১৮	১৯টি	১৭৭, তাং-২৬/০৯/২০১৮	৩০ কেজি	৮১.০০	২৭০০
৫	কক্সবাজার জেলার উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলায় দরিদ্র জনগোষ্ঠির নিরাপত্তা বেষ্টনী নিশ্চিতকরনের লক্ষ্যে ভিজিএফ চাল বরাদ্দ	৯১, তারিখ ঃ ১৫/০৪/২০১৯	০২টি	২০৫, তাং-১৭/০৪/২০১৯	২০ কেজি	১২০০.০০	২০০০০
৬	ঈদ-উল-ফিতর উপলক্ষ্যে ভিজিএফ চাল বরাদ্দ	১২৭, তারিখ ঃ ০৯/০৫/২০১৯	৬৪টি জেলা ৩২৯ পৌরসভা	২১০, তাং-১৪/০৫/২০১৯	১৫ কেজি	১৫০২২৯.৪৭৫	১০০১৯৯৬৫
৭	আশ্রয়ন প্রকল্পে পুনর্বাসিত উপকারভোগী পরিবারের জন্য ভিজিএফ চাল বরাদ্দ	১৪১, তারিখ ঃ ২৭/০৫/২০১৯	১২টি জেলা	১১৬, তাং-২৭/০৫/২০১৯	৪০ কেজি ০২ মাস	১৬৫৯১.৩৬	৪১৪৭৮৪
৮	মৎস্য আহরণে বিরত থাকা জেলেদের জন্য বিশেষ ভিজিএফ চাল বরাদ্দ	১৪৮, তারিখ ঃ ২৯/০৫/২০১৯	১৩টি জেলা	১১৯, তাং-৩০/০৫/২০১৯	১০ কেজি ০২ মাস	~~৪৪.৬০~~	২২৩০
					মোট =	৩৭৭০৪৭.২১৫	২০৮৭৫৮১৩

৪.৩ ভিজিএফ কর্মসূচির আওতায় খাদ্যশস্য বরাদ্দের বিবরণঃ

ক্রঃ নং	উপলক্ষ্যে	মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং ও তারিখ	জেলার সংখ্যা	অধিদপ্তরের স্মারক নং ও তারিখ	কার্ড প্রতি খাদ্যশস্য বরাদ্দের পরিমাণ	মোট বরাদ্দকৃত খাদ্যশস্য (মেঃটন)	উপকারভোগীর সংখ্যা (পরিবার)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১	ঈদ-উল-আযহা উপলক্ষ্যে ভিজিএফ চাল বরাদ্দ	৩৬৫, তারিখঃ ২২/০৭/২০১৮	৬৪টি জেলা ৩২৮ পৌরসভা	১৫১, তাং-২৬/০৭/২০১৮	২০ কেজি	২০০৩০৬.৮৮	১০০১৫৩৪৪
২	শরিয়তপযুর জেলায় নদী ভাংগন এলাকায় ভিজিএফ বরাদ্দ	৪০৮, তারিখঃ ১৮/০৯/২০১৮	০১টি	১৭৪, তাং-১৮/০৯/২০১৮	৩০ কেজি	৬০৯.৭২	৫০৮১
৩	মা ইলিশ আহরণ নিষিদ্ধ সময়ে বিরত থাকা জেলেদের জন্য বিশেষ ভিজিএফ খাদ্যশস্য বরাদ্দ	৪০৫, তারিখ ঃ ১৩/০৯/২০১৮	২৯টি	১৭৬, তাং-১৮/০৯/২০১৮	২০ কেজি	৭৯১৪.১৮	৩৯৫৭০৯
৪	আশ্রায়ন প্রকল্পে পুনর্বাসিত উপকারভোগী পরিবারের জন্য ভিজিএফ চাল বরাদ্দ	৪০৪, তারিখ ঃ ১৩/০৯/২০১৮	১৯টি	১৭৭, তাং-২৬/০৯/২০১৮	৩০ কেজি	৮১.০০	২৭০০
৫	কক্সবাজার জেলার উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলায় দরিদ্র জনগোষ্ঠির নিরাপত্তা বেষ্টনী নিশ্চিতকরনের লক্ষ্যে ভিজিএফ চাল বরাদ্দ	৯১, তারিখ ঃ ১৫/০৪/২০১৯	০২টি	২০৫, তাং-১৭/০৪/২০১৯	২০ কেজি	১২০০.০০	২০০০০
৬	ঈদ-উল-ফিতর উপলক্ষ্যে ভিজিএফ চাল বরাদ্দ	১২৭, তারিখ ঃ ০৯/০৫/২০১৯	৬৪টি জেলা ৩২৯ পৌরসভা	২১০, তাং-১৪/০৫/২০১৯	১৫ কেজি	১৫০২২৯.৪৭৫	১০০১৯৯৬৫
৭	আশ্রয়ন প্রকল্পে পুনর্বাসিত উপকারভোগী পরিবারের জন্য ভিজিএফ চাল বরাদ্দ	১৪১, তারিখ ঃ ২৭/০৫/২০১৯	১২টি জেলা	১১৬, তাং-২৭/০৫/২০১৯	৪০ কেজি ০২ মাস	১৬৫৯১.৩৬	৪১৪৭৮৪
৮	মৎস্য আহরণে বিরত থাকা জেলেদের জন্য বিশেষ ভিজিএফ চাল বরাদ্দ	১৪৮, তারিখ ঃ ২৯/০৫/২০১৯	১৩টি জেলা	১১৯, তাং-৩০/০৫/২০১৯	১০ কেজি ০২ মাস	৪৪.৬০	২২৩০
					মোট =	৩৭৭০৪৭.২১৫	২০৮৭৫৮১৩

ত্রাণ কার্যক্রম

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ডা: মো: এনামুর রহমান এমপি ত্রাণের ঢেউটিন বিতরণ করছেন।

১৮-১৯

৫.১ ~~২০১৭-২০১৮~~ অর্থ বছরে ত্রাণ কার্যক্রম

বাংলাদেশ একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রবণ দেশ। প্রতি বছর কোন না কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগ হয়ে থাকে। এদেশে বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন দুর্যোগ হয়ে থাকে। কালবৈশাখি ঝড়, ভূমিকম্প, ভবন ধস, পাহাড় ধ্বস, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, টর্নেডো, ভূমিকম্প, খরা, বন্যা, অগ্নিকান্ড, অতিবৃষ্টি, জলাবদ্ধতা ইত্যাদি প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট দুর্যোগ প্রতিনিয়ত সংঘটিত হয়। সংঘটিত দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের পার্শ্বে উপস্থিত হয়ে খাদ্য সহায়তা প্রদান ও গৃহহারা মানুষের ঘরবাড়ি নির্মাণ ও পুর্ননির্মাণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। দুর্যোগকালিন ও দুর্যোগ পরবর্তী সময় এবং কৃষি ক্ষেত্রে কর্মহীন সময় (Lean period)এ জনগোষ্ঠীর একটি বড় অংশকে তাদের জীবন ও জীবিকা সংরক্ষণের জন্য সরকার এবং অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা বিভিন্ন প্রকার মানবিক সহায়তা দিয়ে থাকে। এ সহায়তা কর্মসূচি বাস্তবায়নে সরকার বিভিন্ন সময়ে আলাদা আলাদা পরিপত্র জারী করেছে। এই নির্দেশিকাটি বিভিন্ন সময়ে জারীকৃত পরিপত্রসমূহের একটি সমন্বিত, পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে সংশোধিত এবং পরিবর্ধিত সংস্করণ যা সরকারের জারীকৃত দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলী ২০১০ বাStanding Order on Disaster (SOD) 2010 এর আদেশাবলীর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রতি বছর জেলা পর্যায়ে প্রাকৃতিক দুর্যোগ পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য জিআর চাল, জিআর ক্যাশ, গৃহ নির্মাণ বাবদ নগদ মঞ্জুরী, ঢেউটিন, কম্বল, শীতবস্ত্রসহ বিভিন্ন ত্রাণসামগ্রীর বরাদ্দ প্রদান করা হয় এবং স্থানীয় প্রশাসন/ জনপ্রতিনিধির মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে বিদ্যমান মানবিক সহায়তা কর্মসূচি বাস্তবায়ন নির্দেশিকা' ২০১২-২০১৩ মোতাবেক বিতরণ করা হয়ে থাকে।

৫.২ মানবিক সহায়তার ধরন

এ নির্দেশিকায় মানবিক সহায়তা কর্মসূচির আওতায় বর্তমানে চলমান নিম্নলিখিত সহায়তাসমূহ অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে:

(ক) দুঃস্থদের খাদ্য সহায়তা (ভি.জি.এফ)
(খ) নগদ অর্থ সহায়তা (জি.আর.)
(গ) খাদ্যশস্য সহায়তা (জি.আর)
(ঘ) শীতবস্ত্র সহায়তা (জি.আর.)
(ঙ) ঢেউটিন সহায়তা (জি.আর)
(চ) গৃহ নির্মাণ বাবদ নগদ মঞ্জুরী সহায়তা (টাকা)

উল্লেখ্য, সরকার যদি প্রয়োজনের নিরিখে অন্য কোনরূপ সহায়তা প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং তার জন্য যদি পৃথক কোন নির্দেশমালা জারী করা না হয়, সেক্ষেত্রেও এ নির্দেশিকাই প্রযোজ্য হবে।

৫.৩ মানবিক সহায়তা কর্মসূচির প্রয়োগ এলাকা

নির্দেশিকায় অন্য কোনরূপ নির্দেশনা না থাকলে বাংলাদেশের সকল জেলা, সিটি করপোরেশন, উপজেলা, পৌরসভা, ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড এলাকায় সংশ্লিষ্ট কর্মসম্পাদনের জন্য এ নির্দেশিকা প্রযোজ্য হবে।

৫.৪ মানবিক সহায়তা কর্মসূচির বাস্তবায়নে দায়িত্বপ্রাপ্ত কমিটিসমূহ

এ নির্দেশিকায় উল্লিখিত জাতীয় পর্যায়, জেলা/উপজেলা/পৌরসভা/ইউনিয়ন/ওয়ার্ড পর্যায়ে মানবিক সহায়তা কর্মসূচি বাস্তবায়ন কমিটিসমূহ স্ব স্ব অধিক্ষেত্রে নির্দেশনায় বর্ণিত নিয়ম নীতি অনুসরণে কর্মসূচি বাস্তবায়নের দায়িত্বে থাকবে।

৫.৫ মানবিক সহায়তা কর্মসূচির আওতাভূক্ত ব্যক্তি/পরিবার/প্রতিষ্ঠান/জনগোষ্ঠী/সম্প্রদায়সমূহ

এ কর্মসূচির আওতায় সহায়তা প্রাপ্তির জন্য নিম্নোক্ত ব্যক্তি /পরিবার/প্রতিষ্ঠান/জনগোষ্ঠী/সম্প্রদায়সমূহ অন্তর্ভূক্ত হবে:

(ক) স্বাভাবিক অবস্থায় দুঃস্থ ও অতিদরিদ্র ব্যক্তি/পরিবারসমূহ;
(খ) দুর্যোগকালে ও দুর্যোগের অব্যবহিত পরে দুর্দশাগ্রস্ত ও অস্বচ্ছল ব্যক্তি/পরিবার/প্রতিষ্ঠানসমূহ;
(গ) সাময়িক খাদ্য সংকটে পতিত বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত দরিদ্র সম্প্রদায়;
(ঘ) অপুষ্টির ঝুঁকিতে থাকা প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীবৃন্দ;
(ঙ) ধর্মীয় উৎসব পালনের জন্য বিভিন্ন ধর্মের অনুসারী দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর আহার্য বিষয়াদি।

এছাড়াও প্রয়োজনের নিরিখে/বিশেষ বিবেচনায় সরকার সহায়তার ক্ষেত্র সম্প্রসারণ করে অন্য যে কোন ব্যক্তি/ পরিবার/ প্রতিষ্ঠান/ জনগোষ্ঠী/ সম্প্রদায়কে এ কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত করতে পারবে।

৫.৬ দু:স্থ ও অতিদরিদ্র ব্যক্তি/পরিবার

নিম্নোক্ত শর্তাবলীর মধ্যে কমপক্ষে ৪টি শর্ত পূরণকারী ব্যক্তি/পরিবার এ মানবিক সহায়তা কর্মসূচিসমূহের আওতায় দুঃস্থ/ অতিদরিদ্র ব্যক্তি/পরিবার হিসেবে গণ্য হবে:

১. যে পরিবারের মালিকানায় কোন জমি নেই বা ভিটাবাড়ি ছাড়া কোন জমি নেই;
২. যে পরিবার দিনমজুরের আয়ের উপর নির্ভরশীল;
৩. যে পরিবার মহিলা শ্রমিকের আয় বা ভিক্ষাবৃত্তির উপর নির্ভরশীল;
৪. যে পরিবারে উপার্জনক্ষম পূর্ণবয়স্ক কোন পুরুষ সদস্য নেই এবং পরিবারটি অস্বচ্ছল;
৫. যে পরিবারে স্কুলগামী শিশুকে উপার্জনের জন্য কাজ করতে হয়;
৬. যে পরিবারে উপার্জনশীল কোন সম্পদ নেই;
৭. যে পরিবারের প্রধান স্বামী পরিত্যক্তা, বিচ্ছিন্ন বা তালাকপ্রাপ্তা মহিলা এবং পরিবারটি অস্বচ্ছল;
৮. যে পরিবারের প্রধান অস্বচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা;
৯. যে পরিবারের প্রধান অস্বচ্ছল ও অক্ষম প্রতিবন্ধী;
১০. যে পরিবার কোন ক্ষুদ্র ঋণ প্রাপ্ত হয়নি;
১১. যে পরিবার প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকার হয়ে চরম খাদ্য/অর্থ সংকটে পড়েছে;
১২. যে পরিবারের সদস্যরা বছরের অধিকাংশ সময় দুবেলা খাবার পায় না।

৫.৭ ক্রয় কার্যক্রম ও বরাদ্দ কার্যক্রম ঃ

ক) শুকনা ও অন্যান্য খাবার ক্রয় ঃ

২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে ক্রয়কৃত শুকনা ও অন্যান্য খাবারের ত্রাণ সামগ্রীর বিবরণ ঃ

ক্রমিক নং	অর্থ বছর	বাজেট বরাদ্দ	লট নং	প্রকৃত ব্যয়	ক্রয়কৃত শুকনা খাবারের পরিমাণ (১) প্যাকেজ নং-১ এ ১০ আইটেম/ (২) প্যাকেজ নং-২ এ ০৭টি আইটেম	অগ্রগতি (%)
১.	২০১৮-২০১৯	২৫,০০,০০,০০০/-	১ম	২৪,৯৩,০৬,৭৩৩/৫০	১,৬৬,৬৫০ টি প্যাকেট	১০০%
২.		২৫,০০,০০,০০০/-	১ম	৪,৯৯,৯৮,৭৮০/-	৩৩,৪৪৪ টি কার্টুন	১০০%
			২য়	৪,৯৯,৯৮,৭৮০/-	৩৩,৪৪৪ টি কার্টুন	
			৩য়	৪,৯৯,৯৯,০৭৭/-	৩৩,৪৮৯ টি কার্টুন	
			৪র্থ	৪,৯৯,৯৯,০৭৭/-	৩৩,৪৮৯ টি কার্টুন	
			৫ম	৪,৯৯,৯৮,৭৮০/-	৩৩,৪৪৪ টি কার্টুন	
				২৪,৯৯,৯৪,৪৯৪/-	১,৬৭,৩১০ টি কার্টুন	
	সর্বমোট =	৫০,০০,০০,০০০/-	০৬ টি লট	৪৯,৯৩,০১২২/৫০	৩,৩৩,৯৬০ প্যাকেট/কার্টুন	১০০%

খ) শুকনা ও অন্যান্য খাবার বিতরণ ঃ

২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে ক্রয়কৃত শুকনা ও অন্যান্য খাবারের ত্রাণ সামগ্রীর জেলায় বরাদ্দের বিবরণ ঃ

ক্রমিক নং	জেলার নাম	অধিদপ্তর কর্তৃক সাধারণ বরাদ্দের পরিমাণ	অধিদপ্তর কর্তৃক বিশেষ বরাদ্দের পরিমাণ	অধিদপ্তর হতে মোট বরাদ্দের পরিমাণ
১	২	৩	৪	৫
১	ঢাকা	০০	৩,০০০	৩,০০০
২	ফরিদপুর	২,০০০	৫,১০০	৭,১০০
৩	গাজীপুর	০০	০০	০
৪	গোপালগঞ্জ	২,০০০	২,৭৩০	৪,৭৩০
৫	জামালপুর	২,০০০	৬,৭০০	৮,৭০০
৬	কিশোরগঞ্জ	২,০০০	২,৫০০	৪,৫০০
৭	মাদারীপুর	২,০০০	৪,০০০	৬,০০০
৮	মানিকগঞ্জ	২,০০০	০০	২,০০০
৯	মুন্সিগঞ্জ	০০	০০	০
১০	ময়মনসিংহ	০০	০০	০
১১	নারায়নগঞ্জ	০০	৯০০	৯০০
১২	নরসিংদী	০০	০০	০

ক্রমিক নং	জেলার নাম	অধিদপ্তর কর্তৃক সাধারণ বরাদ্দের পরিমাণ	অধিদপ্তর কর্তৃক বিশেষ বরাদ্দের পরিমাণ	অধিদপ্তর হতে মোট বরাদ্দের পরিমাণ
১	২	৩	৪	৫
১৩	নেত্রকোনা	২,০০০	৪,০০০	৬,০০০
১৪	রাজবাড়ী	২,০০০	২,৩০০	৪,৩০০
১৫	শরীয়তপুর	২,০০০	১৮,০০০	২০,০০০
১৬	শেরপুর	০০	০০	০
১৭	টাংগাইল	২,০০০	৩,৫০০	৫,৫০০
১৮	বগুড়া	২,০০০	৪,০০০	৬,০০০
১৯	জয়পুরহাট	০০	২,০০০	২,০০০
২০	রাজশাহী	২,০০০	৪,০০০	৬,০০০
২১	নওগাঁ	২,০০০	২,০০০	৪,০০০
২২	নাটোর	২,০০০	৬,০০০	৮,০০০
২৩	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	০০	২,০০০	২,০০০
২৪	পাবনা	০০	৬,০০০	৬,০০০
২৫	সিরাজগঞ্জ	২,০০০	৮,০০০	১০,০০০
২৬	দিনাজপুর	২,০০০	৪,০০০	৬,০০০
২৭	ঠাকুরগাঁও	২,০০০	২,০০০	৪,০০০
২৮	পঞ্চগড়	২,০০০	২,০০০	৪,০০০
২৯	রংপুর	৩,০০০	২,০০০	৫,০০০
৩০	লালমনিরহাট	২,০০০	১২,০০০	১৪,০০০
৩১	নীলফামারী	২,০০০	৬,০০০	৮,০০০
৩২	কুড়িগ্রাম	২,০০০	১৫,০০০	১৭,০০০
৩৩	গাইবান্ধ	২,০০০	১,০০০০	১২,০০০
৩৪	বান্দরবান	২,০০০	৪,০০০	৬,০০০
৩৫	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	২,০০০	০০	২,০০০
৩৬	চাঁদপুর	২,০০০	৪,০০০	৬,০০০
৩৭	চট্রগ্রাম	২,০০০	৬,৫০০	৮,৫০০
৩৮	কুমিল্লা	২,০০০	০০	২,০০০
৩৯	কক্সবাজার	২,০০০	৮,৫০০	১০,৫০০
৪০	ফেনী	২,০০০	২,০০০	৪,০০০
৪১	খাগড়াছড়ি	২,০০০	২,০০০	৪,০০০
৪২	লক্ষীপুর	০০	২,৫০০	২,৫০০
৪৩	নোয়াখালী	২,০০০	৪,৫০০	৬,৫০০
৪৪	রাংগামাটি	২,০০০	২,০০০	৪,০০০
৪৫	সিলেট	২,০০০	২,০০০	৪,০০০
৪৬	হবিগঞ্জ	২,০০০	২,০০০	৪,০০০
৪৭	মৌলভীবাজার	২,০০০	৪,০০০	৬,০০০
৪৮	সুনামগঞ্জ	২,০০০	৬,০০০	৮,০০০
৪৯	খুলনা	২,০০০	৫,০৫০	৭,০৫০
৫০	কুষ্টিয়া	০০	১,২০০	১,২০০
৫১	মাগুড়া	০০	০০	০
৫২	মেহেরপুর	০০	০০	০
৫৩	যশোর	০০	০০	০
৫৪	ঝিনাইদহ	০০	০০	০
৫৫	নড়াইল	০০	০০	০
৫৬	সাতক্ষীরা	২,০০০	৩০,৫০০	৩২,৫০০
৫৭	বাগেরহাট	২,০০০	২,০০০	৪,০০০
৫৮	চুয়াডাংগা	০০	০০	০
৫৯	বরগুনা	২,০০০	৭,০০০	৯,০০০
৬০	বরিশাল	২,০০০	৬,০০০	৮,০০০
৬১	ভোলা	২,০০০	২,৫০০	৪,৫০০
৬২	ঝালকাঠি	২,০০০	২,০০০	৪,০০০
৬৩	পটুয়াখালী	২,০০০	২,৫০০	৪,৫০০
৬৪	পিরোজপুর	২,০০০	৪,০০০	৬,০০০
	সর্বমোট =	৯৩,০০০	২,৫২,৪৮০	৩,৪৫,৪৮০

কম্বল ক্রয় ঃ

২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে ক্রয়কৃত কম্বলের বিবরণ ঃ

ক্রমিক নং	অর্থ বছর	বাজেট বরাদ্দ	লট নং	প্রকৃত ব্যয়	ক্রয়কৃত কম্বলের পরিমাণ	অগ্রগতি (%)
১.	২০১৮-২০১৯	৫৫,০০,০০,০০০/-	১ম	১০,৯৯,৯৯,৬৫৬/-	১,৪৭,৮৪৯ পিস	১০০%
			২য়	১০,৯৯,৯৯,৬৬৪/-	১,৪৮,০৪৮ পিস	
			৩য়	১০,৯৯,৯৯,২৭৪/-	১,৪৮,২৪৭ পিস	
			৪র্থ	১০,৯৯,৯৯,৯৬৮/-	১,৪৮,৪৪৮ পিস	
			৫ম	১০,৯৯,৯৯,৬৬৪/-	১,৪৮,০৪৮ পিস	
	সর্বমোট =	৫৫,০০,০০,০০০/-		৫৪,৯৯,৯৮,২২৬/-	৭,৪০,৬৪০ পিস	১০০%

ঘ) কম্বল বিতরণ ঃ

২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে ক্রয়কৃত কম্বল ৬৪ জেলায় বরাদ্দের বিবরণ ঃ

ক্রমিক নং	জেলার নাম	অধিদপ্তর কর্তৃক সাধারণ বরাদ্দের পরিমাণ	অধিদপ্তর কর্তৃক বিশেষ বরাদ্দের পরিমাণ	অধিদপ্তর হতে মোট বরাদ্দের পরিমাণ	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় হতে কম্বল বরাদ্দের পরিমাণ	অধিদপ্তর ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়সহ মোট বরাদ্দের পরিমাণ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১	ঢাকা	৭৪০০	৪৯০০	১২৩০০	৬৪৭০০	৭৭০০০
২	ফরিদপুর	৯১০০	০	৯১০০	২৯০০০	৩৮১০০
৩	গাজীপুর	৩৯০০	৩০০	৪২০০	৩৩০০০	৩৭২০০
৪	গোপালগঞ্জ	৭৫০০	৫০০	৮০০০	২৪০০০	৩২০০০
৫	জামালপুর	১০০০০	১২০০	১১২০০	২৫৪০০	৩৬৬০০
৬	কিশোরগঞ্জ	১০০০০	৫০০	১০৫০০	৩৮৭০০	৪৯২০০
৭	মাদারীপুর	৪৩০০	১০০০	৫৩০০	২১৪০০	২৬৭০০
৮	মানিকগঞ্জ	৪০০০	০	৪০০০	২২৪০০	২৬৪০০
৯	মুন্সিগঞ্জ	৪৩০০	০	৪৩০০	২৩৪০০	২৭৭০০
১০	ময়মনসিংহ	২০০০০	২৩০০	২২৩০০	৫২৩০০	৭৪৬০০
১১	নারায়নগঞ্জ	৪০০০	০	৪০০০	২৩৭০০	২৭৭০০
১২	নরসিংদী	৯০০০	২০০	৯২০০	২৫৭০০	৩৪৯০০
১৩	নেত্রকোনা	৯৫০০	১০০০	১০৫০০	৩০৪০০	৪০৯০০
১৪	রাজবাড়ী	৪৫০০	০	৪৫০০	১৫০০০	১৯৫০০
১৫	শরীয়তপুর	৬০০০	৩০০	৬৩০০	২৩৭০০	৩০০০০
১৬	শেরপুর	৭৫০০	০	৭৫০০	১৮৭০০	২৬২০০
১৭	টাংগাইল	১২০০০	২০০০	১৪০০০	৪২০০০	৫৬০০০
১৮	বগুড়া	১০৫০০	৭০০০	১৭৫০০	৪০০০০	৫৭৫০০
১৯	জয়পুরহাট	৪৫০০	৫০০০	৯৫০০	১২৪০০	২১৯০০
২০	রাজশাহী	১০৫৫০	৫৫০০	১৬০৫০	৩৮৭০০	৫৪৭৫০
২১	নওগাঁ	৮৭০৭	৫০০০	১৩৭০৭	৩৪০০০	৪৭৭০৭
২২	নাটোর	৭৭৫০	৭০০০	১৪৭৫০	২০০০০	৩৪৭৫০
২৩	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	৬৫০০	৫০০০	১১৫০০	১৬৪০০	২৭৯০০
২৪	পাবনা	৯৫০০	৫৫০০	১৫০০০	২৭৭০০	৪২৭০০
২৫	সিরাজগঞ্জ	১২৫০০	৫০০০	১৭৫০০	২৯৭০০	৪৭২০০
২৬	দিনাজপুর	১৫৫২০	১০০০০	২৫৫২০	৩৭৩০০	৬২৮২০
২৭	ঠাকুরগাঁও	৬৫৫০	২৭০০০	৩৩৫৫০	১৮৭০০	৫২২৫০
২৮	পঞ্চগড়	৬৭০৯	১০০০০	১৬৭০৯	১৫৪০০	৩২১০৯
২৯	রংপুর	১২৭৫০	৫০০০	১৭৭৫০	৩৭৩০০	৫৫০৫০

ক্রমিক নং	জেলার নাম	অধিদপ্তর কর্তৃক সাধারণ বরাদ্দের পরিমাণ	অধিদপ্তর কর্তৃক বিশেষ বরাদ্দের পরিমাণ	অধিদপ্তর হতে মোট বরাদ্দের পরিমাণ	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় হতে কম্বল বরাদ্দের পরিমাণ	অধিদপ্তর ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়সহ মোট বরাদ্দের পরিমাণ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৩০	লালমনিরহাট	৬৭০০	৫০০০	১১৭০০	১৫৭০০	২৭৪০০
৩১	নীলফামারী	৭৫০০	১০৫০০	১৮০০০	২১৪০০	৩৯৪০০
৩২	কুড়িগ্রাম	১৬৫১৪	৫০০০	২১৫১৪	২৫৪০০	৪৬৯১৪
৩৩	গাইবান্ধা	১২৭০০	৫২০০	১৭৯০০	২৮৭০০	৪৬৬০০
৩৪	বান্দরবান	২৮০০	২০০	৩০০০	১১৭০০	১৪৭০০
৩৫	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	৯০০০	১০০০	১০০০০	৩৫০০০	৪৫০০০
৩৬	চাঁদপুর	১৩০০০	১৩০০	১৪৩০০	৩২০০০	৪৬৩০০
৩৭	চট্রগ্রাম	৯৫০০	২০০	৯৭০০	৮২৩০০	৯২০০০
৩৮	কুমিল্লা	২১০০০	০	২১০০০	৭৪৬০০	৯৫৬০০
৩৯	কক্সবাজার	৮৫০০	০	৮৫০০	২৫০০০	৩৩৫০০
৪০	ফেনী	৪০০০	১০০	৪১০০	১৬০০০	২০১০০
৪১	খাগড়াছড়ি	২৮০০	০	২৮০০	১৩৭০০	১৬৫০০
৪২	লক্ষীপুর	৪০০০	০	৪০০০	২০৭০০	২৪৭০০
৪৩	নোয়াখালী	৪২৫০	৫০০	৪৭৫০	৩৩৩০০	৩৮০৫০
৪৪	রাংগামাটি	৩৫০০	৫০০	৪০০০	১৭৪০০	২১৪০০
৪৫	সিলেট	১০০০০	৬০০০	১৬০০০	৪৫৩০০	৬১৩০০
৪৬	হবিগঞ্জ	৭৭৫০	৫০০০	১২৭৫০	২৭৭০০	৪০৪৫০
৪৭	মৌলভীবাজার	৮০০০	৫০০০	১৩০০০	২৪০০০	৩৭০০০
৪৮	সুনামগঞ্জ	৭৭৫০	৫০০০	১২৭৫০	৩০৭০০	৪৩৪৫০
৪৯	খুলনা	৮৫০০	৫০০	৯০০০	৩৩৭০০	৪২৭০০
৫০	কুষ্টিয়া	২০০০	৫০০০	৭০০০	২৩৪০০	৩০৪০০
৫১	মাগুরা	৪২০০	৩০০	৪৫০০	১২৪০০	১৬৯০০
৫২	মেহেরপুর	২০০০	৫০০০	৭০০০	৬৭০০	১৩৭০০
৫৩	যশোর	৯৮০০	৫৫০০	১৫৩০০	৩৩৭০০	৪৯০০০
৫৪	ঝিনাইদহ	৫১০০	৬০০০	১১১০০	২৪৪০০	৩৫৫০০
৫৫	নড়াইল	২০০০	১৭০০	৩৭০০	১৪০০০	১৭৭০০
৫৬	সাতক্ষীরা	৮২০০	০	৮২০০	২৬৭০০	৩৪৯০০
৫৭	বাগেরহাট	৮০০০	০	৮০০০	২৬০০০	৩৪০০০
৫৮	চুয়াডাংগা	৫০০০	৫০০০	১০০০০	১৪০০০	২৪০০০
৫৯	বরগুনা	৩৫০০	১০০০	৪৫০০	১৫৪০০	১৯৯০০
৬০	বরিশাল	১২০০০	৩৫০০	১৫৫০০	৪১০০০	৫৬৫০০
৬১	ভোলা	৮৫০০	০	৮৫০০	২৪৪০০	৩২৯০০
৬২	ঝালকাঠি	৩৪০০	০	৩৪০০	১১৪০০	১৪৮০০
৬৩	পটুয়াখালী	৭৫০০	১০০০	৮৫০০	২৬৪০০	৩৪৯০০
৬৪	পিরোজপুর	৬০০০	১৫০০	৭৫০০	১৮৪০০	২৫৯০০
	রাষ্ট্রপতির কার্যালয়	০	১০০০	১০০০	০	১০০০
	মহামান্য রাষ্ট্রপতি	০	১১০০	১১০০	০	১১০০
	সর্বমোট =	৫০০০০৩	১৯৯৮০৪	৬৯৯৮০৫	১৭৭৩৭০৬	২৪৭৩৫০৭

ঢেউটিন ক্রয় ঃ

২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে ক্রয়কৃত ঢেউটিনের বিবরণ ঃ

ক্রমিক নং	অর্থ বছর	বাজেট বরাদ্দ	লট নং	প্রকৃত ব্যয়	ক্রয়কৃত ঢেউটিনের পরিমাণ		অগ্রগতি (%)
					(মে.টন)	(বান্ডিল)	
১.	২০১৮-২০১৯	৭৫,০০,০০,০০০/-	১ম	১৪,৯৮,৮৪,০০০/-	১,০১০.০০	১৫,৭৮১.২৫০ বান	১০০%
			২য়	১৪,৯৮,৮৪,০০০/-	১,০১০.০০	১৫,৭৯৮.৭৫০ বান	
			৩য়	১৪,৯৮,৮৪,০০০/-	১,০১০.০০	১৬,০৪৮.৫০০ বান	
			৪র্থ	১৪,৯৮,৮৪,০০০/-	১,০১০.০০	১৬,০৮৩.৫০০ বান	
			৫ম	১৪,৯৯,২০,৬৫০/-	১,০২৩.০০	১৬,৫১৪.২০০ বান	
	সর্বমোট =	৭৫,০০,০০,০০০/-		৭৪,৯৪,৫৬,৬৫০/-	৫,০৬৩.০০	৮০,২২৬.০০ বান	১০০%

চ) ঢেউটিন ও গৃহ নির্মাণ মঞ্জুরী বরাদ্দ ও বিতরণ ঃ

২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে ৬৪ জেলায় ঢেউটিন ও গৃহ নির্মাণ মঞ্জুরী বরাদ্দ ঃ

ক্রমিক নং	জেলার নাম	সাধারণ বরাদ্দের পরিমাণ (বান্ডিল)	বিশেষ বরাদ্দ (বান্ডিল)	মোট বরাদ্দের পরিমাণ (বান্ডিল)	গৃহ নির্মাণ মঞ্জুরী বরাদ্দ
১	২	৩	৪	৫	৬
১	ঢাকা	৬০০	০	৬০০	১৮০০০০০.০০
২	ফরিদপুর	৯০০	০	৯০০	২৭০০০০০.০০
৩	গাজীপুর	৫০০	৮৮	৫৮৮	১৭৬৪০০০.০০
৪	গোপালগঞ্জ	৭০০	০	৭০০	২১০০০০০.০০
৫	জামালপুর	১২০০	০	১২০০	৩৬০০০০০.০০
৬	কিশোরগঞ্জ	১০১৩	০	১০১৩	৩০৩৯০০০.০০
৭	মাদারীপুর	৬০০	০	৬০০	১৮০০০০০.০০
৮	মানিকগঞ্জ	৪০০	০	৪০০	১২০০০০.০
৯	মুন্সিগঞ্জ	৫৭৬	০	৫৭৬	১৭২৮০০০.০০
১০	ময়মনসিংহ	১৮০০	০	১৮০০	৫৪০০০০০.০০
১১	নারায়নগঞ্জ	৫০০	০	৫০০	১৫০০০০০.০০
১২	নরসিংদী	৬০০	১৫০	৭৫০	২২৫০০০০.০০
১৩	নেত্রকোনা	১০০০	৩০০	১৩০০	৩৯০০০০০.০০
১৪	রাজবাড়ী	৬০০	১৫০	৭৫০	২২৫০০০০.০০
১৫	শরীয়তপুর	৮৫০	৫২০০	৬০৫০	১৮১৫০০০০.০০
১৬	শেরপুর	৮০০	০	৮০০	২৪০০০০০.০০
১৭	টাংগাইল	১২৮০	৫০০	১৭৮০	৫৩৪০০০০.০০
১৮	বগুড়া	৭৬০	০	৭৬০	২৮৮০০০০.০০
১৯	জয়পুরহাট	৩৫০	০	৩৫০	১০৫০০০০.০০
২০	রাজশাহী	৮৭০	০	৮৭০	২৬১০০০০.০০
২১	নওগাঁ	৫০০	০	৫০০	১৫০০০০০.০০
২২	নাটোর	৬৮০	০	৬৮০	২০৪০০০০.০০
২৩	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	৪৮৪	০	৪৮৪	১৪৫২০০০.০০০
২৪	পাবনা	৯১০	০	৯১০	২৭৩০০০০.০০
২৫	সিরাজগঞ্জ	১৫৭০	৫০০	২০৭০	৬২১০০০০.০০
২৬	দিনাজপুর	১২০০	০	১২০০	৩৬০০০০০.০০
২৭	ঠাকুরগাঁও	৪৩০	০	৪৩০	১২৯০০০০.০০
২৮	পঞ্চগড়	৪০০	০	৪০০	১২০০০০০.০০
২৯	রংপুর	১২০০	৮০০	২০০০	৬০০০০০০.০০
৩০	লালমনিরহাট	১০০০	৬০০	১৬০০	৪৮০০০০০.০০

ক্রমিক নং	জেলার নাম	সাধারণ বরাদ্দের পরিমাণ (বান্ডিল)	বিশেষ বরাদ্দ (বান্ডিল)	মোট বরাদ্দের পরিমাণ (বান্ডিল)	গৃহ নির্মাণ মঞ্জুরী বরাদ্দ
১	২	৩	৪	৫	৬
৩১	নীলফামারী	৮৩০	৬০০	১৪৩০	৪২৯০০০০.০০
৩২	কুড়িগ্রাম	১৪০০	৫০০	১৯০০	৫৭০০০০০.০০
৩৩	গাইবান্ধা	১৩০০	৫০০	১৮০০	৫৪০০০০০.০০
৩৪	বান্দরবান	৩৫০	০	৩৫০	১০৫০০০০.০০
৩৫	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	১০০০	৮০০	১৮০০	৫৪০০০০০.০০
৩৬	চাঁদপুর	১৫৫০	২২২৮	৩৭৭৮	১১৩৩৪০০০.০০
৩৭	চট্রগ্রাম	৭৫০	০	৭৫০	২২৫০০০০.০০
৩৮	কুমিল্লা	১৯৯০	৫৪	২০৪৪	৬১৩২০০০.০০
৩৯	কক্সবাজার	৯০০	০	৯০০	২৭০০০০০.০০
৪০	ফেনী	৪২৮	০	৪২৮	১২৮৪০০০.০০
৪১	খাগড়াছড়ি	৩০০	০	৩০০	৯০০০০০.০০
৪২	লক্ষীপুর	৬০০	০	৬০০	১৮০০০০০.০০
৪৩	নোয়াখালী	৪০০	১০০০	১৪০০	৪২০০০০০.০০
৪৪	রাংগামাটি	৩৫০	০	৩৫০	১০৫০০০০.০০
৪৫	সিলেট	৯৫০	০	৯৫০	২৮৫০০০০.০০
৪৬	হবিগঞ্জ	৬০০	০	৬০০	১৮০০০০০.০০
৪৭	মৌলভীবাজার	৫৯০	০	৫৯০	১৭৭০০০০.০০
৪৮	সুনামগঞ্জ	৯৮০	২০০	১১৮০	৩৫৪০০০০.০০
৪৯	খুলনা	৭০০	১০০০	১৭০০	৫১০০০০০.০০
৫০	কুষ্টিয়া	৩০০	০	৩০০	৯০০০০০.০০
৫১	মাগুরা	৫৫০	০	৫৫০	১৬৫০০০০.০০
৫২	মেহেরপুর	৩০০	০	৩০০	৯০০০০০.০০
৫৩	যশোর	১১৮৩	০	১১৮৩	৩৫৪৯০০০.০০
৫৪	ঝিনাইদহ	৫০২	০	৫০২	১৫০৬০০০.০০০
৫৫	নড়াইল	৪০০	০	৪০০	১২০০০০০.০০
৫৬	সাতক্ষীরা	১০০০	১০০০	২০০০	৬০০০০০০.০০
৫৭	বাগেরহাট	৯০০	০	৯০০	২৭০০০০০.০০
৫৮	চুয়াডাংগা	৩৫৯	০	৩৫৯	১০৭৭০০০.০০
৫৯	বরগুনা	৪৫০	১০০০	১৪৫০	৫৩৫০০০০.০০
৬০	বরিশাল	১৪০০	০	১৪০০	৪২০০০০০.০০
৬১	ভোলা	৯০০	৭০০	১৬০০	৪৮০০০০০.০০
৬২	ঝালকাঠি	৩২০	০	৩২০	৯৬০০০০.০০
৬৩	পটুয়াখালী	৪৯৫	০	৪৯৫	১৪৮৫০০০.০০
৬৪	পিরোজপুর	৭০০	০	৭০০	২১০০০০০.০০
	সর্বমোট বরাদ্দ =	৫০০০০	১৭৮৭০	৬৭৮৭০	২০৪১৩০০০০.০০

তাঁবু ক্রয় ঃ

২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে ক্রয়কৃত তাঁবুর হিসাব বিবরণী ঃ

ক্রমিক নং	অর্থ বছর	বাজেট বরাদ্দ	লট নং/ সংখ্যা	প্রকৃত ব্যয়	ক্রয়কৃত তাঁবুর পরিমাণ	অগ্রগতি (%)
১.	২০১৮-২০১৯	৪০,০০,০০,০০০/-	১ম	২০,০০,০০,০০০/-	২,৫০০ সেট	১০০%
			২য়	২০,০০,০০,০০০/-	২,৫০০ সেট	১০০%
	সর্বমোট =	৪০,০০,০০,০০০/-	০২ টি লট	৪০,০০,০০,০০০/-	৫,০০০ সেট	১০০%

জ) তাঁবু বরাদ্দ ঃ

ক্রমিক নং	জেলার নাম	সাধারণ বরাদ্দের পরিমাণ	বিশেষ বরাদ্দ	মোট বরাদ্দের পরিমাণ	মন্তব্য
১.	ঢাকা	-	২০	২০	
২.	রাংগামাটি	-	১২	১২	
	সর্বমোট =	-	৩২	৩২	

বিঃদ্রঃ তাঁবু বরাদ্দ দেয়া হয় না। তবে দুর্যোগের সময় তাঁবু ব্যবহার করা হয়ে থাকে এবং উক্ত তাঁবু তেজগাঁও সিএসডি ত্রাণ গুদাম, ঢাকা, চট্টগ্রাম আঞ্চলিক ত্রাণ গুদাম, চট্টগ্রাম এবং খুলনা আঞ্চলিক ত্রাণ গুদাম, খুলনা-তে মজুদ রাখা হয়েছে।

৫.৮ নৌযানের জ্বালানী ও রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত অর্থ বরাদ্দ ঃ

২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে ২৪ (চব্বিশ) টি জেলার নৌযান মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খাতে অর্থ বরাদ্দের বিবরণঃ

ক্রমিক নং	জেলার নাম	জ্বালানী খাতে বরাদ্দ	রক্ষণাবেক্ষণ খাতে বরাদ্দ	ক্রমিক নং	জেলার নাম	জ্বালানী খাতে বরাদ্দ	রক্ষণাবেক্ষণ খাতে বরাদ্দ
১.	মুন্সীগঞ্জ	২০০০০০.০০	১৩৩০০০.০০	১৩.	সাতক্ষীরা	১০০০০০.০০	৬২৪৫০০.০০
২.	নারায়নগঞ্জ	০০	৫৭৯০০০.০০	১৪.	বাগেরহাট	০০	০০
৩.	বাজবাড়ী	১৯৩৩৫২.০০	৭৩৫০০.০০	১৫.	নড়াইল	৭৫০০০.০০	১১৯৯৫০.০০
৪.	জামালপুর	১৮০০০০.০০	২৫৫৩৬০.০০	১৬.	বরিশাল	১৫০০০০.০০	২৬৩৪০০.০০
৫.	শরীয়তপুর	০০	০০	১৭.	ভোলা	৪০০০০০.০০	২৫৬৩০০.০০
৬.	গোপালগঞ্জ	০০	০০	১৮.	ঝালকাঠি	১৫০০০০.০০	৩৭৬৫৬০.০০
৭.	কিশোরগঞ্জ	০০	১১৯৫৩০০.০০	১৯	পিরোজপুর	১২৫০০০.০০	৩০০০০০.০০
৮.	বি-বাড়িয়া	১০০০০০.০০	৮০০০০.০০	২০	সিরাজগঞ্জ	০০	০০
৯.	কুমিল্লা	০০	০০	২১	হবিগঞ্জ	০০	০০
১০.	নোয়াখালী	২০০০০০	১৯২৫০০. ০০	২২	সুনামগঞ্জ	১৫০০০০.০০	১২৬২০০.০০
১১.	চাঁদপুর	২০০০০০.০০	৮৫০৬৮০.০০	২৩	সিলেট	০০	০০
১২.	রাংগামাটি	১০০০০০	৯১০৫০.০০	২৪	লালমনিরহাট	০০	০০
সর্বমোট=				২৪টি জেলা		১১৫০০০০.০০	২০৬৬৯১০.০০

৫.৯ নৌযান চালকের অনিয়মিত শ্রমিক মজুরী খাতে অর্থ বরাদ্দঃ

ক্রমিক নং	জেলার নাম	সাধারণ বরাদ্দের পরিমাণ	বিশেষ বরাদ্দ	মোট বরাদ্দের পরিমাণ	মন্তব্য
১.	বি-বাড়িয়া	৪০০০০০.০০	০০	৪০০০০০.০০	
২.	বরগুনা	১০০০০০.০০	০০	১০০০০০.০০	
৩.	ঝালকাঠি	৫০০০০.০০	০০	৫০০০০.০০	
সর্বমোট=.	৩ (তিন)টি জেলা	৫৫০০০০.০০	০০	৫৫০০০০.০০	

৫.১০ জেলা ভিত্তিক ত্রাণ কার্যক্রম (চাল) ত্রাণ কার্যক্রম (নগদ) বরাদ্দের বিস্তারিত হিসাব বিবরণীঃ

ক্রঃ নং	জেলার নাম	মোট বরাদ্দ (জিআর চাল)	দুর্গাপুজা উপলক্ষে বরাদ্দ	প্রবারণা পুর্ণিমার বরাদ্দ	বড় দিন উপলক্ষে বরাদ্দ	প্রকল্পের বিপরীতে বিশেষ বরাদ্দ	সর্বমোট বরাদ্দের পরিমাণ (চাল)	মোট বরাদ্দের পরিমাণ (জিআর ক্যাশ)
১	ঢাকা	৭০০.০০০	৪৯৮.০০০	৫.৫০০	৪৮.৫০০	৫৬.০০০	১৩০৮.০০০	৬৭০০০০০.০০
২	গাজীপুর	৯৭৫.০০০	২০০.৫০০	০.০০০	৩৮.০০০	১৫০.০০০	১৩৬৩.৫০০	৯০০০০০.০০
৩	ময়মনসিংহ	৭০০.০০০	৩৮৩.০০০	০.০০০	১০৩.৫০০	১০৩.০০০	১২৮৯.৫০০	৯৫০০০০.০০
৪	ফরিদপুর	১২০০.০০০	৩৭৯.০০০	০.০০০	৮.৫০০	১০৫.০০০	১৬৯২.৫০০	১৬৬০০০০.০০
৫	কিশোগঞ্জ	৭৫০.০০০	২০১.০০০	০.০০০	০.৫০০	০.০০০	৯৫১.৫০০	৯০০০০০.০০
৬	নেত্রকোনা	৭০০.০০০	২৪৩.০০০	০.০০০	৬৪.৫০০	০.০০০	১০০৭.৫০০	৯৫০০০০.০০
৭	টাংগাইল	৮০০.০০০	৫৯২.৫০০	০.০০০	৪৮.৫০০	১২০.০০০	১৫৬১.০০০	১১৫০০০০.০০
৮	নরসিংদী	৯০০.০০০	১৭৩.০০০	০.০০০	০.৫০০	৬.০০০	১০৭৯.৫০০	৫৫০০০০.০০
৯	মানিকগঞ্জ	৫৫০.০০০	২৫১.০০০	০.০০০	২.৫০০	০.০০০	৮০৩.৫০০	৬০০০০০.০০
১০	মুন্সিগঞ্জ	৫৫০.০০০	১৪৯.৫০০	০.০০০	১.০০০	০.০০০	৭০০.৫০০	৬৭০০০০.০০
১১	নারায়নগঞ্জ	৫৫০.০০০	১০১.০০০	০.৫০০	১.০০০	৭.০০০	৬৫৯.৫০০	৬০০০০০.০০
১২	গোপালগঞ্জ	৭৫০.০০০	৫৯৭.০০০	০.০০০	৮০.০০০	৪১৭.০০০	১৮৪৪.০০০	১৬২৫০০০.০০
১৩	জামালপুর	৮৫০.০০০	১০৫.৫০০	০.৫০০	৩.৫০০	২.০০০	৯৬১.৫০০	১২০০০০০.০০
১৪	শরীয়তপুর	১২২৫.০০০	৪৬.৫০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	১২৭১.৫০০	৭০০০০০০.০০
১৫	রাজবাড়ী	৮৩০.০০০	২১০.০০০	০.০০০	৩.০০০	২.০০০	১০৪৫.০০০	৯২৫০০০.০০
১৬	শেরপুর	৫৫০.০০০	৭৯.৫০০	০.০০০	৪০.০০০	০.০০০	৬৬৯.৫০০	৫০০০০০.০০
১৭	মাদারীপুর	৮৫০.০০০	২১৬.৫০০	০.০০০	৮.০০০	০.০০০	১০৭৪.৫০০	১৭৩০০০০.০০
১৮	চট্রগ্রাম	৮৫০.০০০	১০৪২.০০০	২৪৫.০০০	২১.৫০০	০.০০০	২১৫৮.৫০০	২১০০০০০.০০
১৯	কক্সবাজার	১০৭০.০০০	১৫০.০০০	৭৬.০০০	৩.০০০	১০৪.০০০	১৪০৩.০০০	১৯৫০০০০.০০
২০	রাংগামাটি	৭০০.০০০	২০.০০০	৩৪৫.০০০	৪৫.০০০	০.০০০	১১১০.০০০	১১৫০০০০.০০
২১	খাগড়াছড়ি	৭০০.০০০	২৭.০০০	৩০৬.৫০০	৭৩.৫০০	০.০০০	১১০৭.০০০	৭৫০০০০.০০
২২	কুমিল্লা	৭০০.০০০	৩৭৯.০০০	১৪.৫০০	২.০০০	২৭.০০০	১১২২.৫০০	১৫০০০০০.০০
২৩	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	৭০০.০০০	২৮২.৫০০	০.০০০	০.৫০০	০.০০০	৯৮৩.০০০	৭৩০০০০.০০
২৪	চাঁদপুর	১১০০.০০০	৯৭.০০০	০.০০০	৩.০০০	৫৮.০০০	১২৫৮.০০০	১৫৭০০০০.০০
২৫	নোয়াখালী	৮০০.০০০	৮২.৫০০	২.০০০	২.০০০	৩.০০০	৮৮৯.৫০০	১৮৫০০০০.০০
২৬	ফেনী	৫৫০.০০০	৭০.৫০০	২.০০০	০.৫০০	২.০০০	৬২৫.০০০	১৪৭৫০০০.০০
২৭	লক্ষীপুর	৭৫০.০০০	৩৯.০০০	০.০০০	১.০০০	৫.০০০	৭৯৫.০০০	২০৯৫০০০.০০
২৮	বান্দরবান	৭২৫.০০০	১৪.০০০	২২১.০০০	২৪৭.০০০	০.০০০	১২০৭.০০০	১৩২৫০০০.০০
২৯	রাজশাহী	৯০০.০০০	২৩১.৫০০	০.০০০	১২০.০০০	৩.০০০	১২৫৪.৫০০	১৮০০০০০.০০
৩০	নওগাঁ	১০০৫.০০০	৩৯২.৫০০	৩.৫০০	১৩৭.৫০০	০.০০০	১৫৩৮.৫০০	১৫০০০০০.০০
৩১	পাবনা	৮০০.০০০	১৬৬.০০০	০.০০০	৯.৫০০	৪৪.০০০	১০১৯.৫০০	১১৭৫০০০.০০
৩২	সিরাজগঞ্জ	১১০০.০০০	২৪২.০০০	০.৫০০	২.০০০	৯৮.০০০	১৪৪২.৫০০	২০৫০০০০.০০
৩৩	বগুড়া	১১০০.০০০	৩২৮.০০০	১.০০০	৪৮.৫০০	৬.০০০	১৪৮৩.৫০০	১৩৫০০০০.০০
৩৪	নাটোর	৯৭৫.০০০	১৮৭.৫০০	০.০০০	১৪.৫০০	০.০০০	১১৭৭.০০০	১২৫০০০০.০০
৩৫	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	৭৯০.০০০	৬৬.০০০	০.০০০	৩৯.৫০০	০.০০০	৮৯৫.৫০০	৯৫০০০০.০০
৩৬	জয়পুরহাট	৭২৫.০০০	১৫১.০০০	১.৫০০	২৬.০০০	০.০০০	৯০৩.৫০০	৯৫০০০০.০০

	লার নাম	মোট বরাদ্দ (জিআর চাল)	দুর্গাপুজা উপলক্ষে বরাদ্দ	প্রবারণা পূর্ণিমার বরাদ্দ	বড় দিন উপলক্ষে বরাদ্দ	প্রকল্পের বিপরীতে বিশেষ বরাদ্দ	সর্বমোট বরাদ্দের পরিমাণ (চাল)	মোট বরাদ্দের পরিমাণ (জিআর ক্যাশ)
৩৮	দিনাজপুর	১২০০.০০০	৬৩৪.০০০	১.৫০০	৩৫৪.৫০০	০.০০০	২১৯০.০০০	১৬৮০০০০.০০
৩৯	কুড়িগ্রাম	১৩০০.০০০	২৬৪.০০০	০.০০০	২০.০০০	০.০০০	১৫৮৪.০০০	১৮০০০০০.০০
৪০	ঠাকুরগাঁও	৯২৫.০০০	২২৭.০০০	০.৫০০	১২১.৫০০	২.০০০	১২৭৬.০০০	৯০০০০০.০০
৪১	পঞ্চগড়	৯৭৫.০০০	১৪০.০০০	০.০০০	৩৭.৫০০	০.০০০	১১৫২.৫০০	১৭৫০০০০.০০
৪২	নীলফামারী	৯২৫.০০০	৪২৮.৫০০	০.০০০	৫০.০০০	০.০০০	১৪০৩.৫০০	১৯৯০০০০.০০
৪৩	গাইবান্ধা	১২২৫.০০০	৩১১.০০০	০.০০০	২৭.০০০	৬০.০০০	১৬২৩.০০০	২০০০০০০.০০
৪৪	লালমনিরহাট	১৩২৫.০০০	২২১.০০০	০.০০০	১৩.০০০	০.০০০	১৫৫৯.০০০	১৭০০০০০.০০
৪৫	খুলনা	১০৫০.০০০	৪৮১.০০০	০.০০০	৮১.০০০	০.০০০	১৬১২.০০০	১৭২৫০০০.০০
৪৬	বাগেরহাট	১১০০.০০০	৩১৩.৫০০	০.০০০	৩৪.০০০	৬.০০০	১৪৫৩.৫০০	১৩৫০০০০.০০
৪৭	যশোর	১২২০.০০০	৩৪০.০০০	০.০০০	৯৪.০০০	১৫৮.০০০	১৮১২.০০০	৮৮০০০০.০০
৪৮	কুষ্টিয়া	৭০০.০০০	১১৮.৫০০	০.৫০০	৪.৫০০	১০৮.০০০	৯৩১.৫০০	৬০০০০০.০০
৪৯	সাতক্ষীরা	১০৭৫.০০০	২৮৭.০০০	০.০০০	৭৭.০০০	৬.০০০	১৪৪৫.০০০	২৪৮০০০০.০০
৫০	ঝিনাইদহ	৮২৫.০০০	২৩০.০০০	০.০০০	১৮.০০০	১১২.০০০	১১৮৫.০০০	৬৭০০০০.০০
৫১	মাগুরা	৮৭৫.০০০	৩১৫.৫০০	০.০০০	৯.৫০০	০.০০০	১২০০.০০০	৮০০০০০.০০
৫২	নড়াইল	৯৯১.০০০	৩১২.৫০০	০.০০০	৩৪.৫০০	৮০.০০০	১৪১৮.০০০	৭৬০০০০.০০
৫৩	মেহেরপুর	৫৮৩.০০০	১৯.০০০	০.০০০	১৪.০০০	০.০০০	৬১৬.০০০	৩৫০০০০.০০
৫৪	চুয়াডাংগা	৫৫০.০০০	৫৬.৫০০	০.০০০	৫.০০০	২.০০০	৬১৩.৫০০	৯০৫০০০.০০
৫৫	বরিশাল	১৫৫০.০০০	২৯৪.৫০০	০.০০০	৬৬.৫০০	১৭.০০০	১৯২৮.০০০	২৪৩০০০০.০০
৫৬	পটুয়াখালী	১৬০০.০০০	৯২.৫০০	১১.০০০	২.৫০০	৮.০০০	১৭১৪.০০০	১৮৫০০০০.০০
৫৭	পিরোজপুর	৮৭৫.০০০	২৫২.০০০	০.০০০	২.৫০০	৭৬.০০০	১২০৫.৫০০	১৩০০০০০.০০
৫৮	ভোলা	১০৭৫.০০০	৫৩.৫০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	১১২৮.৫০০	১৯৫০০০০.০০
৫৯	বরগুনা	৯২৫.০০০	৭৬.৫০০	৭.০০০	১.০০০	৪৪.০০০	১০৫৩.৫০০	৪৯৪০০০০.০০
৬০	ঝালকাঠি	১১০০.০০০	৮৫.৫০০	০.০০০	১.৫০০	০.০০০	১১৮৭.০০০	১৬৫০০০০.০০
৬১	সিলেট	৯০০.০০০	২৭৭.০০০	০.৫০০	৮.৫০০	০.০০০	১১৮৬.০০০	৯৫০০০০.০০
৬২	হবিগঞ্জ	৮০০.০০০	৩২১.০০০	০.০০০	১০.৫০০	০.০০০	১১৩১.৫০০	৮৫০০০০.০০
৬৩	সুনামগঞ্জ	৯০০.০০০	১৭০.০০০	০.০০০	১৪.০০০	৫.০০০	১০৮৯.০০০	১৮২০০০০.০০
৬৪	মৌলভীবাজার	৭২৫.০০০	৪২৪.৫০০	০.০০০	১০৪.০০০	০.০০০	১২৫৩.৫০০	৫৫০০০০.০০
	সর্বমোট	৫৭৯৬৪.০০০	১৫৫৯৬.৫০০	১২৫০.০০০	২৪৫৮.৫০০	২০০২.০০০	৭৯২৭১.০০০	৯৮৫৬০০০০.০০

মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণ কার্যক্রম

জামালপুর জেলার সদর উপজেলার তুলশীর চর ইউনিয়নের রেহাই গজারিয়া আদর্শ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় এর সম্মুখের রাস্তা পুন:নির্মাণ।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের আওতায় ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ৪টি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ০৪ টি বিষয়ের উপর বেষণা কার্য সম্পাদিত হয়। সর্বমোট ১.৫০ কোটি টাকায় (প্রতিটি প্রতিষ্ঠান ৩৭.৫০ লক্ষ টাকা করে) নিম্নলিখিত ০৪ টি গবেষণা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উল্লেখিত বিষয় সমূহের উপর গবেষণা কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বাস্তবায়িত বিভিন্ন প্রকল্প/স্কীম/প্রোগ্রাম/ কর্মসূচীর কার্যকারিতা যাচাইয়ে পরিচালিত এই সমীক্ষা কার্যক্রম ভবিষ্যতে কর্মসূচীর মূল্যায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহ মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন পর্যায়ে সার্ভে/জরিপ পূর্বক স্টেক হোল্ডারদের সাথে মত বিনিময়, তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে এ মন্ত্রণালয়ের চলমান কার্যক্রমের ভূমিকা ও প্রভাব নির্ণয় করার চেষ্টা করেছেন এবং তাদের মূল্যবান সুপারিশসমূহ প্রণয়ন করেছেন।

ক্রমিক নং	গবেষণা প্রতিষ্ঠানের নাম	গবেষণার বিষয়বস্তুর নাম
১।	Centre on Budget and Policy (CBP)-DU	Effectiveness of Social safety Net Program (VGF) Fisherman during Hilsha ban.
৩।	Centre for Trade and Investment (CTI)-DU	Disseminating early warning messages through volunteers of CPP in reducing cyclone losses and damages.
৩।	Bangladesh Institute of Management (BIM)	Impact Analysis of renewable energy Projects under TR/KABITA Fund by reducing energy poverty to achieve sustainable development goals.
৪।	National Academy for Planning and Development (NAPD)	Impact Analysis of efforts to enhance Seismic Preparedness by MoDMR.

গবেষণার বিষয়: Effectiveness of Social safety Net Program (VGF) Fisherman during Hilsha ban.

গবেষণাকারী প্রতিষ্ঠান: সেন্টার অন বাজেট এন্ড পলিসি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

গবেষণার সময়কাল: ২০১৮-১৯ অর্থ বছর।

১। মৎস খাত এর অবদান জিডিপিতে ৩.৬ শতাংশ এবং কৃষি জিডিপিতে ২৫.৩ শতাংশ। মৎস সম্পদের অন্যতম হলো ইলিশ, যা বাংলাদেশের ভৌগলিক ও সাংস্কৃতিক পরিচয় বহন করে। ইলিশ উৎপাদনে বাংলাদেশ বিশ্বে প্রথম। প্রায় পাঁচ লক্ষ মৎসজীবী প্রত্যক্ষ ভাবে ও প্রায় পঁচিশ লক্ষ লোক পরোক্ষভাবে তাদের জীবন ও জীবিকা নির্বাহ করে ইলিশকেন্দ্রিক কার্যক্রমের মাধ্যমে। অথচ ভোক্তা, উৎপাদক, বিক্রেতা ও নীতি-নির্ধারক; সকল পর্যায়ে বিবিধ অবিমৃষ্য আচরণের কারণে একসময়ে ইলিশ প্রায় বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। পরবর্তীতে ইলিশ প্রজনন ঋতুতে ইলিশ আহরণ, পরিবহন ও বিক্রয় নিষিদ্ধ করার মতো যৌক্তিক তথা বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত ও এই সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রাসংগিক সরকারি পরিকল্পনার ফলে গত এক দশকে ইলিশ উৎপাদনের পরিমান বেড়েছে। ২০১৭-১৮ সালে ইলিশের উৎপাদন ছিল ৫.১৭ লাখ মেট্রিক টন যা ২০০৩-০৪ সালে ছিল ১.৯৯ লাখ মেট্রিক টন। পৃথিবীতে মোট ইলিশ উৎপাদনের ৬৫ শতাংশই উৎপাদিত হয় বাংলাদেশে যেখানে ভারতে উৎপাদিত হয় ১০-১৫ শতাংশ এবং মায়ানমারে উৎপাদিত হয় ৮-১০ শতাংশ।

কে, এম আনিছুল ইসলাম
সহকারী সচিব
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২। ইলিশ সাধারণত জীবদ্দশায় দুইবার সমুদ্র থেকে ঝাঁক বেঁধে মিঠা পানিতে ডিম ছাড়তে আসে। ডিম সমৃদ্ধ মা ইলিশ ও পরবর্তীতে জাটকা তথা শিশু-ইলিশ ধরা বন্ধ করতে সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে, যার মাঝে ২০০৭-০৮ সাল থেকে, সবচেয়ে কঠোর ভাবে যে আইন টি প্রয়োগ হয় তা হলো ইলিশের প্রজনন ঋতুতে চাঁদপুর, লক্ষ্মীপুর, বরিশাল, ভোলা, পটুয়াখালী ও চট্রগ্রামে যে ইলিশ প্রজনন ক্ষেত্র রয়েছে সেখানে দীর্ঘ মেয়াদে (চার মাস) জাটকা ধরা নিষিদ্ধ করা। সেই সাথে, সরকারের কঠোর নজরদারিতে ২০০৮ সাল থেকে অক্টোবর এর প্রথম থেকে (আশ্বিনের পূর্ণিমার সময় থেকে) পরবর্তী ২২ দিন মা ইলিশ ধরা বন্ধ করতে সকল নদীকেন্দ্রিক মৎস কার্যক্রম বন্ধ থাকে। পরিসংখ্যান মতে, এই কার্যক্রমের ফলে বছরে ০.৫৮ লাখ মেট্রিক টন ইলিশ উৎপাদন বেড়েছে এবং সাম্প্রতিক সময়ে বর্ষা ঋতুতে সুস্বাদু বড় আকারের ইলিশ সুপ্রাপ্য ও সুলভ হয়েছে।

৩। এখন প্রশ্ন হলো, ইলিশ নিষিদ্ধের এই সময়ে দরিদ্র মৎসজীবী সম্প্রদায়ের পরিস্থিতি কী হয়? সরকার তাদের জীবিকা সংস্থানের জন্য কী কী পদক্ষেপ নেয় এবং সেসব কার্যক্রম কতটা উপযোগী ও কার্যকর? এই গবেষনায় এরই অনুসন্ধান করা হয়েছে। বাগেরহাট, বরগুনা, বরিশাল, ভোলা, চাঁদপুর, লক্ষ্মীপুর ও নোয়াখালী অঞ্চলের পাঁচ শতাধিকের ও বেশি জেলেদের মাঝে জরিপ চালানো হয়েছে। দীর্ঘ ও স্বল্প মেয়াদে ইলিশ নিষেধাজ্ঞার এই সময়ে মৎসজীবীদের অন্যান্য আয়ের সুযোগ আছে কী না, তাদের আয়-ব্যয়-সঞ্চয় কত,তাদের ঋণ পরিস্থিতি কী, সেই ঋণ তারা কী কাজে নিযুক্ত করে, এইসব বিষয় খতিয়ে দেখা হয়েছে।

পরিবহন খরচের জন্য আলাদা কোন অর্থ বরাদ্দ থাকেনা বলে স্থানীয় প্রতিনিধিরা কিছু চাল বিক্রি করে এই খরচ বহন করেন। ফলে মূল উপকারভোগীরা তাদের প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত হন।

৪। গবেষণা থেকে আরো জানা গেছে যে এই পরিমাণ ত্রাণে জেলে পরিবারসমূহের মাসের চাহিদার মাত্র আটান্ন শতাংশ পূরণ হয়। এছাড়া ইলিশ আহরণে নিষেধাজ্ঞাকালীন সময়ে মৎসজীবিদের খাদ্য চাহিদাটুকুই শুধু বিবেচনা করা হয়, কিন্তু তাদের অন্যান্য প্রয়োজন, বিশেষত চাল ব্যাতীত অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য, পরিবার এর সদস্যদের চিকিৎসা, সন্তানদের শিক্ষা ব্যয় এর বিষয়গুলো মহার্ঘ ত্রাণ কার্যক্রম এর আওতা এমনকি পরিকল্পনার ও বাইরে রয়ে গেছে।

৫। এই পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের গবেষনার দলের প্রারম্ভিক প্রস্তাব হলো- প্রথমত, দুই মেয়াদে ইলিশ আহরণ নিষেধাজ্ঞাকালীন সময়ে মৎসজীবিদের জীবন ও জীবিকার নির্বাহের জন্য যে মহার্ঘ ত্রাণ (জিআর) দেয়া হয় তার পরিধি বৃদ্ধি করা ও ত্রাণগ্রহীতাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করা। দ্বিতীয়ত, ভিজিএফ প্রকল্পের আওতায় চাল দেয়ার পাশাপাশি শিক্ষা, চিকিৎসা ও অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য এই ত্রাণ কার্যক্রমের বিবেচনায় অন্তর্ভুক্ত করা।

তৃতীয় প্রস্তাব হলো, ইউনিয়ন পরিষদ অফিসকে পরিবহন খরচ দেয়া, যাতে করে পরিবহন খাতে খরচ দেখিয়ে উপকারভোগীদের বঞ্চিত করার পরিবেশ সৃষ্টি না হয়। চতুর্থত, কাদের সত্যিকারের সাহায্য প্রয়োজন তা ঠিক ভাবে যাচাই বাছাই করে ত্রাণ গ্রহীতাদের নাম ও পূর্ণ তালিকা সকল অংশীদারের উপস্থিতিতে ইউনিয়ন ভিজিএফ কমিটির উন্মুক্ত সভায় ঘোষনা করা যাতে করে রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রভাব এর যথেচ্ছাচার না ঘটে।

গবেষণার বিষয়: Disseminating early warning messages through volunteers of CPP in reducing cyclone losses and damages.

গবেষণাকারী প্রতিষ্ঠান: সেন্টার ফর ট্রেড এন্ড ইনভেস্টমেন্ট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

গবেষণার সময়কাল: ২০১৮-১৯ অর্থ বছর।

১। বাংলাদেশ ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে বিভিন্ন ধরনের আবহাওয়া সংক্রান্ত ও জলজ সংক্রান্ত ও ভূতাত্ত্বিক প্রাকৃতিক দুর্যোগের স্বীকার। যেমন:- বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, ভূমিধস, খরা, ভূমিকম্প , নদীভাঙন, বজ্রঝড়, তাপপ্রবাহ, শৈত্যপ্রবাহ এবং জলোচ্ছাস উল্লেখ্যযোগ্য। বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে ঘূর্ণিঝড় সব থেকে মারাত্মক। এমনকি বিগত কয়েক দশকে বাংলাদেশের ১৯টি উপকূলীয় জেলায় ব্যাপক প্রাণনাশ ও ক্ষয়ক্ষতির প্রধান কারণ হলো ঘূর্ণিঝড়। বাংলাদেশে ২০১৯ সাল পর্যন্ত ১২টি বড় ধরনের ঘূর্ণিঝড় আঘাত হেনেছে এবং উপকূলীয় জেলা গুলোতে হাজার হাজার মানুষের জীবন হানি ঘটেছে। যেহেতু ঘূর্ণিঝড় এবং অন্যন্য দূর্যোগের বিরূপ প্রভাব মোকাবিলা করার জন্য "পূর্ব সতর্কতাকে"মানব জীবন রক্ষার গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। আর তাই সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশ ও তার পার্শ্ববর্তী দেশগুলোতে ঘটে যাওয়া প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলার জন্য উপকূলীয় জেলাগুলোতে জরুরী পূর্ব সতর্কতামূলক ব্যবস্থা চালুকরা অনস্বীকার্য হয়ে উঠেছে।

২। ১৯৭০ সালের মারাত্নক ঘূর্ণিঝড়ের পর ১৯৭২ সালে তখনকার রেডক্রস লীগের সহযোগিতায় ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি মূলক কর্মসূচী (সিপিপি) প্রতিষ্ঠা করা হয়। প্রতিষ্ঠার শুরু থেকে এ সংগঠন ঘূর্ণিঝড় পূর্ব সতর্ক ব্যবস্থা, ক্ষতিগ্রস্থদের অনুসন্ধান, উদ্ধার অভিযান, আশ্রয়দান, প্রাথমিক চিকিৎসা, ত্রান বিতরণ এবং পুনর্বাসনের মতো কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। আর তাই এটাকে দূর্যোগ ব্যাবস্থাপনায় বর্তমান বিশ্বের অনুকরণীয় কর্মসূচি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। বিগত বছর গুলোতে ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচির কর্মপরিধি এবং স্বেচ্ছাসেবী সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়েছে। ২০১৭ সালের আগস্ট মাস থেকে বর্তমানে কক্সবাজারের রোহিঙ্গা শরনার্থী শিবিরে ও সিপিপির কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। সিপিপির দীর্ঘ সফলতা ও সাম্প্রতিক বছর গুলোতে ঘূর্ণিঝড়ের পুনরাবৃত্তির কারণে 'দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়' বর্তমান সমীক্ষা কার্যক্রমটি হাতে নিয়েছে যার প্রধান উদ্দেশ্য হলো ঘূর্ণিঝড় মোকাবিলায় সিপিপির প্রভাব, দক্ষতা ও কার্যকারিতা মূল্যায়ন করা এবং এটার ভবিষ্যৎ উন্নয়নে কৌশলগত দিক নির্দেশনা প্রদান করা।

সিপিপির বার্তা প্রেরণের প্রভাব মূল্যায়নের জন্য এই গবেষণাটি নিম্নলিখিত সূচকগুলোকে বিবেচনা করেঃ

(ক) ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রে নেয়া অথবা উদ্ধার করা মানুষের সংখ্যা (খ) ঘূর্ণিঝড়ে প্রাণনাশের প্রবণতা (গ) ঘূর্ণিঝড় সময়কালীন সৃষ্ট জলোচ্ছ্বাসের ফলে বিভিন্ন দেশের মধ্যকার প্রাণনাশের সংখ্যার তুলনামূলক পর্যালোচনা (ঘ) সিপিপির স্বেচ্ছাসেবকদের দ্বারা পরিচালিত পরিসেবা সম্পর্কে জনগণের ধারণা।

এই গবেষণা পত্রের তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে ফোকাস গ্রুপ আলোচনা, বিশেষ তথ্য দাতার সাক্ষাৎকার এবং জরিপের মাধ্যমে। সিপিপির স্বেচ্ছাসেবক এবং সাতটি সবচেয়ে দূর্যোগ প্রবণ জেলার বাসিন্দাদের মধ্য হতে বাছাইকৃত ৪১৪ জন থেকে তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। তার সাথে ৭টি ফোকাস গ্রুপ আলোচনা এবং ২৪ জন বিশেষ তথ্য দাতার সাক্ষাৎকার ও গ্রহণ করা হয়েছে। তাছাড়াও তিনটি কেস স্টাডি করা হয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা এবং মাঠকর্মী, সিপিপি স্বেচ্ছাসেবক, স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধি, উপকূলীয় এলাকার বাসিন্দা, স্থানীয় সম্প্রদায়ের নেতা, বাংলাদেশ সরকারের আবহাওয়া অধিদপ্তরের বিশেষজ্ঞ কর্মকর্তা ও বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির প্রতিনিধিদের কাছ থেকে উপরেল্লিখিত পন্থায় তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে।

৩। গবেষণাটির ফলাফল হলো, বাংলাদেশ সরকার তার দুর্যোগ ও জরুরী অবস্থা মোকাবেলার বিস্তৃত অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে সফলভাবে দুর্যোগ পূর্ববর্তী জরুরী সতর্ক বার্তা ও প্রস্তুতিমূলক ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে সক্ষম হয়েছে এবং সিপিপি ঘূর্ণিঝড়ের ফলে প্রাণনাশের সংখ্যা আশ্চর্যজনক ভাবে কমিয়েছে। ঘূর্ণিঝড় পূর্ববর্তী সময়ে দুর্যোগ প্রবণ মানুষকে আশ্রয় কেন্দ্র মুখী করতে সিপিপির স্বেচ্ছাসেবকরা কঠোর পরিশ্রম করে থাকে। ফলে প্রাণ নাশের সংখ্যা ব্যাপক ভাবে কমে গেছে। ১৯৭০ সালের ঘূর্ণিঝড় পরবর্তী সময়ে সিপিপি প্রতিষ্ঠার পর থেকে এর স্বেচ্ছাসেবকরা জলোচ্ছ্বাসের পূর্বে মানুষকে উদ্ধার করতে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কাজ করে আসছে। ২০১৯ সালের মে মাস পর্যন্ত বিগত ৮টি ঘূর্ণিঝড়ে সিপিপির স্বেচ্ছাসেবকরা সাড়ে আট মিলিয়ন মানুষকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেছে। এছাড়াও ২০০৭ সালে ঘূর্ণিঝড় সিডরের সময়ে সিপিপির স্বেচ্ছাসেবকদের মাধ্যমে তিন মিলিয়নের বেশি মানুষকে এবং ২০১৬ সালে ঘূর্ণিঝড় রোয়ানুর সময় প্রায় দেড় মিলিয়ন মানুষকে এবং ২০১৯ সালের ঘূর্ণিঝড় ফণীর সময় প্রায় দুই মিলিয়ন মানুষকে উদ্ধার করেছে। ফলশ্রুতিতে ঘূর্ণিঝড়ের কারণে মানুষের ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস করতে বাংলাদেশ বিশ্বব্যাপী মানদন্ড স্থাপন করেছে।

৪। বিভিন্ন উপজেলা এবং তাদের ইউনিয়ন বিভিন্ন ধরনের দুর্যোগের সম্মুখীন হয় যদিও এগুলো সবই বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলের অন্তর্গত। সুতরাং অনেক উপজেলার সিপিপি ইউনিটে ভিন্নভিন্ন সম্পদের প্রয়োজন হয় এবং ভিন্নভাবেও বরাদ্দ করতে হয়। তাই সিপিপির স্বেচ্ছাসেবকদের উন্নতমানের যন্ত্রপাতি সরবরাহ, প্রশিক্ষণের জন্য যথেষ্ট বরাদ্দ, আর তাদের আত্মত্যাগের স্বীকৃতি প্রয়োজন। পাশাপাশি সিপিপিকে আরও কার্যকর করতে অবকাঠামোগত উন্নয়ন দরকার। যেমন প্রযুক্তিতে আরও বেশি বিনিয়োগ করা দরকার যাতে অতিদ্রুত ঘূর্ণিঝড়পূর্ব সতর্ক বার্তা প্রেরণ করা যায়। মোবাইল ফোনে বিপদ সংকেত প্রেরণ, পরিসেবা কেন্দ্র থেকে জরুরি ফোন কল, উন্নত মানের যন্ত্রপাতি সরবরাহ, সিপিপির কেন্দ্রীয় অফিস সমূহ

আধুনিকীকরণ, এবং প্রযুক্তিগত অগ্রগতি সাধন করা দরকার যাতে বিভিন্ন কাজের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা যায় এবং বিভিন্ন দলের মধ্যে যেমন বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, সিপিপির কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক অফিস সমূহে যোগাযোগ সহজ হয়। আর যে সকল স্বেচ্ছাসেবকরা ঘূর্ণিঝড়ে আক্রান্তদের স্বাস্থ্যগত সেবা প্রদান করে থাকে তাদের বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রয়োজন। বিশেষ করে মৃতদেহ ব্যবস্থাপনা, জরুরি স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা, পুষ্টি ব্যবস্থাপনা, মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য, সাধারণ অসুস্থতার চিকিৎসা এবং স্বাস্থ্য শিক্ষার ক্ষেত্রে।

গবেষণার বিষয়: Impact Analysis of renewable energy Projects under TR/KABITA Fund by reducing energy poverty to achieve sustainable development goals.

গবেষণাকারী প্রতিষ্ঠান: বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট ।

গবেষণার সময়কাল: ২০১৮-১৯ অর্থ বছর।

১। জ্বালানী ও উন্নয়নের বহুমাত্রিক আন্ত: সম্পর্ক বর্তমান বিশ্বের সর্বাধিক আলোচিত বিষয়সমূহের একটি। পারিবারিক, স্থানীয় বা রাষ্ট্রীয় উন্নয়নের অন্যতম প্রধান শর্ত হচ্ছে জ্বালানী ও বিদ্যুতের প্রাপ্যতা। অপরদিকে, অনবায়নযোগ্য উৎস হতে জ্বালানীর ব্যবহার বা ক্ষেত্রবিশেষে অতিব্যবহারের ফলে সৃষ্ট বৈশ্বিক উষ্ণতা ও তার ফলশ্রুতিতে প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্রমবর্ধমান নেতিবাচক অভিঘাত বিদ্যুত ও জ্বালানীর সাথে উন্নয়ন ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার দ্ব্যর্থবোধক বহুমাত্রিক কার্যকারণ সুত্রকে তাত্ত্বিক, নীতিগত ও প্রায়োগিক আলোচনায় প্রাধান্য দান করেছে ।

সবার জন্য ব্যয়সাধ্য, টেকসই ও আধুনিক জ্বালানী সুবিধা নিশ্চিত করাকেই জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট - ৭ হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে।বাংলাদেশের বর্তমান সরকারের উন্নয়ন দর্শনকে জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন কাঠামোর সাথে সমন্বিত করা হয়েছে। ''শেখ হাসিনার উদ্যোগ, ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ''- এই শ্লোগান সামনে রেখে সকল নাগরিকের কাছে বিদ্যুৎ সুবিধা পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রত্যয় বাস্তবায়নে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান একযোগে কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশের দুর্যোগ পীড়িত ও দুর্যোগের ঝুঁকি প্রবণ পরিবারগুলো ও তাঁদের ব্যবহৃত সামাজিক প্রতিষ্ঠানের কাছে নবায়নযোগ্য বিদ্যুত (সোলার হোম সিস্টেম) এবং অন্ধকার রাতে তাঁদের চলার পথ আলোকিত করতে রাস্তায় বাতি (সোলার স্ট্রিট লাইট) স্থাপনের উদ্যোগ নিয়েছে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়। ২০১৬- ১৭ অর্থবছর হতে টিআর/ কাবিটা ফান্ডের আওতায় পরিচালিত হচ্ছে এই নবায়নযোগ্য জ্বালানী কার্যক্রম। এই কার্যক্রমের প্রভাব নিরূপণের জন্য গবেষনা সম্পাদনের দ্বায়িত্ব প্রদান করা হয়েছিলো বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট (বিআইএম) কে ।

২। পারিবারিক পর্যায়ে জ্বালানীর প্রাপ্যতার সংকটকে নির্দেশ করার জন্য 'জ্বালানী দারিদ্র'- এর ধারণাকে ব্যবহার করা হয়। তবে এর স্বতঃসিদ্ধ স্বীকৃত বৈশ্বিক কোন একক নেই। শীত প্রধান দেশসমূহে বাসগৃহকে প্রয়োজনীয় মাত্রায় উষ্ণ রাখার অক্ষমতা বা পারিবারিক আয়ের দশ শতাংশ জ্বালানীখাতে ব্যয়ের অসামর্থকে 'জ্বালানী দারিদ্র' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চল হিসেবে বাংলাদেশের জন্য এ ধারনাগুলো যথোপযুক্ত নয়। তাই এদেশে যেকোন ধরনের বিদ্যুত সংযোগ না থাকাকে 'জ্বালানী দারিদ্র'- এর ন্যুণতম ধারণা হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় পরিচালিত নবায়নযোগ্য জ্বালানী কার্যক্রম এই 'জ্বালানী দারিদ্র' নিরসণের সাথে সাথে এদেশের দুর্যোগ পীড়িত ও দুর্যোগের ঝুঁকি প্রবণ পরিবারগুলোর সামগ্রিক দারিদ্র হ্রাসে কতটুকু ভুমিকা রাখছে তা নিরূপনের উদ্দেশ্যেই এই গবেষনাটি সম্পাদন করা হয়েছে।

৩। বিআইএম- এর গবেষকদল বাংলাদেশের পূর্বতন ১৯টি বৃহত্তর জেলার ১৯টি উপজেলাসহ মোট ২০ টি উপজেলার সর্বমোট ৮০০ টি খানা হতে তথ্য সংগ্রহ করে এ বিষয়ে প্রতিবেদন প্রস্তত করেছেন । প্রতিবেদন প্রস্তুতের উদ্দেশ্যে, সোলার হোম সিস্টেম- এর বরাদ্দ লাভকারী পরিবার, বরাদ্দ বঞ্চিত পরিবার এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠান, তথা হাট- বাজার, রাস্তা, স্কুল, মসজিদ- মাদ্রাসা, প্রশাসনিক দপ্তর- এ সুবিধা লাভকারী জনগোষ্ঠি হতে সুনির্দ্দিস্ট প্রশ্নমালার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে । এছাড়া উপকারভোগী নির্বাচন, সোলার সিস্টেম বরাদ্দ প্রদান, সোলার সিস্টেম স্থাপনে সংশ্লিষ্ট সকল পর্যায়ের জনপ্রতিনিধি, কর্মকর্তা ও প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিবৃন্দের কাছ থেকে ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন ও কী ইনফরমেন্ট ইন্টারভিউ- এর মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয় ।

৪। বিগত এক দশকে বাংলাদেশে বিদ্যুতের উৎপাদন বৃদ্ধি, ঘাটতি পূরণ ও সঞ্চালনের আওতা সম্প্রসারনে বর্তমান সরকার ঈর্ষনীয় সাফল্য অর্জন করেছে। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০১৯ অনুসারে, তিরানব্বই শতাংশ (৯৩%) জনগোষ্ঠি ইতমধ্যে বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় এসেছে। মোট উৎপন্ন বিদ্যুতের মধ্যে ২. ৭৪% নবায়নযোগ্য উৎস হতে উৎপাদিত হচ্ছে। বিদ্যুতের সম্প্রসারনের এই অগ্রযাত্রায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় পরিচালিত নবায়নযোগ্য জ্বালানী কার্যক্রম বিশেষ ভূমিকা রেখেছে এবং ভবিষ্যতেও রাখতে সমর্থ হবে। গবেষনা ফলাফলে দেখা যায়,

৫। ক) প্রান্তিক ও সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠিই এই কার্যক্রমের মূল উপকারভোগী। সোলার হোম সিস্টেম তাদের জ্বালানী দারিদ্র নিরসনে উল্ল্যেখযোগ্য ভুমিকা রাখছে। পরবর্তিকালে জাতীয় গ্রীড হতে বিদ্যুত সংযোগ গ্রহণ করলেও তারা সোলার হোম সিস্টেম- এর ফলে জ্বালানী ব্যয় সাশ্রয় করতে সমর্থ হচ্ছে এবং ফলশ্রুতিতে অন্যখাতে অধিকতর ব্যয়ের সামর্থ লাভ করছে।

খ. সৌর বিদ্যুতের উপকারভোগী পরিবারসমূহ শিক্ষার্থীদের পড়াশুনার সময় ও সুযোগ বৃদ্ধি, তাদের বিদ্যালয়ে যাওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণে সুবিধা এবং পাঠগ্রহণে আগ্রহকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। সৌর বিদ্যুত প্রাপ্তিতে গৃহীনিদের গৃহস্থালী কাজে সুবিধা হচ্ছে এবং স্বল্প সংখ্যক ক্ষেত্রে হলেও তাঁদের আয়বর্ধক কার্যক্রমের সুযোগ তৈরী হয়েছে।

গ. হাট- বাজারে স্থাপিত সৌর বিদ্যুতের ফলে ক্রয়- বিক্রয় কার্যক্রমের সময় সম্প্রসারণ এবং ফলশ্রুতিতে ব্যবসায়িক আগ্রগতি হচ্ছে বলে তথ্যদাতারা অবহিত করেছেন।

ঘ . রাস্তায় স্থাপিত বাতিগুলোর ফলে রাতে চলাচলের ক্ষেত্রে নিরাপত্তা বৃদ্ধি পেয়েছে, দুর্ঘটনা হ্রাস পেয়েছে, ভবঘুরে ও মাদকাসক্তদের দৌরাত্য হ্রাস পেয়েছে এবং সার্বিক আইন- শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়ন হয়েছে বলে তথ্যদাতারা অবহিত করেছেন।

ঙ. মোবাইল, টর্চ- লাইট, রেডিও এবং মাইক- এর শক্তির উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ায় সৌর বিদ্যুত দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাসে বিশেষ ভূমিকা রাখছে।

চ. অনবায়নযোগ্য জ্বালানী, বিশেষত: কেরোসিনের ব্যবহার উল্ল্যেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে।

ছ. খুব নগণ্য সংখ্যক হলেও, কিছু গ্রামীণ পরিবারে বিনোদনের সুযোগ তৈরী হয়েছে।

জ. পারিবার ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানে ব্যবহারের জন্য বরাদ্দকৃত অধিকাংশ সোলার বিদ্যুৎ সিস্টেম কার্যকর রয়েছে। তবে, রাস্তায় চলাচলের জন্য স্থাপিত বাতিগুলো অনেকাংশে রক্ষনাবেক্ষনের সংকটে রয়েছে।

ঝ. গৃহহীনদের জন্য সরকারের তৈরি দুর্যোগ সহনীয় ঘরে বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টিআর) ও কাজের বিনিময়ে টাকা (বাকিটা) কর্মসূচির বিশেষ বরাদ্দ প্রদানের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। ফলে, এই কার্যক্রমে নতুন মাত্রা যুক্ত হয়েছে।

ঞ. গ্রামীন এলাকায় আবাসন পরিকল্পনার অনুপস্থিতি এবং অপরিকল্পিত নগরায়নের ফলে অনেকক্ষেত্রে বিচ্ছিন্ন ঘর- বাড়ির উপস্থিতি রয়েছে। এই বিচ্ছিন্ন ঘর- বাড়িতে বসবাসরত দুর্যোগের ঝুঁকি প্রবণ পরিবারগুলোর জন্য জাতীয় গ্রীড হতে বিদ্যুৎ সঞ্চালন দুরূহ ও ব্যয়সাপেক্ষ। সৌর বিদ্যুত ক্রয়ে অসমর্থ এ ধরনের পরিবারগুলোকে এই কার্যক্রমের আওতায় আনা প্রয়োজন।

ট. হাওর, চর, দ্বীপ ও উপকূলীয় অঞ্চল, যেখানে এখনও অন্য উৎস হতে বিদ্যুৎ সুবিধা পৌঁছানো সম্ভব হয়নি, সেখানে সৌর বিদ্যুৎ খাতে আরও বরাদ্দ বৃদ্ধি করা যেতে পারে ।

ঠ. উপকারভোগী পরিবারগুলোর সৌর বিদ্যুৎ সিস্টেমকে মাইক্রোগ্রীড পদ্ধতিতে জাতীয় বা স্থানীয় গ্রীডের সাথে সংযুক্ত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন। এতে প্রান্তিক পরিবারগুলোর জন্য জ্বালানী দারিদ্র হ্রাসের পাশাপাশি জ্বালানী ব্যয় অধিকতর সাশ্রয়ের সুযোগ তৈরী হবে।

পরিশেষে বলা যায়, বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা ও সমালোচনা সত্বেও, টিআর/ কাবিটা'র আওতায় পরিচালিত নবায়নযোগ্য জ্বালানী কার্যক্রম জ্বালানী দারিদ্র নিরসণের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রাখছে।

গবেষণার বিষয়: Impact Analysis of efforts to enhance Seismic Preparedness by MoDMR.

গবেষণাকারী প্রতিষ্ঠান: জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমী ।

গবেষণার সময়কাল: ২০১৮-১৯ অর্থ বছর।

১। ২০১৮-১৯ অর্থ বৎসরে দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অর্থায়নে এবং উদ্যোগে জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমির মাধ্যমে "Impact Analysis of Efforts to Enhance Seismic Prepardness by Ministry of Disaster Management and Relief" শীর্ষক গবেষণাটি সম্পাদিত হয়। গবেষণার উদ্দেশ্য ছিল সাধারণভাবে দুর্যোগ ব্যবস্থপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সহায়তায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ, দপ্তর অধিদপ্তর ও সংস্থায় ভূমিকম্প প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রমের ফলাফল মূল্যায়ণ করা এবং এ বিষয়ে কিছু কেইস স্টাডি প্রণয়ন ও সঠিক ভূমিকম্প প্রস্তুতি কার্যক্রমের কার্যকারিতার জন্য সুনিদিষ্ট সুপারিশমালা প্রণয়ন করা। গবেষণায় বাংলাদেশের চারটি ভূমিকম্প প্রবন বিভাগ অর্থ্যৎ ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট ও ময়মনিসিংহ বিভাগের বিভিন্ন সুরক্ষিত স্থাপনা (KPI), শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, গুরুত্বপূর্ণ সরকারি স্থাপনা এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সমূহের উপর পরিচালতি হয়। এছাড়া গবেষণায় ভূমিকম্পের উপর দেশী বিদেশী প্রতিবেদনসমূহ পর্যালোচনা ও বিভিন্ন অংশীজনদের সাথে ফোকাল গ্রুপ আলোচনা ও নিবিড় কথোপকথনের মাধ্যমে তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়।

২। দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় বিভিন্ন নীতি পরিকল্পনা, সহযোগিতা ও সমন্বয় ও প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে ভূমিকম্প প্রস্তুতির জন্য বহুমূখী কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন ২০১২ এর অধীন ভূমিকম্প প্রস্তুতির জন্য বিশেষ নির্দেশনা প্রদান, জাতীয় দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (২০১০-১৫), প্রণয়ন ভূমিকম্পের ক্ষতি নিরসনে জরুরী অপারেশন কাঠামো (Emergency Operation Framework) প্রণয়ন, দূর্যোগ সংক্রান্ত স্থায়ী আদেশ প্রণয়ন ও নিয়মিত আপডেটকরন, মৃত ব্যক্তি সৎকার ও আবর্জনা নিরসন গাইডলাইন প্রণয়ন, নগর, জেলা শহর, পৌরসভা ও ওয়ার্ড পর্যায়ে ভূমিকম্প ঝুকি নিরুপন, প্রস্তুতি এবং সমীক্ষা ও সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ, সামরিক বাহিনীর সহায়তায় যৌথ মহড়া পরিচালনা, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরে ও বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির সহায়তায় বিভিন্ন স্কুল, কলেজ, হাসপাতল এবং সরকারি বেসরকারি স্থাপনায় মহড়া পরিচালনা, প্রচারণা এবং ভূমিকম্প ঝুকি লাঘবের জন্য যন্ত্রপাতি প্রদান অন্যতম।

৩। গবেষণায় ভূমিকম্প প্রস্তুতির জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ভূমিকম্প প্রস্তুতি পরিকল্পনা প্রণয়ন, প্রস্তুতির জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সহায়তা গ্রহণ, ভূমিকম্প প্রস্তুতির জন্য সুনির্দিষ্ট দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ জরিপকৃত প্রতিষ্ঠানে কর্মী ও মালামাল তালিকা সংরক্ষণ, সুনির্দিষ্ট চিহ্নিত স্থাপন ও দৃশ্যমানকরণ, ভূমিকম্প হলে আশ্রয়ের জন্য নিকটবর্তী খালি জায়গা নির্ধারণ ও ম্যাপে তা সুনির্দিষ্টভাবে প্রতিফলণ, সিলিং ফ্যান, আলমারি ও অন্যান্য সামগ্রী দৃঢ়ভাবে স্থাপন ও সংরক্ষণ, নিরাপত্তা ব্যবস্থা যেমন প্রাথমিক বিকল্প যোগযোগ ব্যবস্থাপনা প্রাথমিক প্রতিবিধান, জরুরী নির্গমন ও হাসপাতালে স্থানান্তর ব্যবস্থাপনা বিষয়ে তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়।

৪। ফলাফলে দেখা যায় – দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন নীতি পরিকল্পনা, সমন্বয় ও প্রকল্পের কারণে বিভিন্ন অংশীজনদের মাঝে উচ্চ মাত্রার ভূমিকম্প প্রতিরোধে সচেতনতা লক্ষ্য করা গেছে। এক্ষেত্রে দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স এবং রেড ক্রিসেন্ট কার্যক্রমে উচ্চমাত্রার সচেতনতা অর্জন করা গেছে। গ্রামীণ এলাকার তুলনায় শহর এলাকায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান অধিকতর প্রস্তুত বলে গবেষণায় প্রতিয়মান হয়েছে।

৫। সেজন্য গবেষণা বাংলাদেশ ভূমিকম্প প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রমের সামগ্রীক কার্যকারিতার জন্য সকল সরকারি প্রতিষ্ঠানে ভূমিকম্প প্রস্তুতিমূলক পরিকল্পনা প্রণয়ন বাধ্যতামূলককরণ, পরিবীক্ষণ কাঠামো তৈরী ও পরিবীক্ষণ কার্যক্রম নিয়মিতকরণ, ত্রাণ অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধি, ভূমিকম্প ঝুকি নিরসনে আরো যন্ত্রপাতি ক্রয় ও বিকেন্দ্রীকরন করে স্কুল, কলেজ ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে প্রদান, জাতীয় স্থাপনা কোড ২০১৬ চূড়ান্তকরণ এবং বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ সুদৃঢ়করণ এবং বিশেষ ভূমিকম্প এলাকা যেমন ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট, ময়মনসিংহ সিটির ভূমিকম্প প্রস্তুতির দিকে বিশেষ নজর প্রদান, স্থানীয় পর্যায়ে ভূমিকম্প ঝুকি হ্রাস পরিকল্পনা গ্রহণ এবং মন্ত্রণালয়ের বহুমূখী কার্যক্রম অব্যাহত রাখার জন্য সুপারিশ করা হয়। সমীক্ষায় দেখা যায় মহেষখালী দ্বীপে ১৯৯৯ সনে ভূমিকম্পে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল। বর্তমানে সেখানে ব্যাপক উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। সেজন্য এসব এলাকায় ভূমিকম্প প্রস্তুতির দিকে বিশেষ পরিকল্পনা নেয়া প্রয়োজন। সমীক্ষায় দেখা যায় সেখানে নিয়মনীতির (compliance)বাধ্যবাধকতা থাকায় গার্মেন্টস সেক্টরে ভূমিকম্পের প্রস্তুতি অনেক সরকারি ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তুলনায় ভালো। সেজন্য ভূমিকম্প প্রস্তুতির নিয়মনীতি বাধ্যতামূলকভাবে অনুসরনের (enforcement)জন্য জোর সুপারিশ করা হয়।

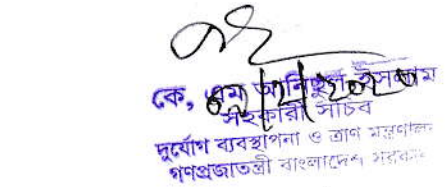

পরিকল্পনা ও উন্নয়ন কার্যক্রম

৮ পরিকল্পনা ও উন্নয়ন অনুবিভাগের অধীনে পরিকল্পনা ও প্রশমন নামে দুটি অধিশাখা রয়েছে। প্রতিটি অধিশাখার দায়িত্বে আছেন একজন করে উপপরিচালক।

৮. ১ পরিকল্পনা ও উন্নয়ন অনুবিভাগের কার্যক্রম:

১. পরিকল্পনা ও উন্নয়ন অনুবিভাগ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের উন্নয়ন প্রকল্প সংক্রান্ত যাবতীয় দায়িত্বপালনসহ এ লক্ষ্যে বিভিন্ন সংস্থার (জাতীয়, আন্তর্জাতিক, সরকারি, বেসরকারি) সাথে যোগাযোগ ও সমন্বয় সাধন করে থাকে।

২. এ অনুবিভাগের উদ্যোগে প্রতিমাসে এডিপিভূক্ত/এডিপিবহির্ভূত উন্নয়ন প্রকল্প / কর্মসূচি সমূহের মাসিক অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের আওতায় বাস্তবায়িত বিভিন্ন প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয় এবং বিভিন্ন নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

৩. এ অনুবিভাগের বিভিন্ন প্রকল্প হতে প্রাপ্ত তথ্য সমন্বয় করে সমন্বিত প্রতিবেদন প্রস্তুতপূর্বক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।

সেতু কালভার্ট নির্মাণ প্রকল্প

হেরিং বোন্ড বন্ড প্রকল্প

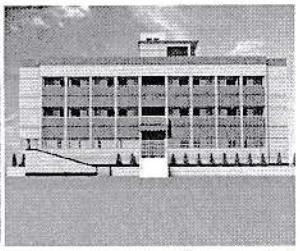

বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প

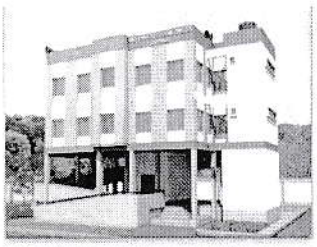

বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের আওতায় বাস্তবায়িত বিভিন্ন প্রকল্পের ছবি

৪. বর্তমানে ১৫১০৭৭৩.২৬১ (পনের হাজার একশত সাত কোটি তিয়াত্তর লক্ষ ষোল হাজার একশত) টাকা ব্যয়ে ১০(দশ)টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

৫. চলমান এসকল প্রকল্প সমূহের কার্যক্রম তদারকি ও বাস্তবায়নের পাশাপাশি এ অনুবিভাগ হতে বিভিন্ন প্রকল্প প্রস্তাব প্রস্তুতপূর্বক প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।

৬. এ অনুবিভাগ হতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করে প্রশাসনিক মন্ত্রণালায়ে প্রেরণ করা হয় এবং উক্ত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের নিমিত্ত নিয়মিত ইনোভেশন কমিটির সভা অনুষ্ঠান করা ও সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। গত ২৩ জুন ২০১৯ খ্রি. তারিখে সিনিয়র সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সাথে মহাপরিচালক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর ১৬ জুন ২০১৯ খ্রি. তারিখে মহাপরিচালক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর এর সাথে ৬৪টি জেলার জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তাগণের এবং জেলা ত্রাণ ও পুর্নবাসন র্কমর্কতাগণের সাথে উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন র্কমর্কতাগণের ২০১৯-২০ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি সম্পাদন করা হয়।

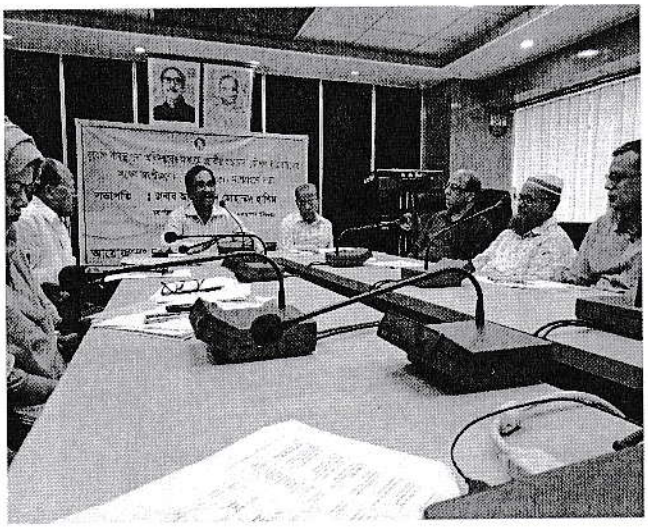

৭. জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা এবং উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তাগণের জন্য বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তির বিষয়ে ০২ দিনব্যাপী ০২ ব্যাচ, প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়। এতে চুক্তি প্রণয়ন এবং মূল্যায়ণ প্রতিবেদন প্রস্তুতের বিষয়ে (২৫+২৫) সর্বমোট ৫০ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

৮. অধিদপ্তরের কর্মকর্তা, জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা এবং উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তাগণের জন্য ইনোভেশন বিষয়ে ০২ (দুই) দিনব্যাপী ০২(দুই) ব্যাচে প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়। এতে এ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত সেবাসমূহ সাশ্রয় ও সহজীকরণের জন্য উদ্ভাবনী বিষয়ে (২৫+২৫) সর্বমোট ৫০ (পঞ্চাশ) জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

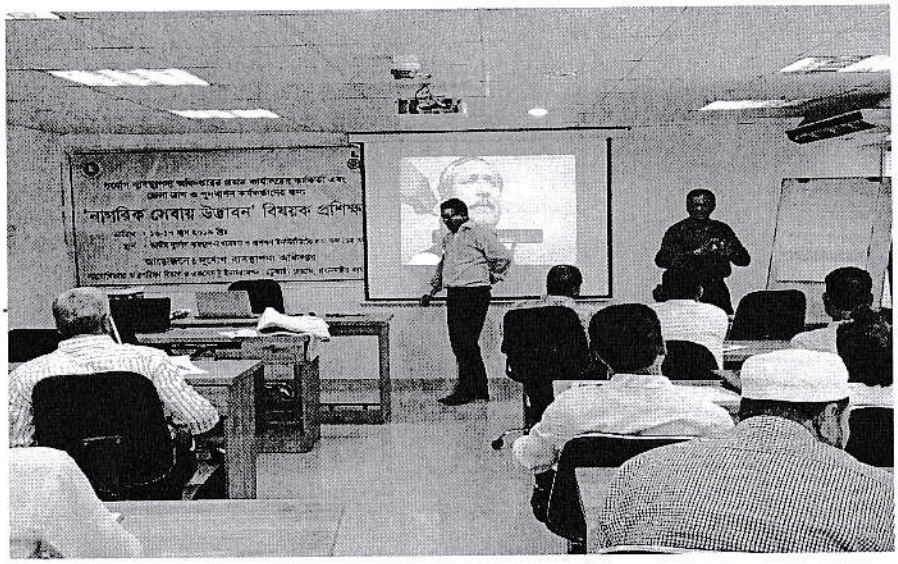

নাগরিক সেবা উদ্ভাবন বিষয়ক প্রশিক্ষণ

৯. দুর্যোগের ঝুঁকিহ্রাস ও দুর্যোগ মোকাবিলায় সচেতনতা, সক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বছরে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সংস্থার সমন্বয়ে সভা, সেমিনার ও ওয়ার্কশপের আয়োজন করা হয়।

১০. ১০ মার্চ, ২০১৯ তারিখে দেশব্যাপী জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপন করা হয়। দিবসটি উপলক্ষ্যে বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশ, ভূমিকম্প ও অগ্নিকান্ড বিষয়ক মহড়া, পোস্টার ছাপানো, চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, সড়কদ্বীপ সজ্জা, স্টল প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। জাতীয়ভাবে দিবসটি উদযাপন উপলক্ষ্যে অফিসার্স ক্লাব, ঢাকায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর রাজনীতি বিষয়ক উপদেষ্টা জনাব এইচ টি ইমাম প্রধান অতিথি এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ডা. মো: এনামুর রহমান, এমপি সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

১১. গত ১৩ অক্টোবর, ২০১৮ তারিখে দেশব্যাপী আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করা হয়। এতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। দিবসটি উপলক্ষ্যে বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশ, মহড়ার আয়োজন, স্টল ও প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়।

১২. এ অনুবিভাগের উদ্যেগে জেলা ও উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিসমূহ হালনাগাদকরণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এ লক্ষ্যে বিভিন্ন জেলা হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

১৩. পরিকল্পনা ও উন্নয়ন অনুবিভাগ হতে SOD-তে বর্ণিত বিভিন্ন কমিটির সভা এবং এসকল সভায় দুর্যোগ মোকাবিলায় ও প্রস্তুতি গ্রহণকল্পে দায়-দায়িত্ব নির্ধারণসহ বিভিন্ন দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

১৪. এ ছাড়াও এ অনুবিভাগ হতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের কাজের গতিশীলতা ও উদ্ভাবনী দক্ষতা বৃদ্ধি এবং নাগরিক সেবা প্রদান প্রক্রিয়া সহজিকরণের পন্থা উদ্ভাবন ও চর্চা সংক্রান্ত সভা আয়োজন ও এ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা হয়।

গ্রামীণ রাস্তায় কম/বেশি ১৫ মিটার দৈর্ঘ্যের সেতু/কালভার্ট নির্মাণ

ফুলকা মৌজার মাদারের কুড়া খালের খালের উপর ৪০ ফুট ব্রীজ নির্মাণ
জেলা: কুড়িগ্রাম উপজেলা: রাজারহাট

গ্রামীণ রাস্তায় কম/বেশী ১৫মিঃ দৈর্ঘ্যের সেতু/কালভার্ট নির্মাণ প্রকল্প (৩য় পর্যায়):

১. মোট বরাদ্দ : ৩৬৮৪৩৫.৯০ লক্ষ টাকা।

২. মেয়াদ কাল : জানুয়ারি ২০১৬ হতে জুন ২০১৯

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

ক) গ্রামীণ মাটির রাস্তায় গ্যাপে সেতু/কালভার্ট নির্মাণ করে জলাবদ্ধতা দূরীকরণ;

খ) পানি নিস্কাশন ব্যবস্থা উন্নয়নের মাধ্যমে দুর্যোগজনিত ঝুকি হ্রাসকরণ;

গ) গ্রামীন এলাকায় স্থানীয় হাট-বাজার, গ্রোথসেন্টার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ইউনিয়ন পরিষদের সাথে কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীর আওতায় নির্মিত রাস্তাসমূহের সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে কৃষি উপকরণ সহজভাবে পরিবহন ও বিপণনে সহায়তা প্রদানসহ গ্রামীণ যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন করা;

ঘ) অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে গ্রামীণ এলাকায় দারিদ্র দূরীকরণ এবং দরিদ জনগোষ্ঠীর জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।

ক্র নং	জেলার নাম	উপজেলার সংখ্যা	বরাদ্দের পরিমান	প্রকল্প সংখ্যা			ব্যয়িত অর্থের পরিমান	অব্যয়িত অর্থের পরিমান	কাজের অগ্রগতির হার
				মোট প্রকল্প সংখ্যা	গৃহীত প্রকল্প সংখ্যা	বাস্তবায়িত প্রকল্প সংখ্যা			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
০১	৬৪	৪৯০	৮০৩০০.০০ লক্ষ	৬৮৮	৬৮৮	৬৮৪	৭৭৯৮১.৭৫ লক্ষ	২৩১৮.২৫ লক্ষ	৯৭%

অর্থ বছর: ২০১৮-১৯ (উপজেলা ওয়ারী বিস্তারিত বিবরণ)

ক্রমিক নং	জেলা	উপজেলা	বরাদ্দের পরিমান	অনুমোদিত সেতুর সংখ্যা	বাস্তবায়িত সেতুর সংখ্যা	ব্যয়িত অর্থের পরিমান	অব্যয়িত অর্থের পরিমান	কাজের অগ্রগতি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
১	বরগুনা	তালতলী	৫৩.৭৬	২	২	৫১.০৫	২.৭১	১০০%
২	বরগুনা	আমতলী	৪৯.১৫	২	২	৪৬.৫৩	২.৬২	১০০%
৩	বরগুনা	বামনা	৫৩.৯৯	৩	৩	৫০.৯৬	৩.০৩	১০০%
৪	বরগুনা	বেতাগী	৫৩.৭৬	২	১	৩০.৩৪	২৩.৪২	৫০%
৫	বরগুনা	পাথরঘাটা	৫৩.৭৬	২	২	৫০.৫১	৩.২৫	১০০%
৬	বরগুনা	বরগুনা সদর	৫৩.২৫	৩	৩	৪৯.৭৮	৩.৪৭	১০০%
৭	বরিশাল	আগৈলঝড়া	৫৩.৮৩	২	২	৫৩.৮৩	০.০০	১০০%
৮	বরিশাল	বাবুগঞ্জ	৫৩.৬৯	২	২	৫০.৮৯	২.৮০	১০০%
৯	বরিশাল	বাকেরগঞ্জ	৫৩.২৫	৩	৩	৫০.৫৯	২.৬৬	১০০%
১০	বরিশাল	বানারীপাড়া	৫৩.৬৯	২	২	৫৩.৬	০.০৯	১০০%
১১	বরিশাল	গৌরনদী	৫৩.৭৬	২	২	৫৩.৭৬	০.০০	১০০%
১২	বরিশাল	হিজলা	৫৩.৭৬	২	২	৫৩.৭২	০.০৪	১০০%
১৩	বরিশাল	মেহেন্দিগঞ্জ	৫৩.০২	৩	৩	৫৩.০২	০.০০	১০০%
১৪	বরিশাল	মুলাদী	৫৩.৭৬	২	২	৫১.০৭	২.৬৯	১০০%
১৫	বরিশাল	বরিশাল সদর	৫৩.৭৬	২	২	৫১.০৭	২.৬৯	১০০%
১৬	বরিশাল	উজিরপুর	৫৩.৭৬	২	২	৫১.০৭	২.৬৯	১০০%
১৭	ভোলা	বোরহানউদ্দিন	৫৩.৬৯	২	২	৫৩.৬৬	০.০৩	১০০%
১৮	ভোলা	চরফ্যাশন	৫৩.৮৩	২	২	৫৩.৭৪	০.০৯	১০০%
১৯	ভোলা	দৌলতখান	৫৩.৬৯	২	২	৫৩.৬৯	০.০০	১০০%
২০	ভোলা	লালমোহন	৫৩.৬৯	২	২	৫৩.৬৯	০.০০	১০০%
২১	ভোলা	মনপুরা	৫২.১৪	২	২	৫২.১৪	০.০০	১০০%
২২	ভোলা	ভোলা সদর	৫৩.০২	৩	৩	৫২.৪৯	০.৫৩	১০০%
২৩	ভোলা	তজুমুদ্দীন	৫৩.২৫	৩	৩	৫৩.২৫	০.০০	১০০%
২৪	ঝালকাঠি	কাঠালিয়া	৫৩.৬৯	২	২	৫০.৩৩	৩.৩৬	১০০%
২৫	ঝালকাঠি	নলছিটি	৫৩.৯৯	৩	৩	৫৩.৫৬	০.৪৩	১০০%
২৬	ঝালকাঠি	রাজাপুর	৫৩.৯৯	৩	৩	৫১.২৯	২.৭০	১০০%
২৭	ঝালকাঠি	ঝালকাঠি সদর	৫৩.২৫	৩	৩	৫২.৮২	০.৪৩	১০০%
২৮	পটুয়াখালী	বাউফল	৫২.১৪	২	২	৪৯.৪	২.৭৪	১০০%
২৯	পটুয়াখালী	দশমিনা	৫৩.৭৬	২	২	৫০.৯৮	২.৭৮	১০০%
৩০	পটুয়াখালী	দুমকী	৫৩.৬৯	২	২	৫১	২.৬৯	১০০%

ক্রমিক নং	জেলা	উপজেলা	বরাদ্দের পরিমান	অনুমোদিত সেতুর সংখ্যা	বাস্তবায়িত সেতুর সংখ্যা	ব্যয়িত অর্থের পরিমান	অব্যয়িত অর্থের পরিমান	কাজের অগ্রগতি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
৩১	পটুয়াখালী	গলাচিপা	৫৩.৭৬	২	২	৫১.০৭	২.৬৯	১০০%
৩২	পটুয়াখালী	কলাপাড়া	১৬১.৯৮	৫	৫	১৫৩.৭৩	৮.২৫	১০০%
৩৩	পটুয়াখালী	মির্জাগঞ্জ	৫৩.৭৬	২	২	৫১.০৭	২.৬৯	১০০%
৩৪	পটুয়াখালী	পটুয়াখালী সদর	৫৩.৭৬	২	২	৫১.০৭	২.৬৯	১০০%
৩৫	পটুয়াখালী	রাঙ্গাবালী	৫৩.৭৬	২	২	৫১.০৭	২.৬৯	১০০%
৩৬	পিরোজপুর	ভান্ডারিয়া	৫৩.৭৬	২	২	৫১.০৭	২.৬৯	১০০%
৩৭	পিরোজপুর	কাউখালী	৫৩.৯৬	২	২	৫০.৬৬	৩.৩০	১০০%
৩৮	পিরোজপুর	মঠবাড়িয়া	৪৯.১৫	২	২	৪৬.৬৮	২.৪৭	১০০%
৩৯	পিরোজপুর	নাজিরপুর	১০৮	৪	৪	১০২.২২	৫.৭৮	১০০%
৪০	পিরোজপুর	নেছারাবাদ	১০৬.৯	৫	৫	১০১.২৯	৫.৬১	১০০%
৪১	পিরোজপুর	পিরোজপুর সদর	৫৩.২৫	৩	২	৩৪.৬৭	১৮.৫৮	৬৭%
৪২	পিরোজপুর	ইন্দোরকানী	৫২.১৭	২	২	৪৯.৪৮	২.৬৯	১০০%
৪৩	বান্দরবান	বান্দরবান সদর	২৬.৯১	১	১	২৫.৫৬	১.৩৫	১০০%
৪৪	বান্দরবান	লামা	২৬.৯১	১	১	২৫.৫৬	১.৩৫	১০০%
৪৫	চাঁদপুর	ফরিদগঞ্জ	৫৩.২৫	৩	৩	৫০.৩৯	২.৮৬	১০০%
৪৬	চাঁদপুর	হাইমচর	৫৩.৭৬	২	২	৫১.০৭	২.৬৯	১০০%
৪৭	চাঁদপুর	হাজীগঞ্জ	৫৩.৬৯	২	২	৫১	২.৬৯	১০০%
৪৮	চাঁদপুর	কচুয়া	৫৩.২৫	৩	৩	৫০.৫৩	২.৭২	১০০%
৪৯	চাঁদপুর	মতলব দক্ষিণ	৫২.১৭	২	২	৫২.১৫	০.০২	১০০%
৫০	চাঁদপুর	মতলব উত্তর	৫৩.২৫	৩	৩	৫৩.২৩	০.০২	১০০%
৫১	চাঁদপুর	চাঁদপুর সদর	৫১.৪৯	২	২	৪৮.৮৫	২.৬৪	১০০%
৫২	চাঁদপুর	শাহরাস্তি	৫৩.২৫	৩	৩	৫০.৫৯	২.৬৬	১০০%
৫৩	কুমিল্লা	হোমনা	১০৭.৬৬	৪	৪	১০২.২৮	৫.৩৮	১০০%
৫৪	কুমিল্লা	মুরাদনগর	২৬৯.৭১	১০	১০	৫৩.৯৪	২১৫.৭৭	১০০%
৫৫	কুমিল্লা	তিতাস	২৫.৭৫	১	১	২৫.৭৫	০.০০	১০০%
৫৬	ফেনী	ছাগলনাইয়া	৫৩.২৬	৪	৪	৫৩.২৬	০.০০	১০০%
৫৭	ফেনী	দাগনভূঞা	৫৩.৭৬	২	২	৫৩.২৬	০.৫০	১০০%
৫৮	ফেনী	ফুলগাজী	৫২.৬২	৩	৩	৫২.৫৭	০.০৫	১০০%
৫৯	ফেনী	পরশুরাম	৫২.৫৪	৩	৩	৫২.৪৮	০.০৬	১০০%
৬০	ফেনী	ফেনী সদর	৫২.০৪	৩	৩	৫২.০৪	০.০০	১০০%
৬১	ফেনী	সোনাগাজী	৫৩.৭৬	২	২	৫৩.৫৫	০.২১	১০০%
৬২	খাগড়াছড়ি	মাটিরাঙ্গা	৫৩.৮১	২	২	৫১.১২	২.৬৯	১০০%
৬৩	লক্ষীপুর	কমলনগর	৭৯.৫	৩	৩	৭৫.৫৩	৩.৯৭	১০০%
৬৪	লক্ষীপুর	লক্ষীপুর সদর	২১৫.৯৬	৮	৮	২০৫.১৪	১০.৮২	১০০%
৬৫	লক্ষীপুর	রায়পুর	৫৩.২৫	৩	৩	৫০.৫৯	২.৬৬	১০০%
৬৬	লক্ষীপুর	রামগঞ্জ	৫৩.৭৬	২	২	৫১.০৫	২.৭১	১০০%
৬৭	লক্ষীপুর	রামগতি	৫২.১৪	২	২	৬১.২৮	-৯.১৪	১০০%
৬৮	নোয়াখালী	বেগমগঞ্জ	১০৭.০৬	৪	৪	১০৭.০৬	০.০০	১০০%
৬৯	নোয়াখালী	চাটখিল	১০৭.২৪	৪	৪	১০১.৮৮	৫.৩৬	১০০%
৭০	নোয়াখালী	কোম্পানীগঞ্জ	৫৩.৭৬	২	২	৫২.১১	১.৬৫	১০০%
৭১	নোয়াখালী	হাতিয়া	৫৩.৮৩	২	২	৫৩.৮৪	-০.০১	১০০%
৭২	নোয়াখালী	কবিরহাট	৫৩.৭৬	২	২	৫২.৯১	০.৮৫	১০০%
৭৩	নোয়াখালী	নোয়াখালী সদর	৫৩.৬৯	২	২	৫২.৩৮	১.৩১	১০০%
৭৪	নোয়াখালী	সেনবাগ	৫৩.২৫	৩	৩	৫৩.২৫	০.০০	১০০%
৭৫	নোয়াখালী	সুবর্ণচর	৫৩.৬৯	২	২	৫৩.৪	০.২৯	১০০%
৭৬	নোয়াখালী	সোনাইমুড়ী	৫২.১৪	২	২	৫২.১১	০.০৩	১০০%
৭৭	রাঙ্গামাটি	কাউখালী	২৬.৯১	১	১	২৫.৫৬	১.৩৫	১০০%
৭৮	ঢাকা	ধামরাই	৫৩.৬৯	২	২	৫১	২.৬৯	১০০%
৭৯	ঢাকা	সাভার	১০৭.২৯	৪	৪	১০১.৯৩	৫.৩৬	১০০%
৮০	ফরিদপুর	আলফাডাংগা	২৬৭.৩৭	১০	১০	১২৭	১৪০.৩৭	১০০%
৮১	ফরিদপুর	ভাংগা	৫২.১৪	২	২	৪৯.৫	২.৬৪	১০০%
৮২	ফরিদপুর	বোয়ালমারী	১৩৩.৬৯	৫	৫	১২৭	৬.৬৯	১০০%
৮৩	ফরিদপুর	চরভদ্রাসন	৫৩.৮৩	২	২	৫১.১২	২.৭১	১০০%
৮৪	ফরিদপুর	ফরিদপুর সদর	৫৩.২৫	৩	৩	৫০.৫৯	২.৬৬	১০০%
৮৫	ফরিদপুর	মধুখালী	৫৩.৭৬	২	২	৫০.৯৪	২.৮২	১০০%

ক্রমিক নং	জেলা	উপজেলা	বরাদ্দের পরিমান	অনুমোদিত সেতুর সংখ্যা	বাস্তবায়িত সেতুর সংখ্যা	ব্যয়িত অর্থের পরিমান	অব্যয়িত অর্থের পরিমান	কাজের অগ্রগতি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
৮৬	ফরিদপুর	নগরকান্দা	৫৩.৭৬	২	২	৫৩.৭৬	০.০০	১০০%
৮৭	ফরিদপুর	সদরপুর	৫৩.৭৬	২	২	৫১.০৭	২.৬৯	১০০%
৮৮	ফরিদপুর	সালথা	৫৩.৭৬	২	২	৫১.০৬	২.৭০	১০০%
৮৯	গোপালগঞ্জ	কাশিয়ানী	৫৩.৭৬	২	২	৫১.০৭	২.৬৯	১০০%
৯০	গোপালগঞ্জ	কোটালীপাড়া	৫৩.৬৯	২	২	৫১	২.৬৯	১০০%
৯১	গোপালগঞ্জ	মুকসুদপুর	৫২.১৭	২	২	৪৯.৫১	২.৬৬	১০০%
৯২	গোপালগঞ্জ	গোপালগঞ্জ সদর	৫৩.৭৬	২	২	৫১.০৬	২.৭০	১০০%
৯৩	গোপালগঞ্জ	টুঙ্গিপাড়া	৫৩.৪৯	৩	৩	৫০.৮১	২.৬৮	১০০%
৯৪	কিশোরগঞ্জ	অষ্টগ্রাম	১০৭.২৯	৪	৪	১০১.৮৮	৫.৪১	১০০%
৯৫	কিশোরগঞ্জ	ইটনা	২৫.৭৫	১	১	২৪.৪৫	১.৩০	১০০%
৯৬	কিশোরগঞ্জ	করিমগঞ্জ	৮০.৬৪	৩	৩	৭৬.৫৮	৪.০৬	১০০%
৯৭	কিশোরগঞ্জ	নিকলী	৫৪.২৯	৩	৩	৫১.১৫	৩.১৪	১০০%
৯৮	মাদারীপুর	কালকিনি	৫২.১৭	২	২	৪৯.৫৬	২.৬১	১০০%
৯৯	মাদারীপুর	রাজৈর	৫৩.৭৬	২	২	৫১.০৭	২.৬৯	১০০%
১০০	মাদারীপুর	মাদারীপুর সদর	৫৩.৭৬	২	২	৫১.০৭	২.৬৯	১০০%
১০১	মাদারীপুর	শিবচর	৫৩.৭৬	২	২	৫৩.৭৬	০.০০	১০০%
১০২	মানিকগঞ্জ	দৌলতপুর	৫২.১৪	২	২	৪৯.৫৩	২.৬১	১০০%
১০৩	মানিকগঞ্জ	ঘিওর	৫২.১৪	২	২	৪৮.৭৩	৩.৪১	১০০%
১০৪	মানিকগঞ্জ	হরিরামপুর	৫২.১৪	২	২	৪৯.৫৩	২.৬১	১০০%
১০৫	মানিকগঞ্জ	মানিকগঞ্জ সদর	৫২.১৪	২	২	৪৯.২	২.৯৪	১০০%
১০৬	মানিকগঞ্জ	সাটুরিয়া	৫২.১৪	২	২	৪৯.৫৩	২.৬১	১০০%
১০৭	মানিকগঞ্জ	শিবালয়	৫২.১৪	২	২	৪৯.৫৩	২.৬১	১০০%
১০৮	মানিকগঞ্জ	সিংগাইর	৫২.১৪	২	২	৪৯.৫৩	২.৬১	১০০%
১০৯	মুন্সীগঞ্জ	গজারিয়া	১৩৪.৯৭	৫	৫	১৩৪.৫৭	০.৪০	১০০%
১১০	মুন্সীগঞ্জ	সিরাজদিখান	২৫.৭৫	১	১	২৪.৪৬	১.২৯	১০০%
১১১	মুন্সীগঞ্জ	শ্রীনগর	৫৩.৭৬	২	২	৫১.০৭	২.৬৯	১০০%
১১২	নরসিংদী	রায়পুর	২৬৯.২৭	১১	১১	২৫৫.৭৪	১৩.৫৩	১০০%
১১৩	রাজবাড়ী	বালিয়াকান্দি	৫৩.৭৬	২	২	৫৩.৭৫	০.০১	১০০%
১১৪	রাজবাড়ী	গোয়ালন্দ	৫৩.৭৬	২	২	৫০.৯৪	২.৮২	১০০%
১১৫	রাজবাড়ী	পাংশা	৫৩.৭৬	২	২	৫৩.৪২	০.৩৪	১০০%
১১৬	রাজবাড়ী	রাজবাড়ী সদর	৫১.৪৯	২	২	৪৮.৯২	২.৫৭	১০০%
১১৭	রাজবাড়ী	কালুখালী	৫৩.৭৬	২	২	৫৩.৭৪	০.০২	১০০%
১১৮	শরীয়তপুর	ডামুড্যা	৫৩.৯৯	৩	৩	৫১.২৮	২.৭১	১০০%
১১৯	শরীয়তপুর	গোসাইরহাট	৫২.০৪	৩	৩	৪৯.৩	২.৭৪	১০০%
১২০	শরীয়তপুর	জাজিরা	৫৩.৭৬	২	২	৫১.০৭	২.৬৯	১০০%
১২১	শরীয়তপুর	নড়িয়া	৫৩.৭৬	২	২	৫১.০৭	২.৬৯	১০০%
১২২	শরীয়তপুর	শরীয়তপুর সদর	৫৩.৬৯	২	২	৫০.৯৬	২.৭৩	১০০%
১২৩	শরীয়তপুর	ভেদরগঞ্জ	৫৩.৯৯	৩	৩	৫১.২৮	২.৭১	১০০%
১২৪	টাঙ্গাইল	বাসাইল	৫৩.৭৬	২	২	৫১.০৭	২.৬৯	১০০%
১২৫	টাঙ্গাইল	ভূঞাপুর	৮০.০৮	৩	৩	৭৬.০৮	৪.০০	১০০%
১২৬	টাঙ্গাইল	দেলদুয়ার	৫৩.৬৯	২	২	৫১	২.৬৯	১০০%
১২৭	টাঙ্গাইল	ধনবাড়ী	৫৩.৬৯	২	২	৫১	২.৬৯	১০০%
১২৮	টাঙ্গাইল	ঘাটাইল	১৬১.০৫	৬	৬	১৫২.৯৬	৮.০৯	১০০%
১২৯	টাঙ্গাইল	গোপালপুর	৫৩.৪৯	৩	৩	৫০.৮১	২.৬৮	১০০%
১৩০	টাঙ্গাইল	কালিহাতি	৫৩.৭৫	২	১	২০.২৯	৩৩.৪৬	১০০%
১৩১	টাঙ্গাইল	মধুপুর	৫৩.৬৯	২	২	৫১	২.৬৯	১০০%
১৩২	টাঙ্গাইল	মির্জাপুর	৫৩.৭৬	২	২	৫১.০১	২.৭৫	১০০%
১৩৩	টাঙ্গাইল	নাগরপুর	৫৩.৭৬	২	২	৫১.০৭	২.৬৯	১০০%
১৩৪	টাঙ্গাইল	সখিপুর	৫৩.৭৬	২	২	৫১.০৬	২.৭০	১০০%
১৩৫	টাঙ্গাইল	টাঙ্গাইল সদর	৫৩.৭৬	২	২	৫১.০৭	২.৬৯	১০০%
১৩৬	বাগেরহাট	ফকিরহাট	৫৩.৭৬	২	২	৫১.০৭	২.৬৯	১০০%
১৩৭	বাগেরহাট	বাগেরহাট সদর	৫৩.৭৬	২	২	৫৩.৭২	০.০৪	১০০%
১৩৮	চুয়াডাঙ্গা	আলমডাঙ্গা	১৬১.৬৬	৮	৮	১৫৩.৫৬	৮.১০	১০০%
১৩৯	চুয়াডাঙ্গা	জীবননগর	২৬.৪৭	২	২	২৫.১৪	১.৩৩	১০০%

ক্রমিক নং	জেলা	উপজেলা	বরাদ্দের পরিমান	অনুমোদিত সেতুর সংখ্যা	বাস্তবায়িত সেতুর সংখ্যা	ব্যয়িত অর্থের পরিমান	অব্যয়িত অর্থের পরিমান	কাজের অগ্রগতি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
১৪০	চুয়াডাঙ্গা	চুয়াডাঙ্গা সদর	২৫.৭৫	১	১	২৪.৪৬	১.২৯	১০০%
১৪১	যশোর	কেশবপুর	৫১.৪৯	২	২	৪৮.৯১	২.৫৮	১০০%
১৪২	ঝিনাইদহ	কালিগঞ্জ	২৫.৭৫	১	১	২৪.৪১	১.৩৪	১০০%
১৪৩	খুলনা	বটিয়াঘাটা	৫১.৪৯	২	২	৪৮.৯	২.৫৯	১০০%
১৪৪	খুলনা	পাইকগাছা	৫১.৪৯	২	২	৪৮.৯১	২.৫৮	১০০%
১৪৫	মাগুরা	মাগুরা সদর	৭৭.২৪	৩	৩	৭৩.৩৬	৩.৮৮	১০০%
১৪৬	মাগুরা	শ্রীপুর	৫১.৪৯	২	২	৪৮.৮৩	২.৬৬	১০০%
১৪৭	নড়াইল	কালিয়া	১৮৭.৫২	৭	৭	১৭৮.১৪	৯.৩৮	১০০%
১৪৮	সাতক্ষীরা	আশাশুনি	৮১	৩	৩	৭৬.৯৫	৪.০৫	১০০%
১৪৯	সাতক্ষীরা	তালা	১৩৪.৮	৬	৬	১২৮	৬.৮০	১০০%
১৫০	ময়মনসিংহ	ফুলপুর	৭৮.০৩	৩	৩	৭৪.১৩	৩.৯০	১০০%
১৫১	ময়মনসিংহ	গফরগাঁও	২৫.৭৫	১	১	২৪.৪৬	১.২৯	১০০%
১৫২	ময়মনসিংহ	হালুয়াঘাট	১৩৩.৬৯	৫	৫	১২৭	৬.৬৯	১০০%
১৫৩	ময়মনসিংহ	ভালুকা	৮০.৪৩	৩	২	৪৫.৬১	৩৪.৮২	৬৭%
১৫৪	ময়মনসিংহ	তারাকান্দা	১৩৪.৭২	৫	৫	১২৭.৮৩	৬.৮৯	১০০%
১৫৫	শেরপুর	ঝিনাইগাতী	৫১.৪৯	২	২	৫৩.৮১	২.৩২	১০০%
১৫৬	শেরপুর	নকলা	৫২.১৪	২	২	৪৯.৫৩	২.৬১	১০০%
১৫৭	শেরপুর	নালিতাবাড়ী	৫২.১৪	২	২	৪৯.৫২	২.৬২	১০০%
১৫৮	শেরপুর	শেরপুর সদর	৫২.১৪	২	২	৪৯.৫৩	২.৬১	১০০%
১৫৯	শেরপুর	শ্রীবর্দী	৫২.১৪	২	২	৪৯.৫১	২.৬৩	১০০%
১৬০	জামালপুর	বকশীগঞ্জ	৫৩.৭৬	২	২	৫১.০৭	২.৬৯	১০০%
১৬১	জামালপুর	দেওয়ানগঞ্জ	৫৩.৬৯	২	২	৫১	২.৬৯	১০০%
১৬২	জামালপুর	ইসলামপুর	৫৩.৬৯	২	২	৫১	২.৬৯	১০০%
১৬৩	জামালপুর	মাদারগঞ্জ	৫৩.৬৯	২	২	৫২.৪	১.২৯	১০০%
১৬৪	জামালপুর	মেলান্দহ	১৬১.০৭	৬	৬	১৫২.৯২	৮.১৫	১০০%
১৬৫	জামালপুর	জামালপুর সদর	৫৩.৮৩	২	২	৫১.১৪	২.৬৯	১০০%
১৬৬	জামালপুর	সরিষাবাড়ী	৫২.১৪	২	২	৪৯.৫২	২.৬২	১০০%
১৬৭	নেত্রকোনা	আটপাড়া	৫১.৮৪	২	২	৪৯.৫৩	২.৩১	১০০%
১৬৮	নেত্রকোনা	বারহাট্টা	৫৩.২৫	৩	৩	৫০.৫৯	২.৬৬	১০০%
১৬৯	নেত্রকোনা	দুর্গাপুর	১২৯.৫৯	৪	৪	১২৩.১১	৬.৪৮	১০০%
১৭০	নেত্রকোনা	কলমাকান্দা	১০৭.১৭	৪	৪	১০১.৮১	৫.৩৬	১০০%
১৭১	নেত্রকোনা	কেন্দুয়া	৫৩.২৫	৩	৩	৫০.৪৪	২.৮১	১০০%
১৭২	নেত্রকোনা	খালিয়াজুরী	৮০.১১	৩	৩	৭৬.১১	৪.০০	১০০%
১৭৩	নেত্রকোনা	মদন	৫২.৭৮	৪	৪	৫০.১৪	২.৬৪	১০০%
১৭৪	নেত্রকোনা	মোহনগঞ্জ	৫৩.৪৯	৩	৩	৫০.৭৯	২.৭০	১০০%
১৭৫	নেত্রকোনা	নেত্রকোনা সদর	৫৩.৬৯	২	২	৫০.৯৯	২.৭০	১০০%
১৭৬	নেত্রকোনা	পূর্বধলা	৫৩.৪৬	৩	৩	৫০.৭	২.৭৬	১০০%
১৭৭	বগুড়া	ধুনট	৮০.৪৩	৩	৩	৭৬.৪১	৪.০২	১০০%
১৭৮	বগুড়া	গাবতলী	১০৮.০১	৬	৬	১০১.৫১	৬.৫০	১০০%
১৭৯	বগুড়া	সারিয়াকান্দি	৫৩.৭৬	২	২	৫০.৮৭	২.৮৯	১০০%
১৮০	বগুড়া	শেরপুর	৫৩.৮৩	২	২	৫১.১৪	২.৬৯	১০০%
১৮১	বগুড়া	সোনাতলা	৫৩.০৮	৩	৩	৪৯.৮৬	৩.২২	১০০%
১৮২	নওগাঁ	নিয়ামতপুর	২৫.৭৫	১	১	২৪.৪৬	১.২৯	১০০%
১৮৩	নওগাঁ	পত্নীতলা	২৫.৭৫	১	১	২৪.৪৫	১.৩০	১০০%
১৮৪	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	শিবগঞ্জ	৮০.৪১	৪	৪	৭৮.১২	২.২৯	১০০%
১৮৫	পাবনা	আটঘরিয়া	৫৩.৭৬	২	২	৫১.০৬	২.৭০	১০০%
১৮৬	পাবনা	বেড়া	১০৮.০২	৪	৪	১০২.৬২	৫.৪০	১০০%
১৮৭	পাবনা	চাটমোহর	১৬১.৭৭	৬	৬	১৫৩.৬৮	৮.০৯	১০০%
১৮৮	পাবনা	ফরিদপুর	৫৩.৭৬	২	২	৫২.০৭	১.৬৯	১০০%
১৮৯	পাবনা	ঈশ্বরদী	৫৩.৯৩	৩	৩	৫১.২৪	২.৬৯	১০০%
১৯০	পাবনা	পাবনা সদর	৫৩.৭৬	২	২	৫০.৯৭	২.৭৯	১০০%
১৯১	পাবনা	সাঁথিয়া	১০৬.৯২	৪	৪	১০১.৫৭	৫.৩৫	১০০%
১৯২	পাবনা	সুজানগর	৫৩.৭৬	২	২	৫১.০৭	২.৬৯	১০০%
১৯৩	পাবনা	ভাঙ্গুড়া	৫৩.৭৬	২	২	৫১.০৭	২.৬৯	১০০%
১৯৪	রাজশাহী	বাগমারা	২৫.৭৫	১	১	২৪.৪৩	১.৩২	১০০%
১৯৫	রাজশাহী	দূর্গাপুর	২৬.৪৭	২	২	২৫.১৪	১.৩৩	১০০%

ক্রমিক নং	জেলা	উপজেলা	বরাদ্দের পরিমান	অনুমোদিত সেতুর সংখ্যা	বাস্তবায়িত সেতুর সংখ্যা	ব্যয়িত অর্থের পরিমান	অব্যয়িত অর্থের পরিমান	কাজের অগ্রগতি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
১৯৬	রাজশাহী	গোদাগাড়ী	৫২.১৪	২	২	৪৯.৪৪	২.৭০	১০০%
১৯৭	সিরাজগঞ্জ	বেলকুচি	১৩০.১	৬	৬	১২৩.৫৫	৬.৫৫	১০০%
১৯৮	সিরাজগঞ্জ	চৌহালী	১০৭.০৩	৪	৪	১০১.৬৮	৫.৩৫	১০০%
১৯৯	সিরাজগঞ্জ	কামারখন্দ	৫২.১৪	২	২	৪৯.৫২	২.৬২	১০০%
২০০	সিরাজগঞ্জ	কাজিপুর	৫২.১৪	২	২	৪৯.৫২	২.৬২	১০০%
২০১	সিরাজগঞ্জ	রায়গঞ্জ	৫২.১৪	২	২	৪৯.৫৩	২.৬১	১০০%
২০২	সিরাজগঞ্জ	সিরাজগঞ্জ সদর	৫২.১৪	২	২	৪৯.৫২	২.৬২	১০০%
২০৩	সিরাজগঞ্জ	শাহজাদপুর	২১৪.১২	৭	৭	২০৩.৪১	১০.৭১	১০০%
২০৪	সিরাজগঞ্জ	তারাশ	১৩৩.০৪	৫	৫	১২৬.৩৯	৬.৬৫	১০০%
২০৫	সিরাজগঞ্জ	উল্লাপাড়া	৫২.১৪	২	২	৫২.১২	০.০২	১০০%
২০৬	দিনাজপুর	বিরামপুর	৪৯.১৫	২	২	৪৬.৬৯	২.৪৬	১০০%
২০৭	দিনাজপুর	বীরগঞ্জ	৫৩.৭৬	২	২	৫১.০৭	২.৬৯	১০০%
২০৮	গাইবান্ধা	ফুলছড়ি	১৪৮.৩৪	৬	৬	১৪০.৯৩	৭.৪১	১০০%
২০৯	গাইবান্ধা	গোবিন্দগঞ্জ	৫৩.৭	৩	৩	৫০.৯৫	২.৭৫	১০০%
২১০	গাইবান্ধা	পলাশবাড়ী	৫৩.৯১	৪	৪	৫১.০৪	২.৮৭	১০০%
২১১	গাইবান্ধা	গাইবান্ধা সদর	৫৩.৭৬	২	২	৫০.৯২	২.৮৪	১০০%
২১২	গাইবান্ধা	সাদুল্লাপুর	৫৩.৪৯	৩	৩	৫০.৭	২.৭৯	১০০%
২১৩	গাইবান্ধা	সাঘাটা	৫৩.৭৬	২	২	৫০.৬২	৩.১৪	১০০%
২১৪	গাইবান্ধা	সুন্দরগঞ্জ	৫১.৪৯	২	২	৪৮.৯৫	২.৫৪	১০০%
২১৫	কুড়িগ্রাম	চিলমারী	৫৩.৭৬	২	২	৫১.০৭	২.৬৯	১০০%
২১৬	কুড়িগ্রাম	ফুলবাড়ী	৫৩.৮৩	২	২	৫১.১২	২.৭১	১০০%
২১৭	কুড়িগ্রাম	কুড়িগ্রাম সদর	৫৩.৭	৩	৩	৫০.৯৮	২.৭২	১০০%
২১৮	কুড়িগ্রাম	নাগেশ্বরী	৫৩.৭৬	২	২	৫১.০৭	২.৬৯	১০০%
২১৯	কুড়িগ্রাম	রাজারহাট	৫৩.৪৯	৩	৩	৫০.৮১	২.৬৮	১০০%
২২০	কুড়িগ্রাম	রাজিবপুর	৫৩.৭৬	২	২	৫১.০২	২.৭৪	১০০%
২২১	কুড়িগ্রাম	রৌমারী	৫৩.৭৬	২	২	৫১.০৪	২.৭২	১০০%
২২২	কুড়িগ্রাম	উলিপুর	৫৩.৭৬	২	২	৫১.০২	২.৭৪	১০০%
২২৩	কুড়িগ্রাম	ভুরুঙ্গামারী	৫৩.৭৬	২	২	৫১.০৭	২.৬৯	১০০%
২২৪	নীলফামারী	ডিমলা	২৫.৭৫	১	১	২৪.৪৬	১.২৯	১০০%
২২৫	নীলফামারী	জলঢাকা	২৫.৭৫	১	১	২৪.৪৬	১.২৯	১০০%
২২৬	নীলফামারী	কিশোরগঞ্জ	৫৩.৭৬	২	২	৫১.০৭	২.৬৯	১০০%
২২৭	রংপুর	গংগাচড়া	৫৩.৮৩	২	২	৫১.১৪	২.৬৯	১০০%
২২৮	রংপুর	পীরগঞ্জ	৫৩.৭৬	২	২	৫০.৯৪	২.৮২	১০০%
২২৯	ঠাকুরগাঁও	হরিপুর	২৫.৭৫	১	১	২৪.৪৬	১.২৯	১০০%
২৩০	ঠাকুরগাঁও	রানীশংকৈল	২৫.৭৫	১	১	২৪.৪৬	১.২৯	১০০%
২৩১	মৌলভীবাজার	বড়লেখা	৫৩.১৭	৩	৩	৫০.৫১	২.৬৬	১০০%
২৩২	মৌলভীবাজার	কুলাউড়া	৩২৩.৪৯	১৪	১৪	৩০৬.৭৫	১৬.৭৪	১০০%
২৩৩	মৌলভীবাজার	জুড়ী	২৫.৭৫	১	১	২৪.৪৬	১.২৯	১০০%
২৩৪	হবিগঞ্জ	বানিয়াচং	২৬৮.৮	৯	৯	২৫৫.৩৬	১৩.৪৪	১০০%
২৩৫	হবিগঞ্জ	চুনারুঘাট	২৫.৭৫	১	১	২৪.৪৬	১.২৯	১০০%
২৩৬	হবিগঞ্জ	মাধবপুর	৫১.৪৯	২	২	৪৮.৯২	২.৫৭	১০০%
২৩৭	হবিগঞ্জ	নবীগঞ্জ	১৫৪.৪৮	৬	৬	১৪৬.৭৬	৭.৭২	১০০%
২৩৮	হবিগঞ্জ	হবিগঞ্জসদর	৭৮.৪৫	৪	৪	৭৪.৫২	৩.৯৩	১০০%
২৩৯	সুনামগঞ্জ	বিশ্বম্ভরপুর	১০৭.৩৮	৪	৪	১০১.৯৯	৫.৩৯	১০০%
২৪০	সুনামগঞ্জ	ছাতক	৫৩.৬৯	২	২	৫০.৯৪	২.৭৫	১০০%
২৪১	সুনামগঞ্জ	দক্ষিণসুনামগঞ্জ	৫৩.৬৯	২	২	৫১	২.৬৯	১০০%
২৪২	সুনামগঞ্জ	দিরাই	৫৩.৬৯	২	২	৫১	২.৬৯	১০০%
২৪৩	সুনামগঞ্জ	দোয়ারাবাজার	৫৩.৯৯	৩	৩	৫০.৯৮	৩.০১	১০০%
২৪৪	সুনামগঞ্জ	জগন্নাথপুর	৫৩.৯৯	৩	৩	৫১.২৯	২.৭০	১০০%
২৪৫	সুনামগঞ্জ	জামালগঞ্জ	৫৩.৬৯	২	২	৫১	২.৬৯	১০০%
২৪৬	সুনামগঞ্জ	শাল্লা	৫৩.৬৯	২	২	৫১	২.৬৯	১০০%
২৪৭	সুনামগঞ্জ	ধর্মপাশা	১৫৯.৯৪	৬	৬	১৫১.৮	৮.১৪	১০০%
২৪৮	সুনামগঞ্জ	সুনামগঞ্জ সদর	৫৩.৭৬	২	২	৫০.৮১	২.৯৫	১০০%
২৪৯	সুনামগঞ্জ	তাহেরপুর	৫৩.৭৬	২	২	৫১.০৬	২.৭০	১০০%
২৫০	সিলেট	কোম্পানীগঞ্জ	৭৯.৩	৩	৩	৭৫.২৯	৪.০১	১০০%
		মোট	১৬৮৫৯.৯৭	৬৮৮	৬৮৪	১৫৭০২.৬২	১১৬৮.৩৫	৯৯%

"গ্রামীণ রাস্তায় ১৫মিঃ দৈর্ঘ্য পর্যন্ত সেতু/কালভার্ট নির্মাণ" প্রকল্প।

১. মোট বরাদ্দ : ৬৫৭৮.২০ কোটি টাকা।

২. মেয়াদ কাল : জানুয়ারি ২০১৯ হতে জুন ২০২২

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

ক) গ্রামীণ মাটির রাস্তায় গ্যাপে সেতু/কালভার্ট নির্মাণ করে জলাবদ্ধতা দূরীকরণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন;

খ) পানি নিস্কাশন ব্যবস্থা উন্নয়ন ও দুর্যোগের সময় জনসাধারণকে দ্রুত নিরাপদ আশ্রয়কেন্দ্রে স্থানান্তরের মাধ্যমে দুর্যোগজনিত ঝুকি হ্রাসকরণ;

গ) দেশের স্থানীয় হাট-বাজার, গ্রোথসেন্টার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ইউনিয়ন পরিষদের সাথে কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীর আওতায় নির্মিত রাস্তাসমূহের সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে কৃষি উপকরণ সহজভাবে পরিবহন ও বিপণনে মাধ্যমে দ্বারিদ্রতা কমিয়ে আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার উন্নয়ন ও সার্বিক দুর্যোগ ঝুকিহ্রাসে সহায়তা প্রদান;

ঘ) অবকাঠামো নির্মাণ কালীন সময়ে সাময়িক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে গ্রামীণ এলাকায় দারিদ্র দূরীকরণ।

প্রকল্পের কার্যাবলী

ক্র নং	জেলার নাম	উপজেলার সংখ্যা	বরাদ্দের পরিমান	প্রকল্প সংখ্যা			ব্যয়িত অর্থের পরিমান	অব্যয়িত অর্থের পরিমান	কাজের অগ্রগতির হার	মন্তব্য
				মোট প্রকল্প সংখ্যা	গৃহীত প্রকল্প সংখ্যা	বাস্তবায়িত প্রকল্প সংখ্যা				
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
০১	৬৪	৪৯২	১৪০০.০০ লক্ষ	-	-	-	১২৭৯ লক্ষ	১৩৮৭.২১ লক্ষ	১%	২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে ৬৪৯১টি (৫১৫৬৯.০০ মিটার) সেতু কালভার্ট নির্মাণের নিমিত্তে দরপত্র আহবান করা হয়েছে।

উপকূলীয় ও ঘূর্ণিঝড় প্রবণ এলাকায় বহুমূখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ (২য় পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্প

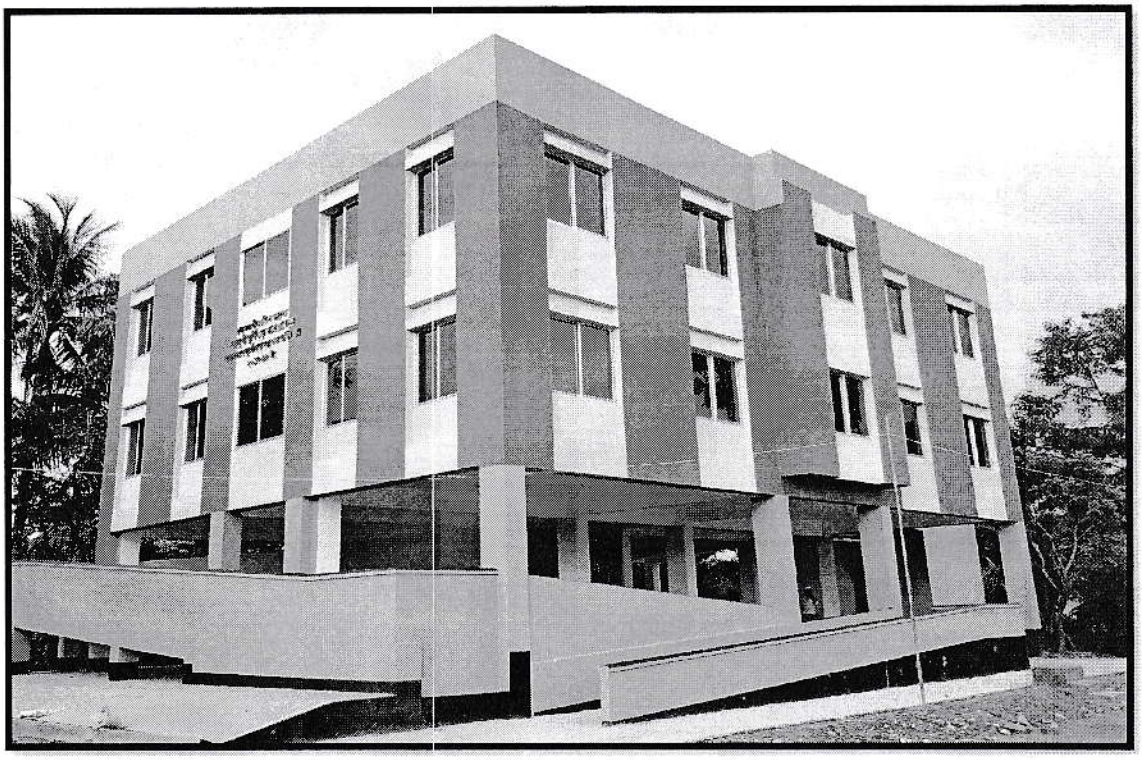

গুমানতলী ফাজিল (স্নাতক) মাদ্রাসা বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা।

৯.২ উপকূলীয় ও ঘূর্ণিঝড় প্রবণ এলাকায় বহুমূখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ (২য় পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ:

৯.২.১ প্রকল্পের পটভূমি, আশ্রয় কেন্দ্রগুলোর বৈশিষ্ট্য ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ

পটভূমি

বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যতম দুর্যোগপ্রবণ দেশ। অধিক জনসংখ্যার ঘনত্ব, ভৌগলিক অবস্থান, গ্রীষ্মমন্ডলীয় ঘূর্ণিঝড় বেসিনে অবস্থান, সংক্রিয় বর্ষাকালে অতিবৃষ্টি দুর্যোগ প্রবণতার মূল কারণ। প্রতি বছর কোন না কোন দুর্যোগে দেশের জানমালের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়। ১৯৭০ ও ১৯৯১ সালের প্রলয়ংকারী ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাস, সিডর ২০০৭ এবং ১৯৮৮, ১৯৯৮, ২০০৪ ও ২০০৭ সালের ভয়াবহ বন্যা অন্যতম। এ সকল দুর্যোগে আক্রান্ত দুর্দশাগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর জানমাল রক্ষার্থে এ পর্যন্ত বিভিন্ন সরকারি এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠান/সংস্থা এবং অন্যান্য বৈদেশিক সংস্থা কর্তৃক দেশের বিভিন্ন স্থানে ঘূর্ণিঝড় এবং বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে। শুধুমাত্র ঘূর্ণিঝড় প্রবণ এলাকায় বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক এ পর্যন্ত মোট ২,৪৮৭টি ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে। এ সকল আশ্রয়কেন্দ্রগুলো দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে এবং সামাজিক কার্যক্রমে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

সিডর-২০০৭ পরবর্তী ক্ষয়ক্ষতি ও পুনর্বাসন ব্যবস্থা পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও মূল্যায়নে গঠিত কমিটি উপকূলীয় এলাকায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/সংস্থা কর্তৃক মোট২,০৯৭টি বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণের সুপারিশ করে, যার মধ্যে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ১,০৭২টি আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণের জন্য গত ২৪/০৪/২০০৮ তারিখে পরিকল্পনা কমিশন একটি নির্দেশনা প্রদান করে। তারই ফলশ্রুতিতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে বাংলাদেশের উপকূলীয় ১৩টি জেলা এবং ঘূর্ণিঝড়প্রবণ এলাকা হিসেবে আরও ৩টি জেলাসহ মোট ১৬টি জেলার ৮৬ টি উপজেলায় জুলাই ২০১৬ হতে জুন ২০১৯ মেয়াদে আরও ২২০টি বহুমুখী আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। এরই অংশ হিসেবে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "উপকূলীয় ও ঘূর্ণিঝড়প্রবণ এলাকায় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ (২য় পর্যায়)" শীর্ষক প্রকল্পটি গত ০৩/০৫/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে একনেক সভায় অনুমোদিত হয়। অতঃপর পরিকল্পনা বিভাগের এনইসি একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগ একনেক শাখা-১ এর স্মারক নং ২০.০০.০০০০.৪১১.১৪.১৩.১৬-৩৮১ 'তারিখ ০৮/০৯/২০১৬ এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের ০৩/১০/২০১৬ তারিখের ৫১.০৪৪.০১৪.০০.০০.০৩৪.২০১৬-১৭-১৫৪ নং স্মারকে প্রশাসনিক অনুমোদন প্রদান করা হয়। অনুমোদিত প্রকল্পে ৫৩৩.১৬ কোটি টাকা ব্যয়ে জুলাই ২০১৬ হতে জুন ২০১৯ মেয়াদে বাস্তবায়ন করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রের বিশেষ বৈশিষ্ট্যসমূহ ও প্রধান প্রধান কার্যক্রম:

- মাধ্যমিক বিদ্যালয়/কলেজ/মাদ্রাসার জমিতে আশ্রয়কেন্দ্রগুলো নির্মাণ করা হচ্ছে;
- ২২০টি (প্রত্যেকটি আশ্রয়কেন্দ্রের মেঝের আয়তন৭৮০.০২ বর্গমিটার, সর্বমোট ১,৭১,৬০৪.৪ বর্গমিটার) বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ;
- প্রতিটি আশ্রয়কেন্দ্রে ৮০০ জন মানুষ আশ্রয় গ্রহণ করতে পারবে;
- প্রতিটি আশ্রয়কেন্দ্র তিন তলা বিশিষ্ট, তন্মধ্যে নীচ তলা ফাঁকা;
- দ্বিতীয় তলায় প্রতিবন্ধিদের অবস্থানের জন্য একটি কক্ষ নির্দিষ্ট করা আছে;
- আশ্রয়কেন্দ্রে বয়স্ক মানুষ/শারীরিক প্রতিবন্ধী সহজে উঠানামার জন্য র‍্যাম্প স্থাপন;
- গর্ভবতী মায়েদের জন্য এবং শিশুদের মায়ের বুকের দুধ খাওয়ানোর জন্য বিশেষ কক্ষের সংস্থান রয়েছে। শিশুদের খাবার প্রস্তুতের জন্য ২য় তলায় মিনি কিচেনের সংস্থান রয়েছে;
- আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয়গ্রহীতাদের রান্না করার জন্য ছাদে রান্নাঘর বা কিচেনের সংস্থান রাখা হবে;
- ২য় এবং ৩য় তলায় দুর্গত মানুষের অবস্থানের জন্য আটটি (০৮) কক্ষের ব্যবস্থা করা হয়েছে;
- পুরুষ ও মহিলাদের জন্য পৃথক টয়লেট ও প্রতিবন্ধিদের জন্য হাই কমোডের সংস্থান রয়েছে। মহিলাদের জন্য ৩টি ও পুরুষদের জন্য ২টি এবং শারীরিক প্রতিবন্ধিদের জন্য ১টি পৃথক টয়লেট স্থাপন;
- পানি সরবরাহের জন্য একটি ডিপ টিউবওয়েলের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। প্রতিটি আশ্রয়কেন্দ্রে ১টি করে মোট ২২০টি ডিপ টিউবওয়েল স্থাপনের সংস্থান রয়েছে;
- দুর্যোগকালে আলোর ব্যবস্থা হিসাবে সৌর বিদ্যুৎ (Solar Panel)এর ব্যবস্থা রয়েছে। প্রতিটি আশ্রয়কেন্দ্রে ২ কিলো ওয়াট করে সর্বমোট ৪৪০ কিলোওয়াট সোলার সিস্টেম স্থাপন;
- প্রতিটি আশ্রয়কেন্দ্রে বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের জন্য রেইন ওয়াটার রিজার্ভার স্থাপন করা হবে;
- আশ্রয়কেন্দ্রে সহজ যাতায়াতের লক্ষ্যে সর্বমোট ২৯ কিঃমিঃ আরসিসি এপ্রোচ রোড নির্মাণ করা হবে;
- প্রতিটি আশ্রয় কেন্দ্রের পার্শ্বে দুর্যোগকালীন গবাদি পশুর আশ্রয়ের নিমিত্ত মাটির টিলা (কিল্লা) নির্মাণ করতঃ ১৪১টি Cattel Shelter নির্মাণ করা হবে এবং প্রতিটি আশ্রয়কেন্দ্রে ৩০০ গবাদি পশু আশ্রয় নিতে পারবে।

উদ্দেশ্য

দরিদ্র ও সহায় সম্বলহীন জনগোষ্ঠীকে দুর্যোগকালে আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা। গবাদিপশু, সম্পদ এবং গৃহস্থালীর অন্যান্য মূল্যবান দ্রব্যাদি/সামগ্রী দুর্যোগের হাত থেকে রক্ষা/সংরক্ষণ করা এবং আশ্রয়কেন্দ্রগুলোকে দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য জনহিতকর কাজে ব্যবহার করা।

১.৪ প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণী:

প্রকল্পের নাম	:	বাংলাদেশের উপকূলীয় ও ঘূর্ণিঝড় প্রবণ এলাকায় বহুমূখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প (২য় পর্যায়);
আরডিপিপি অনুযায়ী মোট বরাদ্দ	:	৫৫৬০৬.৩১১ লক্ষ টাকা।
অর্থের উৎস	:	জিওবি
প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল আরডিপিপি অনুযায়ী	:	জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০২০পর্যন্ত।
মোট বহুমূখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রের সংখ্যা	:	২২০টি। (প্রতিটি ভবন তিন তলা বিশিষ্ট)
বহুমূখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রের সংযোগ সড়কের মোট দৈর্ঘ্য	:	২৯কিঃমিঃ৩.০মিঃ প্রস্থ্য বিশিষ্ট আর.সি.সি রোড। (১ম পর্যায়ে বাস্তবায়িত ১০০টি এবং ২য় পর্যায়ে বাস্তবায়নাধীন ২২০টি ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রের সংযোগ স্থাপনের জন্য)
প্রতিটি বহুমূখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র ভবনের আয়তন	:	৭৮০.০৮বঃমিঃ। (১ম তলা ২১৪.৫৮বঃমিঃ, ২য় তলা ২৪০.৮৪বঃমিঃ, ৩য় তলা ২৩৭.৪৯বঃমিঃ এবং র‍্যাম্প ৮৭.১৭ বঃমিঃ)
বহুমূখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র সংলগ্ন গবাদি পশু আশ্রয় কেন্দ্রের সংখ্যা	:	১২০টি। (মাটি উচু/টিলা করতঃ স্টীল স্ট্র্যাকচার টিনশেড ছাউনী বিশিষ্ট)
অফগ্রীড সোলার প্যানেল সিস্টেম ২.০০ কিলোওয়াট প্রতিটি আশ্রয়কেন্দ্রে-০১টি	:	৩২০টি। (১ম পর্যায়ে বাস্তবায়িত ১০০টি এবং ২য় পর্যায়ে বাস্তবায়নাধীন ২২০টি ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রে স্থাপনের জন্য)
প্রকল্পভূক্ত এলাকা	:	০৩টি বিভাগ (বরিশাল, চট্টগ্রাম এবং খুলনা), ১৬টি জেলা এবং ৮৬ টি উপজেলা জেলাসমূহঃ চট্টগ্রাম বিভাগঃ চাঁদপুর, কুমিল্লা, ফেনী, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, লক্ষীপুর, নোয়াখালী; খুলনা বিভাগঃ সাতক্ষীরা, বাগেরহাট, খুলনা; বরিশাল বিভাগঃ বরিশাল, ঝালকাঠি, পিরোজপুর, বরগুনা, পটুয়াখালী ও ভোলা।
উদ্যোগী মন্ত্রণালয়	:	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।
বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর (ডিডিএম)।
প্রতিটি আশ্রয়কেন্দ্রের নির্মাণ ব্যয় (ডিপিপি/আরডিপিপি অনুযায়ী)	:	২১০.০০ লক্ষ টাকা। (প্রতিটি আশ্রয়কেন্দ্রের নীচে মাটির গুনাগুন বিবেচনায় নির্মাণ ব্যয় বর্ণিত ২১০.০০ লক্ষ টাকার কম/বেশী হয়েছে। তবে মোট বরাদ্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ রয়েছে)
২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ব্যয়	:	৩১০.৫১ লক্ষ টাকা।
২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ব্যয়	:	১০,৩৭২.৩২ লক্ষ টাকা।
২০১৮-১৯ অর্থ বছরের জন্য বরাদ্দ	:	২০০০৮.৭৭৭ লক্ষ টাকা।
২০১৯-২০ অর্থ বছরের জন্য বরাদ্দ	:	২১০০০.০০ লক্ষ টাকা।
২০১৯-২০অর্থ বছরে ২৪সেপ্টেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত ব্যয়	:	৯০৭২.৪৭ লক্ষ টাকা।
দুর্যোগকালে আক্রান্ত মানুষ আশ্রয়ের ব্যবস্থা (প্রতিটি কেন্দ্রে)	:	৮০০ জন।
দুর্যোগকালে গবাদি পশু আশ্রয়ের ব্যবস্থা (প্রতিটি কেন্দ্রে)	:	৩০০ গবাদি পশু।

১.৫ প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি বিবরণঃ

মোট আশ্রয়কেন্দ্রেও সংখ্যা	২২০টি
e-GP পদ্ধতিতে দরপত্র আহবান করা হয়েছে	২২০টি
NOA প্রদান করা হয়েছে	২২০টি
চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে	২২০টি
কাজ শুরু হয়েছে	২২০টি
১ম তলার ছাদ ঢালাই হয়েছে	০৬টি
২য় তলার ছাদ ঢালাই হয়েছে	০৫টি
৩য় তলার ছাদ ঢালাই হয়েছে	১৯২টি
১৩ অক্টোবর/২০১৯ এর মধ্যে হস্তান্তর প্রক্রিয়াধীন	১০৭টি

বিভিন্ন উপাংশ	বাস্তব অগ্রগতি
১ম পর্যায়ে বাস্তবায়িত ১০০টি আশ্রয়কেন্দ্রের এপ্রোচ রোড নির্মাণ।	বহুমূখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মান (১ম পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে বাস্তবায়িত ১০০ (একশত) টির সংযোগ সড়ক নির্মানের লক্ষ্যে e-GP পদ্ধতিতে ১৩টি প্যাকেজের মাধ্যমে প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ ইতোমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে।
২২০টি আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ।	"বাংলাদেশের উপকূলীয় ও ঘূর্ণিঝড় প্রবণ এলাকায় বহুমূখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ (২য় পর্যায়)" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ২২০টি আশ্রয়কেন্দ্রের মধ্যে ইতোমধ্যেই ২২০টির e-GP পদ্ধতিতে দরপত্র আহবান করা হয়েছে। ২২০টি প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে, তন্মধ্যে ৩য় তলার ছাদ ঢালাই হয়েছে ১৯৬টি। হস্তান্তরের প্রক্রিয়াধীন ১০৭টি।
২য় পর্যায়ে বাস্তবায়নাধীন ২২০টি আশ্রয়কেন্দ্রের এপ্রোচ রোড নির্মাণ।	২য় পর্যায়ে বাস্তবায়নাধীন ২২০টি বহুমূখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রের মধ্যে ১৮৫টি আশ্রয়কেন্দ্রে ও সংযোগ সড়ক নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। ২৫টি প্যাকেজে ১৮৫টি বহুমূখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রের সংযোগ সড়ক নির্মাণের লক্ষ্যে e-GP পদ্ধতিতে দরপত্র আহবান করতঃ মূল্যায়ন শেষে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্পের নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।
২য় পর্যায়ে বাস্তবায়নাধীন ২২০টি আশ্রয়কেন্দ্রে সোলার প্যানেল স্থাপন।	২২০টি বহুমূখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রে সোলার প্যানেল স্থাপনের নিমিত্ত e-GP পদ্ধতিতে আহবান করা হয়েছে এবং গত ১৮/০৭/২০১৯খ্রি. দরপত্র উন্মুক্ত করা হয়েছে। মূল্যায়নের কাজ চুড়ান্ত হওয়ায় কার্যাদেশ প্রদানের প্রক্রিয়াধীন।
২২০টি আশ্রয়কেন্দ্রে ডিপ টিউবওয়েল স্থাপন।	২২০টি বহুমূখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রের মধ্যে ১৮৬টিতে ডিপ-টিউবওয়েল স্থাপনের নিমিত্ত e-GP পদ্ধতিতে আহবান করা হয়েছে এবং গত ১৮/০৭/২০১৯খ্রি. দরপত্র উন্মুক্ত করা হয়েছে। মূল্যায়নের কাজ চুড়ান্ত হওয়ায় কার্যাদেশ প্রদানের প্রক্রিয়াধীন।
১৪১টি ক্যাটেল শেল্টার নির্মাণ।	২২০টি বহুমূখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রের মধ্যে ১২০টিতে গবাদিপশুর আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণের লক্ষ্যে e-GP পদ্ধতিতে দরপত্র আহবান করা হয়েছে এবং গত ১৮/০৭/২০১৯খ্রি. দরপত্র উন্মুক্ত করা হয়েছে। মূল্যায়নের কাজ চুড়ান্ত হওয়ায় কার্যাদেশ প্রদান প্রক্রিয়াধীন।

প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিভূত আর্থিক অগ্রগতিঃ

আরএডিপি বরাদ্দ	অবমুক্ত (লক্ষ টাকা)	ব্যয়িতঅর্থ (লক্ষ টাকা)	অগ্রগতি(%)
৫৫০.০০ (২০১৬-২০১৭)	৫৫০.০০	৩১০.৫১	৫৬.৪৬
১২৫০০.০০ (২০১৭-২০১৮)	১২৫০০.০০	১০৩৭২.৫১	৮২.৯৮
২১০০০.০০ (২০১৮-২০১৯)	২০০০৮.৭৭৭	২০০০৮.৭৭৭	৯৫.২৮
২১০০০.০০ (২০১৯-২০২০)	৫২৫০.০০	১৬০০.৬৬৭	৭.৬
সর্বমোট ৫৫০৫০.০০	৩৮৩০৮.৭৭৭	৩২২৯২.২৭৮	৫৮.৬৬

উপকূলীয় ও ঘূর্ণিঝড় প্রবণ এলাকায় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ (২য়পর্যায়)

শীর্ষক প্রকল্পের তালিকাঃ

মোট বিভাগ ৩টি, জেলা ১৬টি, উপজেলা ৮৬টি

বাস্তবায়নকালঃ জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০২০খ্রি.; প্রকল্প ব্যয়ঃ ৫৫৬০৬.৩১১ লক্ষ টাকা।

বিভাগ	জেলা	ক্রমিক	উপজেলা	ক্রমিক	ইউনিয়ন	আশ্রয়কেন্দ্রের নাম
খুলনা	সাতক্ষীরা	১	শ্যামনগর	১	মুন্সীগঞ্জ	জহিরনগর সিদ্দিকিয়া দাখিল মাদ্রাসা বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"		"	২	ঈশ্বরীপুর	গুমানতলী ফাজিল (স্নাতক) মাদ্রাসা বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"		"	৩	ঈশ্বরীপুর	শ্রীফলকাটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"		"	৪	পদ্মপুকুর	বি কে মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"	২	দেবহাটা	৫	দেবহাটা	ঘলঘলিয়া ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"		"	৬	পারুলিয়া	পারুলিয়া এস,এস মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"	৩	কালিগঞ্জ	৭	তারালী	তারালী মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"		"	৮	কৃষ্ণনগর	রামনগর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"	৪	আশাশুনি	৯	প্রতাপনগর	আদর্শ মাধ্যমিক বিদ্যালয় (দীঘলার আইট), বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"		"	১০	কাদাকাটি	কাদাকাটি আইডিয়াল মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"		"	১১	প্রতাপনগর	নাকনা নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যানিকেতন বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"	৫	তালা	১২	মাগুরা	আইডিয়াল মহিলা কলেজ বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"		"	১৩	খেশরা	শালিখা কলেজ বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"	৬	সাতক্ষীরা সদর	১৪	ফিংড়ী	গাভা আইডিয়াল কলেজ বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	বাগেরহাট	৭	মোড়েলগঞ্জ	১৫	দৈবজ্ঞহাট	সেলিমাবাদ ডিগ্রী কলেজ কাম- বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ
"	"		"	১৬	বহরবুনিয়া	তোরার মেমোরিয়াল মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ
			"	১৭	পটুয়াখালী	সোনাগাজী আজিজিয়া সিঃ মাদ্রাসা বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"	৮	শরণখোলা	১৮	খোন্ড্রকাটা	আমেনা স্মৃতি নিম্ন মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যলিয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"		"	১৯	ধান সাগর	রাজাপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"		"	২০	রায়েন্দা	শরণখোলা মহিলা দাখিল মাদ্রাসা বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"		"	২১	রায়েন্দা	জনতা মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"	৯	চিতলমারী	২২	বড়বাড়ীয়া	বড়বাড়ীয়া জোনর আলী ফকির মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
			"	২৩	চিতলমারী	ইবপল্লী আদর্শ মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
		১০	মোংলা	২৪	সোনাইলতলা	জয়খাঁ বাজার সংলগ্ন গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রতিষ্ঠানে বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"		"	২৫	বুড়িরডাঙ্গা	জি, এম,এস, মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
			"	২৬	চিলা	মনুমিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"	১১	রামপাল	২৭	রামপাল	শ্যীফলতলা পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"		"	২৮	বাঁশতলী	সুন্দরপুর নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"	১২	মোল্লারহাট	২৯	উদয়পুর	গ্রিশনগর-গাড়ফা মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	খুলনা	১৩	দাকোপ	৩০	তিলডাঙ্গা	দক্ষিণ কামিনী বাসিয়া (রাসখোলা) মাধ্যমিক বিদ্যালয় সংলগ্ন বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"		"	৩১	বানীশান্তা	তালুকদার আকতার ফারুক (টি এ ফারুক) নিঃ মাঃ বিদ্যালয় সংলগ্ন বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র
"	"		"	৩২	সুতারখালী	নলিয়ান আলিয়া মাদ্রাসা (সানা পাড়া) সংলগ্ন বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"	১৪	বটিয়াঘাটা	৩৩	সুরখালী	সুখদাড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"		"	৩৪	বটিয়াঘাটা	হোগলবুনিয়া হাটবাটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।

বিভাগ	জেলা	ক্রমিক	উপজেলা	ক্রমিক	ইউনিয়ন	আশ্রয়কেন্দ্রের নাম
"	"		"	৩৫	ভান্ডারকোট	শিয়ালীডাংগা মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"	১৫	কয়রা	৩৬	বাগালী	মিলনী মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
			"	৩৭	দঃ বেদকাশী	বীনাপানি মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
			"	৩৮	মহারাজপুর	গ্রাজুয়েট মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"	১৬	পাইকগাছা	৩৯	চাঁদখালী	চাঁদখালী কলেজে বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"		"	৪০	লস্কর	লক্ষীখোলা কলেজিয়াট স্কুলে বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
দ	"		"	৪১	হরিটালী	হরিটালী কপিলমুনি মহিলা করেজে বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"	১৭	ডুমুরিয়া	৪২	কাঞ্চননগর	পল্লী জাগরণী মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"		"	৪৩	মাগুরখালী	কৈ পুকুরিয়া মাগুরখালী ইউনিয়ন মাধ্যমিক বিদ্যাঃ বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"		ডুমুরিয়া	৪৪	রঘুনাথপুর	কে আর এ ডি মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যাঃ বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"		"	৪৫	খর্ণিয়া	টিপনা শেখ আমজাদ মেমোরিয়াল মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
বরিশাল	বরিশাল	১৮	বাকেরগঞ্জ	৪৬	ভরপাশা	রতন আমীন মহিলা কলেজ বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"		"	৪৭	কবাই	মাছুয়াখালী শের-ই বাংলা মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"		"	৪৮	দুধল	কবিরাজ দাখিল মাদ্রসা বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"	১৯	গৌরনদী	৪৯	শরিকল	হোসনাবাদ মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"	২০	মূলাদি	৫০	বাটামারা	এ বি আর মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র/চর কালিকা বিদ্যাঃ
"	"	২১	হিজলা	৫১	মেমানিয়া	আলহাজ মাওলানা মোস্তাফিজুর রহমান মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"		"	৫২	হরিনাথপুর	হরিনাথপুর বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"	২২	মেহেন্দিগঞ্জ	৫৩	ভাষাণচর	ভাষাণচর বিদ্যানন্দ মহাবিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"		"	৫৪	আলিমাবাদ	পাতাবুনিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"		"	৫৫	আলিমাবাদ	শ্রীপুর ওয়াহেদিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"	২৩	উজিরপুর	৫৬		আব্দুল মজিদ বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"		"	৫৭		রামেরকাঠী টেকনিক্যাল বিজনেস ম্যানেজমেন্ট এন্ড কমার্স কলেজ বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
		২৪	বরিশাল সদর	৫৮	চটুয়া	চরগোপাল নিম্ন-মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
			"	৫৯	টুংগীবাড়ীয়া	সিংহেরকাঠী উচ্চ বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
বরিশাল	ঝালকাঠি	২৫	নলছিটি	৬০	সুবিদপুর	এডঃ হারুনর রশিদ খান ফাউন্ডেশন মহিলা কলেজ বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"	২৬	কাঠালিয়া	৬১	পাটিখালঘাটা	তারাবুনিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"		,,	৬২	চেচরীরামপুর	দক্ষিণ চেঁচরী আদর্শ নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ব হুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"	২৭	রাজাপুর	৬৩	গালুয়া	বড়াই ডিগ্রী কলেজে বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"		"	৬৪	বড়াইয়া	পটুয়াখালী নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"	২৮	ঝালকাঠি সদর	৬৫	শেকেরহাট	নাজিরউদ্দিন মাদ্রাসা ও এতিমখানা বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র
"	পিরোজপুর	২৯	ভান্ডারিয়া	৬৬	ইকড়ি	নেছারিয়া দাখিল মাদ্রাসা বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"	৩০	মঠবাড়িয়া	৬৭	আমড়াগাছিয়া	হোগলপাতি নেছারিয়া ইসলামিয়া সিনিয়র (ফাজিল) মাদ্রাসা বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"		"	৬৮		গোলবুলিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"		"	৬৯	আমড়াগাছিয়া	আব্দুল হামিদ ফরাজী শিশুসদন বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"		"	৭০	দাউদখালী	খায়েরঘটিচূড়া হামিদিয়া দাখিল মাদ্রাসা বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"		"	৭১	দাউদখালী	রাজারহাট শরীফ বাচ্চু মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"	৩১	নেছারাবাদ	৭২		রাবেয়া বসরি সাখিল মাদ্রাসা বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।

বিভাগ	জেলা	ক্রমিক	উপজেলা	ক্রমিক	ইউনিয়ন	আশ্রয়কেন্দ্রের নাম
"	বরগুনা	৩২	বামনা	৭৩	বুকাবুনিয়া	বুকাবুনিয়া আদর্শ মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"		"	৭৪	ডোয়াতলা	হলতা ডোয়াতলা ওয়াজেদ আল খান ডিগ্রী কলেজে বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"	৩৩	পাথরঘাটা	৭৫	নাচনাপাড়া	পুটিমারা নাচনাপাড়া আলিম মাদ্রাসা বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"		"	৭৬	সদর পাথরঘাটা	হাড়িটানা ইসলামিয়া ছালেহিয়া (হাসেমিয়া) এতিমখানা/মাদ্রাসা বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"		"	৭৭	কাঠালতল	কাঠালতলী দাখিল মাদ্রাসা এতিমখানায় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"		৩৪	বেতাগী	৭৮	বেতাগী সদর	রহমতপুর আলিম মাদ্রাসা বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"		"	৭৯	হোসনাবাদ	ডাক্তার আছমত আলী মহা বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"	৩৫	আমতলী	৮০	চাওড়া	চাওড়া নেছারিয়া আলিম মাদ্রাসা বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"		"	৮১	আমতলী	চলাভাঙ্গা মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"		"	৮২	কুকুয়া	শহীদ সোহরাওয়ার্দী মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"	৩৬	তালতলী	৮৩	সোনাকাটা	লাইপাড়া সাগর সৈকত মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"		"	৮৪	ছোট বগী	তালতলী ডিগ্রী কলেজে বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"		"	৮৫	শারিকখালী	কড়ইবাড়ীয়া কারিগরী বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"	৩৭	বরগুনা সদর	৮৬	ঢলুয়া	লেমুয়া খাজুরা পি কে মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"		"	৮৭	ফুলঝুড়ি	সাহেবের হাওলা রফেজিয়া দাখিল মাদ্রাসা বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"		"	৮৮	কেওড়াবুনিয়া	দক্ষিণ লতাবাড়ীয়া ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা ও ভোকেশনাল বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	পটুয়াখালী	৩৮	পটুয়াখালী সদর	৮৯	ভায়লা	ফজলুল করিম মোল্লা মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"		"	৯০	মাদারবুনিয়া	ইসলামপুর বায়তুস ছুন্নত দাখিল মাদ্রাসা বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"	৩৯	মির্জাগঞ্জ	৯১	মজিদবাড়ী	কুদবারচর আদর্শ বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"		মির্জাগঞ্জ	৯২	মাধবখালী	মোঃ আবু ইউসুফ আলী মোল্লা বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"	৪০	কলাপাড়া	৯৩	নীলগঞ্জ	নাওভাসা এন্ড কারিগরী কলেজে বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"		"	৯৪	ধানখালী	ধানখালী ডিগ্রী কলেজে বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"		"	৯৫	লতাচাপলী	মুসুল্লীয়াবাদ ইসলামিয়া আলীম মাদ্রাসা বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"	৪১	গলাচিপা	৯৬	চর কাজল	ছোট কাজল হোসাইনিয়া দাখিল মাদ্রাসা বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"		"	৯৭	পানপট্টি	বঙ্গবন্ধু নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"		"	৯৮	রতনদী তালতলী	মানিক চাঁদ দাখিল মাদ্রাসা বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"	৪২	রাঙ্গাবালি	৯৯	ছোটবাইশদিয়া	আগুনমূখার আলো কিন্ডার গার্ডেল স্কুল এন্ড কলেজ বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"		"	১০০	চালিতাবুনিয়া	চালিতাবুনিয়া মমতাজ উদ্দিন মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"		"	১০১	চরমোস্তাজ	চরমোস্তাজ এ ছত্তর মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"		"	১০২	রাঙ্গাবালি	নেতা সালেহিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"	৪৩	বাউফল	১০৩	কালাইয়া	কসবা রাবেয়া বসরি দাখিল মাদ্রাসা বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"		"	১০৪	কেশবপুর	তালতলী ভরিপাশা ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"		"	১০৫	কেশবপুর	বাজেমহল ওবায়দিয়া ফাজিল মাদ্রাসা বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"		"	১০৬	কেশবপুর	ভরিপাশা বালিকা দাখিল মাদ্রাসা বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"		"	১০৭	কেশবপুর	মমিনপুর রজ্জবিয়া দাখিল মাদ্রাসা বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
বরিশাল	পটুয়াখালী	৪৪	দশমিনা	১০৮	বেতাগীসানকিপুর	বড়গোপালী ওজুফা খানম বালিকা দাখিল মাদ্রাসা বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।

বিভাগ	জেলা	ক্রমিক	উপজেলা	ক্রমিক	ইউনিয়ন	আশ্রয়কেন্দ্রের নাম
"	"		"	১০৯	বাঁশবাড়ীয়া	বাংলাবাজার মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"		"	১১০	বহরমপুর	দক্ষিণ আদমপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"	৪৫	দুমকি	১১১	মুরাদিয়া	চরগরবদী আঃ গণি সিকদার মহিলা আলিম মাদ্রাসা বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"		"	১১২	পাংগাশিয়া	পাংগাশিয়া মমতাজদ্দিন মাধ্যমিক বিদ্যালয় সংলগ্ন বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"		"	১১৩	অংগরিয়া	আহম্মেদ হারুন বি এম এন্ড কারিগরি ইনিষ্টিটি
বরিশাল	ভোলা	৪৬	ভোলা সদর	১১৪	আলীনগর	পঃ রুহিতা মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"		"	১১৫	পঃ ইলিশা	দঃ চরপাতা মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"		"	১১৬	কাচিয়া	কাচিয়া মাঝের চর নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"		"	১১৭	ভেলুমিয়া	চন্দ্রপ্রসাদ কো-অপারেটিভ মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"	৪৭	বোরহান উদ্দিন	১১৮	কুতুবা	বোরহানউদ্দিন কামিল (এম এ/আলীয়া) মাদ্রাসা বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"		"	১১৯	হাসান নগর	বৈরবগঞ্জ কেরামতিয়া ফাজিল (বি, এ) মাদরাসায় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"		"	১২০	হাসান নগর	মির্জাকালু সিনিয়র ফাজিল মাদ্রাসা বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"	৪৮	চরফ্যাশন	১২১	নীলকমল	পশ্চিম চর নুরুল আমিন লতিফিয়া আলিম মাদ্রাসা বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"		"	১২২	আছলামপুর	এয়াকুব মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"		"	১২৩	চরমানিকা	উত্তর চর মানিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
	"		"	১২৪	ওসমানগঞ্জ	হাসানগঞ্জ ইসলামিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"	৪৯	লালমোহন	১২৫	ফরাজগঞ্জ	হাজী মোঃ নূরুল ইসলাম চৌধুরী মহাবিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"		"	১২৬	কালমা	হোসনেআরা বেগম মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"		"	১২৭	বদরপুর	অহিদুন্নবী মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"	৫০	দৌলতখান	১২৮	চরখলিফা	কলাকোপা ইসলামিয়া সিনিয়র মাদ্রাসা বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"		"	১২৯	উত্তর জয়নগর	মধ্য জয়নগর ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
	"		"	১৩০	দঃ জয়নগর	দক্ষিণ জয়নগর আহম্মদের হাট সিনিয়র মাদ্রাসা বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"	৫১	মনপুরা	১৩১	দক্ষিণ সাটুকিয়া	সাকুচিয়া বালিকা নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"	৫২	তজুমদ্দিন	১৩২	সম্ভুপুর	কোড়ালমারা বাংলাবাজার মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"		"	১৩৩	সোনাপুর	উত্তর চাপড়ী আলিম মাদ্রাসা বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"		"	১৩৪	চাঁদপুর	আড়ালিয়া নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
চট্টগ্রাম	লক্ষীপুর	৫৩	রায়পুর	১৩৫	দক্ষিণচর আবাবিল	উত্তর গাইয়ার চর দাখিল মাদ্রাসা, মিতালী বাজার বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"		"	১৩৬	উত্তর চরবংশী	চরবংশী জয়নালীয়া উচ্চ বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"	৫৪	কমলনগর	১৩৭	চরমার্টিন	চর মাটিন মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"		"	১৩৮	চর কাদিয়া	মাতাব্বর নগর দারুসচুন্নাত আলিম মাদ্রাসা বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"	৫৫	রামগতি	১৩৯	চরআলী	নেয়ামত জনতা মডেল একাডেমী (জুনিয়র হাইস্কুল) বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"		"	১৪০	চর পোড়াগাছা	রাস্তার হাট হাজী এ গফুর উচ্চ বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"	৫৬	রামগঞ্জ	১৪১	দরবেশপুর	দরবেশপুর হাই স্কুল সংলগ্ন বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"		"	১৪২	করপাড়া	ডুমুরিয়া বায়তুল আমান ইসলামিয়া মহিলা মাদ্রাসা সংলগ্ন বহুমুখী

বিভাগ	জেলা	ক্রমিক	উপজেলা	ক্রমিক	ইউনিয়ন	আশ্রয়কেন্দ্রের নাম
						ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	নোয়াখালী	৫৭	হাতিয়া	১৪৩	সোনাদিয়া	মাইজদী উচ্চ বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"		"	১৪৪	বুড়িরচর	আজমেরী বেগম উচ্চ বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"		"	১৪৫	হাতিয়া	সুখচর আজহারুল উলুম ফাজিল (বি.এ) মাদ্রাসা বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"	৫৮	সুবর্ণচর	১৪৬	চর জুবলী	চরমহিউদ্দিন জুনিয়র হাই স্কুলে বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"		"	১৪৭	চর সার্ক	সোলায়মান বাজার জুনিয়র হাই স্কুলে বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"		"	১৪৮	মোহাম্মদপুর	ডেসটিনি কলেজে বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"	৫৯	কোম্পানীগঞ্জ	১৪৯	চরহাজরি	চরহাজারি হাফিজিয়া মাদ্রাসা ও এতিমখানা বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"		"	১৫০	চরহাজারী	আবু মাঝির হাট উচ্চ বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"		"	১৫১	চর এলাহী	চর এলাহী ৩নং ওয়ার্ড কিলণ্টা সংলগ্ন বেড়ীর পার্শ্বে বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"	৬০	সদর	১৫২	ভান্ডারিয়া	আন্ডারচর ছিদ্দিক নগর বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"		"	১৫৩	কাদির হানিফ	আবদুল হাই উচ্চ বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"	৬১	চাটখিল	১৫৪	মোহাম্মদপুর	মির্জাপুর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুর রহিম উচ্চ বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"	৬২	বেগমগঞ্জ	১৫৫	ছয়আনি	ছয়আনি উচ্চ বিদ্যালয় সংলগ্ন বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম	৬৩	আনোয়ারা	১৫৬	রায়পুর	রায়পুর ইউনিয়ন বহুমূখী উচ্চ বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"	৬৪	সন্দ্বীপ	১৫৭	সন্ডেুষপুর	মধ্য সন্তোষপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"		"	১৫৮	মাইটভাংগা	মাইটভাংগা হাইস্কুলে বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
	"	৬৫	পটিয়া	১৫৯	বড়উঠান	শিতল ঝর্ণা সুন্নিয়া মাদ্রাসা বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"	৬৬	মিরশ্বরাই	১৬০	হাইতকান্দি	কমরআলী ইউনিয়ন উচ্চ বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"		"	১৬১	মায়ানী	শফিউল আলম আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"		"	১৬২	দূর্গাপুর	জামেয়া রহমানিয়া ফাজিল মাদ্রাসা বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"	৬৭	বাঁশখালী	১৬৩	খানখানাবাদ	রায়ছটা প্রেমাশিয়া আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"		"	১৬৪	সরল	সরল আমিরিয়া উচ্চ বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"		"	১৬৫	শেখেরখিল	শেখেরখিল ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"	৬৮	সিতাকুন্ডু	১৬৬	সৈয়দপুর	বগাচতর নুরীয়া গণিউল উলুম ইসলামিয়া ফাজিল মাদ্রাসা বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"		"	১৬৭	মুরাদপুর	ভাটেরখালী উচ্চ বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	কক্সবাজার	৬৯	মহেষখালী	১৬৮	বড়মহেষখালী	উত্তরনলবিলাহাইস্কুলবহুমূখীঘূর্নিঝড়আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"		"	১৬৯	ছোট মহেষখালী	আহমদিয়া তৈয়্যবিয়া সুন্নিয়া দাখিল মাদ্রাসা বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"		"	১৭০	কালামারছড়া	কালামার চঢ়া উচ্চ বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
	"		"	১৭১	কুতুবজোম	কুতুবজোম অফ-সোর হাইস্কুল বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"	৭০	পেকুয়া	১৭২	শিলখালী	শিলখালী উচ্চ বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"		"	১৭৩	বারবাকিয়া	ফাসিয়াখালী ইসলামিয়া ফাজিল(স্নাতক) মাদ্রাসা বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"			"	১৭৪	রাজাখালী	রাজাখালী বেশারাতুল উলুম ইসলামিয়া ফাজিল মাদ্রাসা বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"	৭১	চকোরিয়া	১৭৫	পূর্ব বড়ভেওলা	জয়নাল আবেদীন মহিউচ্ছুন্নাহ দাখিল মাদ্রাসা বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"		"	১৭৬	বদরখালী	আল আজহার উচ্চ বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"	৭২	কক্সবাজার সদর	১৭৭	চৌফলদন্ডী	সাগরমনি উচ্চ বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"		"	১৭৮	পি এম খালী	উত্তর পাতলী হযরত আবু বকর ছিদ্দিক (রাঃ) দাখিল মাদ্রাসা বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"	৭৩	টেকনাফ	১৭৯	সাবরাং	শাহপরীর দ্বীপ হাজী বশির আহমদ উচ্চ বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।

বিভাগ	জেলা	ক্রমিক	উপজেলা	ক্রমিক	ইউনিয়ন	আশ্রয়কেন্দ্রের নাম
	"		"	১৮০	টেকনাফ সদর	টেকনাফ বর্ডার গার্ড পাবলিক স্কুলে বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"	৭৪	কুতুবদিয়া	১৮১	লেমশীখালী	সতরুদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"		"	১৮২	উত্তর ধুরুং	উত্তরণ বিদ্যানিকেতন উচ্চ বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"	৭৫	উখিয়া	১৮৩	জালিয়াপালং	মাদারবুনিয়া ছেপটখালী নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"		"	১৮৪	পালংখালী	বালুখালী কাসেমিয়া উচ্চ বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"	৭৬	রামু	১৮৫	রাজারকুল	মনছুর আলী সিকদার আইডিয়াল স্কুলে বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"		"	১৮৬	জোয়ারিয়ানালা	জোয়ারিয়ানালা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	চাঁদপুর	৭৭	হাইমচর	১৮৭	চরভৈরবী	চরভৈরবী আজিজিয়া আজহারুল উলুম দাখিল মাদ্রাসা বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"		"	১৮৮	হাইমচর	হাইমচর আদর্শ নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"	৭৮	ফরিদগঞ্জ	১৮৯	গুপ্টি(পূর্ব)	পল্লাক আদর্শ ডিগ্রী কলেজে বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"		"	১৯০	সুবিদপুর	গফুর চৌধুরী উচ্চ বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"	৭৯	চাঁদপুর সদর	১৯১	ইব্রাহীমপুর	চরফতেজংপুর ছালেহিয়া এবতেদায়ী মাদ্রাসা বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"		"	১৯২	রাজরাজেশ্বর	রাজরাজেশ্বর ওমর আলী উচ্চ বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"	৮০	কচুয়া	১৯৩	কাদলা	আশেক আলী খান স্কুল কলেজ বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"		"	১৯৪	কাদলা	রঘুনাথপুর উচ্চ বিদ্যালয় এর খালী জায়গায়
"	চাঁদপুর	৮১	মতলব দঃ	১৯৫	খাদেরগাঁও	লামচরী উচ্চ বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"		"	১৯৬	নারায়নপুর	কালিকাপুর আদর্শ দাখিল মাদ্রাসা বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"		"	১৯৭	নারায়নপুর	রসুলপুর আন নেসা দাখিল মাদ্রাসা বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"		"	১৯৮	নায়েঁরগাঁও উত্তর	নন্দীখোলা ফাজিল মাদ্রাসা বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"	৮২	মতলব উঃ	১৯৯	মোহনপুর	দশানী মোহনপুর উচ্চ বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"		"	২০০	ফরাজিকান্দি	হাজী মঈন উদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"		"	২০১	এখলাছপুর	চর কাশিম উচ্চ বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"		"	২০২	দুর্গাপুর	দূর্গাপুর জনকল্যাণ উচ্চ বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"		"	২০৩	বাগানবাড়ী	ধনাগোদা উচ্চ বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
				২০৪	মোহনপুর	আলী আহম্মদ মহাবিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"	৮৩	হাজীগঞ্জ	২০৫	৩ নং কালোচ উঃ	পিরোজপুর উচ্চ বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"		,,	২০৬	দাদশগ্রাম	নাশিরকোট উচ্চ বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"		,,	২০৭	৫ নং সদর	সুহিলপুর উচ্চ বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"		,,	২০৮	দাদশগ্রাম	নাশিরকোট শহীদ স্মৃতি কলেজ বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"		,,	২০৯	,,	কাপাইকাপ তফুরা মাজহারুল হক কারগরি স্কুল ও কলেজ বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"		,,	২১০	২ নং বাকিলা	বোরখাল উচ্চ বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	কুমিল্লা	৮৪	সদর দক্ষিণ	২১১	চোয়ারা	বামিশা এ আর উচ্চ বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"		"	২১২	ভুলোইন উত্তর	রহমত আলী মিয়াজী উচ্চ বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"		"	২১৩	চোয়ারা	ভূবনপুর পঞ্চগ্রাম উচ্চ বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"		"	২১৪	বিজয়পুর	মধ্যম বিজয়পুর উচ্চ বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"		"	২১৫	বেলঘর দঃ	যুক্তিখলা নিম্ন-মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"	৮৫	নাঙলকোট	২১৬	সাতবারিয়া	সাতবারিয়া উচ্চ বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"		"	২১৭	বক্সগঞ্জ	আজিয়ারা উচ্চ বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"		"	২১৮	আদরা	চাটিলতা উচ্চ বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	"		"	২১৯	জোড্ডা	পানকরা উচ্চ বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।
"	ফেনী	৮৬	সদর	২২০	ফাজিলপুর	ফাজিলপুর ছিদ্দিক-এ-আকবর মাদ্রাসা ও এতিমখান বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।

ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র মেরামত প্রকল্প

সাতক্ষীরা জেলার কালিগঞ্জ উপজেলার কালিতলা ইউনিয়নে ঘুর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র মেরামত

২০১৮-১৯ অর্থ বছরে দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র মেরামত সংক্রান্ত

অর্থ বছর	মেরামতের জন্য দরপত্র আহবানকৃত দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্রের সংখ্য	সর্বমোট মেরামতকৃত দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্রের সংখ্যা	মোট বরাদ্দ	ব্যয়িত	অনুত্তোলিত (টাকা)	অগ্রগতি %
২০১৮-১৯	৫৪ টি	৪৮ টি	৪৪৮৬৫১৮৩.০০	৩৯৭৮৫৯৬৮.০০	৫০৭৯২১৫.০০	১০০

২০১৮-১৯ অর্থ বছরের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর কর্তৃক নির্মিত বন্যা/দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র মেরামতের তালিকা

ক্রঃ নং	আশ্রয়কেন্দ্রের নাম	ঠিকানা		মেরামতের জন্য বরাদ্দ (টাকা)	অগ্রগতি %
		জেলা	উপজেলা		
১.	ছোটশিবা সালেহিয়া দাখিল মাদ্রাসা	পটুয়াখালী	গলাচিপা	৪৯৯০০০.০০	১০০
২.	কবি মোজাম্মেল হক ক্ষরকি ইসলামিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়	ভোলা	সদর	১২৪৩৫৮৭.০০	১০০
৩.	তৈয়বা খাতুন মডেল একাডেমী	ভোলা	সদর	১২৩১২৮৪.০০	১০০
৪.	উদয়ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় সাইক্লোন সেন্টার	ভোলা	চরফ্যাশন	৯০০০০০.০০	১০০
৫.	নীলকলম বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয় সাইক্লোন সেন্টার	ভোলা	চরফ্যাশন	৮০০০০০.০০	১০০
৬.	মালেক মোলণ্ডা উচ্চ বিদ্যালয় বহুমূখী ঘুর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র	লক্ষীপুর	রামগতি	১৪৪৩৩৫৪.০০	১০০
৭.	চর আফজল আজাদ মেমোরিয়াল উচ্চ বিদ্যালয়	লক্ষীপুর	রামগতি	১৩৫০৬৭৯.০০	১০০
৮.	কল্যানপুর এম এইচ মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমূখী ঘুর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র	সাতক্ষীরা	আশাশুনি	৯৮৮০৯৭.০০	১০০
৯.	মারিয়ালা বালিকা বিদ্যালয় বহুমূখী ঘুর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র	সাতক্ষীরা	আশাশুনি	৯৯৫০০০.০০	১০০
১০.	গাজী আব্দুল হামিদ মডেল একাডেমী মাদ্রাসা বহুমূখী ঘুর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র	সাতক্ষীরা	শ্যামনগর	৯৮৮০০০.০০	১০০
১১.	সুন্দরবন মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় বহুমূখী ঘুর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র	সাতক্ষীরা	শ্যামনগর	৯৯৫০০০.০০	১০০
১২.	শিমুরেজা এম পি কলেজ বহুমূখী ঘুর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র	সাতক্ষীরা	কালীগঞ্জ	৯৯২৫২৯.০০	১০০
১৩.	মিলনী মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমূখী ঘুর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র	সাতক্ষীরা	কালীগঞ্জ	৯৯৭২৬০.০০	১০০
১৪.	চালতেতলা আমেনিয়া দাখিল মাদ্রাসা বহুমূখী ঘুর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র	সাতক্ষীরা	দেবহাটা	৯৯৫৬৯০.০০	১০০

২০১৮-১৯ অর্থ বছরের অন্যান্য সংস্থা কর্তৃক নির্মিত বন্যা/দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র মেরামতের তালিকা

ক্রঃ নং	আশ্রয়কেন্দ্রের নাম	ঠিকানা		মেরামতের জন্য বরাদ্দ (টাকা)	অগ্রগতি %
		জেলা	উপজেলা		
১৫.	মানিকখালী ছেনবুনিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় কাম সাইক্লোন সেন্টার	বরগুনা	সদর	৪৯৮৯০০.০০	১০০
১৬.	পোটকাখালী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় কাম সাইক্লোন সেন্টার	বরগুনা	সদর	৪৯৭৫০০.০০	১০০
১৭.	রমাগঞ্জ রাব্বানিয়া কামিল মাদ্রাসা	লক্ষীপুর	রামগঞ্জ	৯৬৩৬০৬.০০	১০০
১৮.	সাউধেরখালী উচ্চ বিদ্যালয়	লক্ষীপুর	রামগঞ্জ	৯৮০২২৪.০০	১০০
১৯.	টেপুখালী মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমূখী ঘুর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র	সাতক্ষীরা	দেবহাটা	১০৫২৪৬৩.০০	১০০
২০.	মহেষখালীয়া পাড়া ঘুর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র	কক্সবাজার	টেকনাফ	২৮৭২০১.০০	১০০
২১.	তুলাতুলি ঘুর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র	কক্সবাজার	টেকনাফ	৯১২২৪৪.০০	১০০
২২.	চান্দাকাটা ঘুর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র	কক্সবাজার	মহেষখালী	৪৯৯৭৯০.০০	১০০
২৩.	নয়াপাড়া ঘুর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র	কক্সবাজার	মহেষখালী	৪৯৯৬৯০.০০	১০০
২৪.	লাল মোঃ সিকদার পাড়া ঘুর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র	কক্সবাজার	মহেষখালী	৪৯৯৪৯৫.০০	১০০
২৫.	বান্ডি সিকদার পাড়া ঘুর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র	কক্সবাজার	মহেষখালী	৪৯৯৫৯০.০০	১০০
২৬.	মাইজ পাড়া ঘুর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র	কক্সবাজার	মহেষখালী	৪৯৯৯৮০.০০	১০০
২৭.	মধ্যম সাইবর ডেইল আশ্রয়কেন্দ্র	কক্সবাজার	মহেষখালী	৪৯৯৭৯০.০০	১০০
২৮.	চারপাড়া ঘুর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র	কক্সবাজার	মহেষখালী	৫০০০০০.০০	১০০
২৯.	বনজামিরাঘোনা আশ্রয়কেন্দ্র	কক্সবাজার	মহেষখালী	৫৭০০০০.০০	১০০
৩০.	দক্ষিন পুটিবিলা প্রীজম আশ্রয়কেন্দ্র	কক্সবাজার	মহেষখালী	৬০০০০০.০০	১০০
৩১.	গোরকঘাটা বাজার সংলগ্ন রাখাইন পাড়া ঘুর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র	কক্সবাজার	মহেষখালী	৫০০০০০.০০	১০০
৩২.	গোরকঘাটা সিকদার পাড়া ঘুর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র	কক্সবাজার	মহেষখালী	৫০০০০০.০০	১০০
৩৩.	পশ্চিম পোকাখালী সিসিডিবি সাইক্লোন সেন্টার	কক্সবাজার	সদর	৪৯৯৯৯০.০০	১০০
৩৪.	উত্তর গোমাতলী সিসিডিবি সাইক্লোন সেন্টার	কক্সবাজার	সদর	৪৯৯০০০.০০	১০০
৩৫.	মনুপাড়া সিসিডিবি সাইক্লোন সেন্টার	কক্সবাজার	সদর	৪৯৯৯৯০.০০	১০০
৩৬.	ধাওনখালী সাইক্লোন সেন্টার	কক্সবাজার	সদর	৪৯৯৯৯০.০০	১০০

৩৭.	পূর্ব গোমাতলী সাইক্লোন সেন্টার	কক্সবাজার	সদর	৪৯৬৯০০.০০	১০০
৩৮.	মধ্যম পোকাখালী সাইক্লোন সেন্টার	কক্সবাজার	সদর	৪৯৯৯৯০.০০	১০০
৩৯.	ঘাট কুলিয়াপাড়া সিসিডিবি সাইক্লোন সেন্টার	কক্সবাজার	সদর	৪৯৯০০০.০০	১০০
৪০.	উত্তর সরল রেড ক্রিসেন্ট আশ্রয়কেন্দ্র	চট্টগ্রাম	বাঁশখালী	১৪৬১৭৪৬.০০	১০০
৪১.	তোতকখালী রেড ক্রিসেন্ট আশ্রয়কেন্দ্র	চট্টগ্রাম	বাঁশখালী	১৪৪৮০৮৭.০০	১০০
৪২.	খুদুকখালী রেড ক্রিসেন্ট আশ্রয়কেন্দ্র	চট্টগ্রাম	বাঁশখালী	১৪৫৭১৯৩.০০	১০০
৪৩.	বাহারছড়া রত্নপুর রেড ক্রিসেন্ট আশ্রয়কেন্দ্র	চট্টগ্রাম	বাঁশখালী	১৪৪৪৩০৮.০০	১০০
৪৪.	উত্তর বাহারছড়া রেড ক্রিসেন্ট আশ্রয়কেন্দ্র	চট্টগ্রাম	বাঁশখালী	১৪৪৯০৮৯.০০	১০০
৪৫.	বাংলাদেশ ইউনাইটেড হাইস্কুল ও ঘুর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র	চট্টগ্রাম	বাঁশখালী	১৪৩৮৪৮৩.০০	১০০
৪৬.	প্রেমাশিয়া হীভ আশ্রয়কেন্দ্র	চট্টগ্রাম	বাঁশখালী	১৪৬৫৮০১.০০	১০০
৪৭.	ছনুয়া নয়াপাড়া প্রসিকা আশ্রয়কেন্দ্র	চট্টগ্রাম	বাঁশখালী	৩২৫৯৮২.০০	১০০
৪৮.	মধ্যম বরঘোনা গন্ডামারা মাতব্বর পাড়া ঘুর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র	চট্টগ্রাম	বাঁশখালী	৫২০৪৬৬.০০	১০০

৯.৩ বন্যাপ্রবণ ও নদী ভাঙন এলাকায় বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প (৩য় পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্পের ৩০ জুন ২০১৯ পর্যন্ত অগ্রগতি:

প্রকল্পের নাম ও মেয়াদ কাল	মেয়াদকাল, কাজের বিবরণ ও মোট বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	২০১৮-১৯ সালের বরাদ্দ (লক্ষ টাকা) সংশোধিত	জুন ২০১৯ ব্যয়িত টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকায়) চলতিমাস	মন্ত্রণালয় হতে ছাড়কৃত টাকার পরিমাণ ও ব্যয়িত টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	কাজের অগ্রগতি (চলতি মাসের)		ক্রমপুঞ্জিত কাজের অগ্রগতি		কাজের অগ্রগতি
					ভৌত (%)	আর্থিক (%)	ভৌত (%)	আর্থিক (%)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
"বন্যাপ্রবণ ও নদীভাংগন এলাকায় বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প (৩য় পর্যায়)মেয়াদ জানুয়ারী/২০১৮ হতে জুন/২০২২ পর্যন্ত।	"বন্যাপ্রবণ ও নদীভাংগন এলাকায় ৪২৩টি বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ। মেয়াদ জানুয়ারী/২০১৮ হতে জুন/২০২২ পর্যন্ত। মোট বরাদ্দ ১৫০৭৪৩.০০ লক্ষ টাকা।	৫০৭.৫৮	২৬.৫৯	৫০৭.৫৬	০.৫২	৫.২৩	০.৮	০.৩৫	০১) প্রস্তবিত ৪০২টি বন্যা অশ্রয়কেন্দ্রের মৃত্তিকা পরীক্ষা ও রিপোর্ট এর উপর ভিত্তি কওে প্রস্তুতকৃত ড্রইং ও ডিজাইন সম্পন্ন হয়েছে, যা গত ১৭-০১-২০১৯ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সভায় অনুমোদন হয়েছে। ২) ০৪ জন উপ-সহকারী প্রকৌশলী পুনঃনিয়োগ সম্পন্ন হয়েছে। ৩) আউটসোসিংএর মাধ্যমে ১৩ জন কর্মচারির নিয়োগ সম্পন্ন হয়েছে। ৪) আউটসোসিংএর মাধ্যমে ১৯ জন উপ-সহকারী প্রকৌশলী কর্মচারির নিয়োগের লক্ষ্যে ঠিকাদার নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। ৫) মোটর সাইকেল ক্রয় প্রক্রিয়াধীন আছে। ৬) ড্রইং ও ডিজাইন অনুযায়ী প্রাক্কলন প্রস্তুত করা হয়েছে। ৭) গত ০৭-০৪.২০১৯খ্রিঃ তারিখে e-GP তে ১ম ধাপে ৫০টি বন্য আশ্রয়কেন্দ্রের দরপত্র আহবান করা হয়। দরপত্র মূল্যায়ন ও কার্যাদেশ প্রদানের কাজ চলমান আছে। ৮) ৭) গত ১৩-০৬.২০১৯খ্রিঃ তারিখে e-GP তে ২য় ধাপে ৮১টি বন্য আশ্রয়কেন্দ্রের দরপত্র আহবান করা হয়।

প্রকল্পব্যয়	অর্থ বছর	বরাদ্দ	অর্থ ছাড়	ব্যয়	অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিভূত ব্যয়	ক্রমপুঞ্জিভূত আর্থিক অগ্রগতি	অবকাঠামো অগ্রগতি
১৫০৭৪৩.০০	২০১৭-২০১৮	১৯.৩৪	১৯.৩৪	১৯.৩৪	১০০%	১০০%	০.৩৫%	৮.০০%
	২০১৮-২০১৯	৫০৭.৫৮	৫০৭.৫৮	৫০৭.৫৮	১০০%			
		৫২৬.৯২	৫২৬.৯২	৫২৬.৯২	১০০%			

রাজস্ব ব্যয়= ১০২.৮০
মুলধনব্যয়=৪০৪.৭৭
মোট ব্যয়=৫০৭.৫৮

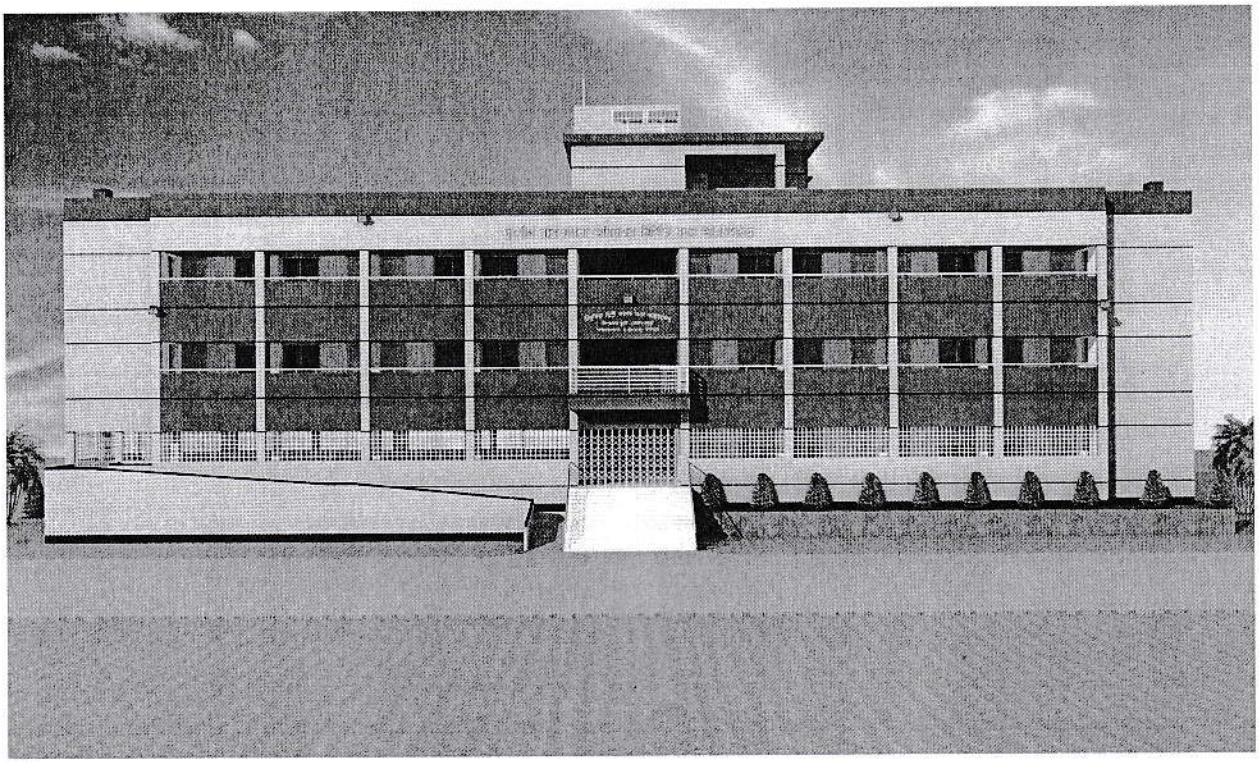

বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র

৯.৪ আরবান রেজিলিয়েন্স প্রকল্প (২০১৮-২০১৯) তথ্য বিবরনী

ক্রঃনঃ	প্রকল্পের তথ্য বিবরণী	
০১.	**প্রকল্পের নাম ঃ** আরবান রেজিলিয়েন্স প্রকল্প (ডিডিএম অংশ)	
০২.	**অর্থায়ন ঃ** IDA (World Bank)	
০৩.	**ঋন চুক্তি নং ঃ ৫৫৯**	
০৪.	প্রকল্পের মোটবরাদ্দ ঃ ১২৫.৫০ কোটি	জিওবি ১০.০০ কোটি
		প্রকল্প সাহায্য ১১৫.৫০ কোটি
০৫.	**প্রকল্পের মেয়াদ ঃ** ১লা জুলাই ২০১৫ইং - ৩০শে জুন ২০২০ইং	
০৬.	**প্রকল্পের কর্মএলাকা ঃ** ঢাকা ও সিলেট	
০৭.	**প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ** দুর্যোগ (ভূমিকম্প) হ্রাসে কার্যকরী পরিকল্পনা, দুর্যোগকালীন ব্যবস্থাপনা ও পুনরুদ্ধার কার্যক্রমে সরকারের সক্ষমতাবৃদ্ধিকরণ।	
০৮.	প্রকল্পের মূল কাজ ঃ i) জাতীয় পর্যায়ে Emergency Response and Communication Center (ERCC), National Disaster Management Research and Training Institute (NDMRTI) এর Disaster Risk Management (DRM) সুযোগসুবিধা (Facilities) সমূহের নকসা প্রস্তুত ও প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সংস্থাপন (Out fit) করা।	
	ii) TED (Training Exercise and Drills) এর মাধ্যমে জাতীয় পর্যায়ে ERCCI, NDMERI এবং ঢাকা ও সিলেট জেলায় স্থানীয় পর্যায়ে সিটি কর্পোরেশন ও Fire Service & Civil Defiance (FSCD) এর জরুরী পরিস্থিতি মোকাবেলার ব্যবস্থাপনা ও প্রস্তুতির সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক মানের প্রশিক্ষণ প্রদান।	
০৯.	প্রকল্পের সম্পাদিত কাজ সমূহ ঃ-	নিম্নোক্ত কাজসমূহ DPP- র প্রভিশন অনুযায়ী সম্পন্ন করা হয়েছে। ১) PIUএর জন্য জনবল নিয়োগ করা হয়েছে। ২) দুইজন পরামর্শক ও দুটি ফার্ম নিয়োগ করা হয়েছে। ৩) অফিস ভাড়া করা হয়েছে। ৪) অফিস স্টাফদের ও অফিস সার্পোটের জন্য ১টি গাড়ী ভাড়া করা হয়েছে। ৫) প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকের জন্য বরাদ্দকৃত গাড়ীটি ক্রয় করাহয়েছে। ৬) অফিসের জন্য আসবাবপত্র ও কম্পিউটার সামগ্রী ক্রয় করা হয়েছে। ৭) ERCC/NDMRT ও এরজন্য ৪টি মাইক্রোবাস ও আসবাবপত্র ক্রয় করা হয়েছে।
১০.	কাজের অগ্রগতি ঃ	
	১) TED (Training Exercise and Drills)	TED এর contract এর উপর বিশ্ব ব্যাংকের কাছে থেকে no objection letter ২২/০৭/১৮ তারিখে পাওয়া গেছে। TED এর ক্রয় প্রস্তাব উপর ২৪/১০/১৮ তারিখে সিসিজিপিএর অনুমোদন পাওয়া গেছে। গত ১৯/১১/১৮ তারিখে টিইডি ফার্ম এর সাথে চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে। ২০/০১/২০১৯ তারিখে টিইডি অংশীজন এজেন্সীগুলির CNA ও TNA সহ ড্রাফ্টটিইডি কোর্স কারিকুলাম প্রস্তুত করা হয়েছে। বিশ্ব ব্যাংকের কাছে ২০/০২/১৯ খ্রিঃ প্রেরণ করা হয়েছে। ২৫/০৩/২০১৯ তারিখে ৮ম পিআইসি মিটিং এ টিইডি এর নিম্নোক্ত বিষয়গুলির অনুমোদন দেয়া হয়েছে ঃ টিইডি এর ফাইনাল কারিকুলাম, Participant Selection criteria, EOP Planning Process, Training Course module, Comprehensive Corse Materials. প্রশাসনিক অনুমোদনের জন্য টিইডিএর উক্ত বিষয়গুলি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে এবং মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন পাওয়া গেছে। টিইডি ট্রেইনিং এর বিস্তারিত বাজেট একক হার ভিত্তিতে প্রস্তুত করা হয়েছে। পিআইইউ কর্তৃক রিভিউ করা হয়েছে। রিভিউর সুপারিশ অনুযায়ী রিভাইজ করে বিশ্বব্যাংকে পাঠানো হবে।
১১.	২) ERCC/NDMRTI works	ইতোমধ্যে Tender Validity ২২-০৭-২০১৯ ইং তারিখের মাধ্যমে শেষ হবে বিধায় ৯০ দিন বৃদ্ধি করে গত ১৮-০৭-২০১৯ ইং তারিখে e-GP তে অনুরোধ করা হয়েছে। ঠিকাদারগণ সম্মত হলে ২১-১০-২০১৯ ইং তারিখের মধ্যে পরিস্থিতি অনুযায়ী N0A ইস্যু করা যাবে।
১২.	৩) ERCC/NDMRTI জন্য ৪টি মাইক্রোবাস ও যন্ত্রপাতি ক্রয়	ERCC ও NDMRTI এর চূড়ান্ত নকশা মাননীয় মন্ত্রী ও সিনিয়র সচিবের সামনে power point presentaion ৩০-১০-২০১৮ ইং তারিখে প্রদর্শন হয়েছে। গত ২৮-১১-২০১৮ তারিখে অনুমোদনের জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে এবং চূড়ান্ত নকসার অনুমোদন মন্ত্রণালয় কর্তৃক ০৬-১২-২০১৮ ইং তারিখে পাওয়া গেছে। ERCC ও NDMRT এর যন্ত্রপাতি ক্রয়ের জন্য ২টি প্যাকেজ (Goods) আইসিবি এর বদলে এনসিবি দরপত্র আহবান করা হবে। পিআইসি এর অনুমোদন পূর্বক দরপত্র আহবান করা হবে। ERCC ও NDMRTI এর টেন্ডার কার্যক্রম অনুমোদনের জন্য নথি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক অনুমোদনের পর N0A ইস্যু করা যাবে।
১৩.	৪) ERCC এর জনবল নিয়োগ	সরাসরি সাকুল্য বেতনে জনবল নিয়োগের জন্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক ERCC এর জনবল নিয়োগ কমিটি গঠন করা হয়েছে। জনবল নিয়োগ প্রক্রিয়া চলমান।
১৪.	৫) প্রকল্পের যন্ত্রপাতি ক্রয়	ইজিপির মাধ্যমে ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে পিআইইউ এর জন্য একটি প্যাকেজে যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়েছে।

২০১৮-১৯ অর্থ বছরে আরবান রেজিলিয়েন্স প্রকল্প সম্পর্কিত কার্যাবলী

(লক্ষটাকা)

ক্রমিক নং	জেলার নাম	উপজেলার সংখ্যা	বরাদ্দের পরিমাণ	প্রকল্পসংখ্যা			ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ	অব্যয়িত অর্থের পরিমাণ	কাজের অগ্রগতির হার (%)	মন্তব্য
				মোট প্রকল্প সংখ্যা	গৃহিত প্রকল্প সংখ্যা	বাস্তবায়িত প্রকল্প সংখ্যা				
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১.	ঢাকা ও সিলেট	২	৩৬৬৪.০০	১	১	১	১০৮৮.৪২	২৫৫৭.৫৮	৬৫%	অগ্রগতির হার ফিজিক্যাল ৬৫% অর্থিক ২৯.৭১%

গ্রামীণ মাটির রাস্তাসমূহ টেকসইকরণের লক্ষ্যে হেরিং বোন বন্ড (এইচবিবি)

. তেলিনগর গ্রামের হবির বাড়ীর দক্ষিন পার্শ্ব হতে তেলীনগর পাকা রাস্তা পর্যন্ত এইচবিবি করণ।
ইউনিয়ন: তালশহর পূর্ব, উপজেলা- বিবাড়ীয়া সদর, জেলা-বিবাড়ীয়া।

গ্রামীণ মাটির রাস্তাসমূহ টেকসইকরণের লক্ষ্যে হেরিং বোন বন্ড (এইচবিবি) প্রকল্প

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নের নিমিত্ত "গ্রামীণ মাটির রাস্তাসমূহ টেকসই করণের লক্ষ্যে হেরিং বোন বন্ড (এইচবিবি) করণ প্রকল্পটি বিগত ১৪-০৩-২০১৭ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় অনুমোদিত হয়। প্রকল্পটির মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ১২৩৮২৭.০০ (এক হাজার দুইশত আটত্রিশ কোটি সাতাশ লক্ষ) প্রকল্পটির মোট দৈর্ঘ্য ৩১৪৫.৫০ কিলোমিটার। প্রকল্পটি সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়িত হবে প্রকল্পের মেয়াদ জুলাই ২০১৬ হতে জুন ২০১৯ খ্রিঃ পর্যন্ত।

প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত পটভূমি

স্বাধীনতার পর থেকে এই মন্ত্রনালয়ের মাধ্যমে কাবিখা ও টি আর প্রকল্পের আওতায় গ্রামীণ কাচাঁ সড়ক নির্মাণ কাজ শুরু হয়।তাছাড়া ২০০৮ সাল হতে ইমপ্লয়মেন্টজেনারেশন প্রোগ্রাম ফর দ্যা পুওর (ইজিপিপি) কর্মসূচী চালু রয়েছে। এ সকল কর্মসূচীর মাধ্যমে এ যাবৎ প্রায় ২৯৫০০০ কিঃ মিটার মাটির রাস্তা নির্মাণ করা হয়েছে। বর্ষা মৌসুমে মাটির রাস্তাগুলি কর্দমাক্ত ও ক্ষয় হয়। এতে প্রতি বছর রাস্তাগুলি যোগাযোগ উপযোগি রাখতে সরকারের বিপুল পরিমান অর্থের প্রয়োজন হয়। যা দেশের অবকাঠামো উন্নয়নে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে । এ পরিস্থিতিতে রাস্তা মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় কমিয়ে আনা এবং টেকসই করার লক্ষ্যে এইচবিবি প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।

প্রকল্পের প্রথম পর্যায় (জুলাই,২০১৬ হতে জুন,২০১৯ পর্যন্ত) এর অগ্রগতি

২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে "গ্রামীণ মাটিররাস্তাসমূহ টেকসইকরণের লক্ষ্যে হেরিং বোন বন্ড (এইচবিবি) করণ (২য় পর্যায়)"

প্রকল্পেরআওতায় গৃহিত প্রকল্পের জেলা ওয়ারী সারাংশ/ বিবরণীঃ

ক্রমিক নং	জেলার নাম	উপজেলার সংখ্যা	মোট বরাদ্দের পরিমান (মিঃ)	মোট প্রকল্প সংখ্যা			ব্যয়িত অর্থের পরিমান (টাকায়)	মন্তব্য
				মোট প্রকল্প সংখ্যা	গৃহিত প্রকল্প সংখ্যা	বাস্তবায়িত প্রকল্প সংখ্যা		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
১	বরগুনা	৬	২০০০০	১৯	১৯	১৯	৬৯৯০৪৪৬৩.০০	
২	বরিশাল	১০	১৫৮৮৮	১৪	১৪	১৪	৬৬৫৭৭৮৬৪.০০	
৩	ভোলা	৭	২২০০০	১৯	১৯	১৯	৯৩০৪৬৯৯৪.০০	
৪	ঝালকাঠি	৪	৭৯০৬	৮	৮	৮	৩৩৬৪৬৭৬১.০০	
৫	পটুয়াখালী	৮	১৬৩০৭	১৪	১৪	১৪	৬৬৬০৩৬৯৬.০০	
৬	পিরোজপুর	৭	১০৫০০	৯	৯	৯	৪২৫৮৮৯০০.০০	
বরিশাল বিভাগ =		৪২	৯২৬০১	৮৩	৮৩	৮৩	৩৭২৩৬৮৬৭৮.০০	
৭	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	৯	২৭৭০৫	২৯	২৯	২৯	১১৪১৮৪০১৫.০০	
৮	চাঁদপুর	৮	৫৬৮২০	৪৮	৪৮	৪৮	২৪১৩২৮১৬৪.০০	
৯	চট্টগ্রাম	১৫	৩২৫০০	৩৩	৩৩	৩৩	১২৭৮২২১৮৯.০০	
১০	কুমিল্লা	১৭	৫৩৫১০	৫৩	৫৩	৫৩	২২৮৭৪১১০৯.০০	
১১	কক্সবাজার	৮	১৫০০০	১৩	১৩	১৩	৬১৬৮০৭৯৮.০০	
১২	ফেনী	৬	১৩০০০	১১	১১	১১	৫৬০৫৭১২২.০০	
১৩	লক্ষ্মীপুর	৫	১১০০০	১০	১০	১০	৪৫২৯৫২৭৫.০০	
১৪	নোয়াখালী	৯	২০৫০০	১৯	১৯	১৯	৮৮২০৪৯৮৯.০০	
১৫	বান্দরবান	৭	১৩৩৫০	১৪	১৪	১৪	৫৫৩৯৫৪৬৯.০০	
১৬	খাগড়াছড়ি	৯	১৭৫০০	১৮	১৮	১৮	৭০৭২৯১৩৫.০০	
১৭	রাঙ্গামাটি	১০	২৫২৩৫	২৯	২৯	২৯	৮৭৫৯৭১৩৯.০০	
চট্টগ্রাম বিভাগ =		১০৩	২৮৬১২০	২৭৭	২৭৭	২৭৭	১১৭৭০৩৫৪০৪.০০	
১৮	ঢাকা	৫	২৭০৫০	২৬	২৬	২৬	৯৫৩৬৩৩২৪.০০	
১৯	ফরিদপুর	৯	১৯৫০০	১৭	১৭	১৭	৮০৩৩১২৪১.০০	
২০	গাজীপুর	৫	১১৭৭৩	১২	১২	১২	৪৮১৩১৪৪৩.০০	
২১	গোপালগঞ্জ	৫	২৬৪৪৫	২০	২০	২০	১০৮৫০৯৫৪৭.০০	
২২	কিশোরগঞ্জ	১৩	২৮৩৩৫	২৯	২৯	২৯	১১৮২১৪১৪৭.০০	
২৩	মাদারীপুর	৪	১৩৪৫০	১২	১২	১২	৫৪৬৭৬০৭৭.০০	
২৪	মানিকগঞ্জ	৭	১৪০০০	১১	১১	১১	৫৭৩০২০৪৯.০০	
২৫	মুন্সিগঞ্জ	৬	১৬৫৩০	২২	২২	২২	৭০৮৯৩৮৬৩.০০	
২৬	নারায়ণগঞ্জ	৫	৯০০০	৮	৮	৮	৩৮৪১৩৬৬৭.০০	

২৭	নরসিংদী	৬	১২৮১০	১৩	১৩	১৩	৫২৭১৮২৮৭.০০	
২৮	রাজবাড়ী	৫	৬৫৮০	৫	৫	৫	২৮১২০০৭৬.০০	
২৯	শরীয়তপুর	৬	১১০০০	১০	১০	১০	৪৫২৮০৪৫৫.০০	
৩০	টাঙ্গাইল	১২	২২০০০	২২	২২	২২	৯২৪৫২৪২৯.০০	
ঢাকা বিভাগ =		৮৮	২১৮৪৭৩	২০৭	২০৭	২০৭	৮৯০৪০৬৬০৫.০০	
৩১	বাগেরহাট	৯	২০৭১২	২০	২০	২০	৮৬৬২২৭৯২.০০	
৩২	চুয়াডাঙ্গা	৪	৫৫০০	৫	৫	৫	২১৭২৩৫০০.০০	
৩৩	যশোর	৮	১৬৫০০	১৫	১৫	১৫	৬৭৮০১৮৭৫.০০	
৩৪	ঝিনাইদহ	৬	১১০০০	১১	১১	১১	৪৫৫৭৫৯০৭.০০	
৩৫	খুলনা	৯	১৩৫১৮	১১	১১	১১	৫৫৩৩৪৮০০.০০	
৩৬	কুষ্টিয়া	৬	১১৫০০	১১	১১	১১	৪৭১০২৪১১.০০	
৩৭	মাগুরা	৪	৮৫০০	৬	৬	৬	৩৪৭৭৫৬৩৪.০০	
৩৮	মেহেরপুর	৩	৩৫০০	৩	৩	৩	১৪৩২৬৯৩৬.০০	
৩৯	নড়াইল	৩	৭০০০	৭	৭	৭	২৮৬০৫১০০.০০	
৪০	সাতক্ষীরা	৭	১২০২০	৯	৯	৯	৪৯২২৮৪৪১.০০	
খুলনা বিভাগ =		৫৯	১০৯৭৫০	৯৮	৯৮	৯৮	৪৫১০৯৭৩৯৬.০০	
৪১	বগুড়া	১২	১৭৫০০	১৫	১৫	১৫	৬৮৪৯৯৯১৪.০০	
৪২	জয়পুরহাট	৫	৫৫০০	৫	৫	৫	২২৩৭৫২৭৮.০০	
৪৩	নওগাঁ	১১	২৫১০০	২০	২০	২০	১০৩০২৪৭৭১.০০	
৪৪	নাটোর	৭	১২১৫০	১২	১২	১২	৪৯৯৪২৮২৯.০০	
৪৫	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	৫	৬৫০০	৭	৭	৭	২৬৫৯৮৯৯৪.০০	
৪৬	পাবনা	৯	১৪৫০০	১৪	১৪	১৪	৫৯৩৩৫১৮৫.০০	
৪৭	রাজশাহী	৯	১৩০১০	১১	১১	১১	৫৩২৯৪২৫৩.০০	
৪৮	সিরাজগঞ্জ	৯	১৯০২২	২১	২১	২১	৮০৭৬৫৪২১.০০	
রাজশাহী বিভাগ =		৬৭	১১৩২৮২	১০৫	১০৫	১০৫	৪৬৩৮৩৬৬৪৫.০০	
৪৯	ঠাকুরগাঁও	৫	৭৫০০	৮	৮	৮	৩০৭৪৩৪০৭.০০	
৫০	দিনাজপুর	১৩	২০৫৪৭	১৭	১৭	১৭	৮৩৯৯৮৯৫৯.০০	
৫১	গাইবান্ধা	৭	১৫১১০	১৪	১৪	১৪	৬৩৮৭১৫৯৪.০০	
৫২	কুড়িগ্রাম	৯	১৫০০০	১৪	১৪	১৪	৬০০২১৪১৭.০০	
৫৩	লালমনিরহাট	৫	৭০০০	৫	৫	৫	২৮৬৬৯৯৮৭.০০	
৫৪	নীলফামারী	৬	৮৫০০	৭	৭	৭	৩৪৭৬৮৩৪৪.০০	
৫৫	পঞ্চগড়	৫	৩০০০	৬	৬	৬	৩১৩৫৫২৯৬.০০	
৫৬	রংপুর	৮	১৭০০০	১৮	১৮	১৮	৬৯৬৪৭৮৫৬.০০	
রংপুর বিভাগ =		৫৮	৯৩৬৫৭	৮৯	৮৯	৮৯	৪০৩০৭৬৮৬০.০০	
৫৭	হবিগঞ্জ	৯	১২০০০	১০	১০	১০	৪৯১৬৮৬৩০.০০	
৫৮	মৌলভীবাজার	৭	২১০০০	২০	২০	২০	৮৯০৪৭৪৪৫.০০	
৫৯	সুনামগঞ্জ	১১	২৫৫২২	৩১	৩১	৩০	১০৯৫৫৪৪৭৫.০০	
৬০	সিলেট	১৩	৩৬০০০	৩৮	৩৮	৩৮	১৫৪১৫১৭৯১.০০	
সিলেট বিভাগ =		৪০	৯৪৫২২	৯৯	৯৯	৯৮	৪০১৯২২৩৪১.০০	
৬১	জামালপুর	৭	১৫৯০০	১৩	১৩	১৩	৬৫১৩৯১৬৫.০০	
৬২	শেরপুর	৫	১২৫০০	১৪	১৪	১৪	৫৫৫৪৭২৯৯.০০	
৬৩	ময়মনসিংহ	১৩	২৭০০০	২৫	২৫	২৫	১১৩০৩৭৩০৬.০০	
৬৪	নেত্রকোণা	১০	১৫৯০০	১৭	১৭	১৭	৬৭৪২৫০৯১.০০	
ময়মনসিংহ বিভাগ =		৩৫	৭১৩০০	৬৯	৬৯	৬৯	৩০১১৪৮৮৬১.০০	
সর্বমোট =		**৪৯২**	**১০৭৯৭০৫**	**১০২৭**	**১০২৭**	**১০২৬**	**৪৪৬০৮৯২৭৯০.০০**	

৯.৬ Disaster Risk Management Enhancement Project (DRMEP) প্রকল্প

প্রকল্পের বিবরণ

১।	প্রকল্পের নাম	:	Disaster Risk Management Enhancement Project (DRMEP)
২।	(ক) উদ্যোগী মন্ত্রণালয়	:	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
	ক(১) অংশীদার মন্ত্রণালয়/বিভাগ	:	ক) স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় খ) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় গ) পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
	(খ) বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
	খ(১) অংশীদার বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	ক) বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড খ) স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর গ) ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর
	(গ) প্রকল্পের অর্থায়ন	:	বাংলাদেশ সরকারের অনুদান এবং জাইকার প্রকল্প সাহায্য।
	(ঘ) ঋণচুক্তি স্বাক্ষরিত	:	গত ২৯ জুন, ২০১৬ তারিখে ইআরডির সাথে জাইকা-এর ঋণচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়

৩। প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাল : এপ্রিল ২০১৭ হতে জুন ২০২১ পর্যন্ত

৪। প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় :

(লক্ষ টাকায়)

ক) জিওবি	১৫৭৩৪.০০
খ) প্রকল্প সাহায্য	৪৬২৮৮.০০
গ) মোট	৬২০২২.০০

৫।	প্রকল্প এলাকা	:	কম্পোনেন্ট ১ ও ২: দেশের খুলনা, বরিশাল ও চট্টগ্রাম বিভাগের ১২টি জেলার ৩৫টি উপজেলা, কম্পোনেন্ট ৩: সমগ্র বাংলাদেশ
৬।	চলতি বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্তি ও বরাদ্দ	:	প্রকল্পটি ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বৈদেশিক সাহায্য প্রাপ্তির তালিকায় অন্তর্ভুক্ত আছে।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য

ক) প্রাকৃতিক দুর্যোগের উচ্চ ঝুঁকিতে অবস্থান করা ভৌত অবকাঠামো মেরামত ও পুনর্বাসনের মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকারের সমন্বিত দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া শক্তিশালী করা;

খ) দুর্যোগের সময় কার্যকরী জরুরি যোগাযোগ ব্যবস্থা শক্তিশালী করা;

গ) দ্রুত ও কার্যকরী উদ্ধার কার্যক্রম ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করা;

ঘ) দুর্যোগ প্রতিরোধী সমাজ গঠনে অবদান রাখা।

প্রকল্পটির মূল কার্যক্রম নিম্নরূপ

- ❑ কম্পোনেন্ট ২: দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স এর জন্য উদ্ধার সরঞ্জামাদী ক্রয় (যেমন-মোটরযান, ওয়াটার ট্রান্সপোর্ট, অন্যান্য যন্ত্রপাতি ক্রয়, ফার্ণিচার, টেলিকমিউনিকেশন, রেডিও যন্ত্রপাতি এবং ফায়ার ফাইটিং যন্ত্রপাতি ক্রয়)
- ❑ কম্পোনেন্ট ৩: দুর্যোগ পরবর্তীতে দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা সমূহের দ্রুত ও কার্যকরী পুনর্বাসন কাজ (যেমন-বিভিন্ন ভবন ও স্থাপনা, পল্লী সড়ক ও কালভার্ট, সেচ অবকাঠামো, ড্রেনেজ কাঠামো, পুনরুদ্ধার, অন্যান্য মেরামত ও সংরক্ষণ)
- ❑ কম্পোনেন্ট-১: বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত অবকাঠামো যেমন-রাস্তা, সেতু/কালভার্টসহ অন্যান্য জনগুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামোসমূহ মেরামত, পুণর্নির্মাণ করা। উল্লেখ্য, কম্পোনেন্ট-১ এর জন্য এলজিইডি ও বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড পৃথক পৃথক প্রকল্প প্রস্তাবের মাধ্যমে কার্যক্রম সম্পন্ন করবে।

প্রকল্পের অগ্রগতি

১. প্রকল্প কাজে সহযোগিতার জন্য বৈদেশিক পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগের লক্ষ্যে EOI আহবান করা হয়। EOI মূল্যায়ন এর মাধ্যমে ২টি প্রতিষ্ঠানকে Short listed পূর্বক তাদরকে RFP প্রদান করা হয়। ১টি প্রতিষ্ঠান দক্ষ জনবলের স্বল্পতাহেতু দরপত্র প্রস্তাব জমা দান হতে বিরত থাকে। ফলে একমাত্র প্রতিষ্ঠান হিসাবে Oriental Global Consultants Ltd দরপত্র প্রস্তাব জমা প্রদান করে। উক্ত দরপত্র প্রস্তাব মূল্যায়ন ও দরাদরির পর ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির অনুমোদনের জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।উক্ত দরপত্র প্রস্তাব বর্তমানে ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

২. প্রয়োজন মোতাবেক প্রকল্পের DPP সংশোধন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

৯.৭ Strenthening of the Ministry of Disaster Management and Relief Programs Administration (SMoDMRPA) প্রকল্প

প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

প্রকল্প ব্যয় (প্রাক্কলিত)	মোট	:	২৫৭৪০.০০লক্ষ টাকা (২৫৮০০.০০ প্রস্তাবিত)
	জিওবি	:	১৪০.০০লক্ষ টাকা (২০০.০০ প্রস্তাবিত)
	প্র: সা:	:	২৫৬০০.০০লক্ষ টাকা
	অর্থায়নের উৎস	:	জিওবি ও আইডিএ

প্রকল্পের উদ্দেশ্য: প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে সমাজের দরিদ্রতম পরিবার সমূহের কল্যাণ সাধনের লক্ষ্যে প্রধান প্রধান সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসুচিসমূহ মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়নে সমতা আনয়ন এবং সক্ষমতা ও স্বচ্ছতাবৃদ্ধি।

প্রকল্পের লক্ষ্যসমূহঃ

(ক) অধিকতর দরিদ্র বান্ধব কর্মসূচি প্রণয়ন এবং সম্পদ বিতরণে দরিদ্রতম পরিবার নির্বাচন ব্যবস্থার উন্নয়ন;

(খ) কর্মসুচি সমূহের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা, কর্মসূচির তথ্য ব্যবস্থাপনা এবং পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা জোরদারকরণ;

(গ) কার্যক্রমে স্বচ্ছতা বৃদ্ধিও লক্ষ্যে সুশাসন এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করণ।

৫। প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বিবরণ : প্রকল্পের তিনটি কম্পোনেন্ট রয়েছে, যার প্রথম দু'টি কম্পোনেন্ট দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের মাধ্যমে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়িত হচ্ছে এবং তৃতীয় কম্পোনেন্টটি বাংলাদেশ ব্যুরো অব স্ট্যাটিসটিকস কর্তৃক বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের টিএপিপি এর ১ম সংশোধনীর পর বরাদ্দসহ কম্পোনেন্টগুলো নিম্নরুপঃ-

(১) Support to MoDMR Social Safety Net Programs (USD 622 Million).
(২) Strengthening of the Ministry of Disaster Management and Relief (MoDMR). Program Administration (SMoDMPA) (USD 32 Million).এবং
(৩) National Housedhold Database (NHD) (USD 89 Million).

বিশ্বব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের ৫টি প্রধান সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির কার্যকর ও সুষ্ঠুবাস্তবায়নের জন্য কারিগরী সহায়তা হিসেবে Strengthening of the Ministry of Disaster Management and Relief (MoDMR) Program Administration শীর্ষক প্রকল্পটি পরিচালিত হচ্ছে।

৬।	প্রকল্পের বাস্তবায়ন এলাকা	:	সমগ্র দেশ
৭।	প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল	:	জুলাই ২০১৩ থেকে জুন-২০১৯ পর্যন্ত (জুন-২০২১ পর্যন্ত প্রস্তাবিত)
৮।	প্রকল্পের উপকারভোগী	:	এই প্রকল্পের আওতায় সুবিধাভোগী হবেন দেশের দরিদ্রতম জনগন

জনগোষ্ঠী যারা প্রাকৃতিক ও মনুষ্যসৃষ্ট উভয় প্রকার দুর্যোগে ও বছরের কর্মহীন মৌসুমে দূর্দশার সম্মুখীন হয়। লক্ষ্যভুক্ত দরিদ্র পরিবার নির্বাচন ও সুশাসন নিশ্চিত করার মাধ্যমে দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর বিশাল অংশ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির আওতাভুক্ত হবে বলে আশা করা যায়।

প্রকল্পের কাজের অগ্রগতি

- প্রকল্পের কারিগরি সহায়তার জন্য ৪৯৫ জন উপ-সহকারী প্রকৌশলী নিয়োগ, প্রশিক্ষণ এবং উপজেলায় পদায়ন।
- বিভাগীয় ও জেলাশহরে Grievance Redress System এর উপর কর্মশালা সম্পন্ন।
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের ৫টি সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির অপারেশন ম্যানুয়ালের উপর ১ম পর্যায়ে ৬৪টি জেলায় ৩৪০ জন PIO এবং ৩৯৩ জন SAEI, ২য় পর্যায়ে ৬৪টি জেলায় ৩৩৫ জন PIOএবং ৩৮৫ জন SAE এর ট্রেনিং সম্পন্ন হয়েছে ।
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের ৫টি সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির অপারেশন ম্যানুয়ালের উপর উপজেলা পর্যায়ে ইউপি চেয়ারম্যান ও সচিব, ট্যাগ অফিসার এবং PIC কমিটির সদস্যসহ মোট ৩৯,৭৩০জন কে নিয়ে ৪৬১ টি ওয়ার্কশপ সম্পন্ন।
- ভিয়েতনাম (৩টি), ভারত (২টি), ফিলিপাইন (৪টি) ও মেক্সিকো (২টি) তে মোট ১১টি বৈদেশিক প্রশিক্ষণ সম্পন্ন।
- ৪৮৯টি উপজেলায় ল্যাপটপ, স্ক্যানার, প্রিন্টারসহ কম্পিউটার সামগ্রী বিতরণ।
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা এবং জেলা ত্রাণ ও পুনবার্সন কর্মকর্তাদের মাঝে ১২৫টি ল্যাপটপ বিতরণ ।
- জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা, উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা, উপ-সহকারী প্রকৌশলী (প্রকল্প), জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যালয়ের প্রধান সহকারী/অফিস সহাকারী ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের কর্মচারীসহ মোট ৮২৭ জন কর্মকর্তা কর্মচারীগণকেই Basic IT প্রশিক্ষণ প্রদান।
- BBS এর Data Center এ MIS Hardware Installation সম্পন্ন হয়েছে।
- Synergy কর্তৃক DDM এবং BBS MIS দুইটির Prototype উপস্থাপন।
- EGPP MIS এবং Safeguard এর উপর ২২১ জন PIO এবং ২২৪ জন SAE কে প্রশিক্ষণ প্রদান।
- ২৮টি পিক-আপ ক্রয় পূর্বক ২৬টি জেলায় জরুরী ত্রাণ কার্যক্রম সহয়তার জন্য জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা বরাবর সরবরাহ করা হয়েছে।
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের ৫টি সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করণের লক্ষ্যে দুই দফায় (১৫,৮৯,৫০০)টি পোষ্টার, (৭২,৫০,০০০)টি লিফলেট দেশ ব্যাপি ইউনিয়ন/গ্রাম পর্যায়ে বিতরণ করা হয়েছে।
- জুলাই ২০১৯ পর্যন্ত ১৫ লক্ষ VGF ও EGPP উপকারভোগীদের তথ্য Digitize করা হয়েছে।
- জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা গণকে প্রকল্পের কার্যক্রম অবহিতকরণের লক্ষ্যে ২দিন ব্যাপি প্রশিক্ষণ কর্মশালা সম্পন্ন এবং উপ-সহকারী প্রকৌশলীগণদের প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি ও কর্মপরিকল্পনা সংক্রান্ত ১দিনের কর্মশালা সম্পন্ন।
- বাংলদেশ ডাক বিভাগের সহায়তা EGPP কর্মসূচির ৩৯৭১ জন উপকারভোগীকে পোষ্টাল ক্যাশ কার্ডের মাধ্যমে মজুরী পরিশোধ এবং পরবর্তীতে A2i এর সহযোগিতায় ০৮টি উপজেলায় ৮২২৫জন উপকারভোগীকে বায়োমেট্রিক পদ্ধতিতে মজুরী পরিশোধ করা হয়েছে।
- ১৯টি উপজেলায় ২২,০০০ জন উপকার ভোগীকে G2P এবং electronic payment পদ্ধতিতে মজুরি পরিশোধের জন্য পেমেন্ট পাইলট সম্পন্ন করা হয়েছে।
- HR Performance Management System প্রস্তুত সম্পন্ন হয়েছে। HR PMS Gi Hardware BCC এর Data Center এ স্থাপন করা হয়েছে। চুড়ান্ত করণের কাজ চলমান
- মন্ত্রণালয়ের আদর্শ নেটওয়ার্ক স্থাপনের ও DDM এর LAN স্থাপনের জন্য কারিগরী বিনির্দেশ চুড়ান্ত করণের কাজ শেষ হয়েছে। সম্মতি গ্রহণের জন্য বিশ্বব্যাংকে প্রেরণ করা হয়েছে।
- মোটর সাইকেল ক্রায়ের জন্য e-GP তে টেন্ডার আহবান করা হয়েছে। মূল্যায়ন সম্পন্ন ও প্রশাসনিক অনুমোদনের জন্য মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।
- NDRCC এর জন্য ০৫টি LED TV ক্রয় সম্পন্ন।
- BTV তে ০৫টি সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির উপর টিভি স্পট প্রচার করা হয়েছে। এ ছাড়া ০৪টি প্রাইভেট চ্যানেলে উক্ত TV Spot প্রচারিত হয়েছে। রেডিও তে প্রচার এবং টিভি স্ক্রল প্রচারের কাজ চলমান।

প্রকল্পের সর্বমোট বরাদ্দ অনুযায়ী আর্থিক অগ্রগতি

লক্ষ টাকা

প্রকল্পের মোট বরাদ্দ			ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়/অগ্রগতি (জুন-২০১৯ পর্যন্ত)	
মোট	জিওবি	প্রঃ সাঃ	আর্থিক (%)	বাস্তব %
২৫৭৪০.০০ ২৫৮০০.০০ (প্রস্তাবিত)	১৪০.০০ ২০০.০০ (প্রস্তাবিত)	২৫৬০০.০০	১৪৬৩৩.৭৯ (জিওবি-১১৫.০১, আরপিএ-১৪৫১৮.৭৮) ৫৬.৮৫%	৮১%

জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা, উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা ও উপ-সহকারী প্রকৌশলীদের ০৪ দিন ব্যাপি Basic IT প্রশিক্ষণ

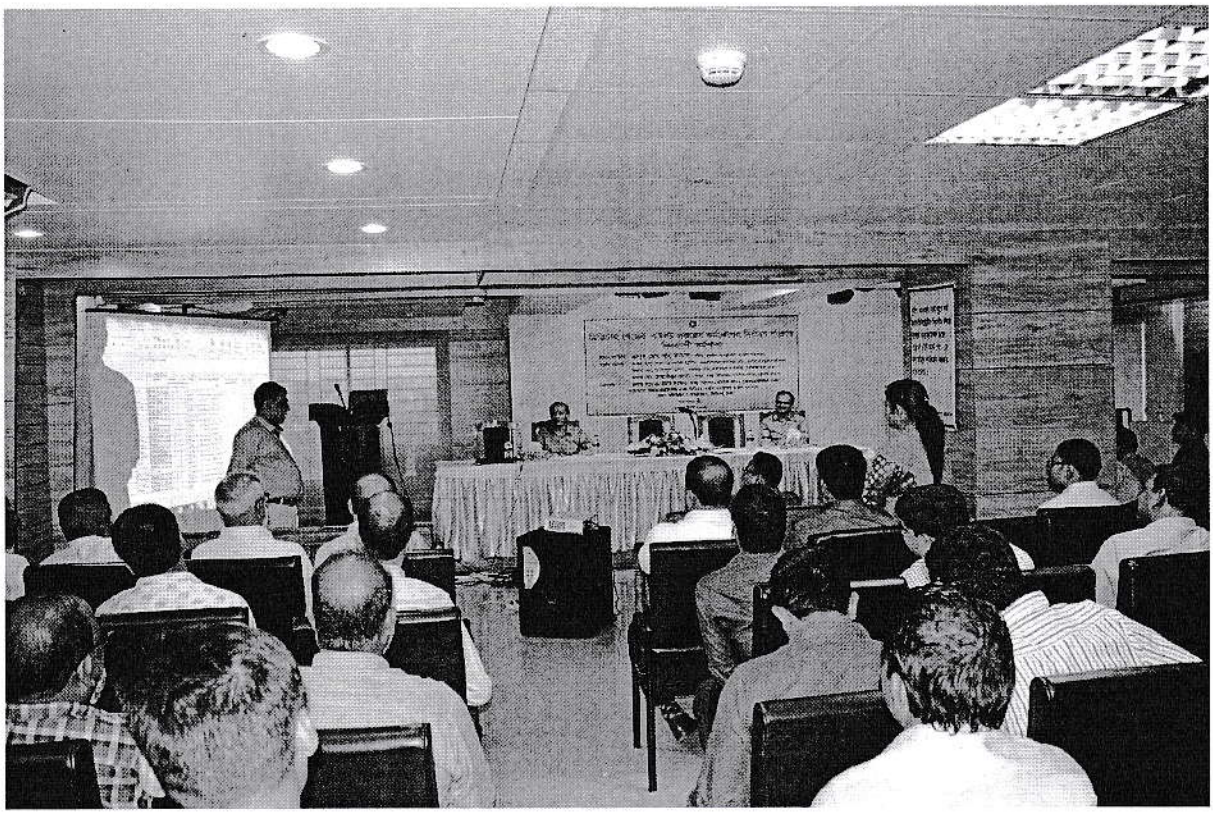

ডিজিটাল পেমেন্ট পাইলট প্রকল্পের কর্মকৌশল সংক্রান্ত কর্মশালা

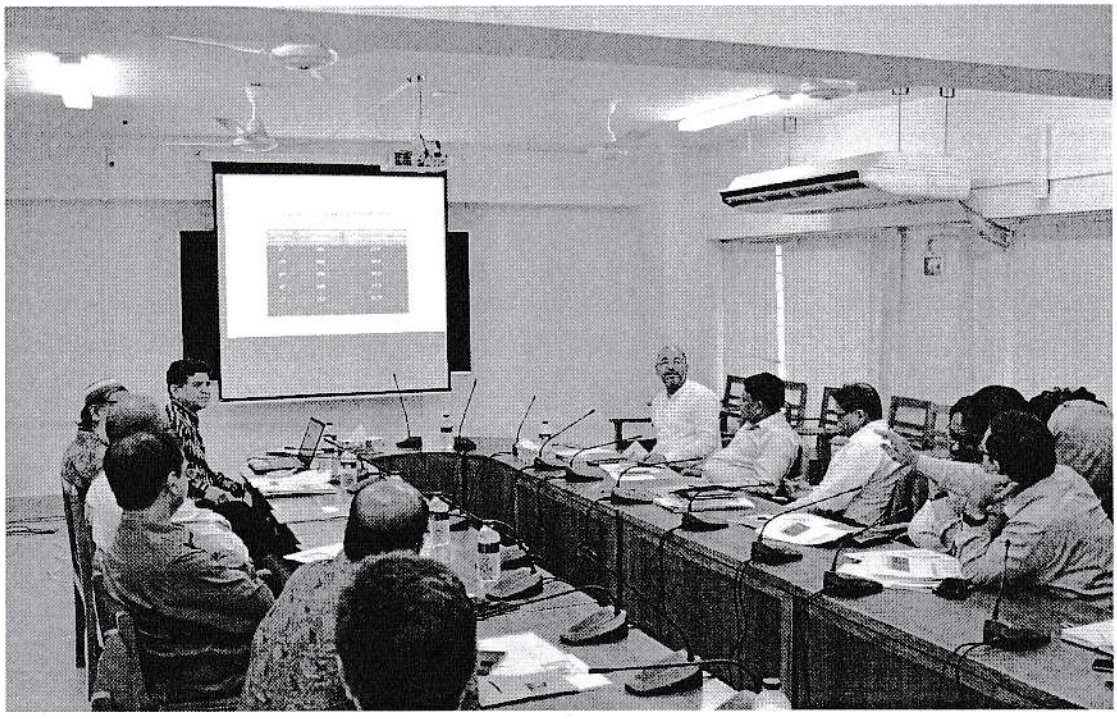

৫টি সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসুচির উপর PPRC কর্তৃক ৫ম ও ৬ষ্ঠ রিপোর্ট উপস্থাপন

অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি (ইজিপিপি)

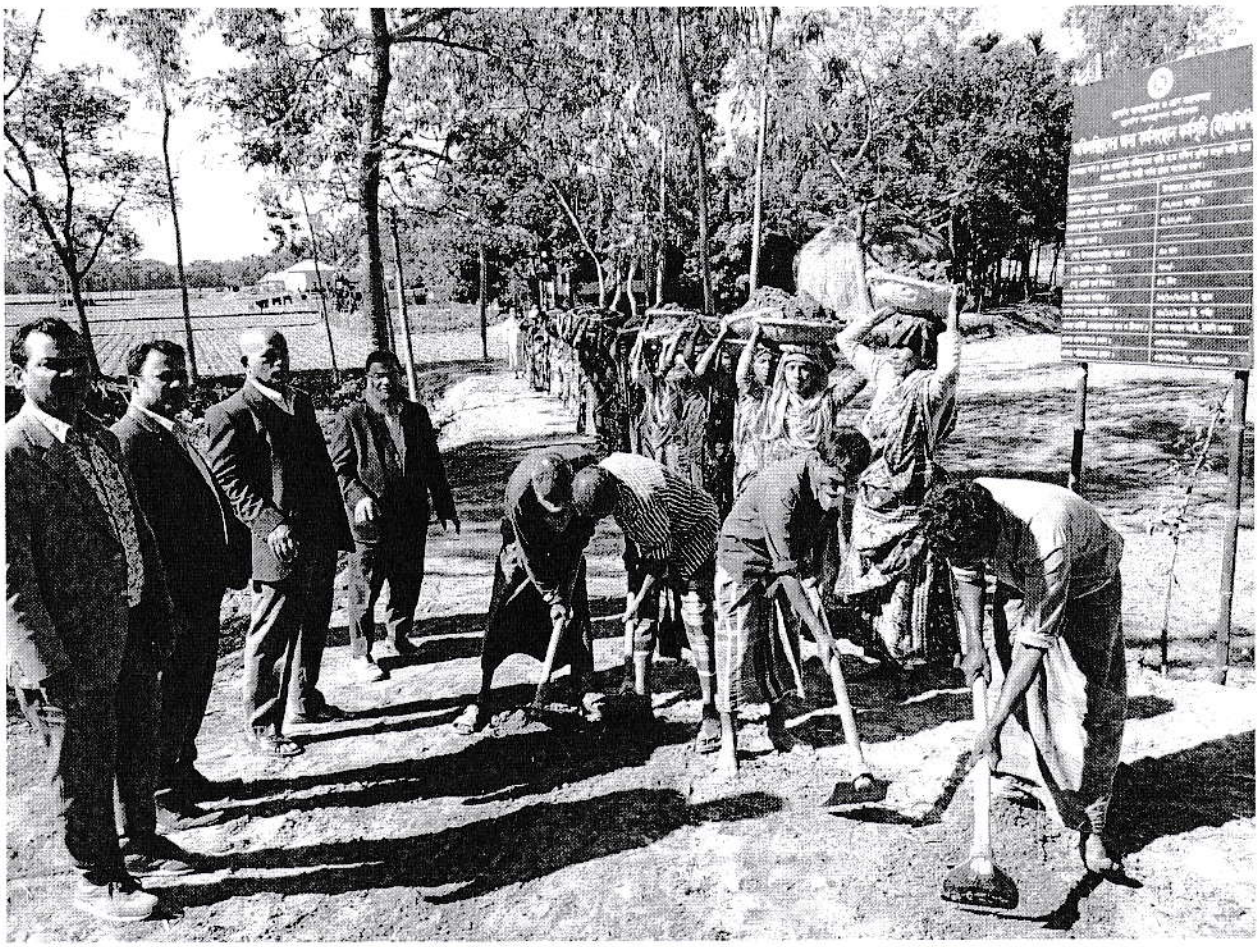

লালমনিরহাট জেলার ইজিপিপি প্রকল্প পরিদর্শন

অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি (ইজিপিপি) কার্যক্রম

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়িত "অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি" সরকারের অন্যতম সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি। এ কর্মসূচির আওতায় বছরের কর্মহীন মৌসুমে কর্মক্ষম বেকার শ্রমিকদের জন্য ২টি পর্বে ৮০ দিনের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। স্বল্পমেয়াদি কর্মসংস্থানের মাধ্যমে কর্মক্ষম দুঃস্থ পরিবার গুলোর দারিদ্র্য নিরসনের মাধ্যমে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে সক্ষমতা বৃদ্ধিই একর্মসূচির উদ্দেশ্য।

কর্মসূচির প্রথম পর্বে অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত ৪০দিন এবং দ্বিতীয় পর্বে মার্চ থেকে এপ্রিল পর্যন্ত ৪০দিন কর্মসংস্থান করা হয়। অদক্ষ শ্রমিক মজুরির প্রচলিত বাজারদরের আলোকে পারিশ্রমিক নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। অধিকতর দারিদ্র পীড়িত উপজেলা সমূহকে এ কর্মসূচিতে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে।

এ কর্মসূচির অধীন জনপ্রতি দৈনিক মাটির কাজের পরিমাণ হবে ৩৫ ঘনফুট। মজুরি পরিশোধের পূর্বে কর্তিত মাটি পরিমাপ করতে হবে। এককভাবে বা যৌথভাবে গড় মাথাপিছু মাটির পরিমাণ ৩৫ ঘণফুটের কম হলে আনুপাতিক হারে হাজিরা কর্তন করতে হবে। হাজিরা কর্তনের সময় কোন ভগ্নাংশ ০.৫ বা তার চেয়ে কম হলে তা হাজিরা হিসাবে গণ্য হবেনা।

বাংলাদেশ ব্যাংকের সার্কুলার অনুযায়ী ইজিপিপি জব কার্ড প্রদর্শন করে উপকারভোগি সংশ্লিষ্ট Child Account ধারী ব্যাংকে একটি সঞ্চয়ী ব্যাংক হিসাব খুলবেন। এ হিসাব খুলতে দুই কপি ছবি, নাম, পিতা-মাতার নাম, মোবাইল নম্বর (যদি থাকে), ঠিকানা, স্বাক্ষর অথবা বৃদ্ধাঙ্গুলির ছাপ এবং ১০ টাকার ব্যালেন্স প্রয়োজন হবে। সংশ্লিষ্ট ব্যাংক জব কার্ডের একটি ফটোকপি রেখে পাসবই এবং চেকবই সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে প্রদান করবে।

ইজিপিপি কর্মসূচিতে কর্মরত সকল নারী-পুরষ (উপকারভোগী) দৈনিক ৭ ঘন্টা কাজের জন্য ২০০ টাকা মজুরি পাবে। তবে দৈনিক মজুরি থেকে ২৫.০০ টাকা হারে তার নিজস্ব সঞ্চয়ী হিসাবে বাধ্যতামূলকভাবে সঞ্চয় করতে হবে। প্রতি বছর ১ জুলাই এর আগে এ অর্থ উত্তোলন করা যাবেনা।

অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচির প্রকল্প হিসেবে নিম্নরূপ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়ঃ

* সেচ কাজের জন্য এবং জলাবদ্ধতা নিরসনের জন্য খাল/নালাখনন/পুনর্খনন;
* বাঁধ নির্মাণ/পুননির্মাণ (পানি উন্নয়ন বার্ডে কর্তৃক সুপারিশকৃত);
* সর্বসাধারণের ব্যবহারযোগ্য সরকারি/প্রাতিষ্ঠানিক পুকুর খনন/পুনখনন;
* বিভিন্ন শিক্ষা, সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের প্রাঙ্গনে মাটি ভরাট, পায়খানা নির্মাণ;
* বাঁশের সাঁকো নির্মাণ;
* ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রের নিকটবর্তী স্থানে ঘূর্ণিঝড় ও জলচ্ছ্বাসের সময় প্রাণিসম্পদের আশ্রয়ের জন্য মাটির কিল্লা নির্মাণ ও পুনর্নির্মাণ;
* আবর্জনাস্তুপ জৈবসার তৈরির জন্য স্তুপ তৈরিকরণ;
* হেলিপ্যাড উন্নয়ন;
* প্রাণি সম্পদের বাজারের আঙ্গিনা/ড্রেনেজ উন্নয়ন;
* বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের জন্য জলাধার নির্মাণ;
* গ্রামীণ রাস্তা মেরামত/ সংস্কার;
* দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক সুপারিশকৃত অন্যান্য প্রকল্প।

২০১৮-১৯ অর্থ বছরে "অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান" কর্মসূচীর আওতায় অগ্রগতি

ক্রঃ নং	জেলার নাম	উপজেলা সংখ্যা	মোট ইউনিয়ন সংখ্যা	বরাদ্দকৃত টাকার পরিমান	ব্যয়িত টাকার পরিমান	বরাদ্দকৃত কার্ড সংখ্যা	নিবন্ধণকৃত উপকারভোগীর সংখ্যা			গৃহীত প্রকল্প সংখ্যা	অগ্রগতির হার (%)
							নারী	পুরুষ	মোট		
বরিশাল বিভাগ											
১	বরগুনা	৬	৪২	৭৭৮৭৭৬২৮	৬৬৮৯৫৯০০	৪৫৩৮	১৬৭১	২৮৬৭	৪৫৩৮	১৯৮	৮৫.৯০
২	বরিশাল	১০	৮৭	৪৬৮০০২৫১৪	৪১১৭৬৫৮৩২	২৭৫১৪	৯০৭৬	১৮৪৩৮	২৭৫১৪	৯২০	৮৭.৯৮
৩	ভোলা	৭	৬৮	২৪২৭৬৬৮৫৮	২৩৪৫০৫৮৬৭	১৪২৫৫	৪৩৪৩	৯৯১২	১৪২৫৫	৩৭৮	৯৬.৬০
৪	ঝালকাঠি	৪	৩২	১০২৬০৫৫৭৮	৯০৭১৯৬৪৪	৫৯৯৭	২১৯৯	৩৭৯৮	৫৯৯৭	২৪৭	৮৮.৪২
৫	পটুয়াখালী	৮	৭৪	১৬১৪৮৭৯৭০	১৫০৯৬৫৬৫০	৯৪৩৩	৩৩৮৫	৬০৪৮	৯৪৩৩	৩৮২	৯৩.৪৮
৬	পিরোজপুর	৭	৫১	১৯৭১৮৮৯৪৬	১৭৩৩৩৪৯৭৬	১১৫৫১	৪৫৯৬	৬৯৫৫	১১৫৫১	৫৭৮	৮৭.৯০
	মোট	৪২	৩৫৪	১২৪৯৯২৯৪৯৪	১১২৮১৮৭৮৬৯	৭৩২৮৮	২৫২৭০	৪৮০১৮	৭৩২৮৮	২৭০৩	৯০.২৬
চট্টগ্রাম বিভাগ											
৭	বান্দরবান	৭	৩৩	৫৯২৫৩৯১২	৫৭০৮৩২১২	৩৪১২	১৬৫০	১৭৬২	৩৪১২	২০২	৯৬.৩৪
৮	বি-বাড়ীয়া	৯	১০০	৩২৬৮১৭৪৯৪	৩২১৯১৫২৩১	১৯১৬১	৭৩১৬	১১৮৪৫	১৯১৬১	৮৯০	৯৮.৫০
৯	চাঁদপুর	৮	৮৯	৪৬০৭৮৮৩৩৬	৪৫৬১৮০৪৫২	২৭১০০	৮৭২৫	১৮৩৭৫	২৭১০০	১০৩৪	৯৯.০০
১০	চট্টগ্রাম	১৪	১৯০	৩৮১৮৪৫৭৬৪	৩৬৬৫৭১৯৩৩	২২৩২১	৭০৮২	১৫২৩৯	২২৩২১	১০১০	৯৬.০০
১১	কুমিল্লা	১৬	১৮৮	৭৫১১২৭৫৩৮	৭৪৩৫৮০৮২০	৪৪০৬৪	১৬৬১৫	২৭৪৪৯	৪৪০৬৪	২০১২	৯৯.০০
১২	কক্সবাজার	৮	৭১	২৭৫৩৭০৩৮০	২৫০৫৮৭০৪৫	১৬১৬৭	৬৩৬৭	৯৮০০	১৬১৬৭	৬৩৪	৯১.০০
১৩	ফেনী	৬	৪৩	১৫৭১১৪৭৬৪	১৫২৪০১৩২১	৯২২২	৩১৩৬	৬০৮৬	৯২২২	৪০১	৯৭.০০
১৪	খাগড়াছড়ি	৯	৩৮	৫৭৯৪৫৯১৬	৫৭৩৬৬৪৫৭	৩৩৪৩	২২৬৪	১০৭৯	৩৩৪৩	২৬৫	৯৯.০০
১৫	লক্ষীপুর	৫	৫৮	২২৯৯৪৪২১৬	২২৯২৩১৩৭২	১৩৫১৪	২৯৮৩	১০৫৩১	১৩৫১৪	৫৫২	৯৯.৬৯
১৬	নোয়াখালী	৯	৯২	২০০০৪৮৫৯৪	১৯৯২৪৮৪০০	১১৭০২	২৬৬৫	৯০৩৭	১১৭০২	৫০৪	৯৯.৬০
১৭	রাংগামাটি	১০	৫০	৫১৪৮৫৫০৮	৫১২২৮০৮০	২৯৩৬	১৬৭১	১২৬৫	২৯৩৬	২২১	৯৯.৫০
	মোট	১০১	৯৫২	২৯৫১৭৪২৪২২	২৮৮৫৩৯৪৩২৩	১৭২৯৪২	৬০৪৭৪	১১২৪৬৮	১৭২৯৪২	৭৭২৫	৯৭.৭৫
ঢাকা বিভাগ											
১৮	ঢাকা	৫	৬২	২৫১৮৮২৭৩৪	২৫১২৯৪৬৩৮	১৪৮২৬	৪৯২২	৯৯০৪	১৪৮২৬	৪১৮	৯৯.৭৭
১৯	ফরিদপুর	৯	৮১	২৪১৭৮৫০৭৪	২৩৯৩৬৭২২৩	১৪১১৯	৭৫৬৭	৬৫৫২	১৪১১৯	৫৪৬	৯৯.০০
২০	গাজীপুর	৫	৩৯	১৪২৯৮৯০০০	১৪০৫৯৭৪০৪	৮৪৪০	২৮৪২	৫৫৯৮	৮৪৪০	৩০২	৯৮.৩৩
২১	গোপালগঞ্জ	৫	৬৮	২০৫১৩২৯৬০	২০১০৩০৩০০	১১৯৮৯	৫৮৪০	৬১৪৯	১১৯৮৯	৫৪৬	৯৮.০০
২২	কিশোরগঞ্জ	১৩	১০৮	২৮৮২৪২০১৪	২৭৫০১৫০৫০	১৮৩৭৪	১০৮৫২	৭৫২২	১৮৩৭৪	৭০৮	৯৫.৪১
২৩	মাদারীপুর	৪	৬০	১৩৯৯৩২৭৪০	১৩৯২৩৩০৭৬	৮১৪৫	২৪৬৮	৫৬৭৭	৮১৪৫	৩৭০	৯৯.৫০
২৪	মানিকগঞ্জ	৭	৬৫	১৪৬৬২৯৩৭৪	১৪৫১৬৩০৮০	৮৫৭২	৫৭২৪	২৮৪৮	৮৫৭২	৪৪০	৯৯.০০
২৫	মুন্সিগঞ্জ	৬	৬৮	১৬২৭১৭৪৯৪	১৫৮৩৬৯২৫৩	৯৫১৫	৩১৮০	৬৩৩৫	৯৫১৫	২৯০	৯৭.৩৩
২৬	নারায়নগঞ্জ	৫	৩৯	২২১৭১৫৬৬৪	২১৬১৭২৭৭২	১৩০৭৩	৪৬৬৫	৮৪০৮	১৩০৭৩	২৮৬	৯৭.৫০
২৭	নরসিংদী	৬	৭১	১৯০১৩৫৯৬৬	১৮৮২৩৪৬০৬	১১৮৪৬	৫৮৮৩	৫৯৬৩	১১৮৪৬	৫৯৩	৯৯.০০
২৮	রাজবাড়ী	৫	৪২	১৬১৭৮৪১৩২	১৬০১৬৬২৯০	৯৪৮১	৪৮৯৬	৪৫৮৫	৯৪৮১	৪৪৪	৯৯.০০

ক্রঃ নং	জেলার নাম	উপজেলা সংখ্যা	মোট ইউনিয়ন সংখ্যা	বরাদ্দকৃত টাকার পরিমান	ব্যয়িত টাকার পরিমান	বরাদ্দকৃত কার্ড সংখ্যা	নিবন্ধণকৃত উপকারভোগীর সংখ্যা			গৃহীত প্রকল্প সংখ্যা	অগ্রগতির হার (%)
							নারী	পুরুষ	মোট		
২৯	শরিয়তপুর	৬	৬৫	২৪৮৫৩২৫৯২	২৪৪৬৩১০১২	১৪৫৬৯	৫২৫৫	৯৩১৪	১৪৫৬৯	৭২৮	৯৮.৪৩
৩০	টাংগাইল	১২	১১০	৩৭৯৯৬৩৯৫৪	৩৭০৫৭৮৮৪৪	২২২৯৫	৮৬২১	১৩৬৭৪	২২২৯৫	৯৭০	৯৭.৫৩
	মোট	৮৮	৮৭৮	২৭৮১৪৪৩৬৯৮	২৭২৯৮৫৩৫৪৮	১৬৫২৪৪	৭২৭১৫	৯২৫২৯	১৬৫২৪৪	৬৬৪১	৯৮.১৫
ময়মনসিংহ বিভাগ											
৩১	জামালপুর	৭	৬৮	৪৩৯১১০৯৮৪	৪৩৪২৮০৭৬৩	২৫৮৬৯	১১৪৪১	১৪৪২৮	২৫৮৬৯	৮৮৬	৯৮.৯০
৩২	ময়মনসিংহ	১৩	১৪৬	১০২৯২৩৭০৩৬	৮৭৫৪৩৬২২১	৬০৬৭৯	২০৭৪০	৩৯৯৩৯	৬০৬৭৯	২৮৬	৮৫.০৬
৩৩	নেত্রকোনা	১০	৮৬	২৯৫৯০০২৬০	২৭৬০২৪২৮৫	১৭০২৬	৬৭৮৩	১০২৪৩	১৭০২৬	৬৩২	৯৩.২৮
৩৪	শেরপুর	৫	৫২	২৫০৮৬৩৭০৮	২৪৬৫২৬০৯২	১৪৭৪৩	৮৫৭৫	৬১৬৮	১৪৭৪৩	৪৭৮	৯৮.২৭
	মোট	৩৫	৩৫২	২০১৫১১৯৮৮	১৮৩২২৬৭৩৬১	১১৮৩১৭	৪৭৫৩৯	৭০৭৭৮	১১৮৩১৭	২২৮২	৯০.৯৩
খুলনা বিভাগ											
৩৫	বাগেরহাট	৯	৭৫	২৫৭৫৫৫৫৩৮	২৪৩৮৫৩৯০১	১৫০৭০	৫৭৩৯	৯৩৩১	১৫০৭০	৮৪৬	৯৪.৬৮
৩৬	চুয়াডাংগা	৪	৩৯	১১১৯৫৫৮৮০	১০৯৭১৬৭৬২	৬৫৫২	১৫৭৮	৪৯৭৪	৬৫৫২	৩৯২	৯৮.০০
৩৭	যশোর	৮	৯৩	৩৮৫২৭১২৭৮	৩৬৫১৯৩৮৯৮	২২৬৫৫	৭৭৭৩	১৪৮৮২	২২৬৫৫	১০৯৮	৯৪.৭৯
৩৮	ঝিনাইদহ	৬	৬৭	১৬৭৪০৬৬৪৬	১৬৬৪০২২০৬	৯৮৫৬	৩০০১	৬৮৫৫	৯৮৫৬	৪৮২	৯৯.৪০
৩৯	খুলনা	৯	৬৮	২৮২৫৩৫৬১০	২৬৫৫৮৩০০০	১৬৫৭০	৭৮৫৭	৮৭১৩	১৬৫৭০	৭৬৭	৯৪.০০
৪০	কুষ্টিয়া	৬	৬৫	৪৪২৫৭৪৬০	৪২৫৮৫২১৪	২৫০৪	৮৪১	১৬৬৩	২৫০৪	২২০	৯৬.২২
৪১	মাগুরা	৪	৩৬	১৬৮৯৯১৯৯৮	১৬৫০৬৯৮১৮	৯৯২৭	৩৫৯২	৬৩৩৫	৯৯২৭	৪১০	৯৭.৬৮
৪২	মেহেরপুর	৩	১৮	৫৯৭২০২৯২	৫৭৪৩১৪৮০	৩৫০৭	১২৩৫	২২৭২	৩৫০৭	১৮০	৯৬.১৭
৪৩	নড়াইল	৩	৩৯	৬৬৬০২৩৬৮	৬৩৯৩৮২৭৩	৩৮৮৩	১৪৮৯	২৩৯৪	৩৮৮৩	২৩৭	৯৬.০০
৪৪	সাতক্ষীরা	৭	৭৮	৩৮৭১৬১৮৪০	৩৫৯৬৭৩৩৪৯	২২৭৬১	৮৭৮৮	১৩৯৭৩	২২৭৬১	১২৮২	৯২.৯০
	মোট	৫৯	৫৭৮	১৯৩১৪৫৮৯১০	১৮৩৯৪৪৭৯০১	১১৩২৮৫	৪১৮৯৩	৭১৩৯২	১১৩২৮৫	৫৯১৪	৯৫.২৪
রাজশাহী বিভাগ											
৪৫	বগুড়া	১২	১০৮	২৭৫৩৩৬৮৯৮	২৭১৮১৮২২০	১৬১৩৬	৬৫৬২	৯৫৭৪	১৬১৩৬	৭৮০	৯৮.৭২
৪৬	জয়পুরহাট	৫	৩২	৯২১২২৬০৪	৮৬৫৯৫২৪৭	৫৪০২	২৫২৩	২৮৭৯	৫৪০২	২৮৪	৯৪.০০
৪৭	নওগাঁ	১১	৯৯	২৪৮০৫৬৯৭৮	২৪২৯৪৯৩৮৬	১৪৫৩৪	৫০১১	৯৫২৩	১৪৫৩৪	৮০৬	৯৭.৯৪
৪৮	নাটোর	৭	৫২	১৯৯৫৯৮১০৬	১৯৬৯৭২৮১০	১১৬৯৪	৫১২৯	৬৫৬৫	১১৬৯৪	৫১০	৯৮.৬৮
৪৯	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	৫	৪৫	১৫৬৫৭১৭৬৪	১৫৫০০৬০৪৬	৯২০৭	৩২১৫	৫৯৯২	৯২০৭	৪২৮	৯৯.০০
৫০	পাবনা	৯	৭৪	২৭৩৩৬৭৯১০	২৫৬৫০১১১০	১৬০২৭	৫২৮৯	১০৭৩৮	১৬০২৭	৬১৪	৯৩.৮৩
৫১	রাজশাহী	৯	৭২	২৩৫৭৭৮০৯৪	২২৮৭০৪৭৫১	১৩৮০৩	৫১৬৯	৮৬৩৪	১৩৮০৩	৭৫০	৯৭.০০
৫২	সিরাজগঞ্জ	৯	৮৩	৪২৯৮৬২০০৬	৪২৫৫৬৩৩৮৫	২৫৩০০	৯৩৯৪	১৫৯০৬	২৫৩০০	৮০৭	৯৯.০০
	মোট	৬৭	৫৬৫	১৯১০৬৯৪৩৬০	১৮৬৪১১০৯৫৫	১১২১০৩	৪২২৯২	৬৯৮১১	১১২১০৩	৪৯৭৯	৯৭.৫৬
রংপুর বিভাগ											
৫৩	দিনাজপুর	১৩	১০৩	৪১১৯৩২৪৫৪	৪০৩৬৯৩৮০৫	২৪১৫৯	৯৯৪৩	১৪২১৬	২৪১৫৯	১৪০০	৯৮.০০
৫৪	গাইবান্ধা	৭	৮২	৪৮৯৮৪৩৩৬৮	৪৮৫৩১৭৫১২	২৮৮৪৫	১৩৭৫১	১৫০৯৪	২৮৮৪৫	১৪২০	৯৯.০৮
৫৫	কুড়িগ্রাম	৯	৭৩	৫৪০৯৬৩২০২	৫৩০১৪৩৯৩৭	৩১৮৯৫	১৩২২২	১৮৬৭৩	৩১৮৯৫	১৩০০	৯৮.০০
৫৬	লালমনিরহাট	৫	৪৫	১৫৭৮৯৮৭১৮	১৫৬৫১৯৭৫০	৯২৪৩	৫২৪০	৪০০৩	৯২৪৩	৬০৬	৯৯.১৩
৫৭	নীলফামারী	৬	৬০	২২৪৫৬০৬০৬	২২১৪৪৫৭২০	১৩৩০০	৬৩৭৯	৬৯২১	১৩৩০০	৯২২	৯৮.৬১
৫৮	পঞ্চগড়	৫	৪৩	১০৮০৫৩৩৯২	১০৭১৮৮৯৬৫	৬৩২১	৩৪০৬	২৯১৫	৬৩২১	৪৪৬	৯৯.২০

ক্রঃ	জেলার নাম	উপজেলা সংখ্যা	মোট ইউনিয়ন সংখ্যা	বরাদ্দকৃত টাকার পরিমান	ব্যয়িত টাকার পরিমান	বরাদ্দকৃত কার্ড সংখ্যা	নিবন্ধণকৃত উপকারভোগীর সংখ্যা			গৃহীত প্রকল্প সংখ্যা	অগ্রগতির হার (%)
							নারী	পুরুষ	মোট		
৫৯	রংপুর	৮	৭৬	৪৭৪৭৪৯০০৬	৪৭০০০৫১৫১	২৭৯৬১	১০৬৭৪	১৭২৮৭	২৭৯৬১	১২৬৮	৯৯.০০
৬০	ঠাকুরগাঁও	৫	৫৩	১৫১৫৬৭৮১৮	১৫০০৫২১৩৯	৮৮৯২	৩৬১৭	৫২৭৫	৮৮৯২	৫৭৮	৯৯.০০
	মোট	৫৮	৫৩৫	২৫৫৯৫৬৮৫৬৪	২৫২৪৩৬৬৯৭৯	১৫০৬১৬	৬৬২৩২	৮৪৩৮৪	১৫০৬১৬	৭৯৪০	৯৮.৬২
সিলেট বিভাগ											
৬১	হবিগঞ্জ	৮	৭৮	২২৮১৬০৬০২	২২৩৬৯৭৩৯০	১৩৩৯২	৪৫০৮	৮৮৮৪	১৩৩৯২	৫৫২	৯৮.০৪
৬২	মৌঃ বাজার	৭	৬৭	২০৮৪২৭৪৫৮	২০৬৩৪৩১৮০	১২২২৯	৩৯৮৯	৮২৪০	১২২২৯	৬০২	৯৯.০০
৬৩	সুনামগঞ্জ	১১	৮৮	২৫১২২২৩৭২	২৪৮৭১০১৪৮	১৪৭১৯	৫১৮১	৯৫৩৮	১৪৭১৯	৭৩৮	৯৯.০০
৬৪	সিলেট	১৩	১০৫	৩৫৬৪৭৭৭৪৪	৩৪৮৪৫৮৬২৪	২০৯১৬	৫৯৩৮	১৪৯৭৮	২০৯১৬	১০১৮	৯৭.৭৫
	মোট	৩৯	৩৩৮	১০৪৪২৮৮১৭৬	১০২৭২০৯৩৪২	৬১২৫৬	১৯৬১৬	৪১৬৪০	৬১২৫৬	২৯১০	৯৮.৩৬
সর্বমোট		৪৮৯	৪৫৫২	১৬৪৪৪২৩৭৬১২	১৫৮৩০৮৩৮২৭৮	৯৬৭০৫১	৩৭৬০৩১	৫৯১০২০	৯৬৭০৫১	৪১০৯৪	৯৬.২৭

মুজিব কিল্লা নির্মাণ, সংস্কার ও উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প

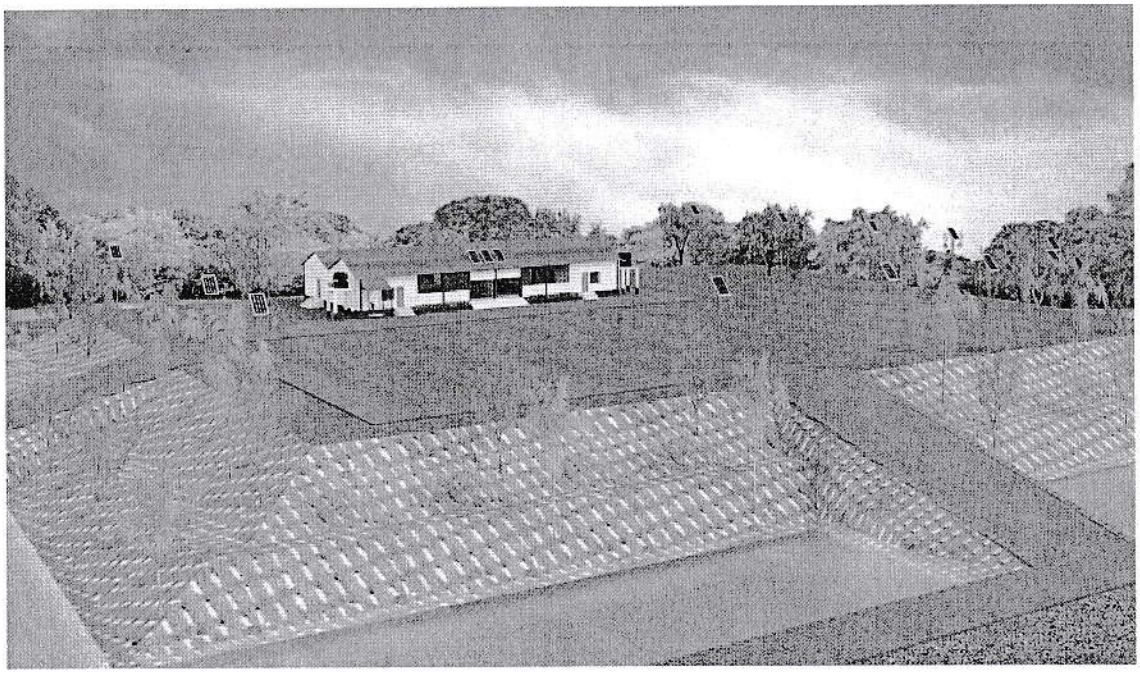

মুজিব কিল্লা নির্মাণ, সংস্কার ও উন্নয়ন

উদ্যোগী মন্ত্রনালয়/বিভাগ : দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

বাস্তবায়নকারী সংস্থা (সংস্থাসমূহ) : দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

□ দুর্যোগ কবলিত জনসাধারন ও তাদের পরিবারের জীবন রক্ষা এবং মুল্যবান দ্রব্য-সামগ্রী নিরাপদে সংরক্ষণ;
□ দুর্যোগে আক্রান্ত গৃহপালিত প্রাণীদের নিরাপদ আশ্রয় নিশ্চিত করণ;
□ স্বাভাবিক সময়ে বহুমূখী ব্যবহারের লক্ষ্যে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা, খেলার মাঠ ও হাট-বাজার হিসেবে ব্যবহারকরণ;
□ গ্রাম ও ইউনিয়ন কমিউনিটির বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানাদি, বিভিন্ন সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের কমিউনিটি উন্নয়নের লক্ষ্যে বৈঠক/সভা আয়োজন;
□ বিভিন্ন সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের আওতায় অনুষ্ঠিতব্য প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের স্থান হিসেবে ব্যবহারকরণ।
□ দুর্যোগ পূর্ববর্তী/দুর্যোগকালীন/দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে অস্থায়ী সেবাকেন্দ্র হিসেবে ব্যবহারকরণ

প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল: জুলাই, ২০১৯ -ডিসেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত

প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়: ১৯৫৭৪৯.০০ লক্ষ টাকা

প্রকল্পের পটভূমি:

২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হবার লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। সে লক্ষ্যে দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে এনে মানুষ ও সমাজকে দুর্যোগ সহনীয় করতে হবে। ১৯৭০ সালের ঘূর্ণিঝড়ে প্রায় ৩ লক্ষ মানুষ ও কয়েক লক্ষ প্রাণীসম্পদ মারা যায়। পরবর্তীতে স্বাধীনতা উত্তরকালে তথা ১৯৭২ সালের পর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর নির্দেশনায় বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে ঘূর্ণিঝড়/বন্যা হতে জানমাল রক্ষার্থে বহু মাটির কিল্লা নির্মাণ করা হয়। যা সর্বসাধারণের কাছে এটি "মুজিব কিল্লা" নামে পরিচিতি পায়। বর্তমান সরকার "মুজিব কিল্লা" সমূহ সংস্কার ও উন্নয়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রমঃ

ক) "A" ক্যাটাগরিতে ১৮৬টি মুজিব কিল্লার মধ্যে বিদ্যমান ৫৫টি (ঘূর্ণিঝড়প্রবণ এলাকায় ৫৪টি+বন্যাপ্রবণ এলাকায় ১টি) পুনঃনির্মাণ/সংস্কার করা হবে এবং নতুন ১৩১টি (ঘূর্ণিঝড়প্রবণ এলাকায় ৬২টি+বন্যাপ্রবণ এলাকায় ৬৯টি) নির্মাণ করা হবে;

খ) "B" ক্যাটাগরিতে ১৭১টি মুজিব কিল্লার মধ্যে বিদ্যমান ৬৩টি (ঘূর্ণিঝড়প্রবণ এলাকায় ৬৩টি+বন্যাপ্রবণ এলাকায় ০টি) পুনঃনির্মাণ/সংস্কার করা হবে এবং নতুন ১০৮টি (ঘূর্ণিঝড়প্রবণ এলাকায় ৩১টি+বন্যাপ্রবণ এলাকায় ৭৭টি) নির্মাণ করা হবে; এবং

গ) "C" ক্যাটাগরিতে ১৯৩টি মুজিব কিল্লার মধ্যে বিদ্যমান ৫৪টি (ঘূর্ণিঝড়প্রবণ এলাকায় ৫৩টি+বন্যাপ্রবণ এলাকায় ১টি) পুনঃনির্মাণ/সংস্কার করা হবে এবং নতুন ১৩৯টি (ঘূর্ণিঝড়প্রবণ এলাকায় ৫৪টি+বন্যাপ্রবণ এলাকায় ৮৫টি) নির্মাণ করা হবে।

- ☐ এইচবিবি রাস্তা=২৭৫ কি.মি.
- ☐ সোলার প্যানেল=১৮৭৬ কিলোওয়াট
- ☐ নলকুপ স্থাপন=৭৪৪ টি

প্রকল্প এলাকা:

বিভাগ	জেলা
রংপুর	গাইবান্ধা, নীলফামারি, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট
রাজশাহী	বগুড়া, সিরাজগঞ্জ, নাটোর, রাজশাহী
ঢাকা	টাংগাইল, শরীয়তপুর, ফরিদপুর, মাদারীপুর, মানিকগঞ্জ, গোপালগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ
ময়মনসিংহ	নেত্রকোনা, জামালপুর, শেরপুর
চট্টগ্রাম	ফেনী, কক্সবাজার, চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, লক্ষীপুর, কুমিল্লা, চাঁদপুর
বরিশাল	পটুয়াখালী, বরগুনা, ভোলা, পিরোজপুর, বরিশাল, ঝালকাঠি
খুলনা	বাগেরহাট, সাতক্ষীরা, খুলনা, যশোর, নড়াইল
সিলেট	সুনামগঞ্জ

বিদ্যমান মুজিব কিল্লার বর্তমান চিত্র

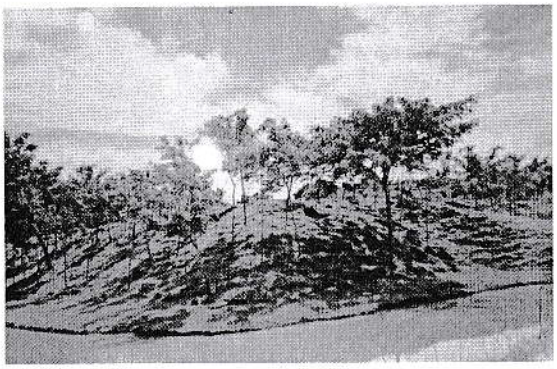

গলাচিপা, পটুয়াখালী

কলাপাড়া, পটুয়াখালী

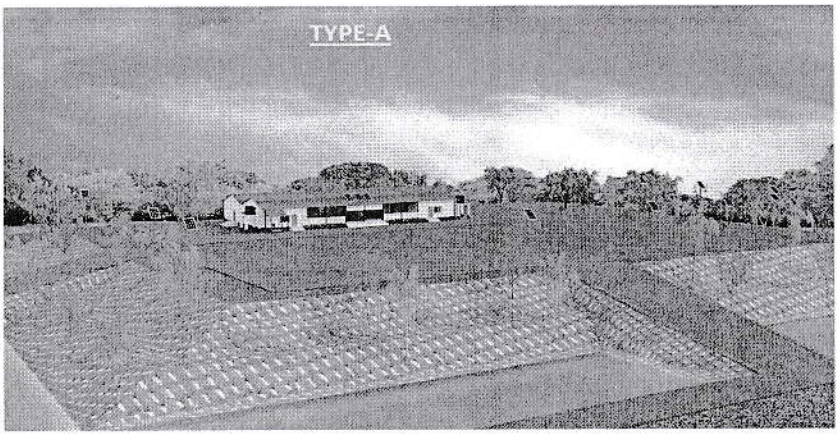

টাইপ এ: শেড-এর আয়তন ১২০X৫০=৬০০০ ব:ফুট। মোট জায়গার পরিমাণ আনুঃ ২৪০X১৮০ বঃফুট বা ৯৯ শতাংশ।

Cattle Shed, Earth Work, HBB Road, Solar Panel, Rain Water Reserver, CC Block (Slide Slope Protection), Turfing, Plantation, Deep Tubewell.

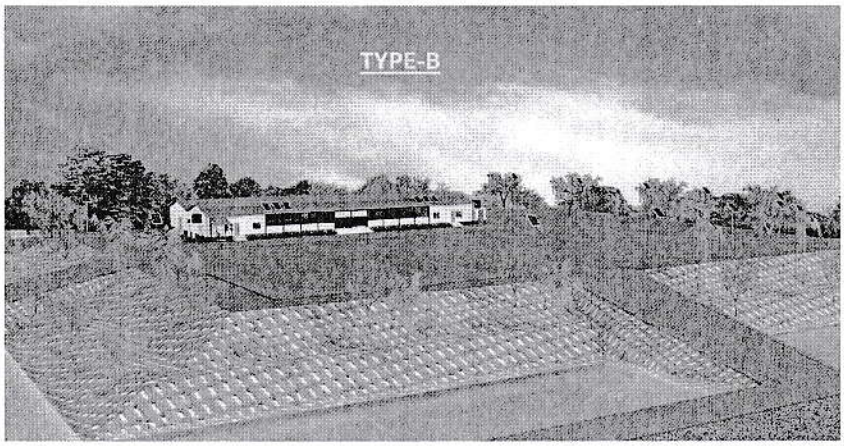

টাইপ বি: শেড-এর আয়তন ১৬০X৫০=৮০০০ ব:ফুট। মোট জায়গার পরিমাণ আনুঃ ২৮০X১৮০ বর্গফুট বা ১১৬শতাংশ

Long Cattle Shed, Earth Work, HBB Road, Solar Panel, Rain Water Reserver, CC Block (Slide Slope Protection), Turfing, Plantation, Deep Tubewell.

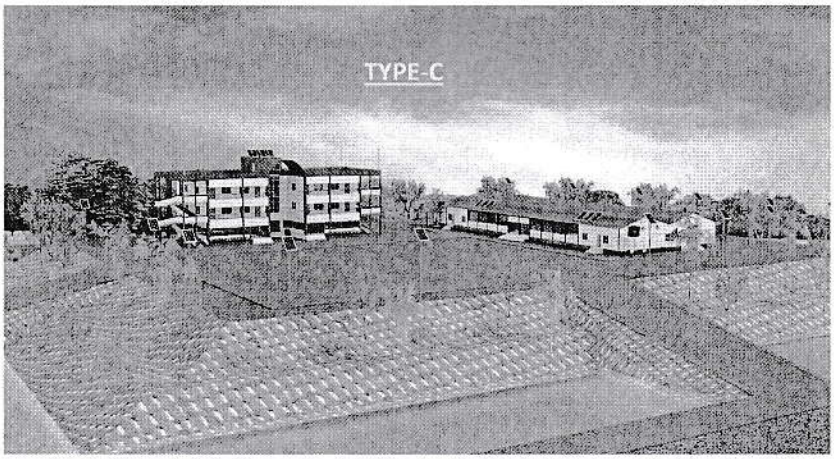

টাইপ সি: শেল্টার ভবনের আয়তন ৩X৩১০০=৯৩০০ বর্গফুট, শেড-এর আয়তন ১৬০X৫০=৮০০০ ব:ফুট। মোট জায়গার পরিমাণ আনুমানিক ২৯০X২৮০ বর্গফুট বা ১৮৫ শতাংশ

Building, Long Cattle Shed, Earth Work, HBB Road, Solar Panel, Rain Water Reserver, CC Block (Slide Slope Protection), Turfing, Plantation, Deep Tubewell.

জেলাত্রাণ গুদাম কাম দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তথ্য কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্পঃ

জেলাত্রাণ গুদাম কাম দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তথ্য কেন্দ্র

ত্রাণ গুদাম কাম দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তথ্য কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্পঃ

বাস্তবায়নকারী সংস্থা : দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর

মন্ত্রণালয় : দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।

প্রকল্প ব্যয় : মোটঃ ১২৭৪১.০০লক্ষ টাকা

জিওবিঃ ১২৭৪১.০০লক্ষ টাকা

প্রকল্প মেয়াদ : জানুয়ারি, ২০১৮হতে ডিসেম্বর, ২০২০পর্যন্ত।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- দুর্যোগে তাৎক্ষনিক সাড়াদানের অংশ হিসেবে ত্রাণ সামগ্রী সরবরাহের নিমিত্ত পর্যাপ্ত ত্রাণ মজুদকরণ ও অবকাঠামো তৈরী;
- দুর্যোগ পরবর্তী কার্যক্রম তদারকি করার নিমিত্ত জেলা পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সমন্বয় সেলএর কার্যালয় স্থাপন ও প্রয়োজনীয় - তথ্যাদি সংরক্ষণ;
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সার্বিক উন্নয়ন কর্মকান্ড মনিটরিং এ নিমিত্ত রেষ্ট হাউস নির্মাণ;
- স্থানীয় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সাময়িক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

প্রকল্পটির প্রধান প্রধান কার্যক্রম

- ৮ টি বিভাগে ৬৪ টি জেলায় ৬৬ টি জেলা ত্রাণ গুদাম কাম দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তথ্য কেন্দ্র নির্মাণ। (রেস্ট হাউসসহ) (প্রতিটি ৫৭৭০.০০ বঃফুট হিসেবে মোট ৩৮০৮২০.০০ বঃ ফুট)
- প্রতিটি জেলা ত্রাণ গুদাম কাম দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তথ্য কেন্দ্র ১৫০০ ওয়াট করে ৬৬ টিতে মোট ৯৯ কিলোওয়াট সোলার সিস্টেম স্থাপন।
- ত্রাণ সামগ্রী সহজ পরিবহনের লক্ষ্যে প্রতিটি জেলা ত্রাণ গুদাম কাম দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তথ্য কেন্দ্রে বাউন্ডারী ওয়াল ও আরসিসি এপ্রোচ রাস্তা নির্মাণ।

২০১৮-১৯ অর্থ বছরের অগ্রগতি:

প্রকল্পের মোট বরাদ্দ:-১২৭৪১.০০ (লক্ষ) টাকা

ক্রঃনং	জেলার নাম ও সংখ্যা	উপজেলার সংখ্যা	বরাদ্দের পরিমাণ	প্রকল্পসংখ্যা			ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ	অব্যয়িত অর্থের পরিমাণ	কাজের অগ্রগতি (%)	মন্তব্য
				মোট প্রকল্প সংখ্যা	গৃহিত প্রকল্প সংখ্যা	বাস্তবায়িত প্রকল্প সংখ্যা				
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১.	৬৪	০	৬০০.০০	৬৬	৬১	০	৪৪৩.৯২২	১৫৬.০৭৮	৭৩.৯৮৭	৫টি প্রকল্পের জমি সংক্রান্ত সমস্যা রয়েছে। অন্যান্য কাজ চলমান

প্রকল্পের বিস্তারিত বিবরণ:

১।	জেলা ত্রাণ গুদাম কত তলা হবে	তিন তলা বিশিষ্ট হবে।
২।	জেলা ত্রাণ গুদাম মোট স্পেস কত হবে	৫৪১.৮০ বর্গমিটার (৫৮৩২.০০ বর্গফুট)।
৩।	জেলা ত্রাণ গুদাম এর প্রতি ফ্লোরে স্পেস কত হবে	গ্রাউন্ডফ্লোরে-২৩৮.৩৯ বর্গমিটার (২৫৬৬.০০ বর্গফুট) (গোডাউন এবং গার্ড রুম ও গ্যারেজ)
		২য় তলা=১৮৭.৪৮ বর্গমিটার (২০১৮.০০ বর্গফুট)=(৪ টি রুম)
		৩য় তলা= ১১৫.৯৪ বর্গমিটার (১২৪৮.০০ বর্গফুট)=(৩ টি রুম)
৪।	জেলা ত্রাণ গুদাম গ্রাউন্ডফ্লোরে (নীচ তলা) কি কি থাকবে	গ্রাউন্ডফ্লোরে (নীচ তলা) গোডাউন, খাদ্যশস্য, ঢেউটিন,কম্বল ও অন্যান্য সামগ্রী থাকবে।
৫।	জেলা ত্রাণ গুদাম ২য় তলায় কি কি থাকবে	শুকনা খাবার, তথ্যকেন্দ্র, কন্ট্রোলরুম, ও অফিস কক্ষ থাকবে।
৬।	জেলা ত্রাণ গুদাম ৩য় তলায় কি কি থাকবে	পরিদর্শন কক্ষ / রেস্ট হাউস।
৭।	জেলা ত্রাণ গুদাম প্রতিটিতে কত খরচ পরবে	১৯৪.০০ লক্ষ টাকা (পাইল ফাউন্ডেশন)। ১৭১.০০ লক্ষ টাকা (ফুটিং ফাউন্ডেশন)।
৮।	জেলা ত্রাণ গুদাম নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হতে কত দিন সময় লাগবে	নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করতে ৩ বৎসর সময় লাগবে।
৯।	জেলা ত্রাণ গুদাম কয়টি জেলায় নির্মাণ করা হবে	৬৪ টি জেলায় ৬৬ টি জেলা ত্রাণ গুদাম নির্মাণ করা হবে (ঢাকা ও পটুয়াখালী জেলায় অতিরিক্ত ১ টি করে)।

ন্যাশনাল রেজিলিয়েন্স প্রোগ্রাম (এনআরপি): ডিডিএম অংশ

প্রকল্পের বিবরণ

১।	প্রকল্পের নাম	:	ন্যাশনাল রেজিলিয়েন্স প্রোগ্রাম (এনআরপি): ডিডিএম অংশ
২।	(ক) উদ্যোগী মন্ত্রণালয়	:	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
	ক(১) অংশীদার মন্ত্রণালয়/বিভাগ	:	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
	(খ) বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
	খ(১) অংশীদার বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	ক) ডিডাব্লিউএ খ) এলজিইডি গ) প্রোগ্রামিং ডিভিশন, পরিকল্পনা বিভাগ
	(গ) প্রকল্পের অর্থায়ন	:	ডিএফআইডি এবং সিডা

৩। প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাল : ১লা জানুয়ারি ২০১৮ হতে ৩১ মার্চ ২০২১

৪। প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় :

(লক্ষ টাকায়)

ক) জিওবি	২৭৪.৩৮
খ) প্রকল্প সাহায্য	২৭৪৩.৭৫
গ) মোট	৩০১৮.১৩

৫।	প্রকল্প এলাকা	:	রংপুর, টাঙ্গাইল, সুনামগঞ্জ, রাঙামাটি, কুড়িগ্রাম ও জামালপুর
৬।	চলতি বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্তি ও বরাদ্দ	:	চলতি বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে প্রকল্পটি অন্তর্ভূক্ত রয়েছে এবং প্রকল্পের অনুকূলে ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ৬২৬.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- সেন্ডাই ফ্রেমওয়ার্ক বাস্তবায়ন ও সেন্ডাই ফ্রেমওয়ার্ক বাস্তবায়ন মনিটরিং দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য এ্যাডভোকেসী করা
- প্রতিবন্ধিতা অন্তর্ভূক্তিমূলক ও জেন্ডার সেনসেটিভ উপায়ে পুন:পুন ঘটে এমন এবং বড় মাত্রার দুর্যোগ/বিপর্যয় মোকাবিলায় জাতীয় সক্ষমতা বৃদ্ধি (প্রধান প্রধান কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ)
- প্রতিবন্ধিতা অন্তর্ভূক্তিমূলক ও জেন্ডার সেনসেটিভ উপায়ে পুন:পুন ঘটে ও বড় মাত্রার দুর্যোগ/বিপর্যয় মোকাবেলায় স্থানীয় পর্যায়ে জনগোষ্ঠীর প্রস্তুতি, সাঁড়া প্রদান ও পুনরুদ্ধারের দক্ষতা বৃদ্ধি
- আম্ব্রেলা প্রজেক্ট হিসেবে অন্য সকল সাব-প্রজেক্টের সাথে সমন্বয় ও যোগাযোগের মাধ্যমে যৌথ রির্পোটিং

প্রকল্পটির মূল কার্যক্রম নিম্নরূপ

- সেন্দাই ফ্রেমওয়ার্ক মনিটরিং ও রিপোর্টিং সিস্টেম প্রতিষ্ঠা এবং দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম সেন্দাই ফ্রেমওয়ার্ক মনিটরিং ও রিপোর্টিং সিস্টেম প্রতিষ্ঠা এবং দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম
- **হালনাগাদকৃত দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলি** (SOD) **চূড়ান্তকরণ, মুদ্রণ এবং অবহিতকরণ ও প্রচার**
- **'সামাজিক নিরাপত্তামূলক কার্যক্রমে ডিআরআর অর্ন্তভুক্তকরণ বিষয়ক পাইলটিং**
- **ফ্লাড প্রিপেয়ার্ডনেস প্রোগ্রাম** (FPP) **পাইলটিং**
- **প্রতিবন্ধিতা অর্ন্তভুক্তিমূলক দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রমের পাইলটিং**
- দুর্যোগে (ভুমিকম্প) সাড়া প্রদানে নগর জনগোষ্ঠীর প্রস্তুতি বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ড
- **'সন্ধান ও উদ্ধার' কার্যক্রমে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও সেন্টার অব এক্সিলেন্সে প্রতিষ্ঠা**

প্রকল্পের অগ্রগতি **(জুন ২০১৯ পর্যন্ত)**

প্রকল্পের নাম	২০১৮-১৯ অর্থবছরের বরাদ্দ	২০১৮-১৯ অর্থবছরে ব্যয়	অব্যয়িত	শতকরা
ন্যাশনাল রেজিলিয়েন্স প্রোগ্রাম (এনআরপি): ডিডিএম অংশ	৬২৬	২৫৭.২৭	৩৬৮.৭৩	৪১%

প্রকিউরমেন্ট অব স্যালাইন ও ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট (২ টন ট্রাক মাউন্টেড)

প্রকল্পের বিবরণ

১।	প্রকল্পের নাম	:	প্রকিউরমেন্ট অব স্যালাইন ও ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট (২ টন ট্রাক মাউন্টেড)
২।	(ক) উদ্যোগী মন্ত্রণালয়	:	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
	(খ) বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	জনস্বাস্থ্য ও প্রকৌশল অধিদপ্তর
	(গ) প্রকল্পের অর্থায়ন	:	জাপান সরকার

৩। প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাল : এপ্রিল ২০১৩ হতে জুন ২০২০

৪। প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় :

(লক্ষ টাকায়)

ক) জিওবি	৩৬৬৩.০০
খ) প্রকল্প সাহায্য	১১৪৩২.৮৭
গ) মোট	১৫০৯৫.৮৭

৫।	প্রকল্প এলাকা	:	খুলনা, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট, পিরোজপুর, বরগুনা, ঝালকাঠি এবং গোপালগঞ্জ জেলার অন্তর্গত ২২টি উপজেলা
৬।	চলতি বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্তি ও বরাদ্দ	:	চলতি বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে প্রকল্পটি অন্তর্ভূক্ত রয়েছে এবং প্রকল্পের অনুকূলে ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ৫২৭৩.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- লবণাক্ত পানি পরিশোধনের মাধ্যমে দুর্যোগকালীন এবং দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে উপকূলীয় এলাকার দুর্যোগ আক্রান্ত মানুষকে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ করা।
- লবণাক্ত পানি পরিশোধরনের নতুন প্রযুক্তিব্যবহারের মাধ্যমে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

প্রকল্পটির মূল কার্যক্রম নিম্নরূপ

- ৩০টি মোবাইল স্যালাইন ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট
- ২টি RO Membrane পরিস্কার করণ ইউনিট
- ২১টি ফিক্সড্ টাইপ স্যালাইন ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট
- ১২০টি পানির ট্যাংক/Bladders
- ২টি শোধন ইউনিটসমূহ রাখার শেড নির্মাণ
- ২টি খুচরা যন্ত্রাংশ ও এক্সেসরিজ রাখার জন্য স্টোর সুবিধা সৃষ্টি
- ২১টি ইলেক্ট্রিক ইকুইপমেন্ট, ট্রান্সফরমার ইত্যাদ

প্রকল্পের অগ্রগতি

- প্রকল্পের জুন ২০১৯ পর্যন্ত মোট প্রকল্প ব্যয় ৭৯২৭.৭০ লক্ষ টাকা।
- বাস্তব অগ্রগতি ৭২%

(চিত্রঃ-৩) ৩০টি ২ টন ট্রাক মাউন্টেড মোবাইল স্যালাইন ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট দুর্যোগকালীণ সময়ে সুপেয় বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের জন্য জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ভান্ডার বিভাগ, খুলনায় সার্বক্ষণিকভাবে প্রস্তুত আছে।

(চিত্রঃ-৪) ২ টন ট্রাক মাউন্টেড মোবাইল স্যালাইন ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট দুর্যোগকালীণ সময়ে সুপেয় বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের জন্য প্রস্তুত করা হচ্ছে।

(চিত্রঃ-৫) ২ টন ট্রাক মাউন্টেড মোবাইল স্যালাইন ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট এর পানি পরিশোধন ব্যবস্থাপনার চিত্র

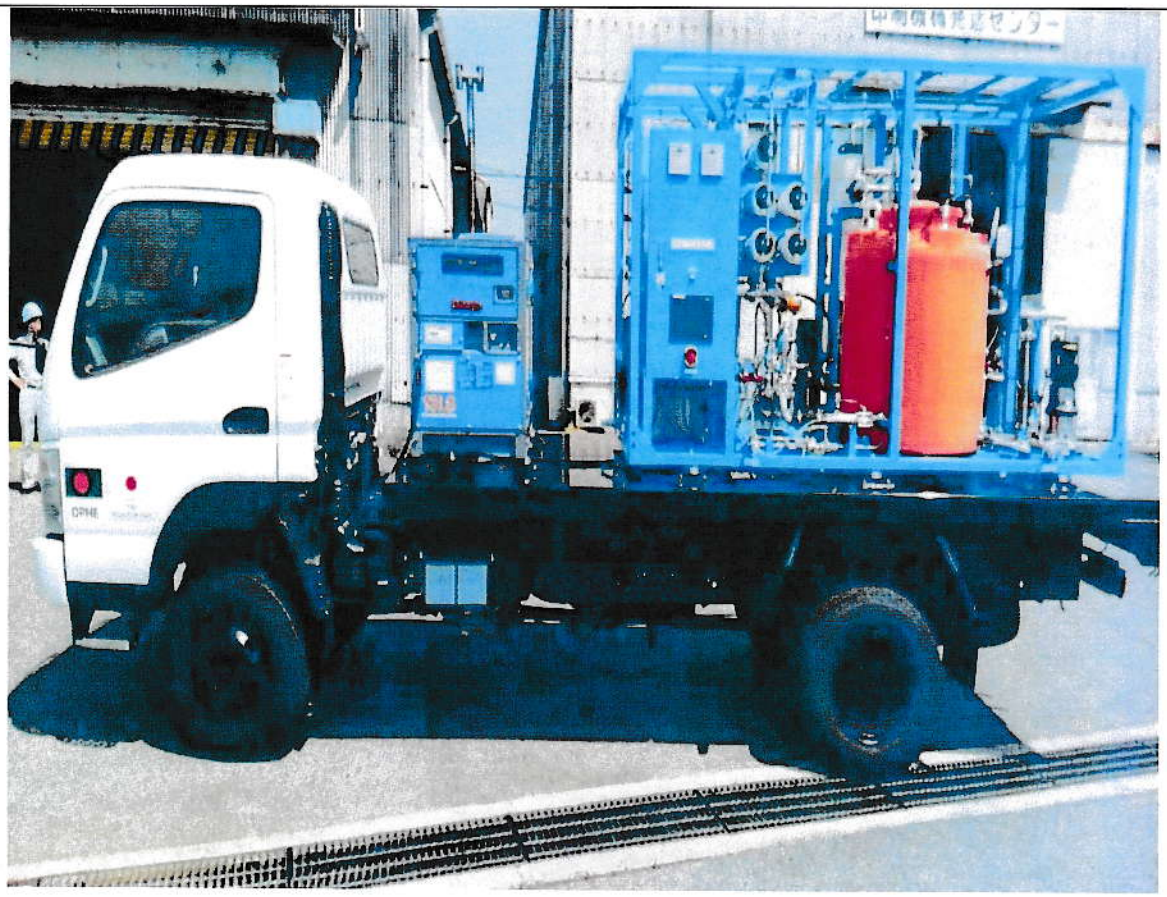

সংগ্রহ ও পরিশোধন ব্যবস্থাপনার চিত্র

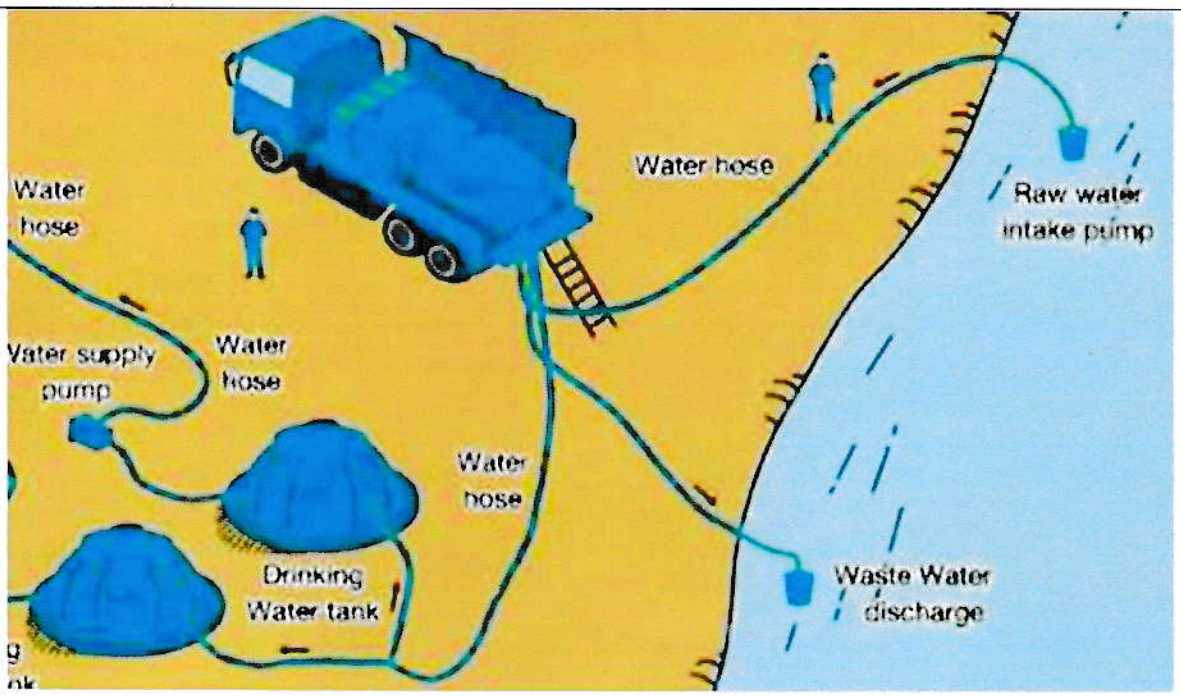

(চিত্রঃ-৭) ২ টন ট্রাক মাউন্টেড মোবাইল স্যালাইন ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট এর মাধ্যমে দুর্যোগকালীণ সময়ে পানি বিতরণের চিত্র

(চিত্রঃ-৮) ২ টন ট্রাক মাউন্টেড মোবাইল স্যালাইন ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট এর মাধ্যমে দুর্যোগকালীণ সময়ে পানি বিতরণের চিত্র

(চিত্রঃ-৯) ২ টন ট্রাক মাউন্টেড মোবাইল স্যালাইন ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট এর মাধ্যমে দুর্যোগকালীণ সময়ে পানি বিতরণের চিত্র

(চিত্রঃ-১০) ২ টন ট্রাক মাউন্টেড মোবাইল স্যালাইন ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট এর মাধ্যমে দুর্যোগকালীণ সময়ে পানি বিতরণের চিত্র

গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

৬.১ গবেষণা ও প্রশিক্ষণ অনুবিভাগে ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের সম্পাদিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের বিস্তারিত তথ্যাদি :

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পৃক্ত সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারী পেশাদারিত্ব অর্জনের লক্ষ্যে জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরণের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করে । গত ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ০৫ (পাঁচটি) ব্যাচে ডিআরআরও ও পিআইওদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ, জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের প্রশিক্ষণ, কর্মকর্তাদের সফলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ই-ফাইলিং, ইজিপি, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, পিপিআর, তথ্য অধিকার আইন, ইনোভেশন ও মানসিক স্বাস্থ্য ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও মানবিক সহায়তা কার্যক্রম বৃদ্ধির লক্ষ্যে যুবক ও সেচ্ছাসেবকদের প্রশিক্ষণ, বিপণীবিতান, দোকান মালিক ও কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অগ্নিনিরাপত্তা নির্বাপন এবং ভূমিকম্প প্রস্তুতি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

বর্ণিত অর্থ বছরে মোট ১০,৩৪৮ জনকে প্রশিক্ষিত করা হয়েছে।

প্রশিক্ষণের বিস্তারিত তথ্য নিম্নে দেওয়া হলো।

১. প্রশিক্ষণের নামঃCrisis Preparedness and Management for Mental Health (CPM-MH).

স্থানঃ বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট এবং জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ঢাকা।

অংশগ্রহণকারীঃ বিভিন্ন পর্যায়ের সরকারি-বেসরকারি কর্মকর্তাগণ।

Sl. No	Name of Training	Date	Participant
01	2nd Refresher Training	04/07/2018	49Persons
02	4th Foundation Training	05-09 July 2018	25Persons
03	3rd Foundation Training	09-13 January 2018	25Persons
03	Advanced and ToT Training	12-16 July 2018	20Persons
04	5th Refresher Training	19-24 April 2019	25 Persons
05	6th Foundation Training	02-06 may 2019	23 Persons
		Total=	167Persons

Crisis Preparedness and Management for Mental Health (CP-MH) উদ্বোধনী অনুষ্ঠান (৫ম ব্যাচ)।

২. জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা (ডিআরআরও) এবং উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা (পিআইও)-দের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের তথ্যাদি

প্রশিক্ষণের নামঃ ডিআরআরও এবং পিআইও-দের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স।

স্থানঃ জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ঢাকা।

অংশগ্রহণকারীঃ ডিআরআরও এবং পিআইও।

ব্যাচ নং	প্রশিক্ষণের সময়	ডিআরআরও	পিআইও	মোট প্রশিক্ষণার্থী
১০ম	১৯ জুলাই- ২৬ সেপ্টেম্বর ২০১৮		২৩ জন	২৩ জন
১১তম	১৯ জুলাই- ২৬ সেপ্টেম্বর ২০১৮		১৮ জন	২৪ জন
১২তম	১৬ আগষ্ট- ১৭ ডিসেম্বর ২০১৮	--	২৫ জন	২৫ জন
১৩তম	১২ জানুয়ারী- ১৩মার্চ ২০১৯	--	২৫ জন	২৫ জন
	মোট=	--	৭৫ জন	৯১ জন

ডিআরআরও এবং পিআইও-দের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান (১২তম ব্যাচ)।

ডিআরআরও এবং পিআইও-দের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান (১২তম ব্যাচ)।

ডিআরআরও এবং পিআইও-দের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান (১৩তম ব্যাচ)।

০৩. জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়নের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক সদস্যদের প্রশিক্ষণ:

অংশগ্রহণকারীঃ জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়নের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য

জেলার নাম	প্রশিক্ষণের সময়	মোট প্রশিক্ষণার্থী
কুড়িগ্রাম	৩১ আগষ্ট হতে ০৩ সেপ্টেম্বর ২০১৮	২৮৯১ জন
সিরাজগঞ্জ	২১ সেপ্টেম্বর হতে ২৪সেপ্টেম্বর ২০১৮	২৮৯১ জন
গাইবান্ধা	২০ অক্টোবর হতে ২৩ অক্টোবর ২০১৮	৩০৪১জন
	মোট=	১৬০ জন

০৪। কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দিন ব্যাপী e-filing প্রশিক্ষণ :

স্থানঃ জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনাঅধিদপ্তর, ৯২/৯৩, মহাখালী, ঢাকা।
অংশগ্রহণকারীঃ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারী।

ব্যাচ নং	প্রশিক্ষণের সময়	মোট প্রশিক্ষণার্থী
১ম	০৯ আগষ্ট ২০১৮	২০ জন
২য়	১৩ আগষ্ট ২০১৮	২০ জন
৩য়	০১ অক্টোবর ২০১৮	২০ জন
৪র্থ	১০ অক্টোবর ২০১৮	২০ জন
৫ম	১২ ডিসেম্বর ২০১৮	২০ জন
মোট=		১০০ জন

৫. কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে e-GP প্রশিক্ষণ :

স্থানঃ জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ৯২/৯৩, মহাখালী, ঢাকা।

অংশগ্রহণ কারীঃ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারী।

ব্যাচ নং	প্রশিক্ষণের সময়	মোট প্রশিক্ষণার্থী
১ম	১০ আগষ্ট থেকে ১২ আগষ্ট ২০১৮	২০ জন
২য়	৩০-৩১ আগষ্ট ২০১৮	২০ জন
৩য়	১৯ অক্টোবর থেকে ২১ অক্টোবর ২০১৮	২০ জন
৪র্থ	২৬ অক্টোবর থেকে ২৮ অক্টোবর ২০১৮	২০ জন
৫ম	০৯ নভেম্বর থেকে ১১নভেম্বর ২০১৮	২০ জন
৬ষ্ঠ	১৬ নভেম্বর থেকে ১৮ নভেম্বর ২০১৮	২০ জন
৭ম	০৭ ডিসেম্বর থেকে ০৯ ডিসেম্বর ২০১৮	২০ জন
	মোট=	১৪০ জন

০৬. যুবক ও স্বেচ্ছাসেবকদের ত্রাণ ও মানবিক সহায়তা ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ:

স্থানঃ জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ঢাকা।

অংশগ্রহণকারীঃ সিপিপি সদস্য, যুব ও যুব মহিলা আনসার সদস্য, বিএনসিসি, স্কাউট সদস্য।

ব্যাচ নং	প্রশিক্ষণের সময়	মোট প্রশিক্ষণার্থী
১ম	২২ সেপ্টেম্বর হতে ২৪ সেপ্টেম্বর ২০১৮	৪০ জন
২য়	০১ অক্টোবর হতে ০৩ অক্টোবর ২০১৮	৪০ জন
৩য়	০৫ অক্টোবর হতে ০৭ অক্টোবর ২০১৮	৪০ জন
৪র্থ	২১ অক্টোবর হতে ২৩ অক্টোবর ২০১৮	৪০ জন
৫ম	০৩ নভেম্বর হতে০৫ নভেম্বর ২০১৮	৪০ জন
৬ষ্ঠ	১১ নভেম্বর হতে ১৩ নভেম্বর ২০১৮	৪০ জন
৭ম	১৪ নভেম্বর হতে ১৬ নভেম্বর ২০১৮	৪০ জন
	মোট=	২৮০ জন

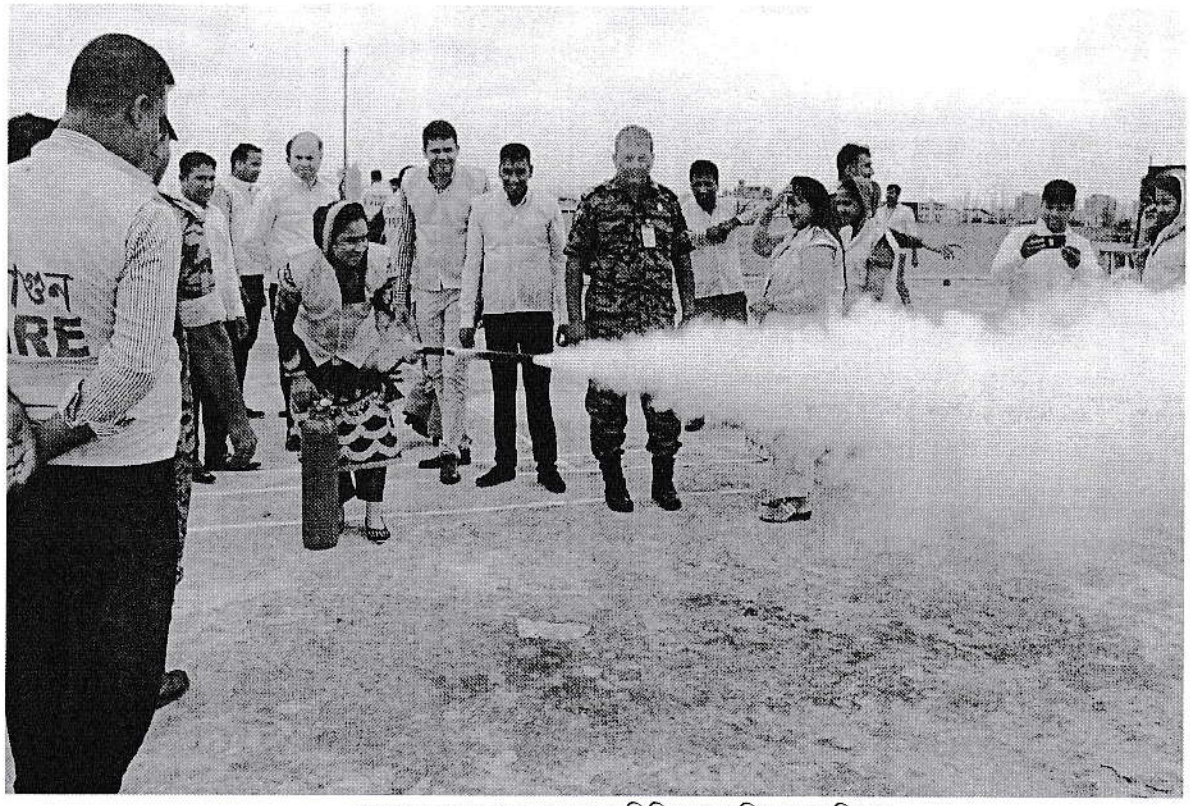

যুবক ও স্বেচ্ছাসেবকদের অগ্নিনিরাপত্তা বিষয়ক প্রশিক্ষণ

যুবক ও স্বেচ্ছাসেবকদের প্রশিক্ষণের সমাপনী অনুষ্ঠান

০৭। বিপনীবিতান, দোকান মালিক ও কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের অগ্নিনিরাপত্তা এবং নির্বাপন এবং ভূমিকম্প প্রস্তুতি বিয়য়ক প্রশিক্ষণ:

প্রশিক্ষণের নামঃ অগ্নিনিরাপত্তা ও নির্বাপন এবং ভূমিকম্প প্রস্তুতি বিয়য়ক প্রশিক্ষণ।

স্থানঃ জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ৯২/৯৩, মহাখালী, ঢাকা।

অংশগ্রহণকারীঃ বিপনীবিতান, দোকান মালিক ও কর্মকর্তা/ কর্মচারী

ব্যাচ নং	প্রশিক্ষণের সময়	মোট প্রশিক্ষণার্থী
১ম	০৯ অক্টোবর হতে ১১ অক্টোবর ২০১৮	৩০ জন
২য়	১৫ অক্টোবর হতে ১৭ অক্টোবর ২০১৮	৩০ জন
৩য়	২৪ অক্টোবর হতে ২৬ অক্টোবর ২০১৮	৩০ জন
৪র্থ	০৩ নভেম্বর হতে০৫ নভেম্বর ২০১৮	৩০ জন
৫ম	০৭ নভেম্বর হতে ০৯ নভেম্বর ২০১৮	৩০ জন
৬ষ্ঠ	১৪ নভেম্বর হতে ১৬ নভেম্বর ২০১৮	৩০ জন
৭ম	২২ নভেম্বর হতে ২৪ নভেম্বর ২০১৮	৩০ জন
	মোট=	২১০ জন

অগ্নিনিরাপত্তা ও নির্বাপন এবং ভূমিকম্প প্রস্তুতি বিয়য়ক প্রশিক্ষণ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান (১ম ব্যাচ)।

অগ্নিনিরাপত্তা ও নির্বাপন এবং ভূমিকম্প প্রস্তুতি বিয়য়ক প্রশিক্ষণ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান (২য় ব্যাচ)।

০৮. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য PPR বিষয়ক প্রশিক্ষণ

স্থান ঃ জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ঢাকা।

অংশগ্রহণকারী ঃ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারী।

ব্যাচ নং	প্রশিক্ষণের সময়	মোট প্রশিক্ষণার্থী
১ম	১৫ সেপ্টেম্বর থেকে ১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৮	২০ জন
২য়	৩১অক্টোবর থেকে ০২ অক্টোবর ২০১৮	২০ জন
৩য়	০১ ডিসেম্বর হতে ০৩ ডিসেম্বর ২০১৮	২০ জন
মোট=		৬০ জন

০৯. প্রশিক্ষণের নামঃ তথ্য অধিকার আইন, জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা) আইন, জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা) বিধিমালা সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ।

স্থানঃ জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ৯২/৯৩, মহাখালী, ঢাকা।

অংশগ্রহণকারীঃ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ ।

ক্রমিক নং	ব্যাচ নং	প্রশিক্ষণের সময়	মোট প্রশিক্ষণার্থী
১	১ম	১৩ ফেব্রুয়ারী ২০১৯	২৫ জন
২	২য়	২১ মে ২০১৯	২৫ জন
৩	৩য়	২৯ মে ২০১৯	২৫ জন
৪	৪র্থ	২২ আগষ্ট ২০১৯	২৫ জন
৫	৫ম	২৫ আগষ্ট ২০১৯	২৫ জন
		মোট=	১২৫ জন

তথ্য অধিকার আইন, জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা) আইন এবং জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা) বিধিমালা সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ (২য়ব্যাচ)।

১০. প্রশিক্ষণের নামঃ শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন কৌশল, নিয়মিত উপস্থিতি বিধিমালা, সরকারি কর্মচারি বিধিমালা এবং সচিবালয় নির্দেশমালা সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ কোর্স।

স্থানঃ জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ঢাকা।

অংশগ্রহণকারীঃ কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ ।

ক্রমিক নং	ব্যাচ নং	প্রশিক্ষণের সময়	প্রশিক্ষণার্থী
১	১ম	১১-১২ ফেব্রুয়ারী ২০১৯	২৫ জন
২	২য়	১৯-২০ মে ২০১৯	২৫ জন
৩	৩য়	২৬-২৭ মে ২০১৯	২৫ জন
মোট=			৭৫ জন

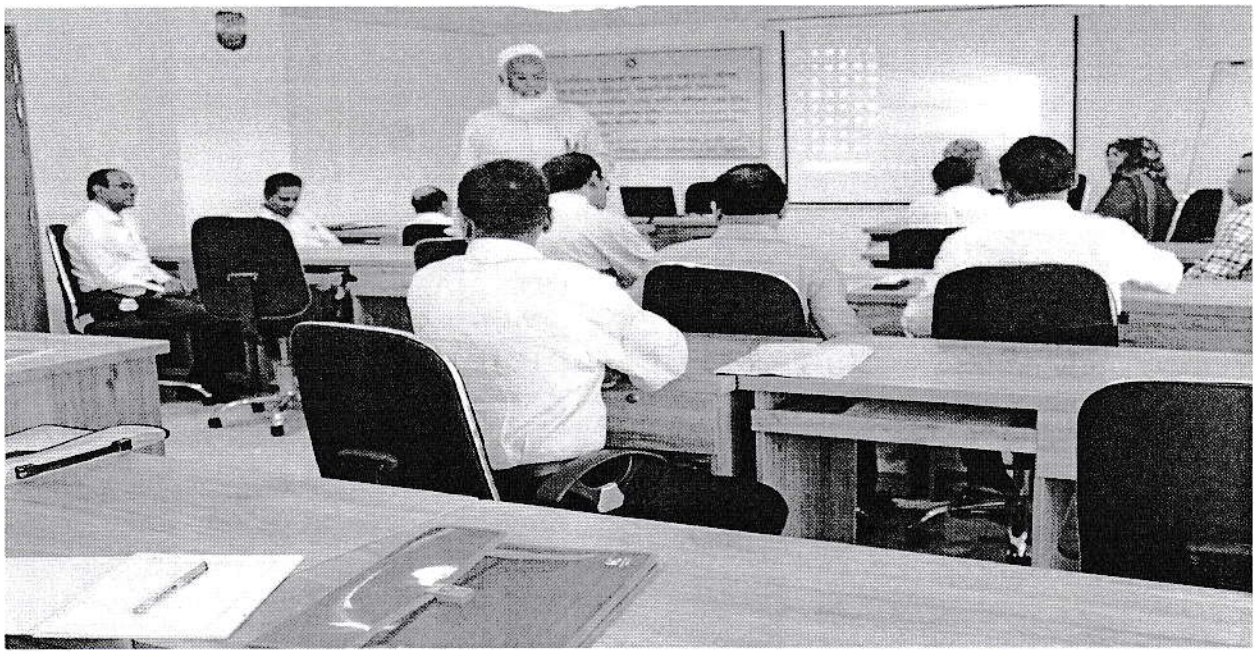

শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন কৌশল, নিয়মিত উপস্থিতি বিধিমালা, সরকারি কর্মচারি বিধিমালা এবং সচিবালয় নির্দেশমালা সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ।

১১. প্রশিক্ষণের নামঃ ইনোভেশন প্রশিক্ষণ।

স্থানঃ জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ঢাকা।

অংশগ্রহণকারীঃ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তাগণ।

ক্রমিকনং	ব্যাচ নং	প্রশিক্ষণের সময়	মোট প্রশিক্ষণার্থী
১	১ম	১৬-১৭ জুন ২০১৯	২০ জন
		মোট=	২০ জন

১২. প্রশিক্ষণের নামঃ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বিষয়ক প্রশিক্ষণ।

স্থানঃ জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ঢাকা।

অংশগ্রহণকারীঃ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তাগণ ।

ক্রমিকনং	ব্যাচনং	প্রশিক্ষণের সময়	মোট প্রশিক্ষনার্থী
১	১ম ব্যাচ	১৩-১৪ জুন ২০১৯	২০ জন
২	২য় ব্যাচ	১৫-১৬ জুন ২০১৯	২০ জন
		মোট=	৪০ জন

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বিষয়ক প্রশিক্ষণ ।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের তথ্য

৫.০ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর

৫.১ ভূমিকা

দুর্যোগ পরবর্তী জরুরি সাড়াদানের জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের কার্যক্রমের একটি বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ত্রাণ ও মানবিক সহায়তা কর্মসূচি। এ ছাড়া দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসের লক্ষ্যে এবং দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য খাদ্য নিরাপত্তাসহ প্রাক-দুর্যোগ পূর্ব-প্রস্তুতি, দুর্যোগকালীন ও দুর্যোগোত্তর অবস্থা মোবাবিলা, ত্রাণ-সামগ্রী বিতরণ, পুনর্বাসন কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন এবং গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ, গ্রামীণ এলাকায় ১৫ মিটার পর্যন্ত দীর্ঘ ব্রীজ-কালভার্ট নির্মাণ কর্মসূচি, ঘূর্ণিঝড় ও বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণ, ব্যারাক হাউস নির্মাণ ও উপকূলীয় এলাকায় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ এ অধিদপ্তরের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হয়ে থাকে।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত সম্পদের সুষ্ঠু ও সঠিক ব্যবহার এবং গৃহীত যাবতীয় কর্মকান্ড যথাযথ বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে ১৯৮৩ সালে ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তর এবং ১৯৯১ সালে প্রলয়ঙ্করী জলোচ্ছ্বাসের পর জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো সৃষ্টি করা হয়। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন-২০১২ প্রণয়নের মাধ্যমে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমকে লক্ষ্যভিত্তিক, সমন্বিত ও শক্তিশালী করার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয় এবং সাবেক ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তর এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরোকে একত্রিত করে ২০১২ সনে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর সৃষ্টি করা হয়।

৫.২ অধিদপ্তরের দায়িত্ব ও কার্যাবলি

ক) দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকার দুর্যোগের ক্ষতিকর প্রভাব সহনীয় পর্যায়ে নামিয়ে এনে সার্বিক দুর্যোগ লাঘব করা;

খ) দুর্যোগের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত ও দুর্দশাগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর জন্য জরুরি মানবিক সহায়তা, পুনরুদ্ধার ও পুনর্বাসন কর্মসূচি দক্ষতার সাথে পরিচালনা করা;

গ) দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস ও জরুরি সারাদান কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাসমূহের কার্যক্রমসমূহকে সমন্বিত, লক্ষ্যভিত্তিক ও শক্তিশালী করা;

ঘ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা সুপারিশ ইত্যাদি বাস্তবায়ন করা;

ঙ) জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা ও জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা;

চ) সকল ধরনের দুর্যোগ মোকাবিলায় কার্যকর দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাঠামো গড়ে তুলবার লক্ষ্যে সমীচীন ও প্রয়োজনীয় বলে বিবেচিত অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণ করা।

৬.১ জনবল কাঠামো

একটি কার্যকর দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাঠামো তৈরি করার বিষয়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন-২০১২তে নির্দেশনা রয়েছে। সে লক্ষ্যে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর সৃষ্টি হওয়ার পর অধিদপ্তরের সংশোধিত জনবল কাঠামো তৈরির নিমিত্তে জনবল কাঠামোর একটি খসড়া দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ে অনুমোদনের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। বর্তমানে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়, জেলা এবং উপজেলা কাঠামোতে সর্বমোট ২,৭১২ জন কর্মকর্তা/কর্মচারির পদ রয়েছে; পদবিন্যাস নিম্নের ছকে দেখানো হলোঃ

ক্রমিক নং	পদের নাম ও গ্রেড	পদের সংখ্যা
১.	মহাপরিচালক (গ্রেড-২)	০১
২.	পরিচালক (৫ম/৩য়/২য়)	০৮
৩.	উপ পরিচালক (৫ম)	১৯
৪.	নির্বাহী প্রকৌশলী (৫ম)	০২
৫.	জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা (৭ম)	৬৪
৬.	কম্পিউটার প্রোগ্রামার (৯ম)	০২
৭.	সহকারী পরিচালক (৯ম)	১৩
৮.	কমিউনিকেশন এন্ড মিডিয়া স্পেশালিষ্ট	০১
৯.	হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা	০১
১০.	গবেষণা কর্মকর্তা	০২
১১.	সহকারী প্রকৌশলী	০২
১২.	উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা (৯ম গ্রেড)	২০০
১৩.	উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা (১০ম গ্রেড)	৩০৭
১৪.	কর্মচারী (১১-২০ গ্রেড)	২০৮৬
	মোট =	২,৭১২

৬.২ বাজেট বরাদ্দ

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের ৪৯৩২ কোডে ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের বাজেট করা হয়। প্রধান কার্যালয়, জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যালয় ও উপজেলা কার্যালয়ের বাজেট বিভাজন নিম্নে দেওয়া হলো :

৬.২.১ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর (প্রধান কার্যালয়)

১.২ বাজেট বরাদ্দ

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের ৪৯৩২ কোডে ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের বাজেট পাওয়া যায়। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর প্রধান কার্যালয়, জেলা ত্রাণ ও পুর্নবাসন কার্যালয় ও উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার কার্যালয়ের বাজেট বিভাজন নিম্নে দেয়া হলো :

১.২.১. ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে বাজেটের বিভিন্ন খাতে বরাদ্দ প্রাপ্ত অর্থ, ব্যয়িত অর্থ ও অবশিষ্ট/অনুত্তোলিত অর্থের বিবরণ

১৪৯০২০১ (প্রধান কার্যালয়)ঃ

(অংক সমূহ হাজার টাকায়)

কোড নম্বর ও খাত	২০১৮-১৯ অর্থ বছরে বাজেট বরাদ্দ	২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ব্যয়	অবশিষ্ট/অনুত্তোলিত অর্থ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫
৩১১১১০১ - মূল বেতন (অফিসার)	৪৬০৯৮	৪১৫৪৭	৪৫৫১	
৩১১১২০১ - মূল বেতন (কর্মচারী)	৪০১২৮	৩৫৯৭৬	৪১৫২	
৩১১১৩০১ - দায়িত্ব ভাতা	২৪৫	৭০	১৭৫	
৩১১১৩০২ - যাতায়াত ভাতা	৭৫০	৪৭৩	২৭৭	
৩১১১৩০৬ - শিক্ষা ভাতা	১৫৮৮	১৩৮২	২০৬	
৩১১১৩১০ - বাড়ীভাড়া ভাতা	৩৪৫৮৬	৩১৩০৪	৩২৮২	
৩১১১৩১১ - চিকিৎসা ভাতা	৪২৮২	৩৮২৩	৪৫৯	
৩১১১৩১২ - মোবাইল/সেলফোন ভাতা	২০০	২০০	০	
৩১১১৩১৩ - আবাসিক টেলিফোন নগদায়ন ভাতা	২৫০	২৫০	০	
৩১১১৩১৪ - টিফিন ভাতা	৪১৮	৩১৭	১০১	
৩১১১৩১৬ - ধোলাই ভাতা	১৭০	৮৫	৮৫	
৩১১১৩২৫ - উৎসব ভাতা	১২৭০০	১১৩৮৭	১৩১৩	
*৩১১১৩২৭ - অধিকাল ভাতা	৮০০০	৬৯০০	১১০০	
৩১১১৩২৮ - শ্রান্তি ও বিনোদন ভাতা	২০০০	১৮৪০	১৬০	
৩১১১৩৩১ - আপ্যায়ন ভাতা	১২৫	৩২	৯৩	
৩১১১৩৩২ - সম্মানী ভাতা	২৮০০	২৩২৬	৪৭৪	
৩১১১৩৩৫ - বাংলা নববর্ষ ভাতা	১৩৫০	১১৩২	২১৮	
৩১১১৩৩৮ - অন্যান্য ভাতা	২০০	২০০	০	
উপমোট - নগদ মজুরী ও বেতনঃ	**১৫৫৮৯০**	**১৩৯২৪৪**	**১৬৬৪৬**	
৩২১১১০২ পরিষ্কার.পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী	৩০০	২৯৭	৩	
৩২১১১০৬ আপ্যায়ন ব্যয়	১৮০০	৮৩৯	৯৬১	
৩২১১১০৯ সাকুল্য বেতন (সরকারী কর্মচারী ব্যতীত)	২৪৫০	১৮৬৮	৫৮২	
৩২১১১১০ আইন সংক্রান্ত ব্যয়	১০০০	৩৬৮	৬৩২	
*৩২১১১১১ সেমিনার/কনফারেন্স ব্যয়	৫০০০	৪০৮	৪৫৯২	
*৩২১১১১৩ বিদ্যুৎ	৩০৯৪	৩০০৫	৮৯	
৩২১১১১৪ উপযোগ সেবা (Utility service) চার্জ	১৫০	১৯	১৩১	
*৩২১১১১৫ পানি	৯০০	৫৯০	৩১০	
৩২১১১১৬ কুরিয়ার	২০০	৯৩	১০৭	
৩২১১১১৭ ইন্টারনেট/ফ্যাক্স/টেলেক্স	৬০০	২৭৩	৩২৭	
*৩২১১১১৯ ডাক	৩৫০	৩৫০		
*৩২১১১২০ টেলিফোন	১৫৫০	৪৯৫	১০৫৫	
*৩২১১১২৫ প্রচার ও বিজ্ঞাপন ব্যয়	২৮০০	৬১৪	২১৮৬	
৩২১১১২৭ বইপত্র ও সাময়িকী	২৭৫	৫৬	২১৯	
৩২১১১৩০ যাতায়াত খাত	৩০০	৩৪	২৬৬	
৩২১১১৩১আউট সোর্সিং	১০৫০০০	৯৬৪১৮	৮৫৮২	
উপমোট - প্রশাসনিক ব্যয়ঃ	**১২৫৭৬৯**	**১০৫৭২৭**	**২০০৪২**	
৩২২১১০২ লাইসেন্স ফি	৩০০	২৪৯	৫১	
৩২২১১০৫ টেষ্টিং ফি	৮০০	৫৮৩	২১৭	

কোড নম্বর ও খাত	২০১৮-১৯ অর্থ বছরে বাজেট বরাদ্দ	২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ব্যয়	অবশিষ্ট/অনুত্তোলিত অর্থ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫
৩২২১১০৭ অনুলিপি ব্যয়	৬০০	১১৫	৪৮৫	
উপমোট - ফি, চার্জ ও কমিশন	১৭০০	৯৪৭	৭৫৩	
৩২৩১৩০১ প্রশিক্ষণ	২৭৫০০	১৫৮০	২৫৯২০	
উপমোট - প্রশিক্ষণঃ	২৭৫০০	১৫৮০	২৫৯২০	
৩২৪৩১০১ পেট্রোল, ওয়েল ও লুব্রিকেন্ট	৫৫০০	৫৪৬৩	৩৭	
৩২৪৩১০২ গ্যাস ও জ্বালানী	৬৫০০	৬৪৩৭	৬৩	
উপমোট - পেট্রোল, ওয়েল ও লুব্রিকেন্ট ঃ	১২০০০	১১৯০০	১০০	
৩২৪৪১০১ ভ্রমণ ব্যয়	৭৫০০	৪২২২	৩২৭৮	
উপমোট - ভ্রমণ ও বদলীঃ	৭৫০০	৪২২২	৩২৭৮	
৩২৫৫১০১ কম্পিউটার সামগ্রী	২০০০	৮৯০	১১১০	
৩২৫৫১০২ মুদ্রণ ও বাঁধাই	১১০০	৫৫৭	৫৪৩	
৩২৫৫১০৪ ষ্ট্যাম্প ও সীল	১৭৫	০	১৭৫	
৩২৫৫১০৫ অন্যান্য মনিহারি	৪০০০	১২১৮	২৭৮২	
উপমোট - মুদ্রণ ও মনিহারিঃ	৭২৭৫	২৬৬৫	৪৬১০	
৩২৫৬১০১ সাধারণ সরবরাহ	০			
২৫৬১০৬ পোশাক	৫১০	৫১০	০	
উপমোট - সাধারণ সরবরাহ ও কাঁচামাল সামগ্রীঃ	৫১০	৫১০	০	
৩২৫৭১০৩ গবেষণা ব্যয়	১২৫০	০	১২৫০	
৩২৫৭৩০১ অনুষ্ঠান/ উৎসবাদি	১২০০	১০৬৯	১৩১	
উপমোট - পেশাগত সেবা সামগ্রী ও বিশেষ ব্যয়ঃ	২৪৫০	১০৬৯	১৩৮১	
৩২৫৮ মেরামত ও সংরক্ষণ				
৩২৫৮১০১ মোটরযান	৪২০০	৪১৯৫	৫	
৩২৫৮১০২ আসবাবপত্র	৩০০	১১৮	১৮২	
৩২৫৮১০৩ কম্পিউটার	৪৫০	০	৪৫০	
৩২৫৮১০৫ অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি	৫০০	১৭৭	৩২৩	
৩২৫৮১০৭ অনাবাসিক ভবন	৭৯২৫	৭১৭৬	৭৪৯	
***৩২৫৮১০৮ অন্যান্য ভবন ও স্থাপনা	৪৫২০০	৪১৩৩৬	৩৮৬৪	
৩২৫৮১১৫ স্বাস্থ্য বিধান ও পানি সরসরাহ	২০০	৫৯	১৪১	
৩২৫৮১১৯ বৈদ্যুতিক স্থাপনা	৭০০	৪৮	৬৫২	
৩২৫৮১৪০ মোটরযান রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়	১০৭৭৫	৮৯৮০	১৭৯৫	
উপমোট - মেরামত ও সংরক্ষণঃ	৭০২৫০	৬২০৮৯	৮১৬১	
উপমোট - পণ্য ও সেবার ব্যবহারঃ	২৫৪৯৫৪	১৯০৭০৯	৬৪২৪৫	
*৩৮২১১০২ ভূমি উন্নয়ন কর	১৩৫০	০	১৩৫০	
*৩৮২১১০৩ পৌর কর	৭৫০০	০	৭৫০০	
উপমোট - আবর্তক স্থানান্তর যা অন্যত্র শ্রেণিবদ্ধ নয়ঃ	৮৮৫০		৮৮৫০	
উপমোট - আবর্তক ব্যয়ঃ	৪১৯৬৯৪	৩২৯৯৫৩	৮৯৭৪১	
৪১১২১০১ মোটরযান	৩০০০০	১৫৯০০	১৪১০০	
৪১১২২০১ তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি সরঞ্জামাদি	২০০০	০	২০০০	
৪১১২২০২ কম্পিউটার ও আনুষাংগিক	৫০০	৫০০	০	
৪১১২৩০৪ প্রকৌশল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি	৫০০	৪৯৯	১	
৪১১২৩০৫ অগ্নিনির্বাপক সরঞ্জামাদি	৫০০	১৯০	৩১০	
৪১১২৩১০ অফিস সরঞ্জামাদি	৫০০	২৯৭	২০৩	
৪১১২৩১৪ আসবাবপত্র	৭০০	৬৬৩	৩৭	
উপমোট - যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদিঃ	৩৪৭০০	১৮০৪৯	১৬৬৫১	
উপমোট - অআর্থিক সম্পদঃ	৩৪৭০০	১৮০৪৯	১৬৬৫১	
মোট- প্রধান কার্যালয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরঃ	৪৫৪৩৯৪	৩৪৮০০২	১০৬৩৯২	

১.৩ ১৪৯০২০২- জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তার কার্যালয়সমূহঃ

(অংক সমূহ হাজার টাকায়)

কোড নম্বর ও খাত	২০১৮-১৯ অর্থ বছরে বাজেট বরাদ্দ	২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ব্যয়	অবশিষ্ট/অনুত্তোলিত অর্থ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫
৩১১১১০১ - মূল বেতন (অফিসার)	৫৪৯২৬	৫৪৯২৬	০	
৩১১১২০১ - মূল বেতন (কর্মচারী)	৯৪৯৮০	৯২৮০০	২১৮০	
৩১১১৩০১ - দায়িত্ব ভাতা	১৮৫	১৮৫	০	
৩১১১৩০২ - যাতায়াত ভাতা	২৩০	১৯২	৩৮	
৩১১১৩০৬ - শিক্ষা ভাতা	৩০২০	২৮৮০	১৪০	
৩১১১৩০৯ - পাহাড়ি ভাতা	৯১৫	৭৫০	১৬৫	
৩১১১৩১০ - বাড়ীভাড়া ভাতা	৪৪০৭৪	৪০৬৪০	৩৪৩৪	
৩১১১৩১১ - চিকিৎসা ভাতা	১১০০০	১০৫৬০	৪৪০	
৩১১১৩১৪ - টিফিন ভাতা	১২৫০	৯৬০	২৯০	
৩১১১৩১৬ - ধোলাই ভাতা	২৫০০	২২৪০	২৬০	
৩১১১৩২৫ - উৎসব ভাতা	২৩০০০	২২০৮০	৯২০	
৩১১১৩২৭ - অধিকাল ভাতা	১৩৬৪০	১৩৬৪০	০	
৩১১১৩২৮ - শ্রান্তি ও বিনোদন ভাতা	৩৮০০	২৯৩৫	৮৬৫	
৩১১১৩৩২ - সম্মানী ভাতা	৩২৫	০	৩২৫	
৩১১১৩৩৫ - বাংলা নববর্ষ ভাতা	২৩০০	১৯২০	৩৮০	
৩১১১৩৩৮ - অন্যান্য ভাতা	৩৫০	০	৩৫০	
উপমোট - নগদ মজুরি ও বেতনঃ	২৫৬৪৯৫	২৪৬৭০৮	৯৭৮৭	
উপমোট- কর্মচারীদের প্রতিদান (compensation)	২৫৬৪৯৫	২৪৬৭০৮	৯৭৮৭	
৩২১১১১৩ বিদ্যুৎ	৬১০	৩০০	৩১০	
৩২১১১১৯ ডাক	৮০০	৭০২	৯৮	
৩২১১১২০ টেলিফোন	২৫০০	২১৬৪	৩৩৬	
উপমোট - প্রশাসনিক ব্যয়ঃ	৩৯১০	৩১৬৬	৭৪৪	
৩২৪৩ পেট্রোল, ওয়েল ও লুব্রিকেন্ট				
৩২৪৩১০১ পেট্রোল, ওয়েল ও লুব্রিকেন্ট	৭৭৭৮	৬৩৭০	১৪০৮	
উপমোট - পেট্রোল, ওয়েল এন্ড লুব্রিকেন্টঃ	৭৭৭৮	৬৩৭০	১৪০৮	
৩২৪৪ ভ্রমণ ও বদলি				
৩২৪৪ ১০১ ভ্রমণ ব্যয়	১২২০০	১০৩২৯	১৮৭১	
উপমোট - ভ্রমণ ও বদলিঃ	১২২০০	১০৩২৯	১৮৭১	
৩২৫৫ - মুদ্রণ ও মনিহারি				
৩২৫৫১০১ কম্পিউটার সামগ্রী	৩৩০০	২৪৭৩	৮২৭	
৩২৫৫১০৫ অন্যান্য মনিহারি	৭৫০০	৬৮৭১	৬২৯	
উপমোট - মুদ্রণ ও মনিহারিঃ	১০৮০০	৯৩৪৪	১৪৫৬	
৩২৫৬ সাধারণ সরবরাহ ও কাঁচামাল সামগ্রী				
৩২৫৬১০৬ পোশাক	১০০০	৯৫০	৫০	
উপমোট - সাধারণ সরবরাহ ও কাঁচামাল সামগ্রীঃ	১০০০	৯৫০	৫০	
৩২৫৮ মেরামত ও সংরক্ষণ				
৩২৫৮১০১ মোটরযান	৩৫৮২	২৯৩১	৬৫১	
৩২৫৮১০২ আসবাবপত্র	৯০০	৯০০		
৩২৫৮১০৩ কম্পিউটার	২৮০০	২৮০০		
উপমোট - মেরামত ও সংরক্ষণঃ	৭২৮২	৬৬৩১	৬৫১	
উপমোট - পণ্য ও সেবার ব্যবহারঃ	৪২৯৭০	৩৬৭৯০	৬১৮০	
৩৮ অন্যান্য ব্যয়				
৩৮২১ - আবর্তক স্থানান্তর যা অন্যত্র শ্রেণিবদ্ধ নয়ঃ				
*৩৮২১১০২ ভূমি উন্নয়ন কর	১৭৫০০	১৭৫০০	০	

কোড নম্বর ও খাত	২০১৮-১৯ অর্থ বছরে বাজেট বরাদ্দ	২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ব্যয়	অবশিষ্ট/অনুত্তোলিত অর্থ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫
উপমোট - আবর্তক স্থানান্তর যা অন্যত্র শ্রেণিবদ্ধ নয়ঃ	১৭৫০০	১৭৫০০	০	
উপমোট - অন্যান্য ব্যয়ঃ	১৭৫০০	১৭৫০০	০	
উপমোট - আবর্তক ব্যয়ঃ	৩১৬৯৬৫	৩০০৯৯৮	১৫৯৬৭	
৪০ মূলধন ব্যয়				
৪১ আর্থিক সম্পদ				
৪১১২ যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি				
৪১১২৩১৪ আসবাবপত্র	৩০৩৫	৩০৩৫	০	
উপমোট - যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদিঃ	৩০৩৫	৩০৩৫	০	
মোট - জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তার কার্যালয়সমূহঃ	৩২০০০০	৩০৪০৩৩	১৫৯৬৭	
মোট - জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তার কার্যালয়সমূহঃ	৩২০০০০	৩০৪০৩৩	১৫৯৬৭	

১.৪ ১৪৯০২০৩- (উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিসসমূহ)ঃ

(অংক সমূহ হাজার টাকায়)

কোড নম্বর ও খাত	২০১৮-১৯ অর্থ বছরে বাজেট বরাদ্দ	২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ব্যয়	অবশিষ্ট/অনুত্তোলিত অর্থ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫
৩১১১১০১ - মূল বেতন (অফিসার)	১৯৩৪৪০	১৯২৬৬০	৭৮০	
৩১১১২০১ - মূল বেতন (কর্মচারী)	১৬১২০০	১৬০৫৫০	৬৫০	
৩১১১৩০১ - দায়িত্ব ভাতা	১৭০	১৭০	০	
৩১১১৩০৬ - শিক্ষা ভাতা	৯০০০	৮৮৯২	১০৮	
৩১১১৩০৯ - পাহাড়ি ভাতা	৩৩০০	৩০০০	৩০০	
৩১১১৩১০ - বাড়ী ভাড়া ভাতা	১০৭৫০০	১০৬২১০	১২৯০	
৩১১১৩১১ - চিকিৎসা ভাতা	১৯৫০০	১৭২৯০	২২১০	
৩১১১৩১৪ - টিফিন ভাতা	১৫০০	১৪৮২	১৮	
৩১১১৩২৫ - উৎসব ভাতা	৫৮০০০	৫৬৮১০	১১৯০	
৩১১১৩২৮ - শ্রান্তি ও বিনোদন ভাতা	৬৬০০	৩৪৩৪	৩১৬৬	
৩১১১৩৩২ - সম্মানী ভাতা	৫০০	০	৫০০	
৩১১১৩৩৫ - বাংলা নববর্ষ ভাতা	৬০০০	৪৯৪০	১০৬০	
৩১১১৩৩৮ - অন্যান্য ভাতা	৭১৫	০	৭১৫	
উপমোট - নগদ মজুরি ও বেতনঃ	৫৬৭৪২৫	৫৫৫৪৩৮	১১৯৮৭	
উপমোট- কর্মচারীদের প্রতিদান (compensation)	৫৬৭৪২৫	৫৫৫৪৩৮	১১৯৮৭	
*৩২১১১১৩ বিদ্যুৎ	৮৫০০	৮৩২০	১৮০	
*৩২১১১১৯ ডাক	৯৩০	৮৩২	৯৮	
*৩২১১১২০ টেলিফোন	৫৫০০	৫৪০০	১০০	
উপমোট - প্রশাসনিক ব্যয়ঃ	১৪৯৩০	১৪৫৫২	৩৭৮	
৩২৪৪ ভ্রমণ ও বদলি				
৩২৪৪ ১০১ ভ্রমণ ব্যয়	৫৫০০০	৫৪৯৯৫	৫	
উপমোট - ভ্রমণ ও বদলিঃ	৫৫০০০	৫৪৯৯৫	৫	
৩২৫৫ - মুদ্রণ ও মনিহারি				
৩২৫৫১০১ কম্পিউটার সামগ্রী	২৮৮৫	২৮৭০	১৫	
৩২৫৫১০৫ অন্যান্য মনিহারি	৪০০০০	৩৯৯৯৭	৩	
উপমোট - মুদ্রণ ও মনিহারিঃ	৪২৮৮৫	৪২৮৬৭	১৮	
৩২৫৮ মেরামত ও সংরক্ষণ				
৩২৫৮১০২ আসবাবপত্র	৪২০০	৪২০০	০	

কোড নম্বর ও খাত	২০১৮-১৯ অর্থ বছরে বাজেট বরাদ্দ	২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ব্যয়	অবশিষ্ট/অনুত্তোলিত অর্থ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫
৩২৫৮১০৩ কম্পিউটার	১২৫০০	১২৪৮৯	১১	
উপমোট - মেরামত ও সংরক্ষণঃ	১৬৭০০	১৬৬৮৯	১১	
উপমোট - পণ্য ও সেবার ব্যবহারঃ	১২৯৫১৫	১২৯১০৩	৪১২	
উপমোট - আবর্তক ব্যয়ঃ	৬৯৬৯৪০	৬৮৪৫৪১	১২৩৯৯	
৪০ মূলধন ব্যয়				
৪১ আর্থিক সম্পদ				
৪১১২ যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি				
৪১১২৩১৪ আসবাবপত্র	১২০০০	১২০০০	০	
উপমোট - যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদিঃ	১২০০০	১২০০০	০	
মোট - উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিসসমূহঃ	৭০৮৯৪০	৬৯৬৫৪১	১২৩৯৯	

গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা-খাদ্যশস্য/নগদ টাকা) কর্মসূচি

সখিপুর বাজার হতে রাবার ড্যাম পর্যন্ত রাস্তা পুন:নির্মাণঃ ইউনিয়ন- গাজিরভিটা, উপজেলা- হালুয়াঘাট, জেলা- ময়মনসিংহ

ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি)-এর তথ্য

১৭.০ ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি)

১৭.১ ভূমিকা

ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি এর একটি যৌথ কর্মসূচি। ১৯৭০ সালের নভেম্বর মাসের প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের পর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অনুরোধক্রমে তৎকালীন লীগ অব রেড ক্রস বর্তমানে ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অব রেড ক্রস এন্ড রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি বাংলাদেশের উপকূলীয় জনসাধারণের জীবন ও সম্পদ রক্ষার্থে ১৯৭২ সালে ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি প্রতিষ্ঠা করে। এই কর্মসূচির গুরুত্ব বিবেচনা করে বাংলাদেশ সরকার ১ জুলাই ১৯৭৩ হতে কর্মসূচিটির দায়িত্ব গ্রহণ করে। কর্মসূচিটি তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক অনুমোদিত হয়। ফলে ১৯৭৩ সালের ১ জুলাই হতে ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি বাংলাদেশ সরকার ও বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি এর একটি যৌথ কর্মসূচি হিসেবে বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় বিশেষ করে ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে সতর্ক সংকেত প্রচার, দুর্গতদের আশ্রয় কেন্দ্রে আনয়ন, উদ্ধার ও অনুসন্ধান, প্রাথমিক চিকিৎসা এবং ত্রাণ ও পুনর্বাসন কাজে সহায়তা ইত্যাদি সফলতার সাথে করে আসছে।

১৭.২ ভিশন

বাংলাদেশের উপকুলীয় ও নদী তীরবর্তী জনসাধারণের দুর্যোগ মোকাবিলায় সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে ঘূর্ণিঝড়ে প্রাণহানি ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস/কমিয়ে আনা।

১৭.৩ উদ্দেশ্য

১. দুর্যোগে সাড়া প্রদানের সক্ষমতা বৃদ্ধি।
২. দুর্যোগে প্রাণহানি ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস করা।
৩. সমাজ কল্যাণে মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে স্বেচ্ছাসেবক দলের দক্ষতা, স্পৃহা, অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি ও আত্মত্যাগী মনোভাব সৃষ্টি করা।
৪. দুর্যোগ প্রস্তুতি কার্যক্রম শক্তিশালী এবং উন্নয়ন করা।
৫. ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচির স্বেচ্ছাসেবক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা।
৬. দুর্যোগে দ্রুত সাড়া প্রদানের জন্য বেতার যোগাযোগ শক্তিশালী করা।
৭. আবহাওয়ার সতর্ক সংকেত বোধগম্য ও প্রতিষ্ঠিত করা এবং ঘূর্ণিঝড় সংকেত এর সহিত সম্পৃক্ত জনসাধারণকে কার্যকরি সাড়া প্রদানে নিশ্চিত করা।

১৭.৪ কর্মসূচির কর্ম এলাকা

- কক্সবাজার জেলার টেকনাফ উপজেলা হতে সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর উপজেলা।
- ১৩টি জেলায় (কক্সবাজার, চট্টগ্রাম, ফেনী, নোয়াখালী, লক্ষীপুর, ভোলা, বরগুনা, বরিশাল, পটুয়াখালী, পিরোজপুর, বাগেরাহাট, খুলনা এবং সাতক্ষীরায়) সিপিপির কার্যক্রম বিস্তৃত।
- নদী তীরবর্তী আরো ৬টি জেলায় (চাঁদপুর, মাদারীপুর, ফরিদপুর, শরীয়তপুর, গোপালগঞ্জ, ঝালকাঠি সম্প্রসারণ করা হয়েছে) সিপিপির কার্যক্রম বিস্তৃত করার কার্যক্রম রয়েছে।
- এ কর্মসূচিতে বর্তমানে উপকুলীয় ১৩টি জেলার আওতাধীন ৪০টি উপজেলার ৩৫০টি ইউনিয়নে মোট ৩৬৮৪টি ইউনিটে (গ্রাম কমিটি) ১৮,৪২০ জন মহিলাসহ সর্বমোট ৫৫,২৬০ জন সাংকেতিক যন্ত্রাদি সজ্জিত প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত স্বেচ্ছাসেবক রয়েছে।

১৭.৫ সিপিপির কার্যক্রম

- ঘূর্ণিঝড়ের সংকেত প্রচার
- দুর্গতদের আশ্রয় কেন্দ্রে স্থানান্তর
- উদ্ধার ও অনুসন্ধান কার্যক্রম
- প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান
- ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রমে সহায়তা
- স্বেচ্ছাসেবক টিম গঠন
- স্বেচ্ছাসেবকদের প্রশিক্ষণ প্রদান: জেলে, ইমাম প্রমুখ কমিউনিটিকে মোটিভেশনাল প্রশিক্ষণ প্রদান
- স্বেচ্ছাসেবক গিয়ার ও সাংকেতিক যন্ত্রপাতি বিতরণ
- ঘূর্ণিঝড় বিষয়ক মাঠ মহড়া আয়োজন
- সচেতনতামূলক স্বেচ্ছাসেবক র‍্যালী আয়োজন
- পোস্টার লিফলেট বিতরণ
- বিভিন্ন সামাজিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ
- ওয়্যারলেস নেটওয়ার্ক সুষ্ঠুভাবে রক্ষণাবেক্ষণ

১৭.৬ ঘূর্ণিঝড় পূর্ব এবং ঘূর্ণিঝড় চলাকালীন কার্যক্রম

সতর্ক সংকেত প্রচার

- ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি এইচএফ এবং ভিএইচএফ ওয়্যারলেস সেট এর মাধ্যমে সরাসরি প্রধান কার্যালয় থেকে বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকায় যোগাযোগ রক্ষা করে থাকে।
- বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর থেকে আবহাওয়ার বার্তা পাওয়ার সাথে সাথে ওয়্যারলেস সেটের মাধ্যমে সিপিপির উপকুলীয় এলাকায় প্রেরণ করা হয়ে থাকে। একইভাবে স্বেচ্ছাসেবকগণ আবহাওয়ার বার্তা গ্রহণ করেন এবং ঘূর্ণিঝড়ের সতর্ক সংকেত স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য প্রচার করে থাকেন। তাছাড়া সতর্ক সংকেত পাওয়ার পর কখন কি করতে হবে সে বিষয়ে সম্যক ধারণা দেওয়া হয়ে থাকে।

সিপিপি'র স্বেচ্ছাসেবকদের সাথে আলাপচারিতায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ শাহ কামাল

১৭.৭ সংকেত প্রচার প্রক্রিয়া

সংকেত প্রচার পদ্ধতিঃ

সতর্কীকরণ বিজ্ঞপ্তি প্রচার

- সংকেত নং ১-৩ঃ
  - জনে জনে (মৌখিক) প্রচার
- সংকেত নং ৪
  - সিপিপি বোর্ড মিটিং, জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা আহ্বান
  - ১টি পতাকা উত্তোলন
  - মাইক, মেগাফোনে বহুল প্রচার
- সংকেত নং ৫-৭ঃ
  - মাইক, মেগাফোনে বহুল প্রচার
  - ২টি পতাকা উত্তোলন
  - বিপদাপন্নদের আশ্রয়কেন্দ্রে আনয়ন (কর্তৃপক্ষের নির্দেশক্রমে)
- সংকেত নং ৮-১০
  - মাইক, মেগাফোন, সাইরেনের মাধ্যমে ব্যাপক প্রচার
  - ৩টি পতাকা উত্তোলন
  - দুর্গতদের আশ্রয়কেন্দ্রে অবস্থান নিশ্চিতকরণ

১৭.৮ সিপিপির সাংগঠনিক কাঠামো

ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচির প্রধান কার্যালয় ঢাকার নিয়ন্ত্রণাধীন ৭টি জোনাল কার্যালয় রয়েছে। জোনাল কার্যালয়ের আওতাধীন ৪০টি উপজেলা রয়েছে এবং উপজেলা কার্যালয়ের আওতাধীন ৩৫০টি ইউনিয়ন রয়েছে। উক্ত কার্যালয়ের আওতাধীন ৩,৫৮৪টি ইউনিট রয়েছে। প্রতিটি ইউনিটে ১৫ জন স্বেচ্ছাসেবক রয়েছে। এর মধ্যে ১০ জন পুরুষ এবং ৫ জন মহিলা স্বেচ্ছাসেবক রয়েছে। উক্ত ইউনিটে ৫টি বিভাগ যথা, সংকেত, আশ্রয়, উদ্ধার, প্রাথমিক চিকিৎসা এবং ত্রাণ বিভাগ। প্রতিটি বিভাগে ৩ জন করে স্বেচ্ছাসেবক রয়েছে।

সিপিপি স্বেচ্ছাসেবকদের প্রশিক্ষণ, অনুশীলন ও কার্যক্রম মহড়া

১৭.৯ স্বেচ্ছাসেবক প্রশিক্ষণ

১। ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে সরকারি অর্থায়নে ৪০টি উপজেলায় মোট ২০,৪০০ জন স্বেচ্ছাসেবককে (দুর্যোগে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, অনুসন্ধান-উদ্ধার, ভূমিকম্প ও প্রাথমিক চিকিৎসা) প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

১৭.১০ বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মায়ানমার নাগরিকদের ক্যাম্পসমূহে সিপিপি

- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনায় সিপিপি স্বেচ্ছাসেবকগণ প্রথম রেসপন্ডার হিসেবে যোগদান করে।
- প্রাথমিকভাবে তাঁবু সরবরাহ, খাদ্য বিতরণ, খাবার পানির সংস্থান ইত্যাদি কাজে এবং পথ প্রদর্শক ও দোভাষী হিসেবে সিপিপি স্বেচ্ছাসেবকগণ কাজ করেন।
- প্রতিটি ক্যাম্পে ক্যাম্প-ইন-চার্জগণের সহায়তাকারী হিসেবে শুরু থেকে সিপিপি স্বেচ্ছাসেবকগণ নিয়োজিত আছেন।
- দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস কর্মসূচির অংশ হিসেবে প্রতিটি ক্যাম্পে ১০০ জন করে মোট ৩,০০০ জন অস্থায়ী স্বেচ্ছাসেবক রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠির মধ্য হতে নির্বাচন করে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং ভলান্টিয়ার গিয়ার ও সাংকেতিক যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হয়েছে।
- তিনটি বৃহৎ আকারের মহড়া এবং প্রতিটি ক্যাম্পে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠির স্বেচ্ছাসেবকগণের অংশ গ্রহণে ১টি করে মহড়া আয়োজন চলছে।
- উক্ত জনগোষ্ঠির বোধগম্য ভাষায় আবহাওয়া সতর্কতা ও দুর্যোগ তথ্য প্রচারের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।
- প্রতিটি ক্যাম্পে দুর্যোগ নিয়ন্ত্রণ কক্ষ এবং ওয়্যারলেস স্টেশন স্থাপনের কাজ চলছে।

১৭.১১ ঘূর্ণিঝড় বিষয়ক মাঠ মহড়া

২০১৭-১৮ অর্থ বছরে সরকারি অর্থায়নে ৪০টি উপজেলায় ৪০টি ঘূর্ণিঝড় বিষয়ক মাঠ মহড়ার আয়োজন করা হয়েছে এবং ১৫৬টি ইউনিয়নে গণসচেতনতা বৃদ্ধিমূলক র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

১৭.১২ সাংকেতিক যন্ত্রপাতি এবং স্বেচ্ছাসেবক গিয়ার সরবরাহ ও বিতরণ

২০১৭-১৮ অর্থ বছরে সরকারি অর্থায়নে ৪টি উপজেলায় স্বেচ্ছাসেবকদের জন্য সাংকেতিক যন্ত্রপাতি এবং স্বেচ্ছোসেবক গিয়ার এর ১১টি আইটেম রেইনকোর্ট, সুপার মেগাফোন, হ্যান্ড সাইরেন, সিগনাল ফ্লাগ মাষ্ট, সিগনাল ফ্লাগ, সিপিপি ভেষ্ট, রেডিও, টর্চ লাইট, বাই সাইকেল, লাইফ জ্যাকেট, প্রাথমিক চিকিৎসা ব্যাগ, উদ্ধার ব্যাগ ইত্যাদি) দরপত্রের মাধ্যমে ক্রয় করা হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট উপজেলার স্বেচ্ছাসেবকদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে।

১৭.১৩ স্বেচ্ছাসেবক ডাটা বেইজ

সিপিপির সর্বমোট ৫৫,২৬০ জন স্বেচ্ছাসেবকের ডাটাবেজ জাতীয় তথ্য বাতায়নে যুক্ত করা হয়েছে এবং অনলাইনে প্রদর্শিত হচ্ছে।

১৭.১৪ স্বেচ্ছাসেবক সমাবেশ/সভা

২০১৭-১৮ অর্থ বছরে সিপিপির মাঠ পর্যায়ে ১১৬টি উপজেলা কমিটির সভা, ৬২৮টি ইউনিয়ন কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

১৭.১৫ বাজেট

২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচির জন্য ২০ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল। তন্মধ্যে ১৭ কোটি টাকা খরচ হয়েছে। অব্যয়িত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা দেওয়া হয়েছে।

১৭.১৬ অর্জন

- সারা বিশ্বে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সিপিপি একটি মডেল হিসেবে স্বীকৃত।
- লক্ষ মানুষের জীবনরক্ষার স্বীকৃতিস্বরূপ থাইল্যান্ডের 'স্মিথ টুমসারক এওয়ার্ড-১৯৯৮' অর্জন ।
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক 'চ্যাম্পিয়ন অব দি আর্থ' সম্মাননা অর্জনের অন্যতম নেপথ্য সহায়ক।
- ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ৩ নভেম্বর ২০১৬ তারিখে AMCDRR সম্মেলনে বাংলাদেশের কমিউনিটি বেইজড সাইক্লোন প্রিপেয়ার্ড প্রোগ্রামকে "গ্লোবাল বেস্ট প্রাকটিস" নামে অভিহিত করেন।
- উপকূলীয় জনগণ কর্তৃক কর্মসূচিটিকে সাদরে গ্রহণ এবং স্বেচ্ছাসেবকগণের নিবেদিতপ্রাণ সেবার কারণে সমাজে বিশেষ সম্মানজনক অবস্থান।
- কোনরূপ আর্থিক কিংবা অনুরূপ প্রাপ্তির আশা ব্যতিরেকে দেশ ও জাতির স্বার্থে স্বেচ্ছাসেবার মনোভাব সৃষ্টি।
- স্বেচ্ছাসেবকগণের মাঝে ঘূর্ণিঝড় দুর্যোগের সীমারেখা ছাড়িয়ে সড়ক দুর্ঘটনা, নৌ-যানডুবি, নদীভাঙনসহ অন্যান্য দুর্যোগ, যেমন- বন্যা, ভূমিকম্প, বজ্রপাত, ভূমিধস ইত্যাদি দুর্যোগে সেবা প্রদানের মনোভাব ও সক্ষমতা সৃষ্টি।
- সিপিপির কার্যক্রমের বিশ্বাসযোগ্যতা ও নির্ভরতার কারণে জনগণের মধ্যে দুর্যোগে সাড়া প্রদানের প্রবণতা বৃদ্ধি।
- উপকূলীয় এলাকায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি সমাজ কল্যাণমূলক বিভিন্ন কর্মকান্ডে সক্রিয় অংশগ্রহণ।
- নারীর ক্ষমতায়ন ও অংশগ্রহণ বৃদ্ধি। কঠিন, শ্রমসাধ্য, বিপদসংকুল সেবায় নারী স্বেচ্ছাসেবকদের অংশগ্রহণ।
- জীবন ও সম্পদহানি উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস। জীবনহানির ক্ষেত্রে লক্ষের অংককে একক অংকে নামিয়ে আনা।

শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন
কমিশনারের কার্যালয় সংক্রান্ত তথ্য

২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে বাংলাদেশে আশ্রয় গ্রহণকারী বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিকদের মানবিক সহায়তা কার্যক্রমের প্রতিবেদন

১.০ ভূমিকা:

মিয়ানমারের অভ্যন্তরে সংঘটিত নানা নিপীড়নমূলক ঘটনাবলী ও জাতিগত সহিংসতার শিকার হয়ে রোহিঙ্গাদের আগমন ও অবস্থান বাংলাদেশের জন্য একটি দীর্ঘমেয়াদী সমস্যা। মানবসৃষ্ট এ বিপর্যয় যে কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগের চেয়ে কোন অংশে কম নয়। ১৯৭৮ সালে মিয়ানমারের অভ্যন্তরে পরিচালিত নিষ্পেষণমূলক Operation *Nagamin* বা 'ড্রাগন অপারেশন' এর কারণে প্রথম বাংলাদেশে রোহিঙ্গাদের অনুপ্রবেশ ঘটে। সে সময়ে প্রায় ২ লক্ষ রোহিঙ্গা বাংলাদেশে প্রবেশ করে। পরবর্তীতে জবরদস্তিমূলক শ্রম, ধর্ষণ ও ধর্মীয় নিপীড়নের শিকার হয়ে নভেম্বর ১৯৯১ হতে জুন ১৯৯২ পর্যন্ত সময়ে পুনরায় ২ লক্ষ ৫০ হাজারের অধিক রোহিঙ্গা বাংলাদেশে আশ্রয় গ্রহণ করে। সত্তর ও নব্বই দশকে আশ্রয় গ্রহণকারী রোহিঙ্গাদের অধিকাংশ দ্বিপাক্ষিক সমঝোতার আওতায় স্বদেশে ফেরত গেলেও শেষোক্ত পর্যায়ে আশ্রয় গ্রহণকারীদের একটি অংশ (৩৩,৯৫৬ জন) এখনো উখিয়া ও টেকনাফের ২টি শরণার্থী শিবিরে আটকে আছে। পরবর্তীতে ২০০৯ হতে ২০১৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের মধ্যে বিভিন্ন পর্বে প্রায় ৩ লক্ষ রোহিঙ্গা বাংলাদেশে প্রবেশ করে। তবে ২০১৭ স্নালের ২৫ আগষ্ট হতে শুরু হওয়া অভিনিষ্ক্রমণ (exodus) পূর্বের সব রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে।

২০১৭ সালের ২৩ আগষ্ট ছিল মায়ানমার সরকারের উদ্যোগে ২০১৬ সালে জাতিসংঘের সাবেক মহাসচিব কফি আনানের নেতৃত্বে গঠিত Advisory Commission on Rakhine State এর "Towards a Peaceful, Fair and Prosperous Future for the People of Rakhine" শীর্ষক চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রকাশের নির্ধারিত তারিখ। এর ঠিক একদিন পরে অর্থাৎ ২৪ আগষ্ট রাখাইনের মংডু এলাকায় কতিপয় পুলিশ ফাঁড়িতে ARSA নামক কথিত সন্ত্রাসী গোষ্ঠির সশস্ত্র আক্রমণের খবর বহুল প্রচার পায়। এর পরপরই মংডু এলাকায় শুরু হয় মিয়ানমার সেনাবাহিনীর Clearance Operation অভিযান। মূলত রোহিঙ্গা মুসলমানদের বিরুদ্ধে পরিচালিত নজিরবিহীন এই অভিযানে সেনা সদস্যদের সাথে রাখাইনের বৌদ্ধরাও যোগ দেয়। অভিযানে সেনা সদস্য ও সশস্ত্র বৌদ্ধদের হাতে মংডু, বুচিডং, রাচিডং ও সিটুওয়ে এলাকার রোহিঙ্গারা হত্যা, ধর্ষণ, লুন্ঠন, অগ্নিসংযোগসহ প্রায় সকল ধরণের অত্যাচার ও নিগ্রহের শিকার হয়। রোহিঙ্গাদের ওপর সংঘটিত ওই নৃশংস ঘটনাকে বিশ্ব মিডিয়া "জাতিগত নিধন" হিসেবে আখ্যা দেয়। অনেকে একে "গণহত্যা" বা "মানবতাবিরোধী অপরাধ" হিসেবেও অভিহিত করেছেন। নিজ দেশের সেনাবাহিনী ও বৌদ্ধ প্রতিবেশীদের যৌথ আক্রমণ হতে রক্ষা পেতে তখন হতে এ যাবৎ সাত লক্ষেরও অধিক রোহিঙ্গা কক্সবাজার এলাকায় আশ্রয় নিয়েছে। এদের মধ্যে কিছু সংখ্যক হিন্দু রোহিঙ্গাও আছে। সব মিলিয়ে বর্তমানে বাংলাদেশে রোহিঙ্গাদের সংখ্যা এখন ১০ লক্ষ ছাড়িয়ে গেছে।

২.০ মানবিক সহায়তা কার্যক্রম:

২.১ আশ্রয় শিবিরের বিন্যাস ও আবাসন

সেপ্টেম্বর, ২০১৭ মাসে ২,০০০ একর ভূমিতে আশ্রয় শিবির নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। আশ্রয়প্রার্থীদের সংখ্যা ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় উখিয়ার কুতুপালং-বালুখালী নতুন ক্যাম্প এলাকার আওতা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ভূমির পরিমাণ প্রাথমিকভাবে বরাদ্দকৃত ২,০০০ একরের স্থলে ৩,৫০০ একরে পুন:নির্ধারণ করা হয়। পরে ভূমিধস ও বন্যার ঝুঁকিতে থাকা রোহিঙ্গাদের নিরাপদ স্থানে স্থানান্তরের জন্য আরও ৫০০ একর ভূমি বরাদ্দ করা হয়েছে। এছাড়া, উখিয়া উপজেলার হাকিমপাড়া, জামতলী, পুটিবুনিয়া এবং টেকনাফ উপজেলার চাকমারকুল, উনচিপ্রাং, শামলাপুর, লেদা, আলীখালী, জাদীমুরা এবং নয়াপাড়া সম্প্রসারিত এলাকা ক্যাম্পের আওতায় আনা হয়েছে। নতুন ক্যাম্পসমূহে ব্যবহৃত মোট ভূমির পরিমাণ প্রায় ৬,৫০০ একর। প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার সুবিধার্থে উখিয়ার কুতুপালং-বালুখালী আশ্রয় শিবিরটিকে ২০টি ক্যাম্পে বিভক্ত করা হয়েছে। ফলে পূর্বের দু'টি সহ বর্তমানে ক্যাম্পের মোট সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৩৪টি। নতুন ৩৪টি ক্যাম্পে সর্বমোট ২১২,৬০৭টি অস্থায়ী শেল্টারে আশ্রয়প্রার্থীদের আবাসনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ক্যাম্প ব্যবস্থাপনার জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক পদায়িত কর্মকর্তাদেরকে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। নতুন ক্যাম্পগুলোতে প্রশাসনিক অবকাঠামো তৈরীসহ এর তত্ত্বাবধান ও সংরক্ষণের ক্ষেত্রে ইউএনএইচসিআর আর্থিক ও কারিগরী সহায়তা প্রদান করছে।

২.২ খাদ্য নিরাপত্তা ও খাদ্য বহির্ভুত আইটেম (NFI)

বর্তমানে নতুন ৩৪টি ক্যাম্পে ডব্লিউএফপি কর্তৃক ৮,৩১,৬৫০ জন আশ্রয়প্রার্থীকে খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে [জেনারেল ফুড ডিস্ট্রিবিউশন (GFD) এর আওতায় ৩,৯৬,০৯৯ জনকে চাল, ডাল, তেল এবং ই-ভাউচার এর মাধ্যমে ৪,৩৫,৫৫১ জনকে ১৯ প্রকার খাদ্য সামগ্রী]। জেলা প্রশাসন ও বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সহযোগিতায় সেপ্টেম্বর, ২০১৭ হতে বিভিন্ন সরকারী দফতর, বেসরকারী সংস্থা, স্থানীয় দানশীল ব্যক্তিবর্গ ও বন্ধুপ্রতিম দেশ হতে প্রাপ্ত খাদ্য ও খাদ্য জাতীয় অন্যান্য ত্রাণ বিতরণ করা হচ্ছে।

লেদা, আলীখালী, জাদীমুরা এবং নয়াপাড়া সম্প্রসারিত এলাকা ক্যাম্পের আওতায় আনা হয়েছে। নতুন ক্যাম্পসমূহে ব্যবহৃত মোট ভূমির পরিমাণ প্রায় ৬,৫০০ একর। প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার সুবিধার্থে উখিয়ার কুতুপালং-বালুখালী আশ্রয় শিবিরটিকে ২০টি ক্যাম্পে বিভক্ত করা হয়েছে। ফলে পূর্বের দু'টি সহ বর্তমানে ক্যাম্পের মোট সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৩৪টি। নতুন ৩৪টি ক্যাম্পে সর্বমোট ২১২,৬০৭টি অস্থায়ী শেল্টারে আশ্রয়প্রার্থীদের আবাসনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ক্যাম্প ব্যবস্থাপনার জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক পদায়িত কর্মকর্তাদেরকে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। নতুন ক্যাম্পগুলোতে প্রশাসনিক অবকাঠামো তৈরীসহ এর তত্ত্বাবধান ও সংরক্ষণের ক্ষেত্রে ইউএনএইচসিআর আর্থিক ও কারিগরী সহায়তা প্রদান করছে।

২.২ খাদ্য নিরাপত্তা ও খাদ্য বহির্ভূত আইটেম (NFI)

বর্তমানে নতুন ৩৪টি ক্যাম্পে ডব্লিউএফপি কর্তৃক ৮,৩১,৬৫০ জন আশ্রয়প্রার্থীকে খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে [জেনারেল ফুড ডিস্ট্রিবিউশন (GFD) এর আওতায় ৩,৯৬,০৯৯ জনকে চাল, ডাল, তেল এবং ই-ভাউচার এর মাধ্যমে ৪,৩৫,৫৫১ জনকে ১৯ প্রকার খাদ্য সামগ্রী]। জেলা প্রশাসন ও বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সহযোগিতায় সেপ্টেম্বর, ২০১৭ হতে বিভিন্ন সরকারী দফতর, বেসরকারী সংস্থা, স্থানীয় দানশীল ব্যক্তিবর্গ ও বন্ধুপ্রতিম দেশ হতে প্রাপ্ত খাদ্য ও খাদ্য জাতীয় অন্যান্য ত্রাণ বিতরণ করা হচ্ছে।

ডব্লিউএফপি কর্তৃক পুরনো নয়াপাড়া এবং কুতুপালং ক্যাম্পে অবস্থানরত শরণার্থীদের দৈনিক রেশন সামগ্রী হিসাবে চাল, ডাল, লবন, তৈল, চিনি, আলু, মরিচ, হলুদ ইত্যাদি ই-ভাউচারের মাধ্যমে প্রদান করা হচ্ছে। এ দু'টি ক্যাম্পে উপরিউক্ত প্রধান খাদ্যদ্রব্য ছাড়াও বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির মাধ্যমে জ্বালানী, টুথ পাউডার, সাবান ও অন্যান্য নন-ফুড আইটেমও সরবরাহ করা হয়।

২.৩ স্বাস্থ্য সেবা

আশ্রয় গ্রহণকারীদের জন্য স্থাপিত নতুন ৩৪টি ক্যাম্পে ও সংলগ্ন স্থানে মোট ৭টি ফিল্ড হাসপাতাল ও ১২৯টি প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। তন্মধ্যে ৩১টি হাসপাতাল/স্বাস্থ্য কেন্দ্র ২৪ ঘণ্টা সেবা প্রদান করছে। হাসপাতাল/স্বাস্থ্য কেন্দ্রসমূহে সর্বমোট ৯৬৩টি নতুন আইপিডি শয্যা চালু করা হয়েছে। এমএসএফ ও আরএইচইউ পরিচালিত বিদ্যমান স্বাস্থ্য কেন্দ্রসমূহের সক্ষমতাও (৩৫ শয্যার কলেরা হাসপাতালসহ) বৃদ্ধি করা হয়েছে। সবকটি ক্যাম্পে সরকারী-বেসরকারী মিলে মোট ১২৪টি সংস্থা বর্তমানে স্বাস্থ্য সেবা প্রদানে নিয়োজিত আছে।

অরবিস ইন্টারন্যাশনাল (Orbis International) এর সহায়তায় আশ্রয় গ্রহণকারীদের আই কেয়ার সার্ভিস প্রদানের লক্ষ্যে স্থানীয় বায়তুশ শরফ চক্ষু হাসপাতাল এর সাথে একটি চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে। এর আওতায় ১,০০০ জনের ক্যাটার‍্যাক্ট আই সার্জারী সম্পাদন ও ৫,০০০ জনকে চশমা প্রদানের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। তাছাড়া, পেডিয়াট্রিক অপথালমোলজি কর্মসূচীর অধীনে এ বছরে ৫০,০০০ শিশুকে স্ক্রিনিং করাসহ প্রয়োজনীয় চিকিৎসা প্রদানের কার্যক্রমও চলমান আছে।

নতুন আশ্রয়প্রার্থীদের মাঝে মহামারী রোধ ও স্বাস্থ্য ঝুঁকি হ্রাসের লক্ষ্যে ১,৩৫,৫১৯ (১ম রাউন্ড) ও ৩,৫৪,৯৮২ (২য় রাউন্ড) জনকে এমআর, ৭২,৩৩৪ (১ম রাউন্ড) ও ২,৩৬,৬৯৬ (২য় রাউন্ড) জনকে ওপিভি এবং ২,২৫,৪৪৬ জনকে ভিটামিন এ ক্যাপসুল দেয়া হয়েছে। প্রথম দফায় ৭,০০,৪৮৭ জন এবং ২য় দফায় ১,৯৯,৪৭২ জন এবং পরবর্তীতে আরো ৮,৭৯,২৭৩ জনকে কলেরা ভ্যাকসিনও দেয়া হয়েছে। এর পাশাপাশি ৩,১৫,৮৮৯ (১ম রাউন্ড), ৩,৬৩,৯৮৭ (২য়

রাউন্ড) ও ৪,২৩,৫৬৩ (৩য় রাউন্ড) জনকে ডিপথেরিয়া ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে। এ পর্যন্ত ২৮,১৫৫ জন গর্ভবতী নারীকে সনাক্ত ও প্রিন্যাটাল সেবা প্রদান করা হয়েছে।

নয়াপাড়া ও কুতুপালং ক্যাম্পের স্বাস্থ্য ইউনিট শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনারের কার্যালয়ের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। প্রতি ক্যাম্পে ২ জন করে ডাক্তার নিয়মিত স্বাস্থ্য কেন্দ্রের বহির্বিভাগের (OPD) মাধ্যমে স্বাস্থ্য সেবা দিয়ে থাকেন। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে উখিয়া/টেকনাফ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এবং কক্সবাজার সদর হাসপাতাল ও চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফারেল পদ্ধতিতে শরণার্থী রোগীদের চিকিৎসা প্রদান করা হয়। উভয় ক্যাম্পে পরিবার পরিকল্পনা, টিকাদান কর্মসূচী, প্রসুতি-পূর্ব, প্রসুতি উত্তর সেবা প্রদানের জন্য হাসপাতালের বর্হিবিভাগ এবং থেরাপিউটিক ও সাপ্লিমেন্টারী ফিডিং সেন্টার রয়েছে।

২.৪ পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন

(ক) সবগুলো ক্যাম্পে এ পর্যন্ত ৬,০০৭টি অগভীর নলকূপ, ৩,৬৩২টি গভীর নলকূপ ও ১১টি কুয়া স্থাপন করা হয়েছে। তন্মধ্যে ২৪৬টি অগভীর নলকূপ ইতোমধ্যে অকেজো (Decommissioning) করা হয়েছে। বর্তমানে কোন অগভীর নলকূপ স্থাপন করতে দেয়া হচ্ছে না।

(খ) উখিয়ার কুতুপালং-বালুখালী নতুন ক্যাম্প এলাকার ১২ নং ক্যাম্পে জাইকা ও আইওএম যৌথ উদ্যেগে ৩০,০০০ লোকের জন্য পানি সরবরাহের উপযোগি ১,৪০০ ফুট গভীরতাসম্পন্ন একটি বৃহৎ নলকূপ স্থাপনের কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে।

স্থানীয়সহ রোহিঙ্গাদের জন্য এ ধরণের আরো উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন নলকূপ স্থাপনের কাজ চলমান আছে। সর্বশেষ এডিবি'র সহায়তায় ডিপিএইচই'র ব্যবস্থাপনায় টেকনাফে একটি নতুন পানি শোধনাগার স্থাপন, পাইপলাইনের মাধ্যমে ৪০টি পানি সরবরাহ ব্যবস্থা এবং ৭টি নতুন ভ্রাম্যমাণ পানির ট্যাংকার (Mobile Water Career) সরবরাহের পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে।

নতুন ক্যাম্পসমূহে শৌচ সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে ৫৮,০৩০ হাজারের অধিক ল্যাট্রিন স্থাপন করা হয়েছে। প্রথম দিকে স্থাপিত অস্থায়ী ল্যাট্রিনের মধ্যে ৮,৬৯৪টি ইতোমধ্যে অকেজো (Decommissioning) করা হয়েছে। অকেজো করা লাট্রিন প্রতিস্থাপনসহ প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে নতুন ল্যাট্রিন স্থাপনের পরিকল্পনা বাস্তবায়নাধীন আছে। ইতোমধ্যে উখিয়ার কুতুপালং-বালুখালী নতুন ক্যাম্প এলাকায় ইউনিসেফের আর্থিক সহায়তায় দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ১৬ ইসিবির মাধ্যমে ১০,০০০টি ল্যাট্রিন নির্মিত হয়েছে। আরো ১,৫০০টি ল্যাট্রিন স্থাপনের কার্যক্রম চলমান আছে। বর্তমানে মোট ৪৯,৯৩০টি ল্যাট্রিন সম্পূর্ণ সচল রয়েছে। ল্যাট্রিনসমূহের ব্যবহারযোগ্যতা অক্ষুন্ন রাখার লক্ষ্যে ক্ষুদ্র, মাঝারি ও বড় আকারে পয়:ব্যবস্থাপনার (Fecal Sludge Management) উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

ক্যাম্প এলাকায় এ পর্যন্ত ১৬,৯৫৭টি গোসলখানা স্থাপন করা হয়েছে। ইউনিসেফের আর্থিক সহায়তায় দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ১৬ ইসিবির মাধ্যমে আরো ৫,০০০টি গোসলখানা স্থাপনের কার্যক্রম চলমান আছে। এডিবি'র সহায়তায় নতুন আরো ১,০০০টি গোসলখানা স্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। এডিবি'র অর্থায়নে ক্যাম্প এলাকায় ২টি সমন্বিত কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা (Solid Waste Management) কাঠামো নির্মাণের প্রস্তাবও চূড়ান্ত হয়েছে।

২.৫ অবকাঠামো ও বিদ্যুৎ

এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন মোট ১২.৩৩ কি.মি. দৈর্ঘের ১৪টি রাস্তার কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ইউএনএইচসিআর এর অর্থায়নে এএফডি কর্তৃক নির্মাণাধীন ১০.০০ কি.মি. দীর্ঘ মূল সড়কের কাজ শেষ হয়েছে। আইওএম ও ইউএনএইচসিআর এর সহায়তায় ৩টি বক্স কালর্ভাট ও ৯টি পাইপ কালর্ভাটও ইতোমধ্যে নির্মিত হয়েছে। আইওএম কর্তৃক ৫টি এক্সেস রোডে ৬.৪ কি.মি.এইচবিবি রাস্তা নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে। এডিবি'র অর্থায়নে নতুন প্রকল্পের আওতায় ক্যাম্প এলাকায় আরো ৩০ কি.মি. সড়ক নির্মাণ ও মেরামত প্রকল্প গৃহীত হয়েছে, যা এলজিইডি বাস্তবায়ন করবে। সড়ক ও মহাসড়ক বিভাগের (RHD) ব্যবস্থাপনায় কক্সবাজার-টেকনাফ সড়ক, এন আই চৌধুরী সড়ক এবং ফলিয়াপাড়া সড়ক উন্নয়নের কাজও এই প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এডিবি এসব প্রকল্প ২০১৮-২০২১ সালের মধ্যে বাস্তবায়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

ডব্লিউএফপি কর্তৃক ২০টি অস্থায়ী গুদাম নির্মাণ করা হয়েছে। আরো গুদাম নির্মাণের কাজ চলমান আছে। এডিবি'র অর্থায়নে ১৩টি স্থানে নতুন ৫০টি Food distribution Outlet নির্মাণ করা হবে। ক্যাম্পবহির্ভূত এলাকায় ১০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এডিবি'র সহায়তায় এলজিইডি'র ব্যবস্থাপনায় "সাইক্লোন আশ্রয় কেন্দ্র-কাম-প্রাথমিক বিদ্যালয়" স্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে, যা আপদকালীন সময়ে রোহিঙ্গা এবং স্থানীয় বাঙালি উভয়ের জন্য ব্যবহার করা হবে।

পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির মাধ্যমে উখিয়ার কুতুপালং-বালুখালী নতুন ক্যাম্প এলাকায় প্রস্তাবিত ২০ কি.মি. লাইন নির্মাণের কাজ ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। উল্লেখ্য, উল্লিখিত বিদ্যুৎ লাইন কেবল ক্যাম্প কার্যালয়সহ অন্যান্য প্রশাসনিক স্থাপনায় বিদ্যুৎ সংযোগের কাজে ব্যবহৃত হবে। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং এনজিওদের সহায়তায় সবক'টি ক্যাম্প এলাকায় এ পর্যন্ত ৬,৬৮৬টি সোলার স্ট্রিট লাইট স্থাপন করা হয়েছে। তা'ছাড়া, প্রায় সকল রোহিঙ্গা পরিবারকে ঘরে ব্যবহারের উপযোগি সোলার টর্চ লাইট সরবরাহ করা হয়েছে।

২.৬ শিক্ষা

আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের তথ্যানুসারে ৫ লক্ষ ৩০ হাজার ছেলে-মেয়ের শিক্ষা সহায়তা প্রয়োজন। ইতোমধ্যে ৫,৪৯৫ টি শিক্ষা কেন্দ্র (Functional) স্থাপন ও ৯,৭২৭ জন শিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে এবং প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ১৪ বছরের কম বয়সী ৪,৩১,৮১৮ জন (৩,১৪,৯২৬ জন শরণার্থী) বালক-বালিকাকে এসব শিক্ষা কেন্দ্রে মিয়ানমার ও ইংরেজী ভাষায় অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রদান করা হচ্ছে। ১,৫১৭টি শিক্ষা কেন্দ্রের জন্য পরিচালনা কমিটি গঠন ও কার্যকর করা হয়েছে। এ পর্যন্ত শিক্ষার্থী ও শিক্ষক মিলিয়ে ১,৭১,১০১ জনকে শিক্ষাসহায়ক কিট সরবরাহ করা হয়েছে। নতুন শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপন ও শিক্ষাসহায়ক কিট সরবরাহ কার্যক্রম অব্যাহত আছে।

২.৭ পুষ্টিমান উন্নয়ন

আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের তথ্যানুসারে নতুন ৩০টি ক্যাম্পে বর্তমানে ৩১৮,৭৭৮ জন রোহিঙ্গা অপুষ্টিজনিত সমস্যায় আক্রান্ত। এর মধ্যে ১৪২,৮২৩ জনকে (৪৫%) পুষ্টিসেবা প্রদান করা হয়েছে। অপুষ্টিজনিত সমস্যায় আক্রান্তদের অধিকাংশই শিশু ও গর্ভবতী মহিলা। এ পর্যন্ত ১২,৬৬৮ জন শিশু ভর্তি হয়েছে পুষ্টিজনিত সমস্যা নিয়ে। অনূর্ধ্ব ৫ বছরের ১৩৬,৮৮২ জন শিশুকে তীব্র অপুষ্টি রোধকল্পে ব্ল্যাংকেট সাপ্লিমেন্টারী ফিডিং প্রোগ্রামের আওতায় আনা হয়েছে। গর্ভবতী ও প্রাপ্ত বয়স্ক মোট ৮৩,১৪৫ জন মহিলাকে পুষ্টিজনিত সেবা প্রদান করা হয়েছে।

৩.০ পরিবেশ সংরক্ষণ ও বিকল্প জ্বালানী:

আশ্রয় গ্রহণকারীদের রান্নার জন্য বিকল্প জ্বালানীর ব্যবস্থা না থাকায় শুরু থেকেই ক্যাম্প সংলগ্ন বনভূমির ওপর চাপ পড়ে। বন থেকে সংগৃহীত জ্বালানী কাঠের উপর নির্ভরশীলতা হ্রাস এবং নিকটস্থ বনভূমির উপর চাপ কমাতে জ্বালানী সাশ্রয়ী চুলাসহ প্রথম দিকে ধানের তুষ দিয়ে তৈরী Compressed Rice Husk সরবরাহের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। ইতোমধ্যে ১,৭০,৪৭৮ পরিবারকে (Host Communitysহ) LPG (এলপিজি) সরবরাহ করা হয়েছে। (রোহিঙ্গা পরিবার = ১,৮১,০৫৩ এবং হোষ্ট কমিউনিটি পরিবার= ১৬,৪০৯) ইউএনএইচসিআর, আইওএম ডাব্লিউএফপি, আইসিআরসি, আইএফআরসি, কারিতাস, এফএকিউ, এফআইভিডিবি এলপিজি সরবরাহ করছে। সরবরাহকৃত এলপিজি'র ২৫% হোষ্ট কমিউনিটিকে দেয়া হয়। বিভিন্ন এনজিও বৃক্ষরোপন কার্যক্রমের মাধ্যমে ক্যাম্পসমূহে গত বর্ষা মৌসুমে সর্বমোট ২,০৪,৩০০টি বৃক্ষ রোপন করেছে। এ বছরের বর্ষা মৌসুমে ৫ লক্ষ্য বৃক্ষ রোপনের লক্ষ্য স্থির করা হয়েছে। এ কার্যক্রম ২৬/০৬/২০১৯ তারিখে শুরু হয়েছে। তাছাড়া, ব্র্যাক ও কারিতাস ২১ লক্ষ বিন্না ঘাসের চারা বিতরণ করেছে। এফএও ৫টি বৃহৎ এলাকায় প্রদর্শনীমূলক বৃক্ষরোপন এর ব্যবস্থা করেছে। এফএও'র সহায়তায় আরণ্যক ফাউন্ডেশন ৯টি ও বন বিভাগ ৮টি নার্সারি সৃজন করেছে। এফএও ৫০ হাজার পরিবারের মধ্যে Micro-gardening kit বিতরণ করেছে। স্থানীয় কৃষক সমিতিকে ১২২টি পাওয়ার টিলারও বিতরণ করা হয়েছে।

হাতির বিচরণ ও চলাচলের পথ সংকুচিত হয়ে পড়ায় উখিয়ার কুতুপালং-বালুখালী ক্যাম্প এলাকায় এ পর্যন্ত বন্য হাতির আক্রমণের ৫টি ঘটনা ঘটেছে। ভবিষ্যতে এ ধরণের ঘটনা পুনরাবৃত্তি রোধকল্পে হাতির চলাচলের পথ নির্দিষ্টকরণের লক্ষ্যে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ইউএনএইচসিআর এর আর্থিক সহায়তায় আইইউসিএন (International Union for Conservation of Nature) কাজ শুরু করেছে।

৪.০ দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস ও ব্যবস্থাপনা:

(ক) ইউএনএইচসিআর এর অর্থায়নে Asian Disaster Preparedness Centre (ADPC) ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌথ উদ্যোগে সম্ভাব্য ভূমিধস ও পাহাড়ী ঢলে আক্রান্ত হতে পারে এমন এলাকা চিহ্নিত করা হয়েছে। Cyclone Preparedness Programme (CPP)-কে আইওএম ও ইউএনএইচসিআরসহ বিভিন্ন সংস্থার সমন্বয়ে গঠিত দুর্যোগ মোকাবেলা সংক্রান্ত ওয়ার্কিং গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সম্ভাব্য ঘুর্ণিঝড় হতে রক্ষার উদ্দেশ্যে ইতোমধ্যে নির্মিত অস্থায়ী শেল্টারসমূহকে মজবুত করার লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ঝুর্কিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত মোট ১,৯০,৯২৬টি শেল্টারের জন্য মজবুতিকরণ সামগ্রী সরবরাহ করা হয়েছে। এ পর্যন্ত ১, ৩, ৪, ৫, ৭, ৮, ৯, ১০, ১২, ১৪, ১৫, ১৬ ও ১৮ নং ক্যাম্প হতে ১১,০৯৭ পরিবারের মোট ৪৮,৬৪৬ জনকে সম্প্রসারণশীল ৪, ৫, ৬, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ২০, নং ক্যাম্পে স্থানান্তর করা হয়েছে।

সিপিপি (Cyclone Preparedness Programme)-কে আইওএম ও ইউএনএইচসিআরসহ বিভিন্ন সংস্থার সমন্বয়ে গঠিত দুর্যোগ মোকাবেলা সংক্রান্ত ওয়ার্কিং গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সিপিপি'র সহায়তায় প্রতটি ক্যাম্পে দূর্যোগ মোকাবেলা কার্যক্রমে সহায়তা প্রদানের জন্য স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন এবং তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান ও সরঞ্জাম সরবরাহ করা হয়েছে। সম্ভাব্য ঘুর্ণিঝড় হতে রক্ষার উদ্দেশ্যে ইতোমধ্যে নির্মিত অস্থায়ী শেল্টারসমূহকে মজবুত করার লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ঝুর্কিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত মোট ১৯০,৯২৬টি শেল্টারের জন্য মজবুতিকরণ সামগ্রী সরবরাহ করা হয়েছে।

৪.০ দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস ও ব্যবস্থাপনা:

(ক) ইউএনএইচসিআর এর অর্থায়নে Asian Disaster Preparedness Centre (ADPC) ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌথ উদ্যেগে সম্ভাব্য ভূমিধস ও পাহাড়ী ঢলে আক্রান্ত হতে পারে এমন এলাকা চিহ্নিত করা হয়েছে। Cyclone Preparedness Programme (CPP)-কে আইওএম ও ইউএনএইচসিআরসহ বিভিন্ন সংস্থার সমন্বয়ে গঠিত দুর্যোগ মোকাবেলা সংক্রান্ত ওয়ার্কিং গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সম্ভাব্য ঘুর্ণিঝড় হতে রক্ষার উদ্দেশ্যে ইতোমধ্যে নির্মিত অস্থায়ী শেল্টারসমূহকে মজবুত করার লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ঝুর্কিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত মোট ১,৯০,৯২৬টি শেল্টারের জন্য মজবুতিকরণ সামগ্রী সরবরাহ করা হয়েছে। এ পর্যন্ত ১, ৩, ৪, ৫, ৭, ৮, ৯, ১০, ১২, ১৪, ১৫, ১৬ ও ১৮ নং ক্যাম্প হতে ১১,০৯৭ পরিবারের মোট ৪৮,৬৪৬ জনকে সম্প্রসারণশীল ৪, ৫, ৬, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ২০, নং ক্যাম্পে স্থানান্তর করা হয়েছে।

সিপিপি (Cyclone Preparedness Programme)-কে আইওএম ও ইউএনএইচসিআরসহ বিভিন্ন সংস্থার সমন্বয়ে গঠিত দুর্যোগ মোকাবেলা সংক্রান্ত ওয়ার্কিং গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সিপিপি'র সহায়তায় প্রতটি ক্যাম্পে দূর্যোগ মোকাবেলা কার্যক্রমে সহায়তা প্রদানের জন্য স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন এবং তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান ও সরঞ্জাম সরবরাহ করা হয়েছে। সম্ভাব্য ঘুর্ণিঝড় হতে রক্ষার উদ্দেশ্যে ইতোমধ্যে নির্মিত অস্থায়ী শেল্টারসমূহকে মজবুত করার লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ঝুর্কিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত মোট ১৯০,৯২৬টি শেল্টারের জন্য মজবুতিকরণ সামগ্রী সরবরাহ করা হয়েছে।

৫.০ প্রত্যাবাসন প্রস্তুতি:

কক্সবাজার জেলার টেকনাফ উপজেলার কেরণতলী ও বান্দরবান জেলার নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার ঘুমঘুমে দু'টি প্রত্যাবাসন কেন্দ্র নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। আরো ২টি স্থানে প্রত্যাবাসন কাঠামো নির্মাণের প্রস্তুতি চলমান আছে।

কক্সবাজারে আশ্রয়গ্রহণকারী মিয়ানমার নাগরিকদের প্রত্যাবাসনের লক্ষ্যে সম্মত ভেরিফিকেশন ফর্ম অনুযায়ী তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রম ২৪/০৬/২০১৮ তারিখে শুরু ২৩/১২/২০১৯ তারিখে সম্পন্ন হয়েছে। মোট ১,৭৯,০০৬ পরিবারের (৮,১৭,০৪৭ জনের) তথ্য সংগ্রহ সম্পন্ন হয়েছে।